সহজ
শরহে বেকায়াহ্
দ্বিতীয় খণ্ড
আরবী-বাংলা

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত, বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ সহ দেশের সকল কওমী মাদ্রাসার নেছাবও বোর্ড পরীক্ষার কিতাব হিসেবে নির্ধারিত।

সহজ শরহে বেকায়াহ্

আরবী-বাংলা

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

শায়খ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ.

অনুবাদ

মাওলানা নূরুল ইসলাম রাহমানী

মুহাদ্দিস, মাদরাসা মিফতাহুল জান্নাত, গলগণ্ডা
ও মাদরাসা সাওতুল হেরা, মাইজবাড়ী মোমেনশাহী

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস,
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার ॥ পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ॥ ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা
মোবা. ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
বাসা নং ঃ ২১৭, ব্লক ঃ ত
মীরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী-২০১১ ঈ.
সফর ১৪৩২ হিজরী

বর্ণ বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য ঃ
৪০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, দ্বীনী বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা তথা ইলমে ফিকহ শিক্ষা করা সর্বোত্তম কাজ। এর সাথেই জড়িয়ে আছে মানুষের ঈমান-আমল। এক কথায় ইসলামী জিন্দেগীর সার্বিক দিক-নির্দেশনা। তাই তো মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

যাকে হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হলো, তাকে প্রভুত কল্যাণ দেওয়া হলো।

এখানে 'প্রজ্ঞা' বলতে ফিকাহ শাস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে ফেক্হ্ বা দ্বীনের ছহীহ জ্ঞান দান করেন।

ইলমে ফিক্হের পাঠ্য কিতাবাদির মধ্যে শরহুল বেকায়াহ কিতাবটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যাতে সহজ সাবলীল ভাষায় ফেকাহ্র গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ আলোচিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ইমামগণের মতভেদও উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কিছু মাসআলা ও আলোচনা করা হয়েছে যা অন্যান্য কিতাবে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পাক-ভারত উপমহাদেশের সকল মাদরাসাসমূহে সানুবিয়্যাহ উলিয়া (উচ্চ মাধ্যমিক) শ্রেণীর পাঠ্য কিতাব হিসেবে নির্ধারিত এবং বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার কিতাব হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে।

কিতাবটির ইবারত কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণ হওয়ায় এ ইবারত থেকে মর্ম উদ্ধার করা অনেকের কাছে বিশেষত মধ্যম ও দুর্বল ছাত্রদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আবার উর্দু ভাষায় রচিত অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা সম্বলিত গ্রন্থ اَلسِّقَايَةُ عَلٰى شَرْحِ الْوِقَايَةِ ব্যতিত আর কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

তাই বাংলা ভাষায় উক্ত গ্রন্থটির সহজ এবং সরল তরজমা ও শরাহ লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বহুগ্রন্থের লিখক ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম রহমানী সাহেব, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারিতার কথা বিবেচনা করে যথাসম্ভব সহজ সরলও যথোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন, মাশাআল্লাহ। আর আমাদের পক্ষ থেকেও কিতাবটিকে সার্বিক-সুন্দর করার চেষ্টায় ত্রুটি করা হয়নি।

জানা নেই, আমাদের চেষ্টায় আমরা কতটুকু সফল হয়েছি, তবে যতটুকু সফলতা তা আল্লাহর রহমত। আমরা আশা করি, আমাদের সুহৃদ পাঠক সমাজ আমাদের এ প্রয়াসটুকু সাদরে গ্রহণ করবেন এবং ভুলত্রুটি চোখে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করে কৃতার্থ করবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাজাতের অসীলা করে দেন। আমীন।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যাবলী

(১) সর্ব স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
(২) ইবারতের সহজ,সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করা হয়েছে।
(৩) মাযহাব ভিত্তিক আলোচনা আলাদাভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
(৪) ইবারতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে।
(৫) বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের বিবরণের আলোকে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।
(৬) বেফাকের বিগত বছরের প্রশ্নের উত্তর দান করার চেষ্টা করা হয়েছে।
(৭) ইলমে ফিকাহ সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।
(৮) প্রথমে ইবারতের সহজ অনুবাদ তুলে ধরার পরে প্রয়োজনীয় তাহকীকও তাশরীহ পেশ করা হয়েছে।
(৯) সর্বোপরি গ্রন্থটি সহজ-সরল, বোধগম্য, জ্ঞান-গর্ভ ও যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।
(১০) প্রতি পৃষ্ঠার ইবারত পরিমান তরজমা ও তাশরীহ ঐ পৃষ্ঠাতেই পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে

বিনীত
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

লিখক পরিচিতি

শরহে বেকায়াহ -এর মুছান্নিফ

উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ.

জন্ম ও বংশঃ নাম উবাইদুল্লাহ। উপাধি ছদরুশ শারী'আহ আল-আস্‌গর। পিতার নাম মাসউদ। দাদার নাম মাহমূদ। মোল্লা লুৎফুল্লাহ স্বীয় কিতাবের হাশিয়ায় দাদার নাম "উমর" বলে উল্লেখ করেন। দাদার নাম আহমদ। লক্বব ছদরুশ্ শারী'আহ আল্-আকবার। পরিশেষে হযরতের বংশধারা হযরত ওবাইদাহ্ ইবনে ছামেত রাযি.-এর সঙ্গে মিলে যায়।

ইল্‌ম শিক্ষাঃ তিনি সে যুগের ইমামে কামেল, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, অদ্বিতীয় ফকীহ্ এবং ইলমে তাফসীর, নাহব, ছরফ, ইলমে আদাব ও মানতেক ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার দাদা তাজুশ্ শারী'আহ -এর নিকট ইল্‌ম শিক্ষা করেন। তার বংশে অধঃস্তন পুরুষগণ সবাই ছিলেন আলিম।

ছাত্রবৃন্দঃ শাইখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আলী তাহেরী। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ বুখারী প্রমূখ আলেমগণ তাঁর গুণী ছাত্র।

ইলমের গভীরতাঃ আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী তার সমসাময়িকদের একজন। আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী ইলমে মা'কূলাতে তার সঙ্গে বাহ্‌ছ করতে চেয়েছিলেন। তবে কুতুবুদ্দীন প্রথমে তার বিশেষ ছাত্র মৌলভী মুবারক শাহকে তার ক্লাশে পাঠান। মুবারক শাহ সেখানে পৌঁছে দেখলেন, ছদরুশ শারী'আহ প্রখ্যাত পণ্ডিৎ ইবনে সীনার কিতাব "আল ইরশাদাত" ইবনে সিনা বা কোন শরাহ এর তোয়াক্কা না করে এমন সুন্দরভাবে পড়াচ্ছেন, যা ভাষায় বর্ণনাতীত। মুবারক শাহ ক্লাশের এ অবস্থা দেখে কুতুবুদ্দীন রাযীর কাছে লিখেন, তিনি হলেন অগ্নিশিখা। আপনি তার সঙ্গে বিতর্কের জন্য আসবেন না। নচেত লজ্জিত হবেন। কুতুবুদ্দীন রাযী একথা শুনে বাহ্‌ছ করার ইচ্ছা ছেড়ে দেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ৭৪৭ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। কাশ্‌ফুয যুনূন প্রণেতা তা'দিলুল উলূমের পরিচয় প্রসঙ্গে এসে, আল্লামা কুফুবী কিতাবুত তবকাতে এবং খতীব আব্দুল বাকী প্রমুখ আলেমগণও তার মৃত্যু ৭৪৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। তবে মোল্লা আলী কারী রহ. তার মৃত্যু সন ৬৮০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

রচনাবলীঃ তিনি তার দাদা তাজুশ্ শারী'আহ -এর প্রসিদ্ধ ফিক্‌হি কিতাব "বেকায়ার" অত্যন্ত উন্নতমানের শরাহ লিখিছেন। এটি সর্বজন স্বীকৃত ও অত্যন্ত বিস্তৃত কিতাব, যা দরসে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্থান পেয়েছে।

তিনি বেকায়ার ইবারত সংক্ষেপ করে তার নাম দিয়েছেন "নেকায়া"। এই নেকায়াকে উমদাহও বলা হয়। তিনি এ ধরনের অনেক জটিল ও প্রয়োজনীয় কিতাব রচনা করেন। নিম্নে তার লিখিত কিছু কিতাবের নাম দেওয়া হল। ✪ তানকীহ ✪ তাওজীহ শরহে তানকীহ ✪ আল্ মুকাদ্দামুল আরবাআহ ✪ তা'দীলুল উলূম ✪ শর হে ফুসূলে খামসীন। কঠিন কঠিন সমস্যাকে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন বলে তার লেখায় সবাই বেশী উপকৃত হত।

বেকায়ার শরাহসমূহ ঃ বেকায়ার শরাহ ও হাওয়াশী মিলে ৫৫টিরও অধিক কিতাব রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি।

✪ ইনায়াহ –আলাউদ্দীন আলী ইবনে আলী রুমী।

✪ আল্ -ইসতিফ্‌না –শায়খ আলাউদ্দীন আলী তরাবিলী।

✪ হাশীয়ায়ে শরহে বেকায়া –মুহিউদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আজমী।

✪ আল হুমায়াহ –শায়খ ইউসুফ ইবনে হাসান।

✪ আত্- তাত্ববীক –শায়খ কাসেম ইবনে সুলাইমান।

✪ আল্-ইস্‌তিগ্‌না –হেসাস উদ্দীন আল কুবীহ।

✪ হাশীয়ায়ে শরহে শরহে বেকায়া –আলী ইবনে মাজদুদ্দীন।

সূচীপত্র

বিষয়

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

بَابُ الْمَهْرِ

অধ্যায় : মোহর

اَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .... كَصَوْمِ رَمَضَانَ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَصَحَّ النِّكَاحُ بِلَاذِكْرٍ ... اَوْ صِفَتُهُ فَالْوَسْطُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَمُتْعَةٌ لَا تَزِيْدُ ..... وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَمَا زِيْدَ عَلَى الْمَهْرِ .... فَخَلْوَةٌ مُبْتَدَأٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَالَّا بَعْدُ يُزَوِّجُ .... اَنَّ الْاِبْنَ مُقَدَّمٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ .... وَلَا مُعْتَقٌ اَبُوْهُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَدِيَانَةٌ فَلَيْسَ .... فَلِلْوَلِىِّ الْاِعْتِرَاضُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَوُقِّفَ نِكَاحُ .... وَفُضُوْلِيًّا مِنْ جَانِبٍ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَصَحَّ نِكَاحُ اَمَةٍ زَوَّجَهَا .... فَالْاَوَّلُ صَحِيْحٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَاَىٌّ اَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ ..... اَوْ اَكْثَرَ مِنْهُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَاَىٌّ اَقَامَ بَيِّنَةً ...... فَوُطِئَتْ اَوْطُلِّقَتْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَاِنْ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ ..... مَهْرُ الْمِثْلِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيْقِ وَالْكَافِرِ

অধ্যায় : কৃতদাস ও কাফিরের বিবাহ

نِكَاحُ الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ ... لِاَنَّ الْاِجَازَةَ قَدْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُوْنًا .... بِاعْتِبَارِ اَنَّهُ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلَهُ اِنْكَاحُ عَبْدِهٖ ....اَلْعَارُ اَوْ زِيَادَةٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَمَةٌ نَكَحَتْ .... لِاَنَّهُ وَلَدٌ فِىْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَالْجَدُّ كَالْاَبِ ...... فَاِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلٰى

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَنَحْنُ نَقُوْلُ ..... بِحَيْثُ لَا يَنْفَكُّ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كِتَابُ الرَّضَاعِ

অধ্যায় : দুধ পান

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় ঃ তালাক

بَابُ الْعِنِّيْنِ

অধ্যায় : নপুংসক প্রসঙ্গ

اِنْ اَقَرَّ اَنَّهُ لَمْ يَصِلْ ..... اَلْمَرْأَةُ التَّفْرِيْقَ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَ تَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ ..... فِىْ طَلَبِ التَّفْرِيْقِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَالْخَصِىُّ كَالْعِنِّيْنِ ... عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ الْعِدَّةِ

অধ্যায় : ইদ্দত পালন প্রসঙ্গ

هِىَ لِحُرَّةٍ تَحِيْضُ ..... وَقَعَ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلِمَنْ لَمْ تَحِضْ ..... اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلِمَنْ حَبَلَتْ بَعْدَ .... مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ وَقْتٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَعَلٰى مُعْتَدَّةٍ ..... بِالنِّكَاحِ الثَّانِىْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلَا عِدَّةَ عَلٰى ذِمِّيَّةٍ ..... لِاَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَتَعْتَدُّ فِىْ مَنْزِلِهَا ..... اَقَلَّ تَتَوَجَّهُ الى

بَابُ النَّفَقَةِ

অধ্যায় : ভরণপোষণ প্রসঙ্গ

تَجِبُ هِىَ وَالْكِسْوَةُ ...... عَلَى الْمُعْسِرِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ...... عَلَيْهِ بِالْاِحْتِبَاسِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَ نَفَقَةُ عِرْسِ الْقِنِّ ..... اَلْمَنْعُ مِنَ الدُّخُوْلِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا مِنَ النَّظْرِ اِلَيْهَا ..... عِلْمَ الْقَاضِىْ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَيُكَفِّلُهَا اَىْ يَاْخُذُ ..... وَ لَنَا رَدُّ عُمَرَ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا لِمُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ ..... اَلْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلَا رِضَاعِهِ بَعْدَ ..... فَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِمَا

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَعَلَى الْمُوْسِرِ يَسَارَ ..... مَعَ اَهْلِيَّةِ الْاِرْثِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ اَخَوَاتٌ ...... وَالْاِنْتِفَاعُ بِهِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَ لَا لِلْاُمِّ بَيْعُ مَالِهِ ..... عَجِزَ اُمِرَ بِبَيْعِهِ

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَعْرِيْفُ الْفِقْهِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

فِقْه এর আভিধানিক অর্থ فِقْه ইহা (س) ও (ك) থেকে ব্যবহৃত হয়, (س) থেকে অর্থ শিক্ষা দেওয়া শিক্ষা করা, উন্মুক্ত করে দেওয়া, পরিস্কার করা (ك) থেকে অর্থঃ ফকীহ হওয়া, শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া ইত্যাদি। ফকীহ ঐ ব্যাক্তিকে বলা হয় যার নিকট শরীয়ী عِلْم উন্মুক্ত হয়ে যায়।

اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থঃ কুরআন হাদীস, ইজমাত্রয়ের মাধ্যমে গৃহীত শরীয়তের শাখাগত আমলী বিষয়ক মাসায়েল জ্ঞানকে ফিকাহ বলে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে জায়িয, নাজায়িয, হালাল- হারামের জ্ঞানকে ফিকাহ বলা হয়। আর সুফীগণের মতে ইলম ও আমলকে ফিকাহ বলা হয়।

مَوْضُوْعُ الْفِقْهِ

ফিকহের আলোচ্য বিষয়

اَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

অর্থঃ শরীয়তের বিধান অর্পিত বান্দাদের কর্মসমূহ হালাল হারামের দিক দিয়ে

غَرَضُ وَغَايَةُ الْفِقْهِ

ফিকহের উদ্দেশ্য

اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ اَىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থঃ দোজাহানের সফলতা অর্জন করা, অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। দুনিয়ার সফলতা হলো শরীয়ী হুকুম এর স্তর জেনে নিজে আমল করা ও অপরের সহযোগিতা করা এবং আখিরাতের সফলতা হলো অর্জিত ছাওয়াবের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হওয়া।

ফেকাহবিদদের স্তরবিন্যাস

(١) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الدِّيْنِ

এরা ঐ সব ফিকীহ আলিম যারা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেন। কারো নীতির শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে, কুরান সুন্নাহকে সামনে রেখে সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন যথা-৪ মাজাহাবের প্রণেতা ইমামগণ।

(٢) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَذْهَبِ

এরা ঐ সব মহামনীষী যাঁরা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কর্তৃক নির্বাচিত উছুল ও কায়েদা এর উপর ভিত্তি করে শরীয়ী মাসায়ালা উদঘাটন করতে সক্ষম ছিলেন। যেমনঃ ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (রহঃ)

(٣) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَسَائِلِ

এরা ঐ সব পণ্ডিতবর্গ যাঁরা আহলে মাজহাব থেকে কোনো মাছয়ালার আবিষ্কার না পাওয়া গেলে উক্ত মাসয়ালা কায়দানুযায়ী আবিষ্কার বা উদঘাটন করার অধিকারী ছিলেন। যেমনঃ ইমাম কারখী, ত্বাহাবী, খাচ্ছাফ, সারাখসী, বাঝদবী, প্রমূখ।

(٤) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّخْرِيْجِ

এঁরা ঐ সব মহোদয় যারা মুজমাল কথার তাফসীর ও মুহতামিল কথার নির্দিষ্ট করার অধিকারী ছিলেন। যথা, ইমাম ফখরুদ্দীন রাঝী (রঃ)

(٥) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّرْجِيْحِ

এঁরা ঐ সব বিজ্ঞ আলিম যাঁরা একই মাসায়ালাতে দুই মতামতের একটিকে প্রাধ্যান্য দান করতে সক্ষম ছিলেন। যথা, ছাহেবে কুদূরী ও ছাহেবে হিদায়া,

(٦) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّمْيِيْزِ

ঐ সব প্রজ্ঞাবান আলিম যাঁরা শক্তিশালী, দুর্বল, রাজেহ, মার্জুহ মত পার্থক্য করতে সক্ষম ছিলেন। যথা; কানঝুদ্দাকায়েক ও বিকায়ার লেখকদ্বয়।

(٧) طَبَقَةُ الْمُقَلِّدِيْنَ

এঁরা ঐ সব ফকীহ যাদের উপরোল্লেখিত ছয় স্তরের থেকে বর্ণিত মাছায়েল বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। যথাঃ বর্তমানের সকল মুফতী ও আলিমগণ।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামের অভ্যুদয়কাল হতেই ইসলামী জ্ঞানে বিভিন্ন শাখার উন্মেষ ঘটে। ওহী নাযিলের সময় হতেই আকায়িদ, তাফসীর, হাদীছ ও ফিকাহের শিক্ষা ও অনুশীলন শুরু হয়। সাহাবাদের শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশ মুখস্থ থাকত। তাই নবুওয়াতের যুগ তথা হিজরী প্রথম শতকে ফেকাহ একটা সুবিন্যাস বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসেবে গ্রথিত ছিল না এবং তার দরকারও ছিল না। হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইহাকে শাস্ত্রের আকারে বিন্যাস করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সর্ব প্রথম এই কাজ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেন। তাই তাঁকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের নৃপতি বলা হয়। ছাহাবাদের মধ্যে হযরত ওমর, হযরত আলী হযরত আদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় শরীয়তের হুকুম আহকাম মৌখিকভাবে শিক্ষা দিতেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রনয়ণে তাঁদের সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আইম্মায়ে আরবাআ বা চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম নু'মান, পিতার নাম ছাবিত, উপনাম আবু হানীফা এ নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ইরানী বংশোদ্ভুত। তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আনাছ (রাঃ) সহ চার জন সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। এজন্য তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত। খ্যাতনামা ইমামদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ তিনি তাদের অন্যতম তাবেয়ী। শৈশবকালে তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। পরে হাদীছ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার শিক্ষকদের সংখ্যা চার হাজার। ৪০ বছর বয়সে ১২০ হিজরীতে হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হন ও ফিক্‌হের ইমাম হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন। সাহাবাদের নিকট হতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তৎকালীন বাদশাহ মনছুর ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় ১৪৬ হিজরীতে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় ও ১৫০ হিজরীর রজব মাসে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। (ইন্নাঃ) ইনি হানাফী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই খ্যাত। মোট বয়স ৭০ বছর।

ইমাম মালিক রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নামঃ মালিক, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি দারুল হিজরত। পিতার নাম: আনাছ। ইমাম মালিক (রঃ) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে হাদীছ শাস্ত্রের উস্তাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত "মুয়াত্তা" হাদীছ শাস্ত্রের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খলীফা মনসূরের সাথে বাধ্যতামূলক তালাকের বিধান নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ইমাম মালিক (রঃ) বলতেন জোর পূর্বক অনিচ্ছায় তালাক দিলে তালাক হয় না। ইহাতে মনসূর ক্ষেপে যায় এবং তাকে জেলখানায় আটক করে নানা ধরনের নির্যাতন চালায়। ফলে তিনি ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মালেকী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। মোট বয়স ৬৮ বছর।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর সংক্তিপ্ত জীবনীঃ

নাম: মুহাম্মাদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ প্রসিদ্ধ শাফেঈ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ১৫০ হিজরীতের ইয়ামন বা মতান্তরে মিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁকে মক্কা পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি প্রতি পালিত হন। ১৫ বছর বয়সে শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮ হিজরীতে বাগদাদ যান। তথা হতে ১ মাস পরে মিশর যান এবং সেখানেই ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ও কারাফা নামাক স্থানে দাফন করা হয়। শাফেঈ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি খ্যাত। মোট বয়স ৫৪ বছর।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

নাম : আহমাদ, পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম হাম্বল, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ হাম্বল (রঃ) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ফিক্‌হ ও উছূলে ফিকহে তিনি ইমাম শাফেঈর শীর্ষ ছিলেন। খলীফা মুতাছিম বিল্লাহর সময় তাঁকে জেলখানায় যেতে হয় ও নানা জুলুমের শিকার হতে হয়। তিনি বলতেন আল্লাহ পাক যেমন অবিনশ্বর, তেমন তাঁর কুরআনও অবিনশ্বর, কিন্তু মুতাছিম বিল্লাহ বলতো কুরআন নশ্বর। এই বিরোধিতার ফল স্বরূপ তিনি বহু শাস্তি ভোগ করেন। তার প্রখ্যাত হাদীছের গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে ৪০ হাজার ৩০টি হাদীছ রক্ষিত আছে। ইহা ছহীহ হাদীছ বলে স্বীকৃত। তিনি ১২৫টি মূলনীতির ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের সাথে একমত ছিলেন। তার মাজহাবে হাদীছের ইমামের সংখ্যা বেশী। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে কায়্যেম তাঁর মাজহাবের অনুসারী। তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হাম্বলী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি পরিচিত ও খ্যাত।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের কয়েকটি পরিভাষা

ছাহেবাইন ঃ ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) দ্বয়কে ছাহেবাইন বলা হয়।

শাইখাইনঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) দ্বয়কে শায়খাইন বলা হয়।

ত্বরফাইন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদকে ত্বরফাইন বলা হয়।

বর্তমানে সমাজে ফিক্‌হ প্রণয়নের প্রয়োজনীতা

ইসলামের আদি যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে ফিকহে ইসলামীর চর্চা ছিল না। মহানবী (সঃ) এর আমলে ইহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তখন ইসলাম আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর আরবদের তখনকার জীবন ছিল নেহায়েৎ সরল ও সোজা। তাঁদের প্রয়োজনও ছিল সীমাবদ্ধ, তদুপরি তাদের মধ্যে হুজুর (সঃ) উপস্থিত ছিলেন, আর কুরআন মাজীদ নাযিল হতে থাকায় তেমন কোনো সমস্যাও দেখা দিতে পারে নি। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলেই হুজুর (সঃ) উহার সমাধান করে অথবা কুরআন অবতীর্ণ হয়ে এর মীমাংসা করে দিত। এ জন্য তাদের

জীবনে কোনো সুসংবদ্ধ নেযামে হায়াত বা আইন শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। হুজুর (সঃ) এর ইন্তেকালের পরেই ইসলামের আলোক রশ্মি দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলমানদের দখলে আসে। মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসে ও নতুন নতুন আদব-কায়দা ও তাহযীব তামাদ্দুনের লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ফলে মানব জীবনে বহু নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে- যা সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় নি। সমস্যাবহুল মানব জীবন তখন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। সামাজিক ন্যায়নীতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বার্থন্বেষী আমীর ওমারাহগণ সুযোগ পেয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত আইন প্রণয়ন ও বিচার কার্য পরিচালনা করে জানসাধারণের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন শুরু করে দেয়। এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে তাবেয়ীনদের যুগের শেষ দিকে সত্যের পূজারী আলেম সম্প্রদায়ের এক জামাআত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে উহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন, যা সর্ব যুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধানে প্রযোজ্য হবে। ফিকহে ইসলামী নামে আজ দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার হুকুম আহকামও কুরআন ও সুন্নাহর নানাস্থানে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সমস্যার উদ্ভব হলে কুরআন ও সুন্নাহ হতে আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বহু সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্যও বটে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে উহা সহজসাধ্যও হয়ে উঠে না। তদুপরি স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত কুরআন ও সুন্নাহর বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্নমুখী আয়াত ও হাদীসসমূহের উৎস, শানে নুযুল,পরিবেশ পরস্পর সম্পর্ক বর্ণনা দিয়ে উহাদের সাম্য বিধান করতঃ গবেষণামূলক ব্যাখা দিয়ে ইহা হতে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য নয়। অতএব, ইসলামকে সহজতর করে সকলের বোধগম্য করাও অনায়াসে সমস্যার সঠিক সমাধান করার জন্য একটি ধারাহিক শ্রেণীবদ্ধ আইন-শাস্ত্রের প্রয়োজন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হতে ছিল। আল্লাহর রহমতে ফিক্হ শাস্ত্রের সম্পাদনায় সমাজের উক্ত অভাব চিরতরে দূরীভূত হয়ে যায়। এরূপ স্থান, কাল, অবস্থা ও ওয়ারুদ, উৎস, পরিবেশ ও পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। এহেন অজ্ঞ অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে সৎ পথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথের চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা এ সব বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহ শাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এ যুগে আমাদিগকে সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান না করে ফিক্হ শাস্ত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালাতে হবে কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করে কি মাসআলা বা কি আইন রচনা করলেন, তা সম্যকরূপে অবগত না হয়ে আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হতে মাসআলা বের করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ-বৈধ হবে না। অতএব ফিক্হ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত।

كِتَابُ النِّكَاحِ

هُوَ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ اَى حَلُّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَالْعَقْدُ هُوَ رَبْطُ اَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ اَىْ اَلاِيجَابُ وَالْقَبُوْلُ شَرْعًا لَكِنَّ هِنَا اُرِيْدَ بِالْعَقْدِ اَلْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ الْاِرْتِبَاطُ لٰكِنَّ النِّكَاحَ هُوَ الْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ مَعَ ذَالِكَ الْاِرْتِبَاطِ وَاِنَّمَا قُلْنَا هٰذَا لِاَنَّ الشَّرْعَ يَعْتَبِرُ الْاِيْجَابَ وَ الْقَبُوْلَ اَرْكَانَ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا اُمُوْرًا خَارِجِيَّةً كَالشَّرَائِطِ وَ نَحْوِ هَا

সহজ তরজমা

অধ্যায় : বিবাহ

নিকাহ্ এমন একটি বন্ধন, যা উপভোগের মালিকানার জন্য অর্থাৎ পুরুষের নারী থেকে সম্ভোগ করা বৈধ হওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। সুতরাং শরী'অতের দৃষ্টিতে عَقْد হল (স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে) ক্ষমতা প্রয়োগের অংশসমূহের অর্থাৎ প্রস্তাব ও সম্মতির সংযোগ। কিন্তু এখানে আকদ দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে হাসেলে মাসদার। আর তা হল, বন্ধন স্থাপন। তবে বিবাহ হল ঐ বন্ধন স্থাপনসহ প্রস্তাব ও সম্মতির নাম। আমি এটা এ জন্য বলেছি, শরীয়ত প্রস্তাব ও সম্মতিকে আকদে নিকাহ-এর রোকন হিসেবে ধর্তব্য করেছে। বহির্ভূত প্রাসঙ্গিক বস্তু হিসেবে নয়। যেমন– শর্তসমূহ ও তার অনুরূপ বিষয়। এরপর

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نِكَاح এর পরিচয়

শব্দটি نَكَحَ থেকে উদ্ভূত, এর আভিধানিক অর্থ অনেক–

১. اَلضَّمُّ মিলানো,
২. اَلْجَمْعُ একত্রিত করা,
৩. اَلْعَقْدُ বন্ধন,
৪. اَلْوَطْىُ সহবাস করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরী'অতের পরিভাষায় نِكَاح বলা হয় এমন একটি বন্ধনকে, যা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্ভোগ হালাল হওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে। বেকায়া-গ্রন্থকারও এই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيجِ। অর্থাৎ নিকাহ হল বৈবাহিক বন্ধনের নাম। উল্লেখ্য, নিকাহ এর حَقِيقِى তথা প্রকৃত অর্থ নিরূপণে ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে نِكَاح শব্দটি আকদ বা বন্ধন অর্থে প্রকৃত আর وَطى বা সঙ্গম অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত।

قَوْلُهُ : هُوَ عَقْدٌ الخ

এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, এ অধ্যায়ে নিকাহ-এর উদ্দেশ্য আকদ; সহবাস নয়। কেননা এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আকদের আহকাম বর্ণনা করা; সঙ্গমের আহকাম বর্ণনা করা নয়।

مِلْكُ الْمُتْعَةِ-এর পরিচয়

مُتْعَة শব্দের مِيم-এ পেশ দিয়ে। এটা ইসম অর্থ, যা দ্বারা উপকার অর্জন করা যায়। আবার তা اِسْتِمْتَاع তথা ভোগ করতে চাওয়া, সম্ভোগ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে متعة শব্দটির উভয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ : اِسْتِمْتَاعُ الرَّجُلِ الخ

اِسْتِمْتَاع শব্দের অর্থ ভোগ করা, উপকার চাওয়া– তা যে পদ্ধতিতেই হোক। তবে সেক্ষেত্রে কোনো বাঁধা না থাকতে হবে। যেমন : গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা। হাদীসে এটা নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে অভিশপ্ত। এখানে اَلرَّجُل কয়েদ থেকে একটি সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ, যেমনিভাবে পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে স্বাদ ভোগ করে থাকে, তেমনিভাবে স্ত্রীলোকও পুরুষ থেকে স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। স্বাদ ভোগের বিষয়টি এক পক্ষ থেকে নয় বরং দুই পক্ষ থেকে হয়, তা হলে এখানে পুরুষকে কেন নির্দিষ্ট করা হল?

এর জবাব হচ্ছে– যদিও নারী পুরুষ উভয়ই একে অপর থেকে উপকার লাভ ও স্বাদ গ্রহণ করে থাকে, তথাপি পুরুষকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তবা পুরুষ স্ত্রীর তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ অথবা পুরুষের অধিকার অগ্রগণ্য বলে। কাজেই শরী'আত সম্মত কোনো ওজর ছাড়া স্ত্রী সহবাস করতে অস্বীকার করলে স্বামী তাকে সহবাসের বাধ্য করতে পাবে।

قَوْلُهُ : اَلْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ

اِيْجَاب শব্দটি بَاب اِفْعَال এর মাসদার। এর অর্থ, প্রস্তাব করা। আর قَبُوْل শব্দটি بَاب سَمِعَ এর মাসদার। অর্থ– গ্রহণ করা, সম্মতি দেওয়া। পরিভাষায় দু'আকদকারীর মধ্য থেকে প্রথম ব্যক্তির উক্তিকে اِيْجَاب বা প্রস্তাব বলা হয় আর উক্ত প্রস্তাবের পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির উক্তিকে قَبُوْل বা 'গ্রহণ' বলা হয়। এই ইজাব ও কবুল হল নিকাহ এর রোকন, চাই তা প্রকৃত হোক অথবা অপ্রকৃত হোক। কনের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবকের ইজাব ও কবুল করাকে অপ্রকৃত ইজাব কবুল বলা হয়।

قَوْلُهُ : لٰكِنَّ هُنَا اُرِيْدَ

عَقْد শব্দটি মাসদার, কিন্তু নিকাহের সংজ্ঞায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাসেলে মাসদার অর্থাৎ ওই বিশেষ বন্ধন যা আকদকারীদের পরস্পরের উক্তি তথা ইজাব ও কবুলের সংযোগ থেকে অর্জিত হয়। আর বিবাহ হল, উক্ত বিশেষ বন্ধনসহ ইজাব ও কবুলের নাম।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الشَّرْعَ الخ

উক্ত বাক্যের সারকথা হল– ইজাব ও কবুলের সংযোগে সৃষ্ট ওই বিশেষ বন্ধনই যদি শরী'আতে নিকাহ বলে গণ্য হয়, তা হলে নিকাহের সংজ্ঞা থেকে ইজাব ও কবুল বের হয়ে যাবে। অথচ শরী'আত ইজাব ও কবূলকে নিকাহের রোকন সাব্যস্ত করেছে। আর কোনো বিষয়ের রোকন সে বিষয়ের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ইজাব-কবুল ও নিকাহের অংশ হবে। এ আলোচনা থেকে অনুমিত হচ্ছে, নিকাহ প্রকৃত অর্থে ইজাব ও কবুল এবং শরঈ বিশেষ সম্পর্ক-এর সমষ্টির নাম, শুধু ইরতেবাত বা বন্ধনের নাম নয়।

قَوْلُهُ : كَا لشَّرَائِطِ

شَرَائِط শব্দটি شَرْط এর বহুবচন। অর্থ– শর্ত, পূর্ব শর্ত। শর্ত ওই সব বিষয়কে বলা হয়, যার উপর মাশরূত [শর্তায়িত বস্তু] এর অস্তিত্ব নির্ভর করে। আর তা মাশরূতের বাইরের আনুষঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে।

نَحْوِهَا দ্বারা ইল্লত ও সববকে বুঝানো হয়েছে। এগুলোও শর্তের মতো বাইরের বিষয়। কিন্তু ইজাব ও কবুল নিকাহের বাইরের বিষয় নয়, যেমনি শর্ত ইত্যাদি বাইরের বস্তু।

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِىْ شَرْحِ التَّنْقِيْحِ فِىْ فَصْلِ النَّهْىِ كَالْبَيْعِ فَاِنَّ الشَّرْعَ يَحْكُمُ بِاَنَّ الْاِيْجَابَ وَالْقَبُوْلَ الْمَوْجُوْدَيْنِ حِسًّا يَرْتَبِطَانِ اِرْتِبَاطًا حُكْمِيًّا فَيَحْصَلُ مَعْنًى شَرْعِىٌّ يَكُوْنُ مِلْكُ الْمُشْتَرِىْ اَثَرًا لَهُ فَذٰلِكَ الْمَعْنٰى هُوَ الْبَيْعُ فَالْمُرَادُ بِذٰلِكَ الْمَعْنَى الْمَجْمُوْعِ اَلْمُرَكَّبِ مِنَ الْاِيْجَابِ وَ الْقَبُوْلِ مَعَ ذٰلِكَ الْاِرْتِبَاطِ الشَّرْعِىِّ لا اَنَّ الْبَيْعَ هُوَ مُجَرَّدُ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الشَّرْعِىِّ وَ الْاِيْجَابُ وَ الْقَبُوْلُ اٰلَةٌ لَهُ كَمَا تَوَهَّمَ الْبَعْضُ لِاَنَّ كَوْنَهُمَا اَرْكَانًا يُنَافِىْ ذٰلِكَ فَلَاشَكَّ اَنَّ لَهُ عِلَلًا اَرْبَعًا فَالْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ هُوَ الْمُتَعَاقِدَانِ وَالْمَادِيَةُ اَلْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ وَ الصُّوْرِيَّةُ هُوَ الْاِرْتِبَاطُ الْمَذْكُوْرُ الَّذِىْ يَعْتَبِرُ الشَّرْعُ وُ جُوْدَهُ وَالْغَائِيَّةُ اَلْمَصَالِحُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّكَاحِ وَ اِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِاَنَّ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَ نَحْوَهُمَا يَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لٰكِنْ غَيْرُ مَوْضُوْعٍ لَهُ فَلِهٰذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَ نَحْوُهُ فِىْ مَحَلٍّ لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمْتَاعُ فِيْهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ

সহজ তরজমা

আমি শরহে তানকীহ গ্রন্থে নাহীর পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো একটি চুক্তি। কেননা শরী'আত নির্দেশ করে, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যভাবে বিদ্যমান ইজাব ও কবুল উভয়ই বিধানগত একটি বন্ধন রচনা করে থাকে। অতএব এ বন্ধন দ্বারা এমন শরঈ অর্থ অর্জন হয়, যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্রব্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে; এটাই ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ। সুতরাং এ অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওই শরঈ সংযোগ স্থাপন [বন্ধন রচনা]-সহ ইজাব ও কবুলের সমন্বয়ে গঠিত সামষ্টিক রূপ। এমন নয় যে, ক্রয়-বিক্রয় হল শুধু শরঈ অর্থের (সংযোগের) নাম আর ইজাব কবুল তার উপকরণমাত্র। যেমন, কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেছেন। কেননা ইজাব কবুল উভয়টি রোকন হওয়া তার পরিপন্থী। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিকাহ এর চারটি ইল্লত রয়েছে।

(১) ইল্লতে ফায়েলিয়া (কর্তাগত কারণ) তা হল দু'আকদকারী (বর–কনে)।

(২) ইল্লতে মাদ্দিয়া (মৌল কারণ)। তা হল প্রস্তাব ও সম্মতি জ্ঞাপন।

(৩) ইল্লতে সূরিয়া (আকৃতিগত কারণ) তা হল উল্লিখিত সংযোগ করণ, শরী'আত যার অস্তিত্ব ধর্তব্য করেছে।

(৪) ইল্লতে গাইয়্যা (উদ্দেশ্যমূলক কারণ) তা হল বিবাহ সংশ্লিষ্ট কল্যাণসমূহ।

আর আমরা (নিকাহ এর সংজ্ঞায়) عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ বলেছি এ জন্য যে, ক্রয়-বিক্রয় এবং হেবা ইত্যাদি আকদ দ্বারাও ভোগের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এগুলো তার জন্যে গঠিত হয় নি। এ কারণেই ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি এমন স্থানে শুদ্ধ হবে, যেখানে সম্ভোগ করা হালাল নয়। নিকাহ এর বিপরীত (এটা এমন স্থানে সহীহ হবে না, যেখানে সম্ভোগ বৈধ নয়)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : كَالْبَيْعِ

শারেহ রহ. বলেন, উসূল ফিকাহের বিষয়ক 'তানকীহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাওজীহতে আমি উল্লেখ করেছি, নিকাহ হল ক্রয়-বিক্রয়ের মতো একটি আকদ। উক্ত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, حِسِّيَات এর উদ্দেশ্য সেসব বিষয় যার অস্তিত্ব শুধু حِسِّى তথা ইন্দ্রিয়ানুভূতভাবে হবে। আর شَرْعِيَّات এর উদ্দেশ্য সেসব বিয়য়, যার ইন্দ্রিগ্রাহ্য অস্তিত্বের সাথে শরঈ অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকবে। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়। এতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবে ইজাব ও কবুল পাওয়া যায়। সেই সাখে ইজাব ও কবুল উভয়টিই একথরনের হুকমি সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, যার দ্বারা একটি শরঈ অর্থ অর্জিত হয় আর এ অর্থেরই ফলে পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শরঈ এ অর্থের নামই بَيْع বা ক্রয়-বিক্রয়। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, بَيْع এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব ব্যতীতও শরঈ অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং بَيْع শুধু ইজাব ও কবুল অথবা শুধু ইরতেবাত এর নাম নয় বরং তিনটির সমষ্টির নাম। তদ্রুপ নিকাহও কেবল ইজাব ও কবুল কিংবা কেবল ইরতেবাত এর নাম নয় বরং ইজাব কবুল ও শরঈ সংযোগ স্থাপনসহ তিনটির সমন্বিত রূপ হল নিকাহ। সুতরাং ইজাব ও কবুল মূল আকদের অন্তর্ভুক্ত; নিকাহের উপাদান-উপকরণ নয়। কেননা তা বস্তুত আনুষঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে আর ইজাব কবুল প্রকৃত নিকাহের অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টিকে নিকাহের রোকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অতএব ইজাব কবুল রোকন হওয়া তার آلَة বা وَسِيْلَة উপাদান-উপকারণ হওয়ার পরিপন্থি।

قَوْلُهُ : فَلَا شَكَّ أَنَّ لَهُ الخ

যখন এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল, নিকাহ শুধু ইরতেবাতে শরঈ এর নাম নয় বরং ইজাব কবুল ও ইরতেবাত এর সমষ্টির নাম, তখন আকদে নিকাহ এর মধ্যে চারটি ইল্লত বিদ্যমান থাকা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। উপরন্তু যদি শুধু ইরতেবাতে শরঈ-এর নাম নিকাহ হত, তা হলে তার মৌল কারণ ও আকৃতিগত কারণের কোনো প্রয়োজন হত না।

قَوْلُهُ : فَالْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ الخ

عِلَّة فَاعِلِيَّة বলা হয় এমন عِلَّت-কে, যার থেকে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন– বিবাহের ক্ষেত্রে দু'বন্ধনকারী বর ও কনে। عِلَّة مَادِّيَة বলা হয় ওই সব বিষয়কে, যা প্রয়োগে কোনো নতুন জিনিস নির্মাণের উপযুক্ততা সৃষ্টি হয়। যেমন– ইজাব ও কবুল দ্বারা বিবাহ সংঘঠিত হওয়া। عِلَّة صُوْرِيَّة বলা হয় এমন বিষয়কে, যা দ্বারা কোনো কিছু বর্তমানে বিদ্যমান থাকে। যেমন– ইজাব ও কবুলের সমন্বয়ে গঠিত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক।

আর, عِلَّة غَائِيَّة বলা হয় ওই উদ্দেশ্যেকে, যা সামনে রেখে ক্রিয়াটি সম্পাদন করা হয়। যেমন– বিবাহের সাথে জড়িত কল্যাণসমূহ।

هُوَ يَنْعَقِدُ بِاِيْجَابٍ وَ قَبُوْلٍ لَفْظُهُمَا مَاضٍ كَزَوَّجْتُ وَ تَزَوَّجْتُ اَوْ مَاضٍ وَ مُسْتَقْبَلٌ كَزَوِّجْنِىْ فَقَالَ زَوَّجْتُ وَاِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ اَلْاِنْعِقَادُ هُوَ الْاِرْتِبَاطُ الشَّرْعِىُّ الْمَذْكُوْرُ وَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَقْبِلِ الْاَمْرُو قَوْلُهُ زَوِّجْنِىْ حُذِفَ مَفْعُوْلُهُ نَحْوُ زَوِّجْنِىْ بِنْتَكَ اَوْ نَفْسَكَ وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ زَوِّجْنِىْ لَيْسَ فِى الْحَقِيْقَةِ اِيْجَابًا بَلْ هُوَ تَوْكِيْلٌ ثُمَّ قَوْلُهُ زَوَّجْتُ اِيْجَابٌ وَ قَبُوْلٌ فَاِنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلّٰى طَرَفَيِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ بِعْنِىْ هٰذَا الشَّئَ فَقَالَ بِعْتُ لَايَنْعَقِدُ الْبَيْعُ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلَ الْاٰخَرُ اِشْتَرَيْتُ فَاِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلّٰى طَرَفَيِ الْبَيْعِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ حُقُوْقَ الْعَقْدِ تَرْجِعُ اِلَى الْعَاقِدِ فِىْ بَابِ الْبَيْعِ وَاَمَّا فِى النِّكَاحِ فَحُقُوْقُهُ تَرْجِعُ اِلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا اِلَى الْعَاقِدِ فَاِنَّ الْعَاقِدَ اِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا فَهُوَ سَفِيْرٌ مَحْضٌ

সহজ তরজমা

নিকাহ ইজাব ও কবুল দ্বারা সংঘটিত হবে। উভয়ের শব্দ مَاضِى হবে। যেমন– زَوَّجْتُ আমি বিবাহ দিয়েছি। অপর ব্যক্তি বলল– تَزَوَّجْتُ আমি বিবাহ করেছি। অথবা একটি مَاضِى এর শব্দ ও দ্বিতীয়টি مُسْتَقْبَل এর শব্দ হবে। যেমন : এক ব্যক্তি বলল, زَوِّجْنِى –আমাকে বিবাহ দাও। অপর ব্যক্তি বলল : زَوَّجْتُ আমি বিবাহ করেছি। যদিও তারা উভয়ে শব্দের অর্থ না জানে। اِنْعِقَاد হল শরঈ বন্ধন, যা উল্লেখ করা হয়েছে; مُسْتَقْبَل এর দ্বারা উদ্দেশ্য সীগায়ে আমর। আর আকদকারীর উক্তি زَوِّجْنِى এর মধ্যে তার مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। যেমন– زَوِّجْنِى بِنْتَكَ (আমার নিকট তোমার কন্যাকে বিয়ে দাও) অথবা زَوِّجْنِى نَفْسَكَ (আমার নিকট তোমার সত্তাকে বিয়ে দাও)।

উল্লেখ্য, আকদকারীর উক্তি "زَوِّجْنِى" প্রকৃত অর্থে প্রস্তাব নয় বরং এটা সম্বোধিত ব্যক্তিকে উকিল বানানোর হুকুমভুক্ত। এরপর অপরজনের উক্তি زَوِّجْنِى ইজাব ও কবুল হবে। কেননা এক ব্যক্তিই বিবাহের উভয় দিক (ইজাব ও কবুলের দিক) থেকে অলি-অভিভাবক হতে পারে। ক্রয়-বিক্রয় এর বিপরীত। কেননা ক্রেতা যদি বলে, এ বস্তুটি আমার নিকট বিক্রি কর! তখন বিক্রেতা যদি বলে– আমি বিক্রি করলাম, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। তবে অপর ব্যক্তি "আমি ক্রয় করেছি" বললে তা সংঘটিত হবে। কারণ, এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের উভয় দিক থেকে অলি হতে পারে না। এর কারণ, بَيْع এর অধ্যায়ে আকদের অধিকার আকদকারীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। পক্ষান্তরে نِكَاح এর মধ্যে বিবাহের অধিকার স্বামী ও স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, আকদকারীর সাথে নয়। কেননা আকদকারী যদি স্বামী–স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ হয়, তা হলে সে কেবল মধ্যস্থতাকারী হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَفْظُهُمَا مَاضٍ

এ বাক্যটি সিফাত। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, ইজাব ও কবুলের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক; চাই উভয় পক্ষ থেকে একজনেই উচ্চারণ করুক। তবে কেবল লিখিতভাবে ইজাব কবুল হলে তা যথেষ্ট হবে না। এ বাক্যে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে, শব্দ একাধিক হওয়াও জরুরি নয়। কেননা উভয় পক্ষের উকিল যদি বলে– আমি একে এর সাথে বিবাহ দিলাম, তা-ও যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ : مَاضٍ الخ

মাযীর সীগাহ যদিও অভিধানে যদিও ইখবার বা সংবাদ দেওয়ার জন্যে গঠিত হয়েছে, কিন্তু আকদে নিকাহর প্রয়োজন পূরণে শরী'আতে একে ইনশা বা গঠন করার জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ماض শব্দটি এ জন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে, এটা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব তুলনামূলক বেশি বুঝায়।

قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَعْنَاهُ

বর-কনে কেউই যদি ইজাব ও কবুল শব্দদ্বয়ের অর্থ না জানে, তবে উভয়ই এতটুকু অবগত আছে যে, এরূপ শব্দাবলি দ্বারা বিবাহ সংঘঠিত হয়ে যায়, তা হলে সকল ইমামের ঐক্যমতে বিবাহ হয়ে যাবে। অন্যথায় যদি তারা এতটুকুও না জানে অর্থাৎ এ শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়– জানে না, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। যেমন, তালাক ও গোলাম আযাদের ব্যাপারে। এতে শব্দের অর্থ না জানলেও কার্যকর হয়ে যায়।

এ মাসআলায় দ্বিতীয় মত হচ্ছে– এরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না যার অর্থ স্বামী-স্ত্রী কেউ না জানে। খাযানা গ্রন্থকার এবং শায়খুল ইসলাম রহ. এর অভিমত এটাই।

قَوْلُهُ : اَلْمُرَادُ بِالْمُسْتَقْبِلِ الخ

এখানে مُسْتَقْبِل এর উদ্দেশ্য اَمْر এর সীগাহ। কেননা اَمْر শুধু مُسْتَقْبِل কে বুঝায়, যা حَال এর প্রতি নির্দেশ করে। এ থেকে বুঝা যায়, مُضَارِع এর সীগাহ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না। কেননা এটি اِسْتِقْبَال ও حَال উভয় কাল বুঝায়। অথচ বিবাহ কার্যকর হওয়ার জন্যে حَال এর শব্দ আবশ্যক। তবে যদি مُضَارِع এর সীগাহ ব্যক্ত করে حَال এর ইরাদা করা হয়, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে।

قَوْلُهُ : لَيْسَ فِي الْحَقِيْقَةِ الخ

زَوِّجْنِيْ ক্রয়-বিক্রয়ে এক ব্যক্তি ইজাব ও কবুলের উভয় দিকের অলি হতে পারে না। কেননা এতে আকদের সমস্ত অধিকার عَاقِد বা ক্রেতা-র দিকে ধাবিত হয়; চাই সে উকিল হোক বা নিজের জন্যে ক্রয়কারী হোক। যেমন– দ্রব্য অধিক গ্রহণ করা, মূল্য প্রদান করা, خِيَار عَيْب এর কারণে ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ ইত্যাদি আকদকারী সাথে জড়িত। সুতরাং যদি একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকিল হয়, তা হলে পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি হবে। কেননা সে নিজেই মালিক হওয়া; মালিক বানানো এবং বাদী-বিবাদী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। যা একজনের জন্যে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কাজেই عَاقِد বেচাকেনার উভয় দিকের উকিল হতে পারে না। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারটি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যতিক্রম। কেননা বিবাহের মধ্যে সমস্ত অধিকার স্বামী-স্ত্রীর দিকে ধাবিত হয়। বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থাপনাকারী উকিল বা অলি শুধু মধ্যস্থতাকারী মাত্র। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের কোনো অধিকার থাকে না। কাজেই عَاقِد বা উকিল উভয় দিকের অলি হলে পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি হবে না।

وَقَوْلُهُمَا دَادْ وَ پِزِيْرَفْت بِلَا مِيْم بَعْدَ دَادِیْ وَ پِزِيْرَفْتِیْ اَیْ اِذَا قِيْلَ لِلْمَرْأَةِ خَوِيْشْتَن رَا بِزَنْی بِفُلَانَ دَادِیْ فَقَالَتْ دَادْ ثُمَّ قِيْلَ لِلْاٰخَرِ پِزِيْرَفْتِیْ فَقَالَ پِزِيْرَفْت بِحَذْفِ الْمِيْمِ يَصِحُّ النِّكَاحُ **كَبَيْعٍ وَ شِرَاءٍ** اَیْ اِذَا قِيْلَ لِلْبَائِعِ فَرُوْخْتِیْ فَقَالَ فَرُوْخْت ثُمَّ قِيْلَ لِلْمُشْتَرِیْ خَرِيْدِیْ فَقَالَ خَرِيْد يَصِحُّ الْبَيْعُ **لَا بِقَوْلِهِمَا عِنْدَ الشُّهُوْدِ مَازَنْ وَ شَوْئِيْم وَ يَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيْجٍ وَ هِبَةٍ وَ تَمْلِيْكٍ وَ صَدَقَةٍ وَ بَيْعٍ وَ شِرَاءٍ لَا بِلَفْظِ الْاِجَارَةِ وَ الْاِعَارَةِ وَ الْوَصِيَّةِ** لَفْظُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَاوَيَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَ تَزْوِيْجٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ حَالًا هٰذَا هُوَ الضَّابِطَةُ

সহজ তরজমা

তাদের উভয়ের (বর-কনের) উক্তি دَادْ ও پِزِيْرَفْت (দিলাম এবং কবুল করলাম) মীম বর্ণ ব্যতীত, دَادِیْ ও پِزِيْرَفْتِیْ (তুমি নিজেকে বিবাহ দিয়েছ এবং তুমি কবুল করেছ?) এর পর বলা হয়। অর্থাৎ যখন স্ত্রীলোককে বলা হবে, তুমি নিজেকে অমুকের বিবাহে দিয়েছ কি? তখন সে স্ত্রী বলল, دَادْ – দিলাম। এরপর অপরজনকে বলা হল, তুমি কবুল করেছ কি? সে م বর্ণ উহ্য করে বলল, پِزِيْرَفْت কবুল করলাম। তা হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। **যেমন, ক্রয় ও বিক্রয়** অর্থাৎ যখন বিক্রেতাকে বলা হল, فَرُوْخْتِیْ –তুমি কি বিক্রি করেছ? তখন সে বলল, فَرُوْخْت –বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতাকে বলা হল, خَرِيْدِیْ তুমি কি ক্রয় করেছ? তখন সে বলল, خَرِيْد –ক্রয় করলাম। তা হলে বেচাকেনা শুদ্ধ হবে। **সাক্ষীর সম্মুখে বর-কনের উক্তি مَازَنْ وَ شَوْئِيْم (আমরা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী) এর দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। بَيْع ، نِكَاح ، تَزْوِيْج ، هِبَة ، تَمْلِيْك ، صَدَقَة ও شِرَاء শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তবে اِجَارَة ، اِعَارَة ও وَصِيَّت শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না।** মুখতাসার বেকায়ার ইবারত হল–বিবাহ শুদ্ধ হবে نِكَاح ও تَزْوِيْج শব্দ দ্বারা এবং প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা, যা তাৎক্ষণিক মূল বস্তুর মালিকানার জন্যে গঠিত হয়েছে। এটাই সুবিদিত নীতি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمَا دَادْ الخ

ফার্সি ভাষায় دَادَن মাসদার থেকে مَاضِى এর সীগাহ হল دَاد;এর অর্থ, সে দিল। আর پِزِيْرَفْتَن মাসদার থেকে مَاضِى এর সীগাহ پِزِيْرَفْت ; অর্থ, সে গ্রহণ করল। এ শব্দের সাথে ضمير متكلم মীম বর্ণ যুক্ত করলে دَادَم "আমি দিলাম" এবং پِزِيْرَفْتَم "আমি গ্রহণ করলাম" গঠিত হবে। তবে ইজাব-কবুলের বেলায় এ জাতীয় ফার্সি শব্দাবলিতে মীম ব্যবহার না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা আকদের সময় সম্বোধন দ্বারা مُتَكَلِّم-ই উদ্দেশ্য হওয়া সুনির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে "فَرُوْخْت" মাযীর সীগাহটি فَرُوْخْتَن ক্রিয়ামূল থেকে সংগৃহীত। অর্থ, সে বিক্রয় করল। আর خَرِيْد সীগাহটি خَرِيْدَن মাসদার থেকে চয়িত। অর্থ, সে ক্রয় করল। মোট কথা এ জাতীয় ফার্সি শব্দ মীম ব্যতীত উল্লেখ করলে তা দ্বারা বেচাকেনা সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : لَا بِقَوْلِهِمَا عِنْدَ الشُّهُوْدِ الخ ঃ যদি সাক্ষীদের সম্মুখে নারী-পুরুষ পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তা হলে এ স্বীকারোক্তি দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা এটা পূর্ববর্তী বিবাহের সংবাদ প্রদান মাত্র, এতে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী কোনো শব্দ নেই। সুতরাং তারা উভয়েই পূর্ব বিবাহের সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে মিথ্যুক, কাজেই সাক্ষীদের সামনে তাদের স্বীকারোক্তির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

قَوْلُهُ : يَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ الخ ঃ বিবাহের صَرِيْح শব্দ– যেমন, ও تَزْوِيْج ইত্যাদির দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। আর غَيْر صَرِيْح শব্দের মধ্যে هِبَة ও صَدَقَة، تَمْلِيْك শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের হানাফী আলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। তবে بَيْع ও شِرَاء শব্দদ্বয় বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এর দ্বারাও বিবাহ হয়ে যাবে। কিন্তু إِجَارَة ও وَصِيَّت শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও বিশুদ্ধ মতানুসারে এ শব্দদ্বয় দ্বারা বিবাহ হবে না। এ ছাড়া إِحْلَال . إِبَاحَت . إِعَارَة ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, বিবাহের غَيْر صَرِيْح শব্দ মোট চার প্রকার।

قَوْلُهُ : مَا وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ الخ ঃ এখানে اَلْعَيْن এর উদ্দেশ্য, বস্তুর ذَات বা সত্তা। এ কয়েদ দ্বারা إِجَارَة এর সূরত বের হয়ে গেছে। কেননা ইজারা উপকারিতা গ্রহণের মালিকানা লাভের জন্যে গঠন করা হয়েছে, মূল বস্তুর মালিকানা লাভের জন্যে নয়। حَال এর শর্ত দ্বারা وَصِيَّت বাদ পড়ে গেছে। কেননা وَصِيَّت শব্দ দ্বারা তাৎক্ষণিক মালিকানা সাব্যস্ত হয় না বরং মৃত্যুর পরে বস্তুর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর تَمْلِيْك শব্দ দ্বারা ওই সকল সূরত বের হয়ে গেছে, যেগুলোতে মূলত মালিকানাস্বত্ব সাব্যস্ত হয় না। যেমন– رَهْن ও اَمَانَت ইত্যাদি শব্দ।

اَلسُّوَالُ : بِاَيِّ اَلْفَاظٍ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَمَا هِيَ الضَّابِطَةُ فِيْهِ؟ شَرِّحِ الضَّابِطَةَ؟

প্রশ্ন : কি কি শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয়? এ ব্যাপারে গ্রন্থকার রহ.-এর মূলনীতি কি? মূলনীতিটির বিশদ আলোচনা কর।

উত্তর : "বিবাহ শুদ্ধ হবে, نِكَاح ও تَزْوِيْج শব্দের দ্বারা। আর প্রত্যেক ঐ শব্দের দ্বারা যা মূল বস্তুর উপস্থিত মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য গঠিত" –এটাই হানাফী আলেমদের মূলনীতি। মূলনীতির আরবী ইবারত হল– مَا وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ حَالًا

আলোচ্য মূলনীতির মধ্যে مَا শব্দটি عام বা ব্যাপক। যা সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর تَمْلِيْك শব্দ দ্বারা ঐ সকল সূরত বের হয়ে গিয়েছে, যে সকল বিষয়ের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। যেমন– আমানত, বন্ধক, অথবা যৌথভাবে কায়কারবার করা। আর عَيْن শব্দ দ্বারা প্রকৃত বা মূল বস্তু বুঝানো হয়েছে।

এ শর্ত দ্বারা إِجَارَة এর প্রক্রিয়াকে বের করা হয়েছে। কেননা, ইজারা বস্তু হতে অর্জিত উপকারিতার মালিকানার জন্য গঠিত হয়েছে। আর حَالًا কয়েদ (বন্ধন) দ্বারা وَصِيَّت বের হয়ে গেছে। কেননা, তা দ্বারা উপস্থিত মালিকানা সাব্যস্ত হয় না; বরং মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। মূলনীতির সারকথা হল– যেসব শব্দ উপস্থিত মালিকানার জন্য গঠিত, সেগুলো দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যে সকল শব্দ অনুরূপ নয়, সেগুলো দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

এ মূলনীতির আলোকে কিছু শব্দ হচ্ছে– عَطِيَّة ، هِبَة ، جَعْل ، سَلَم ، صَرْف ، صُلْح ، قَرْض ইত্যাদি। উপস্থিত মূল মালিকানার জন্য গঠিত শব্দ উল্লেখ করার পর যখন নিদর্শন দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দটি দ্বারা তার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়, যেমন– কোনো নারীর ক্ষেত্রে বলা হল, আমি তাকে বিক্রি করলাম। অথচ সে স্বাধীন, বিধায় তার ক্ষেত্রে 'ক্রয়-বিক্রয়' শব্দ নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য নয়। তখন বাধ্যতামূলক রূপক অর্থই গৃহীত হবে।

فَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَ الْإِعَارَةِ لِأَنَّهُمَا لَمْ تُوْضَعَا لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ وَ لَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا وُضِعَتْ لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ لَافِي الْحَالِ فَاللَّفْظُ الَّذِيْ وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ حَالًا إِذَا أُطْلِقَ وَ تَكُوْنُ الْقَرِيْنَةُ دَالَّةٌ عَلٰى أَنَّ الْمَوْضُوْعَ لَهٗ غَيْرُ مُرَادٍ بِأَنْ تَكُوْنَ الزَّوْجَةُ حُرَّةً فَيَثْبُتُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ وَهُوَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فَيَكُوْنُ إِطْلَاقُ لَفْظِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَنْعَقِدُ بِهٰذِهِ الْأَلْفَاظِ وَ اِنْعِقَادُهٗ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَنَا أَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اَلْاٰيَةَ مَجَازٌ وَالْمَجَازُ لَا يَخْتَصُّ بِحَضْرَةِ الرِّسَالَةِ وَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى خَالِصَةً لَكَ فِيْ عَدَمِ وُجُوْبِ الْمَهْرِ اَوْ اَحْلَلْنَاهُنَّ خَالِصَةً لَكَ اَيْ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ نِكَاحُهُنَّ

সহজ তরজমা

সুতরাং إِعَارَة ও إِجَارَة শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে না। কেননা শব্দ দুটি মূল বস্তুর মালিকানা সাব্যস্তের জন্যে গঠিত হয় নি। وَصِيَّت শব্দ দ্বারাও বিবাহ হবে না। কেননা এটা মূল বস্তুর মালিকানা সাব্যস্তের জন্যে গঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাৎক্ষণিক মালিকানার জন্যে নয়। সুতরাং যে-সব শব্দ তাৎক্ষণিক মূল বস্তুর মালিকানার জন্যে গঠিত হয়েছে, যখন তা শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয় এবং এমন কোনো লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যা বুঝায়, এ শব্দের গঠিত অর্থ উদ্দেশ্যে নয়। যেমন : স্ত্রীলোকটি স্বাধীন হওয়া, তখন রূপক অর্থ প্রমাণিত হবে। আর তা হল মিলকে মুতআ বা সম্ভোগের অধিকার লাভ। কেননা মূল বস্তুর মালিকানা মিলকে মুত'আর সবব হয়। সুতরাং سَبَب এর শব্দ প্রয়োগ করে مُسَبَّب উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে এ সকল শব্দের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। আর هِبَة শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ এটা আপনার জন্যে নির্দিষ্ট; মুমিনদের জন্যে নয়।

আমাদের দলীল হল, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ .... الاية অর্থাৎ যদি সে নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করে দেয়। এতে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য আর রূপক অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খাস হতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহর বাণী– خَالِصَةً لَكَ মোহর ওয়াজিব না হওয়া বিষয়টি প্রমাণ করে অথবা (আয়াতের অর্থ হল,) আমি এ সকল নারীদেরকে বিশেষত আপনার জন্যে হালাল করে দিয়েছি অর্থাৎ অন্য কারো জন্যে এদেরকে বিবাহ করা হালাল হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فَاللَّفْظُ الَّذِيْ وُضِعَ.....الخ

তাৎক্ষণিক মূল বস্তুর মালিকানা সাব্যস্তের জন্যে বেশ কিছু শব্দ গঠিত হয়েছে। সেগুলো যখন কোনো শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর কোনো নিদর্শন দ্বারা বুঝা যায়, এখানে শব্দটির مَعْنٰى مَوْضُوْع لَهٗ তথা তার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তখন আবশ্যিকভাবে রূপক অর্থই সাব্যস্ত হবে। যেমন– কোনো আযাদ

বুঝা যাচ্ছে, তার ব্যাপারে شِرَاء শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অতএব এখানে রূপক অর্থই প্রযোজ্য হবে। তা হল, মিলকে মুত'আ। আর বিবাহ দ্বারা মিলকে মুত'আ সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাই شِرَاء এ জাতীয় শব্দসমূহ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রকৃত ও রূপক অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। রূপক অর্থ সহীহ হওয়ার জন্যে প্রকৃত অর্থের সাথে তার যে-সব বিষয়ে মিল থাকতে হয়, তন্মধ্যে একটি হল سَبَبِيَّت [বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে মিল থাকা] এখানে তা বিদ্যমান। কেননা বাদীর মালিকানার ক্ষেত্রে مِلْكُ عَيْن তথা মূল সত্তার মালিকানাই মিলকে মুত'আর কারণ হয়। সুতরাং تَمْلِيك عَيْن এর জন্যে গঠিত শব্দকে বিবাহের জন্যে প্রয়োগ করা মূলত سَبَب বলে مُسَبَّب উদ্দেশ্য নেওয়ার নামান্তর। শারেহ রহ. فَإِنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ سَبَبٌ الخ বাক্যে এ কথাই বুঝিয়েছেন।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا الخ

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে نِكَاح এর মর্ম প্রদানকারী صَرِيْح [স্পষ্ট] শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। আর نِكَاح ও تَزْوِيْج শব্দ দু'টিই বিবাহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট। তা কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– আল্লাহ বলেন, فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ শব্দদ্বয় বিবাহের অর্থে صَرِيْح হওয়া অনুমিত হচ্ছে। কাজেই তার মতে এ দু'শব্দ ছাড়া বিবাহ সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ : وَانْعِقَادُهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ الخ

এ বাক্যে ইমাম শাফিঈ রহ. এর উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব বিবৃত হয়েছে। প্রশ্নটি হল, তিনি বলেছেন– هِبَة শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না। অথচ 'হেবা' শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় বলে কুরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত– وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ الخ (যদি কোনো মুমিন নারী নিজেকে নবীর জন্য 'হেবা' করে দেয় আর নবী তাকে বিবাহ করতে সম্মত হন– এটা বৈধ)। সুতরাং ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মাযহাবতো কুরআন পরিপন্থী হয়ে গেল?

জবাবের সারকথা হল– 'হেবা' শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হওয়া শুধু নবীজি ﷺ এর জন্যে খাস। কেননা উক্ত আয়াতের শেষাংশ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ থেকে বুঝা যায়, হেবা শব্দ দ্বারা নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারো বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ : لَنَا اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى الخ

এ বাক্যে আহনাফের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ 'হেবা' শব্দ দ্বারা নবীজি ﷺ এর বিবাহ সংঘটিত হওয়া প্রকৃত অর্থ হিসেবে নয় বরং তা রূপক অর্থে সাধিত হয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর সঙ্গে রূপক অর্থ বিশিষ্ট হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়। কেননা নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে, আহকামের মধ্যে শব্দের প্রকৃত ও রূপক অর্থ ব্যবহারে নয়। কারণ, শব্দ সকলের জন্যে ব্যাপক।

قَوْلُهُ : خَالِصَةً لَكَ فِىْ عَدَمِ الخ

এ বাক্যে ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলীলের জবাব আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী– خَالِصَةً لَكَ এর উদ্দেশ্য হল, মোহর ব্যতীত হেবা রূপে বিবাহ করা আপনার জন্যে নির্দিষ্ট। অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য হল, এ সকল রমণীগণ আপনার জন্যে নির্দিষ্ট; আপনার পরে অন্য কারো জন্যে এদেরকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কেননা তারা নবীপত্নী হওয়ার সুবাদে মুমিনদের মা সমতুল্য। সুতরাং এতে হেবা শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হওয়া নবীজি ﷺ এর সঙ্গে খাস– এ অর্থের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

وَشُرِطَ سِمَاعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَفْظَ الْاٰخَرِ وَحُضُوْرُ حُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ وَ حُرَّتَيْنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ اِذْ عِنْدَهٗ لَايَصِحُّ اِلَّا بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ **مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ سَامِعَيْنِ مَعًا لَفْظَهُمَا فَلَا يَصِحُّ اِنْ سَمِعَا مُتَفَرِّقَيْنِ** كَمَا اِذَا نَكَحَا بِحُضُوْرِ وَاحِدٍ ثُمَّ غَابَ هُوَ وَحَضَرَ اٰخَرُ فَاَعَادَا بِحُضُوْرِهٖ **وَصَحَّ عِنْدَ فَاسِقَيْنِ اَوْ مَحْدُوْدَيْنِ فِىْ قَذْفٍ وَ عِنْدَ اَعْمَيَيْنِ وَ ابْنَىِ الزَّوْجَيْنِ اَوْ اِبْنَىْ اَحَدِهِمَا لٰكِنْ لَايَظْهَرُ بِهِمَا اِنْ ادَّعَى الْقَرِيْبُ** اَىْ اِذَا نَكَحَا بِحُضُوْرِ ابْنَىِ الزَّوْجِ فَاِنِ ادَّعٰى هُوَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ ابْنَيْهِ لَهٗ اَمَّا اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا وَاِنْ نَكَحَا عِنْدَ ابْنَىِ الزَّوْجَةِ فَاِنِ ادَّعَتْ لَاتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا وَاِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ تُقْبَلُ لَهٗ **كَمَا صَحَّ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِمَا اِنْ جَحَدَ** فَاِنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا تُقْبَلُ وَاِنِ ادَّعَى الْمُسْلِمُ تُقْبَلُ لَهٗ

সহজ তরজমা

বর-কনে প্রত্যেকে একে অপরের শব্দ শ্রবণ করা এবং দু'জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দু'জন স্বাধীন মহিলার উপস্থিতি শর্ত করা হয়েছে। এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। কেননা তার মতে পুরুষের সাক্ষ্য ব্যতীত বিবাহ সহীহ হয় না। **তারা উভয়ে মুকাল্লাফ–প্রাপ্ত বয়স্ক হবে, মুসলমান হবে, একই সাথে বর-কনের শব্দ শ্রবণকারী হবে। সুতরাং যদি সাক্ষিদ্বয় পৃথক পৃথকভাবে তাদের কথা শোনে, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে না।** যেমন– একজনের উপস্থিতিতে বিবাহ হল, এরপর সে চলে গেল এবং অপর ব্যক্তি আসল, তারপর তার উপস্থিতিতে তারা উভয়েই আকদের শব্দ পুনরাবৃত্তি করল, এতে বিবাহ সহীহ হবে না। **দু'জন ফাসেক কিংবা দু'জন মিথ্যা অপরাধের দরুন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং দু'জন অন্ধ ও স্বামী-স্ত্রীর দু'পুত্রের উপস্থিতিতে কিংবা তাদের একজনের দু'পুত্রের উপস্থিতিতে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ প্রমাণিত হবে না যদি নিকটতম ব্যক্তি দাবি করে** অর্থাৎ যখন বর-কনে স্বামীর দু'পুত্রের উপস্থিতিতে বিবাহ করল– এখন যদি স্বামী বিবাহের দাবি করে (আর স্ত্রী অস্বীকার করে), তা হলে স্বামীর দু'পুত্রের সাক্ষ্য তার জন্য গৃহীত হবে না। আর যখন স্ত্রী দাবি করবে (এবং স্বামী বিবাহ হওয়া অস্বীকার করে), তা হলে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর দু'পুত্রের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তদ্রূপ যদি তারা উভয়ে স্ত্রীর দু'পুত্রের সম্মুখে বিবাহ করে আর যদি স্ত্রী দাবি করে, তা হলে স্ত্রীর পক্ষে দু'পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি স্বামী দাবি করে, তা হলে তার পক্ষে স্ত্রীর দু'পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। **যেমনি শুদ্ধ হবে যিম্মী মহিলাকে কোনো মুসলমানের বিবাহ করা দু'জন যিম্মীর উপস্থিতিতে। কিন্তু যদি মুসলমান অস্বীকার করে, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ প্রমাণিত হবে না।** কেননা বিধর্মীর সাক্ষ্য মুসলমানের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি মুসলমান দাবি করে (এবং যিম্মী মহিলা বিবাহ হওয়া অস্বীকার করে), তা হলে তার পক্ষে যিম্মীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَشُرِطَ سِمَاعُ كُلٍّ الخ ঃ বর-কনে উভয়ে একে অপরের ইজাব-কবুলের শব্দ শোনা অপরিহার্য শর্ত; চাই বিধানগতভাবে শ্রবণ হোক, যেমন- গায়েবানা হস্তলিখন। কেননা লিখে দেওয়াও সম্বোধনের স্থলাভিষিক্ত। অনুরূপভাবে বোবা ব্যক্তিরও বিবাহ সংঘটিত হবে, যদি তার ইঙ্গিত বুঝা যায়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের শব্দ শোনা শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে, যাতে তাদের পরস্পর সম্মতি বুঝা যায় এবং ইজাবের সাথে কবুলের সংযোগ সৃষ্টি হয়।

বিবাহের মধ্যে সাক্ষীর বিবরণ :

قَوْلُهٗ : وَحُضُوْرُ حُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ الخ ঃ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্যে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী থাকা শর্ত। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে, لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ অর্থাৎ অভিভাবক এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীর ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তদের দুজনই স্বাধীন হতে হবে। কেননা স্বাধীনের উপর গোলামের অভিভাবকত্ব নেই। তেমনি উভয়ের জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা পাগল ও শিশুদের مُكَلَّف ব্যক্তির উপর কোনো ক্ষমতা নেই। অনুরূপভাবে সাক্ষীদ্বয় মুসলমান হওয়াও শর্ত । কেননা মুসলমানের উপর বিধর্মীদের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে বিবাহে দু'জন পুরুষ সাক্ষী হওয়া শর্ত। মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ হাদীসটিতে شَاهِدَىْ শব্দটি পুংলিঙ্গের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সাক্ষীদ্বয় পুরুষই হওয়া আবশ্যক। হানাফী আলিমগণ বলেন, সাক্ষীর ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার কোনো পার্থক্য নেই। আর উল্লিখিত হাদীসে شَاهِدَىْ শব্দটি সাধারণ সাক্ষীর জন্যে ব্যবহার হয়েছে; এতে পুরুষ মহিলার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهٗ : سَامِعَيْنِ مَعًا لَفْظَهُمَا الخ ঃ সেই সঙ্গে স্বাক্ষীদ্বয়ের বর-কনের ইজাব-কবুলের শব্দ শোনাও শর্ত। সুতরাং যদি এমন দু'ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়, যারা ঘুমিয়ে রয়েছে কিংবা বধির, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে না। কেননা বিবাহের মজলিসে সাক্ষীর জন্য শুধু উপস্থিত হওয়া শর্ত নয় বরং ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়া শর্ত। আর কথা শোনা ব্যতীত সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বর-কনের কথা শুনলে তাদের উপস্থিত হওয়া-না হওয়া দু'টোই সমান। অনুরূপ সাক্ষীদের জন্যে ইজাব-কবুলের শব্দসমূহ বুঝাও জরুরি। যদি আকদে নিকাহ আরবী ভাষায় হয় এবং সাক্ষী উর্দূ বা বাংলা ভাষাভাষী হয়- যারা আরবী বুঝে না, তা হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তবে যদি এতটুকু বুঝে যে, এ শব্দ দ্বারা বিবাহ কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে, যদিও শাব্দিক অর্থ বুঝে না, তবে বিশুদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : وَصَحَّ عِنْدَ فَاسِقَيْنِ الخ ঃ দু'জন ফাসেকের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হিসেবে নিজের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং অন্যের উপরও তার কর্তৃত্ব থাকবে। সে পাপী হওয়ার কারণে তার এ কর্তৃত্ব যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপি বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। তবে বিচারকের সামনে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রুপ ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তির উপস্থিতিতেও বিবাহ সংঘটিত হবে। কেননা মুসলমান হিসেবে নিজের উপর তার অধিকার রয়েছে। অবশ্য দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে কাজীর ইজলাসে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا অর্থাৎ তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।

قَوْلُهٗ : اِنِ ادَّعَى الْقَرِيْبُ الخ ঃ স্বামীর দু'ছেলের সম্মুখে বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। তারপর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হল। যেমন- স্বামী বিবাহ হওয়ার দাবি করল আর স্ত্রী তা অস্বীকার করল, তা হলে দু'ছেলের সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাদের বিবাহও কার্যকর হবে না। কেননা মূলনীতি হল, ছেলের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে গৃহীত হয় না। এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি স্ত্রী

বিবাহ হওয়ার দাবি করে আর স্বামী তা অস্বীকার করে, তা হলে স্বামীর দু'ছেলের সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দু'ছেলের সম্মুখে বিবাহ কার্য সম্পাদিত হলে স্ত্রীর পক্ষে তার পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে স্বামীর পক্ষে ওই স্ত্রীর পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً الخ ঃ এখানে ذِمِّيَّة এর উদ্দেশ্য আহলে কিতাব যিম্মী নারী, যারা মুসলিম দেশে কর দিয়ে বসবাস করে; সাধারণ যিম্মী উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুসলমানের জন্যে আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। তা ছাড়া অন্যান্য যিম্মী নারীদেরকে বিবাহ করা মুসলমানের জন্যে বৈধ নয়। দারুল হরবের আহলে কিতাব নারীর হুকুমও আহলে কিতাব যিম্মী নারীর মতোই। মুসলমানের জন্যে তাকে বিবাহ করা বৈধ, তবে তা মাকরূহ।

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ : "صَحَّ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ تُقْبَلُ لَهُ"

প্রশ্ন : "দু'জন জিম্মী সাক্ষীর সম্মুখে কোনো মুসলমান জিম্মী নারীকে বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।" মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : দু'জন জিম্মী সাক্ষীর সম্মুখে কোনো মুসলমান জিম্মী নারীকে বিবাহ করলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ.-এর মতে উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ.-এর দলিল

বিবাহের মধ্যে ইজাব ও কবুল শ্রবণ করাকেই শাহাদাত বলে গণ্য করা হয়। আর এখানে যাদের সম্মুখে বিবাহ সম্পাদন করা হচ্ছে, তারা জিম্মী হওয়ার কারণে কাফের এবং বিবাহপ্রার্থী স্বামী হল মুসলমান। অন্যদিকে মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যেন জিম্মী দু'জন উক্ত মুসলমানের উক্তি তথা ইজাব শ্রবণই করে নি। আর সাক্ষীরা ইজাব বা কবুল শ্রবণ না করলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাই এক্ষেত্রেও বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ. শ্রবণকে অশ্রবণ বলে গণ্য করেছেন। আর ইজাব কবুলের নাম যেহেতু শাহাদাত, তা যেহেতু এখানে পাওয়া যায় নি, তাই এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও আবূ ইউসুফ রহ.-এর দলীল

বিবাহের মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে– (১) স্বামীর জন্য مِلْك بُضْع প্রতিষ্ঠিত করা। (২) স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর মোহরের সম্পদ সাব্যস্ত করা। অন্য দিকে সর্বসিদ্ধ কথা হল, সাক্ষীর প্রয়োজন দেখা দেয় কোনো সম্মানিত বস্তুর জন্য। আর নারীর লজ্জাস্থান থেকে উপকার লাভ করা একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং সম্মানিত বস্তু। সম্পদ ধার্য হওয়াতে কোনো সম্মান বা স্পর্শকাতরতা নেই। এজন্যই যদি বিবাহের সময় মোহরের কথা উল্লেখ না করা হয়, তাহলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের মধ্যে স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে مِلْك بُضْع এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সাক্ষ্য হয়ে থাকে। স্বামীর উপর সম্পদ ধার্য করার জন্য সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ ব্যাখ্যার আলোকে সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে এবং স্ত্রীর বিপক্ষে কার্যকর হয়। আর মুসলমানের পক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য; বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং দু'জন জিম্মীর সম্মুখে সম্পাদিত বিবাহ শুদ্ধ হবে। কারণ, মুসলমানের বিপক্ষে সাক্ষ্য হচ্ছে না।

বিপক্ষের দলিলের উত্তর

শ্রবণকে অশ্রবণের উপর তুলনা করে দলিল পেশ করা قِيَاس مَعَ الْفَارِق যার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হবে।

أَمَرَ اٰخَرَ اَنْ يَنْكِحَ صَغِيْرَتَهُ فَنَكَحَ عِنْدَ فَرْدٍ اِنْ حَضَرَ اَبُوْهَا صَحَّ وَ اِلَّا فَلَا فَاِنَّ الْاَبَ اِذَا كَانَ حَاضِرًا يَنْتَقِلُ عِبَارَةُ الْوَكِيْلِ اِلَى الْاَبِ فَصَارَ كَاَنَّ الْاَبَ عَاقِدٌ وَالْوَكِيْلَ مَعَ ذٰلِكَ الْفَرْدِ شَاهِدَ اٰنِ **كَاَبٍ يَنْكِحُ بَالِغَةً عِنْدَ فَرْدٍ اِنْ حَضَرَتْ صَحَّ** فَصَارَ كَاَنَّ الْبَالِغَةَ عَاقِدَةٌ وَالْاَبَ وَذٰلِكَ الْفَرْدَ شَاهِدَانِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَالْوَكِيْلُ شَاهِدٌ اِنْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ كَالْوَلِيِّ اِنْ حَضَرَتْ مَوْلِيَّتُهُ بَالِغَةً **وَحُرِّمَ عَلَى الْمَرْءِ اَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَاُخْتُهُ وَابْنَتُهَا وَ بِنْتُ اَخِيْهِ وَ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ وَ بِنْتُ زَوْجَتِهِ اَنْ وَطِئَتْ وَ اُمُّ زَوْجَتِهِ وَ اِنْ لَمْ تُوْطَأْ وَ زَوْجَةُ اَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ**

সহজ তরজমা

পিতা কাউকে হুকুম করল, সে তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিবে। এরপর সে ব্যক্তি একলোকের সম্মুখে বিবাহ কার্য সম্পাদন করল। যদি বিবাহের আকদে কন্যার পিতাও উপস্থিত থাকে, তা হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে, অন্যথায় শুদ্ধ হবে না। কেননা পিতা যখন বিবাহের মজলিসে উপস্থিত থাকবে, তখন উকিলের কথা পিতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন যেন পিতা হল আকদকারী আর উকিল ওই এক ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়ে দু'জন সাক্ষী হল। **যেমন : পিতা বালেগা মেয়েকে এক ব্যক্তির সম্মুখে বিবাহ দিল- যদি মেয়েটি উপস্থিত থাকে, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে।** কেননা সাবালিকা কন্যা যেন আকদকারিণী হল আর পিতা ও ওই এক ব্যক্তি মিলিত হয়ে দু'জন সাক্ষী হল। মুখতাসার বেকায়ার ইবারত এরূপ : আর উকিল হবে সাক্ষী যদি তার মক্কেল উপস্থিত থাকে। যেমন- অভিভাবক সাক্ষী হয়ে যায় যদি তার মাওলিয়া প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে উপস্থিত থাকে। **পুরুষের উপর হারাম করা হয়েছে তার মূল, শাখা, বোন, বোনের কন্যা, ভাইয়ের কন্যা, ফুফু, খালা, স্ত্রীর কন্যা- যদি ওই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তার স্ত্রীর মাতা-শ্বাশুড়ি। যদিও স্ত্রীর সাথে সহবাস করা না হয়ে থাকে এবং তার মূলের (বাপ-দাদার) স্ত্রী ও তার শাখার (সন্তানাদির) স্ত্রী।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَمَرَ اٰخَرَ اَنْ يَنْكِحَ الخ

পিতা তার ছোট মেয়েকে কারো সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্যে কাউকে আদেশ করল। এরপর আদিষ্ট ব্যক্তি একজনের উপস্থিতিতে তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে দিল। তখন বিবাহরে মজলিসে যদি কন্যার পিতা উপস্থিত থাকে, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে। কেননা সাক্ষীর নেসাব তথা দু'জন পুরুষের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, বিবাহের মধ্যে উকিল শুধু মধ্যস্থতাকারী ও আলোচক। সুতরাং যদি মক্কেল বৈঠকে উপস্থিত থাকে, তা হলে উকিলের কথা হুকুমীভাবে তার দিকেই ধাবিত হবে। তাই মক্কেল তথা পিতাই যেন বিবাহ সম্পাদনকারী হল আর ওই উকিল হল প্রথম স্বাক্ষী এবং অপর ব্যক্তি হল দ্বিতীয় সাক্ষী। আর দু'সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি কন্যার পিতা উপস্থিত না থাকে, তা হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা এ অবস্থায় সাক্ষীর নেসাব পাওয়া যায় নি। কারণ,

মক্কেল অনুপস্থিত হওয়ার কারণে উকিল নিজেই হল عَاقِد বা বিবাহ সম্পন্নকারী, আর সে ছাড়া সাক্ষী যেহেতু একজন, তাই সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ার দরুন বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ : كَأَبٍ يَنْكِحُ بَالِغَةً الخ

যদি পিতা তার পূর্ণ বয়স্কা কন্যাকে এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ দিয়ে দেয় আর সে মজলিসে কন্যা উপস্থিত থাকে, তা হলে তার বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা পিতা উকিল হওয়ার কারণে তার কথা সাবালিকা মেয়ের দিকে ধাবিত হবে। তখন বিধানগতভাবে মেয়েই যেন عَاقِدَة বা বিবাহ সম্পাদনকারিণী হল। আর পিতা ও অপর ব্যক্তি মিলে হলে দু'জন সাক্ষী। সুতরাং সাক্ষীর নেসাব পাওয়া গেছে। আর যদি বিবাহের মজলিসে কন্যা উপস্থিত না থাকে, তা হলে এ বিবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তখন পিতা নিজেই বিবাহ সম্পাদনকারী হবে আর সে ছাড়া সাক্ষী কেবল এক ব্যক্তি। مَوْلِيَّة শব্দটি اسم مَفْعُول এর সীগাহ। وَلِي থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ ওই মহিলা, যার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : وَحُرِّمَ عَلَى الْمَرْءِ اَصْلُهُ الخ

حُرْمت প্রথমত দু'প্রকার। ১. حُرْمَت مُؤَبَّدَة বা চিরস্থায়ী হারাম। ২. حُرْمَت مُوَقَّتَة বা সাময়িক হারাম। এরপর حُرْمَت مُؤَبَّدَة আবার তিন প্রকার।

১. حُرْمَت نَسَب বা বংশীয়সূত্রে হারাম হওয়া।

২. حُرْمَت مُصَاهَرَة বা বৈবাহিক সূত্রে হারাম হওয়া।

৩. حُرْمَت رِضَاعَة বা দুগ্ধপান সূত্রে হারাম হওয়া।

এ ছাড়া حُرْمَت مُوَقَّتَة আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. একত্র হওয়ার কারণে হারাম হওয়া। যেমন– দু'বোন বা দু'ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা।

২. অন্যের অধিকারের কারণে হারাম হওয়া। যেমন– অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা।

৩. অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে হারাম হওয়া। যেমন– মূর্তিপূজারী নারীকে বিবাহ করা।

৪. বিবাহের পরিপন্থী হওয়ার কারণে হারাম হওয়া। যেমন– নারী মনিবকে বিবাহ করা।

বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম রমণীগণ

বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়ে সাত প্রকারের মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের জননীদেরকে, তোমাদের কন্যাদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, তোমাদের ভাতিজীদেরকে এবং তোমাদের ভাগ্নিদেরকে।"

لَفْظُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَ حَرُمَ اَصْلُهٗ وَفَرْعُهٗ وَ فَرْعُ اَصْلِهِ الْقَرِيْبِ وَصُلْبِيَّةُ اَصْلِهِ الْبَعِيْدِ فَالْاَصْلُ الْقَرِيْبُ اَلْاَبُ وَالْاُمُّ وَ فَرْعُهُمَا اَلْاِخْوَةُ وَالْاَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ وَاِنْ سَفُلَتْ فَيَحْرُمُ جَمِيْعُ هٰؤُلَاءِ وَالْاَصْلُ الْبَعِيْدُ اَلْاَجْدَادُ وَ الْجَدَّاتُ فَتَحْرُمُ بَنَاتُ هٰؤُلَاءِ اَلصُّلْبِيَّةُ اَيِ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلِاَبٍ اَوْ لِاُمٍّ كَذَا عَمَّاتُ الْاَبِ وَ الْاُمِّ وَ عَمَّاتُ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ لٰكِنَّ بَنَاتِ هٰؤُلَاءِ اِنْ لَمْ تَكُنْ صُلْبِيَّةً لَاتَحْرُمُ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ بِنْتِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ **وَكُلٌّ هٰذِهِ رِضَاعًا** هٰذَا يَشْمُلُ عِدَّةَ اَقْسَامٍ كَبِنْتِ الْاُخْتِ مثلا تَشْمُلُ الْبِنْتَ الرِّضَاعِيَّةَ لِلْاُخْتِ النَّسَبِيَّةِ وَالْبِنْتَ النَّسَبِيَّةَ لِلْاُخْتِ الرِّضَاعِيَّةِ وَ الْبِنْتَ الرِّضَاعِيَّةَ لِلْاُخْتِ الرِّضَاعِيَّةِ

সহজ তরজমা

মুখতাসার বেকায়ার ইবারত এই– বিবাহকরীর উপর হারাম হল, তার মূল, শাখা, তার নিকটতম মূলের শাখা এবং তার দূরবর্তী মূলের ঔরসজাত কন্যা। অতএব নিকটবর্তী মূল হল পিতা ও মাতা। আর তাদের উভয়ের শাখা হল, ভাই-বোন এবং ভাই-বোনের কন্যাসমূহ যদিও নিচের স্তরের হোক। সুতরাং এ সকল মহিলা হারাম হবে। আর দূরবর্তী মূল হচ্ছে, দাদা ও দাদীগণ। সুতরাং এদের ঔরসজাত কন্যাগণ হারাম হবে অর্থাৎ বাপ ও মা শরীক (সহোদরা) বা বাপ শরীক (বৈপিত্রেয়) কিংবা মা শরীক (বৈমাত্রেয়) ফুফু ও খালাগণ হারাম হবে। অনুরূপ পিতা-মাতার ফুফুগণ এবং দাদা-দাদীর ফুফুগণ হারাম হবে। কিন্তু তাদের কন্যাগণ যদি ঔরসজাত না হয়, তা হলে হারাম হবে না। যেমন– চাচা ও ফুফুর কন্যা এবং মামা ও খালার কন্যা। **এ সকল নারীগণ দুধ পান সম্পর্কের কারণে হারাম হবে।** এ বাক্য কয়েক প্রকার সূরতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন : উদাহরণত বোনের কন্যা– এটা বংশীয় বোনের রজঈ তথা দুধসম্পর্কীয় কন্যা ও রজঈ বোনের ঔরসজাত কন্যা এবং রজঈ বোনের রজঈ কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَكُلٌّ هٰذِهِ رِضَاعًا الخ

যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম হওয়ার আলোচনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল নারীগণ দুধ সম্পর্কের কারণেও হারাম হবে। যেমন– দুধমাতা, দুধভগ্নি, দুধ ভাতিজী, দুধ ফুফু ও দুধ খালা, দুধ সম্পর্কীয় শাশুড়ী, দুধ-পুত্রবধূ প্রমুখ রমণীদের সাথে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। এ মাসআলায় মূল দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী– وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসও রয়েছে– يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা كِتَابُ الرِّضَاعِ এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ।

وَفَرْعُ مَزْنِيَّةٍ وَمَمْسُوسَةٍ وَمَاسَّةٍ وَ مَنْظُوْرَةٍ اِلٰى فَرْجِهَا الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ وَاَصْلُهُنَّ اَلْمَسُّ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْبَعْضِ اَنْ يَّشْتَهِىَ بِقَلْبِهٖ وَ يَتَلَذَّذُ بِهٖ فَفِى النِّسَاءِ لَايَكُوْنُ اِلَّا هٰذَا وَاَمَّا فِى الرِّجَالِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ اَنْ يَّنْتَشِرَ اٰلَتُهٗ اَوْ يَزْدَادَ اِنْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ **وَمَا دُوْنَ تِسْعِ سِنِيْنَ لَيْسَتْ بِمُشْتَهَاةٍ وَبِهٖ يُفْتٰى** اِعْلَمْ اَنَّ بِنْتَ تِسْعِ سِنِيْنَ اَوْ اَكْثَرَ قَدْ تَكُوْنُ مُشْتَهَاةً وَقَدْ لَا تَكُوْنُ وَهٰذَا يَخْتَلِفُ بِعِظَمِ الْجُثَّةِ وَصِغَرِهَا اَمَّا قَبْلَ اَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِيْنَ فَالْفَتْوٰى عَلٰى اَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَهَاةٍ

সহজ তরজমা

আর (পুরুষের জন্যে হারাম হল) ব্যভিচারিণী মহিলার শাখা, স্পৃশ্যা মহিলার শাখা, স্পর্শকারিণী মহিলার শাখা এবং কামোত্তেজনার সাথে যে মহিলার যোনীর অভ্যন্তরে দৃষ্টি করা হয়েছে তার শাখা (সন্তানাদি)। আর এ সকল মহিলাদের মূলও হারাম। কারো মতে কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শ করার অর্থ হল- সে মনে মনে কামনা করবে এবং এতে (স্পর্শ ও দৃষ্টিতে) স্বাদ পাবে। মহিলাদের ব্যাপারে কামভাবের শুধু এ প্রক্রিয়ায় হতে পারে। আর পুরুষের ব্যাপারে কারো মতে مَسٌ بِشَهْوَةٍ এর অর্থ হল, তার লিঙ্গ বিস্তীর্ণ হবে বা বিস্তীর্ণতা বৃদ্ধি পাবে। এটা বিশুদ্ধ মত। **নয় বছরের কম বয়সের মেয়ে কামোত্তেজনার অধিকারিণী হয় না। এর উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে।** জেনে রাখো, নয় বছরের বা ততোধিক বয়সের বালিকা কখনো কখনো কামোত্তেজনার অধিকারিণী হয়ে থাকে আবার কোনো কোনো সময় হয় না। এ বিষয়টি শরীরের গড়ন বড় ও ছোট হওয়ার কারণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। তবে বালিকা নয় বছর বয়সে পদার্পণ করার পূর্বে ফতওয়া এর উপর, সে কামোত্তজনার অধিকারিণী নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَفَرْعُ مَزْنِيَّةٍ الخ

যে মহিলার সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে, তার শাখা- যেমন, কন্যা এবং তার মূল- যেমন, মাতা প্রমুখ ব্যভিচারী পুরুষের জন্যে বিবাহ করা হারাম। একে حُرْمَتْ مُصَاهَرَةْ বলা হয়। এ হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে কেবল সহবাসই বিবেচ্য; চাই হালাল উপায়ে সহবাস হোক বা হারাম সহবাস হোক। এটাই হযরত উমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মত। ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ রহ. এর মাযহাব এটাই।

দলীল

'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা' হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি কোনো নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার জন্যে ওই নারীর কন্যা এবং মাতা হারাম হয়ে যাবে। কিয়াসেরও দাবি তাই। কেননা সহবাসের দ্বারা নারী-পুরুষের পরস্পরে جُزْئِيَّتْ এর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এ জন্যে মহিলার মূলকে পুরুষের মূলের অনুরূপ এবং মহিলার শাখাকে পুরুষের শাখার অনুরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি এ

কারণটি হালাল সহবাসের সাথেই খাস নয় বরং হারাম সহবাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। কাজেই ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণীর শাখা ও মূল ব্যভিচারী পুরুষের শাখা ও মূলের মতোই গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ : وَمَمْسُوْسَةٍ الخ

যখন যিনা দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়, তখন তার সহায়ক কর্ম– যেমন, স্পর্শ করা বা যোনীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করার দ্বারাও হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা শরী'আত সহবাসের সহায়ক কর্মের প্রতিও সহবাসের হুকুম আরোপ করেছে। এখানে مَسّ এর অর্থ, কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া স্পর্শ করা। যদি এমন আড়াল থাকা অবস্থায় স্পর্শ করে, যদ্দরুন দেহের উষ্ণতা অনুভূত হয় না, তা হলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهٗ : وَبِهٖ يُفْتٰى الخ

নয় বছরের কম বয়সের বালিকা কামভাবসম্পন্না হয় না। এর উপরই ফতোয়া। সুতরাং একে স্পর্শ করার দ্বারা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না। শারেহ রহ. এর ভাষ্যমতে নয় বছর বা ততোধিক বয়সের মেয়ে কোনো কোনো সময় কামভাবসম্পন্না হয়ে যায় আবার কখনো হয় না। এ ব্যাপারটি তার দৈহিক গঠনের ঘাটতি ও বাড়তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যদি বালিকা কামভাবসম্পন্না হয়, তা হলে তাকে স্পর্শ করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় হবে না। 'মিরাজুদ্দেরায়া' গ্রন্থে আছে : পাঁচ বছর বয়সী বালিকা কামভাবসম্পন্না হয় না। নয় বছর বা ততোধিক বয়সের বালিকা সর্বসম্মতিক্রমে কামভাবসম্পন্না হয়। আর পাঁচ বছর এবং নয় বছরের মধ্যবর্তী বয়সের বালিকা কামভাবসম্পন্না হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে– এ বয়সের বালিকাকে স্পর্শ করার দ্বারা حُرْمَت مُصَاهَرَة সাব্যস্ত হবে না।

اَلسُّوَالُ : فِىْ اَىِّ عُمُرٍ تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ مُشْتَهَاةً؟

প্রশ্ন : মেয়েদের প্রতি কত বছর বয়সে আসক্তি হয়?

উত্তর : ফকীহগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, পাঁচ বছরের মেয়ের প্রতি আসক্তি হয় না। তবে নয় বছর বা ততোধিক বয়সের মেয়ের প্রতি সর্বসম্মতভাবে আসক্তি হয়।

পাঁচ বছর এবং নয় বছরের মধ্যবর্তী বয়সের মেয়ের প্রতি আসক্তি হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ বয়সে আসক্তি সাব্যস্ত হয় না।

اَلسُّوَالُ : مَا هِىَ عَلَامَةُ الْاِشْتِهَاءِ؟

প্রশ্ন : ছেলে-মেয়ের আসক্তির নিদর্শন কি?

উত্তর : আসক্তির নিদর্শনের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হল, নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার দ্বারা বা একে অপরকে স্পর্শ করার দ্বারা মনে তৃপ্তি উপভোগ করা এবং স্বাদ গ্রহণ করা। নারীদের আসক্তির নিদর্শন একমাত্র এটাই।

আর পুরুষদের আসক্তির নিদর্শনের ব্যাপারে কারো কারো মতে উল্লেখিত অবস্থা ছাড়াও আসক্তির সময় পুরুষদের লজ্জাস্থান নড়ে উঠবে এবং পুরুষাঙ্গ আকারে বৃদ্ধি পাবে স্ফীত হয়ে উঠবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَعِدَّةً وَ لَوْ مِنْ بَائِنٍ وَوَطْيًا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ اَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرٰى عِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَيُحَرِّمُ نِكَاحُ اِمْرَأَةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ اَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرٰى وَ وَطْيَهَا مِلْكًا وَ كَذَا وَطْيُهَا مِلْكًا وَطْيَهَا نِكَاحًا وَمِلْكًا لَا نِكَاحَهَا فَاِنْ نَكَحَهَا لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتّٰى يُحَرِّمَ الْأُخْرٰى اَىْ كَوْنُ الْمَرْأَةِ فِىْ نِكَاحِ رَجُلٍ اَوْ فِىْ عِدَّتِهٖ وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ يُحَرِّمُ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ اَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرٰى وَاَيْضًا يُحَرِّمُ وَطْىَ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ بِمِلْكِ يَمِيْنٍ وَاَمَّا وَطْىُ اِحْدٰهُمَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ فَيُحَرِّمُ وَطْىَ الْأُخْرٰى نِكَاحًا وَمِلْكَ يَمِيْنٍ لٰكِنْ لَا يُحَرِّمُ نِكَاحَهَا حَتّٰى اِذَا نَكَحَهَا لَا يَطَأُ وَاحِدَةً حَتّٰى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ الْأُخْرٰى وَ بِهٰذَا مَعْنٰى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ

সহজ তরজমা

দুই বোনকে বিবাহের দিক দিয়ে একত্র করা এবং একজনের ইদ্দতের মধ্যে অপর বোনকে বিবাহ করা– যদিও ইদ্দত বাইন তালাকের হয়, এমনিভাবে মিলকে ইয়ামীনের মাধ্যমে [বা দাসী হিসেবে] সহবাসের দিক দিয়ে দুই বোনকে একত্র করা হারাম। তদ্রূপ এমন দু'জন মহিলাকে একত্র করা, যাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে পুরুষ মেনে নিলে অপর মহিলাকে তার জন্যে (বিবাহ করা) হালাল হবে না। মুখতাসার বেকায়ার ইবারত হচ্ছে– একজন মহিলার বিবাহ ও তার ইদ্দত হারাম করে দেয় এমন মহিলার বিবাহকে, যাদের দু'জনের কাউকে পুরুষ মেনে নিলে অপর মহিলা তার জন্যে হালাল হয় না এবং مِلْك يَمِيْن তথা বাঁদী হিসেবেও অপর মহিলার সাথে সহবাস করাকে হারাম করে দেয়। অনুরূপভাবে মালিকানার দিক দিয়ে সে মহিলার সাথে সহবাস করা অপর মহিলার সাথে বিবাহ ও মালিকানার ভিত্তিতে সহবাস করাকে হারাম করে দেয়। তবে দাসী হিসেবে সহবাস করা অপর মহিলার সাথে বিবাহ করাকে হারাম করে না। যদি কেউ উল্লিখিত মহিলাদ্বয়কে বিবাহ করে, তা হলে কারো সাথে সহবাস করবে না যতক্ষণ না অপরজনকে হারাম করে নিবে অর্থাৎ মহিলা কোনো পুরুষের বিবাহে বা তার ইদ্দতের মধ্যে থাকা– যদিও ইদ্দত বাইন তালাকের হয়ে থাকে। এমন মহিলার সাথে বিবাহ করাকে হারাম করে দেয়, যাদের কোনো একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অপরজন তার জন্যে হালাল হয় না। অনুরূপভাবে مِلْك يَمِيْن এর সূত্রে এ মহিলার সাথে সহবাস করাকেও হারাম করে দেয়। আর মিলকে ইয়ামীনের সূত্রে দু'মহিলার একজনের সাথে সহবাস করা অপর মহিলার সাথে বিবাহ ও সত্ত্বার মালিকানা সূত্রে সহবাস করাকে হারাম করে দেয়। কিন্তু অপর মহিলার সাথে বিবাহ করাকে হারাম করে না। অনন্তর যদি অপর মহিলাকে বিবাহ করে, তা হলে সে কারো সাথে সহবাস করবে না যাবৎ না অপরজনকে তার জন্যে হারাম করে নিবে। এটাই গ্রন্থকারের আগত উক্তির মর্ম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : نِكَاحًا وَعِدَّةً الخ

এ শব্দ দু'টি وَالْجَمْع থেকে تَمْيِيز হিসেবে নসব হয়েছে। উক্ত ব্যাক্যের সারমর্ম হল– ইদ্দত পালনকালে অপর বোনকে বিবাহ করাও হারাম। কেননা এতে এক হিসেবে বিবাহের হুকুম তখনও অক্ষুণ্ন থাকে, যদ্দরুন ইদ্দতকালীন সময়ে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান স্বামীর দায়িত্বে বর্তায়। তাই ইদ্দতের মধ্যে অন্য বোনকে বিবাহ করা হারাম হবে। যেমন : দুই বোনকে বৈবাহিক সূত্রে একত্রিকরণ হারাম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

আর তাবারানী শরীফে আছে : যদি তোমরা এমনিভাবে একত্র কর, তা হলে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে। এ থেকে বুঝা যায়, এমন বিবাহে আত্মীয়তা ছিন্ন হতে পারে, যা সতিনদের পরস্পরের ঝগড়া ও কুটনামির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই এ রকমের বিবাহ নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ : أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا الخ

একত্রিকরণের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতে কারীমা ও হাদীসের নিরিখে ফকীহগণ একটি সুবিদিত নীতি উৎসারণ করেছেন। তা হচ্ছে– যে দুই নারীর মধ্য থেকে একজনকে পুরুষ ধরে নিলে তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধন হারাম হয়, এমন দুই নারীকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। কোনো কোনো সাহাবীও এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এ মূলনীতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ফুফু-ভাতিজি, খালা-ভাগনি, মা-মেয়ে, চাই বংশ সম্পর্কীয় হোক বা দুধ সম্পর্কীয় হোক; অনুরূপভাবে দু'খালা বা দু'ফুফুকে একত্র করা। উল্লেখ্য, এ মূলনীতির মধ্যে جَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থকার একে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, পবিত্র কুরআনে এর আলোচনা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ : أَيَّتُهُمَا الخ

এ বাক্যটি اِمْرَأَتَيْنِ এর সিফাত। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, একত্রিকরণের নিষেধাজ্ঞা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন উভয় পক্ষকে পুরুষ ধরে নিলে একজন অপরজনের জন্যে হারাম হয়। আর যদি এক পক্ষ থেকে হারাম হয়, তা হলে একত্র করা হারাম সাব্যস্ত হবে না। যেমন– মহিলা এবং তার সাবেক স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয। কেননা মহিলাকে পুরুষ মনে করলে স্বামীর কন্যা তার জন্যে হারাম হয় না।

فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِئَهَا لَايَطَأُ وَاحِدَةً حَتّٰى يُحَرِّمَ إِحْدٰهُمَا عَلَيْهِ إِمَّا بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ بِالتَّزْوِيْجِ **فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ وَ نَسِيَ الْأُوْلٰى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ** لِأَنَّ النِّكَاحَ الْأَخِيْرَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلْمَهْرِ وَالنِّكَاحَ الْأَوَّلَ صَحِيْحٌ وَقَدْ فَارَقَ الْأُوْلٰى قَبْلَ الْوَطْيِ فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَايُدْرٰى لِمَنْ هُوَ فَيُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا قَالَ بِعَقْدَيْنِ حَتّٰى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ يَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ **لَابَيْنَ اِمْرَأَةٍ وَ بِنْتِ زَوْجِهَا** لِأَنَّ بِنْتَ الزَّوْجِ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا كَانَ اِبْنَ الزَّوْجِ وَهُوَ حَرَامٌ أَمَّا الْمَرْأَةُ الْأُخْرٰى لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ

সহজ তরজমা

যদি কেউ এমন বাঁদীর বোনকে বিবাহ করে, যে বাঁদীর সাথে সে সহবাস করেছে, তা হলে সে কারো সাথে সহবাস করতে পারবে না যাবৎ না তাদের একজনকে তার উপর হারাম করে নিবে। হয়ত বাঁদী থেকে সম্পূর্ণরূপে মালিকানা দূরীভূত করে বা তার আংশিক থেকে (অর্থাৎ আযাদ করা বা বিক্রয় করে দেওয়া) অথবা তাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিবে। **যদি কেউ নারীদ্বয়কে দু'আকদে বিবাহ করে এবং প্রথমা স্ত্রীকে ভুলে যায়, তা হলে তার এবং উভয় নারীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে এবং তারা উভয়ে অর্ধেক মোহর পাবে।** কেননা দ্বিতীয় বিবাহটি বাতিল গণ্য হবে, যা মোহর ওয়াজিবকারী নয়। আর প্রথম বিবাহটি শুদ্ধ হবে এবং ধরা হবে, সে প্রথমা স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে পৃথক করে দিয়েছে। সুতরাং অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে। তবে তা কার জন্যে, এটা জানা নেই। সুতরাং তা উভয়ের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করতে হবে। মুসান্নিফ রহ. بِعَقْدَيْنِ বলেছেন এ জন্যে যে, যদি কেউ উভয় মহিলাকে এক আকদে বিবাহ করে, তা হলে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। তখন কোনো মোহর ওয়াজিব হবে না। **অবশ্য কোনো মহিলা এবং তার স্বামীর কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম নয়।** কেননা স্বামীর কন্যাকে যদি পুরুষ মেনে নেওয়া হয়, তা হলে সে স্বামীর পুত্র হবে। আর সে (পিতার স্ত্রীর উপর) হারাম। পক্ষান্তরে যদি অপর মহিলাকে পুরুষ ধরে নেওয়া হয়, তা হলে ওই কন্যাটি তার উপর হারাম হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ الخ

যদি কেউ তার সহবাসকৃতা বাঁদীর বোনকে বিবাহ করে, তা হলে সে কারো সাথে সহবাস করতে পারবে না। কেননা দুই বোনকে বিবাহ সূত্রে এবং দাসী সূত্রে সহবাস করা হারাম। সুতরাং সে তাদের একজনকে তার উপর হারাম করে নিবে। হারাম করার প্রক্রিয়া হচ্ছে– নববধূকে তালাক দিবে না; তার সাথে খোলা করবে অথবা বাঁদীকে সম্পূর্ণরূপে বা তার আংশিক আযাদ করে দিবে বা তাকে বিক্রয় করে দিবে কিংবা হেবা করে হস্তান্তর করে দিবে অথবা তাকে অন্য কারো নিকটে বিবাহ দিয়ে দিবে ইত্যাদি।

قَوْلُهُ : وَنَسِىَ الْأُوْلٰى فُرِّقَ الخ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি দু'মহিলাকে দু'আকদে বিবাহ করে এবং সে প্রথমে কাকে বিবাহ করেছে তা ভুলে যায়, তা হলে স্বামী এবং উভয় মহিলার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। এখানে اُوْلٰى এর শর্ত যুক্ত করারা কারণ হল– প্রথমবার কার সাথে বিবাহ হয়েছিল যদি স্বামীর তা জানা থাকে, তা হলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে আর অপর বিবাহটি বাতিল হয়ে যাবে।

শব্দটি مَجْهُوْل এর সীগাহ। এ থেকে বুঝা যায়, যদি স্বামী তাদের উভয় থেকে পৃথক না হয়, তা হলে কাজীর কর্তব্য হল– গোনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া। আর এ বিচ্ছেদ তালাকের হুকুমভুক্ত।

قَوْلُهُ : وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الخ ঃ স্বামীর উপর আবশ্যক হল, আকদের সময় নির্ধারিত এক মোহরের অর্ধেক উভয় মহিলাকে প্রদান করবে এবং এই অর্ধেক মোহর উভয়ের মধ্যে সমান সমান করে বণ্টন করে দিবে। কেননা শরী'অতের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল আর বাতিল বিবাহে স্বামীর উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। অবশ্য প্রথম বিবাহ সহীহ হয়েছে। কিন্তু সহবাসের পূর্বে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব হবে, তবে প্রথমা স্ত্রী অনির্দিষ্ট হওয়ার দরুন তা উভয়ের মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : لَا بَيْنَ اِمْرَأَةٍ وَبِنْتِ الخ ঃ একজন মহিলা এবং তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে একত্রে করা হারাম নয়। ইমাম যুফার রহ. এই একত্রিকরণকে হারাম বলেন। কেননা স্বামীর কন্যাকে যদি পুরুষ ধরে নেওয়া হয়, তা হলে তার জন্যে অপর মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হবে। কেননা ওই মহিলা তার পিতার স্ত্রী। কিন্তু আমরা বলি, একত্রিকরণ হারাম হওয়ার জন্যে শর্ত হল– উভয় পক্ষ থেকে হারাম হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। আর এখানে দ্বিতীয় পক্ষে এ শর্তটি অনুপস্থিত। কেননা মহিলাকে পুরুষ ধরে নিলে স্বামীর অন্য স্ত্রীর কন্যা তার জন্যে অপরিচিতা। এ জন্যে তাদের মধ্যে একত্রিকরণ বৈধ।

প্রশ্ন : ইমামগণের ইখতিলাফসহ মাসআলাটি আলোচনা কর।

উত্তর : উল্লেখিত মাসআলায় ইমামগণের ইখতিলাফ রয়েছে। যথা–

(১) সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীর মতে কোনো মহিলা এবং তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহে একত্রকরণ হারাম নয়। বরং জায়েয আছে। যেমন– যায়েদের প্রথম স্ত্রীর নাম ফাতেমা। ফাতেমার গর্ভে যায়েদের 'যয়নব' নাম্নী একজন কন্যাও ছিল। যায়েদ ফাতেমাকে অনেক পূর্বেই তালাক দিয়েছে এবং আসমা নামে আরেকজন মহিলাকে বিবাহ করেছে। কিছুদিন পর তাকেও তালাক দিয়েছে। এখন যদি কেউ যায়েদের প্রথম স্ত্রীর কন্যা তথা যয়নাব এবং দ্বিতীয় স্ত্রী তথা আসমাকে একত্রে বিবাহ করে, তাহলে তা জায়েয হবে। কারণ, যয়নব ও আসমার মাঝে কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্র নেই বা দুগ্ধ সম্পর্কও নেই।

(২) ইমাম যুফার রহ. বলেন, উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় একত্রকরণ জায়েয হবে না। জায়েয না হওয়ার কারণ হচ্ছে, যায়েদের কন্যা যয়নাবকে যদি পুরুষ মনে করা হয়, তাহলে যয়নাব ও আসমার পরস্পরের মাঝে বিবাহ জায়েয নেই। কেননা, আসমা তখন যয়নাবের জন্য مَنْكُوْحَةُ الْاَبِ বা পিতার বিবাহিতা হবে। আর مَنْكُوْحَةُ الْاَبِ বা পিতার বিবাহিতাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। তাই তাদেরকে বিবাহের মধ্যে একত্রকরণও জায়েয হবে না। কিন্তু হানাফীদের পক্ষ থেকে একথার উত্তর হল, যদি পিতার স্ত্রীকে পুরুষ মনে করা হয়, তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করা জায়েয আছে। কারণ, তিনি তখন পর পুরুষের স্ত্রী হবেন। আর হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হল, উভয়কেই পুরুষ মনে করলে হারাম হতে হবে। আর এখানে তা পাওয়া যায় নি। সুতরাং এদেরকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয হবে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাযি. হযরত আলী রাযি.-এর বিধবা স্ত্রী এবং তার অন্য পক্ষের কন্যাকে একত্রে বিবাহ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এক ব্যক্তির স্ত্রী এবং তার অপর পক্ষের কন্যাকে একত্রে বিবাহ করেছেন।

وَصَحَّ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ وَالصَّابِيَةِ الْمُؤْمِنَةِ بِنَبِيٍّ اَلْمُقِرَّةِ بِكِتَابٍ لَا عَابِدَةِ كَوَاكِبَ لَا كِتَابَ لَهَا اِعْلَمْ اَنَّ نِكَاحَ الصَّابِيَةِ يَحِلُّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَا عِنْدَ هُمَا فَقِيْلَ هٰذَا الْخِلَافُ بِنَاءً عَلٰى تَفْسِيْرِ الصَّابِىْ فَاَبُوْ حَنِيْفَةَ زَعَمَ اَنَّ الصَّابِىَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ كَانَ كَذٰلِكَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الصَّابِيَةِ وَهُمَا زَعَمَا اَنَّهٗ مِنْ عَبَدَةِ الْكَوَاكِبِ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ كَذٰلِكَ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا

সহজ তরজমা

এমন কিতাবধারী এবং সাবিয়া মহিলাকে বিবাহ করা সহীহ হবে, যে নবীজি ﷺ-এর প্রতি ঈমান রাখে এবং আসমানী কিতাবকে স্বীকার করে। তারকা পূজারিণী এবং যে মহিলার কোনো কিতাবের প্রতি ঈমান নেই, তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নেই। জেনে রাখো, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সাবিয়া মহিলাকে বিবাহ করা হলাল হবে। সাহেবাইনের মতে দুরস্ত হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ মতপার্থক্য সাবীর [তারকাপূজারীণীর] ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. মনে করেন, সাবী আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যদি এরূপ হয়, তা হলে সাবিয়া মহিলার সাথে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু সাহেবাইন মনে করেন, সাবী হল তারকাপূজারী এবং তাদের কোনো কিতাব নেই। যদি এরূপ হয়, তা হলে তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَصَحَّ نِكَاحُ الْكِتَابِيَةِ الخ

كِتَابِيَة এর উদ্দেশ্য ইহুদি-খ্রিষ্টান এবং সে সকল নারী, যারা কোনো আসমানী ধর্ম ও আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে। যেমন : হযরত ইবরাহীম ও হযরত শীছ আ.-এর সহীফাসমূহ বা হযরত দাউদ আ. এর যাবূর গ্রন্থের প্রতি ঈমান রাখে। আর كِتَابِيَة শব্দকে মুতলাকভাবে উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ হুকুমের মধ্যে হরবী যিম্মী স্বাধীনা ও দাসী সকল আহলে কিতাব নারী অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে ইঙ্গিত রয়েছে, আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা জায়েয আছে, যদিও তারা تَثْلِيْث (ত্রিত্ববাদ) তথা তিন খোদায় বিশ্বাসী হয়।

قَوْلُهٗ : وَالصَّابِيَةِ الْمُؤْمِنَةِ الخ

صَابِيَة শব্দটি صَبَأَ থেকে নির্গত। এর অর্থ, নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মমত গ্রহণ করা। সাবিয়া মহিলাকে বিবাহ করা সহীহ হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত। ১. কোনো নবীর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। ২. কোনো আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়া। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকটে صَابِى আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। আর আহলে কিতাবের সাথে বিবাহ বন্ধন হালাল। সাহেবাইন এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাদের মতে صَابِى হল তারকাপূজারী; তাদের কোনো আসমানী কিতাব নেই। সুতরাং তারা মুশরিক আর মুশরিকের সাথে বিবাহ জায়েয নেই।

ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ قَوْلَهُ **وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْاَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ** وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ التَّخْصِيْصَ بِالْوَصْفِ يُوْجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ اِلَّا عِنْدَنَا فَقَوْلُهُ تَعَالٰى مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَنْفِيْ جَوَازَ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَهُ **وَلَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ** اَلْمُرَادُ بِطَوْلِ الْحُرَّةِ اَلْقُدْرَةُ عَلٰى نِكَاحِهَا بِاَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مَهْرُ الْحُرَّةِ وَ نَفَقَتُهَا وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ يُوْجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ فَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَلْاٰيَةَ دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ طَوْلُ الْحُرَّةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ الْاَمَةِ اَمَّا عِنْدَنَا فَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ هٰذَا الْحُكْمِ **فَبَقِيَ الْحُكْمُ عَلٰى تَقْدِيْرِ طَوْلِ الْحُرَّةِ عَلَى الْحِلِّ الْاَصْلِيِّ** وَكَذَا فِي الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ

সহজ তরজমা

এরপর মুসান্নিফ রহ. نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ এর উপর আতফ করেছেন তার এ উক্তিকে– **আর মুহরিম পুরুষ, মুহরিম নারী, মুসলমান ও আহলে কিতাব দাসীর সাথে বিবাহ করা সিদ্ধ হবে।** এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতবিরোধ আছে। এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, (তার মতে) হুকুমকে কোনো গুণের সাথে বিশিষ্ট করা তা ছাড়া অন্য বস্তু থেকে হুকুম অপনোদন হওয়াকে ওয়াজিব করে। আমাদের মতে এরূপ নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী– مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে আহলে কিতাব দাসীর সাথে বিবাহ বৈধ হওয়াকে আপনোদন করে **যদিও স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে।** طَوْلُ الْحُرَّةِ এর উদ্দেশ্য হল– তাকে বিবাহ করার শক্তি রাখা। যেমন, সে স্বাধীনা মহিলার মোহর এবং তার খরচা দিতে সক্ষম হবে। এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। এর ভিত্তি হল, হুকুমকে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করা শর্ত না পাওয়ার সময় হুকুম না পাওয়াকে অবধারিত করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) প্রমাণ করে যে, যদি কারো স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য থাকে, তবে তার জন্যে বাঁদী বিবাহ করা বৈধ হবে না। আর আমাদের মতে আয়াতখানা এ হুকুমের ক্ষেত্রে নীরব। **সুতরাং স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার শক্তি থাকার প্রক্রিয়ায় মৌলিক হালাল হওয়ার উপর হুকুম অবশিষ্ট থেকে গেল।** তদ্রূপ আহলে কিতাব বাঁদীর ব্যাপারেও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ الخ

আহনাফের মতে ইহরাম অবস্থায় পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যে বিবাহ করা জায়েয। কেননা হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মূনা রাযি.-কে বিবাহ করেছেন। তবে ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা চুম্বন করা ও কামভাব সহকারে স্পর্শ করা

নিষিদ্ধ। আর ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয নেই। তার দলীল হচ্ছে– হাদীসে আছে, কোনো মুহরিম বিবাহ করবে না এবং তাকে বিবাহ করা হবে না। হান্নাফী আলিমগণ বলেন, এ হাদীসে نِكَاح দ্বারা আকদে নিকাহ উদ্দেশ্য নয় বরং সহবাস করা উদ্দেশ্য আর তা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلٰى اَنَّ التَّخْصِيْصَ الخ

ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ

এখানে দাসীটি মুমিন হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। আর কোনো হুকুমকে এমন কোনো وَصْف এর সাথে নির্ধারণ করা, যার মধ্যে ওই وَصْف নেই, তার থেকে হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং আহলে কিতাব বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। কেননা সে ঈমানদার নয়। হানাফীদের মতে আহলে কিতাব দাসীর সাথে বিবাহ করা জায়েয আছে। কেননা কোনো হুকুম এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে নির্ধারণ করা, যার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তার থেকে হুকুমকে রহিত করে না বরং এ বৈশিষ্ট্য আকস্মিকভাবে উল্লেখ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ الخ

আহনাফের অভিমত হল– স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য থাকলেও দাসীকে বিবাহ করা জায়েয আছে। তাবে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, স্বীধীনা নারী বিবাহ করার শক্তি থাকলে বাঁদী বিবাহ করার অনুমতি নেই। কেননা উপর্যুক্ত আয়াতে দাসী বিবাহ করার জন্যে স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্য না থাকাকে শর্ত করা হয়েছে। আর কোনো হুকুমকে কোনো শর্তের সাথে নির্ধারণ করা, যার মধ্যে এ শর্ত নেই, তার থেকে হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্য থাকলে দাসীকে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফার দলীল হল– উক্ত আয়াত স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় দাসী বিবাহ করার হুকুমের ব্যাপারে নিশ্চুপ। ফলে এ বিবাহের হুকুম حِلَّتْ اَصْلِيَّة তথা মূল বৈধতার উপর বহাল থাকবে। যেমন : পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে– اُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَالِكُمْ অর্থাৎ যে সকল নারীকে বিবাহ করা নিষেধ করা হয়েছে, তারা ব্যতীত সকলকে হালাল সাব্যস্ত করে। সুতরাং স্বাধীনা নারী বিবাহের শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীর সাথে বিবাহ বৈধ হবে।

وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَأَرْبَعٍ مِّنْ حَرَائِرَ وَإِمَاءٍ فَقَطْ وَلِلْعَبْدِ نِصْفُهَا وَحُبْلَى مِنْ زِنًا وَ لَا تُوْطَأُ حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا مَوْطُوْءَةِ سَيِّدِهَا أَوْزَانٍ اَىْ يَجُوْزُ نِكَاحُ اَمَةٍ وَطِئَهَا رَجُلٌ بِالزِّنَا وَلَايَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْاِسْتِبْرَاءُ **وَمَنْ ضُمَّتْ اِلٰى مُحَرَّمَةٍ** اَىْ اِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ وَاِحْدٰهُمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ صَحَّ نِكَاحُ الْاُخْرٰى **لَانِكَاحُ اَمَتِهٖ وَسَيِّدَتِهٖ وَالْمَجُوْسِيَّةِ وَالْوَثْنِيَّةِ وَخَامِسَةٍ فِىْ عِدَّةِ الرَّابِعَةِ** هٰذَا لِلْحُرِّ وَاَمَّا لِلْعَبْدِ فَلَا يَجُوْزُ الثَّالِثَةُ فِىْ عِدَّةِ الثَّانِيَةِ

সহজ তরজমা

দাসী স্ত্রীর সাথে স্বাধীন মহিলা বিবাহ করা ও শুধু চারজনকে বিবাহ করা জায়েয আছে, চাই স্বাধীনা হোক বা দাসী হোক। আর গোলামের জন্য এর অর্ধেক (দু'জন) জায়েয আছে। ব্যভিচার দ্বারা গর্ভধারিণী মহিলা বিবাহ করা জায়েয, তবে তার গর্ভপ্রসব না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা যাবে না। মনিবের সহবাসকৃতা দাসী অথবা ব্যভিচারীর সহবাসকৃতা নারী বিবাহ করা জায়েয আছে অর্থাৎ এমন দাসীকে বিবাহ করা জায়েয, যার সাথে তার মনিব সহবাস করেছে, এমনকি স্বামীর উপর اِسْتِبْرَاء رِحْم গর্ভের পবিত্রতা নিরীক্ষণ ওয়াজির হবে না। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে কোনো পুরুষ ব্যভিচার দ্বারা সহবাস করেছে, তাকে বিবাহ করা জায়েয আছে এবং স্বামীর উপর ইসতিবরা ওয়াজিব হবে না। **যে মহিলাকে মুহাররমার সাথে মিলানো হয়েছে, তার বিবাহ শুদ্ধ হবে** অর্থাৎ যদি কেউ দু'মহিলাকে এক আকদে বিবাহ করে আর একজন মহিলা তার উপর হারাম হয়, তা হলে অপরজনের বিবাহ শুদ্ধ হবে। **বিবাহ করা জায়েয নেই নিজ দাসীকে, নিজ মনিবাকে, অগ্নিপূজারিণীকে, মূর্তিপূজারিণীকে এবং চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পঞ্চমীকে**– এটা স্বাধীন পুরুষের জন্যে আর গোলামের জন্যে দ্বিতীয় স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তৃতীয়াকে বিবাহ করা জায়েয নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَرْبَعٍ مِنْ حَرَائِرَ الخ

স্বাধীন নারী এবং দাসীর মধ্য থেকে চারজনকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয। এ হুকুমের উপর সকল আলিমের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে শী'আ সম্প্রদায়ের মতে একত্রে নয়জন মহিলাকে বিবাহ করা সিদ্ধ। তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে– فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ এতে واو বর্ণ একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দুই তিন ও চার মিলে নয় সংখ্যা হয়। খারেজী সম্প্রদায়ের মতে ১৮ জন মহিলাকে একসাথে বিবাহ করা জায়েয আছে। তারা এ সংখ্যাগুলোকে দ্বিরুক্তি জ্ঞাপক মনে করে অর্থাৎ দুই দুই, তিন তিন ও চার চার, । সুতরাং সবক'টি মিলে আঠার সংখ্যা হয়। মুহাম্মদ ইবনে শাওকানী এ সকল প্রবৃত্তি পূজারীর সাথে সুর মিলিয়ে অগণিত নারী বিবাহ করা জায়েয হওয়ার কথা বলেছে। এসব উক্তি আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেকুফদের প্রলাপ মাত্র। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, চারের অধিক নারী একসাথে বিবাহ করা জায়েয নেই। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে– হযরত গায়লান ছাকাফী রাযি. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চার জন রেখে বাকীদের তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

قَوْلُهُ : حُبْلٰى مِنْ زِنًا الخ

ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয আছে। এ বাক্যে زِنًا-এর কয়েদ এজন্যে সংযুক্ত করা হয়েছে, যদি কোনো মহিলা ব্যভিচারবিহীন অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয়, তা হলে তাকে বিবাহ করা সিদ্ধ হবে না। কেননা সে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে আর ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করা বৈধ নয়। যেমন– أُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী মহিলাকে তার গর্ভ প্রসব না করা পর্যন্ত বিবাহ করা বৈধ হবে না। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতীকে বিবাহ করা জায়েয হলেও তার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই। কেননা এতে অন্যের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করার দরুন বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। তবে যদি বিবাহকারী নিজেই ব্যভিচারী হয় এবং তার ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহের পর সহবাসও হালাল হবে।

قَوْلُهُ : لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الخ

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদিও স্বামীর উপর إِسْتِبْرَاء ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব অবশ্যই। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এরূপই বলেছেন আর তাতেই সতর্কতা রয়েছে। বলা বাহুল্য, إِسْتِبْرَاء বলা হয় বিবাহের পর এক হায়েয পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে, যাতে জরায়ু গর্ভধারণ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যথায় সে স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এ অবস্থায় অন্যের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করা হবে। যদ্দরুন বংশ প্রমাণের ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

قَوْلُهُ : وَمَنْ ضَمَّتْ إِلٰى مُحَرَّمَةٍ الخ

যদি কোনো ব্যক্তি একই আকদে দু'জন নারীকে বিবাহ করে এবং তাদের মধ্যে একজন মুহাররমা থাকে, তা হলে অপর মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হবে। কিন্তু মুহাররমাকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার কারণে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম– যদি কোনো ব্যক্তি একজন স্বাধীন লোক এবং একটি গোলাম একই আকদে বিক্রি করে, তা হলে গোলামের বিক্রয়ও সহীহ হবে না। কেননা গোলামের বেচাকেনায় স্বাধীনকে গ্রহণ করার শর্ত করা হয়েছে। আর এটি ফাসেদ শর্ত, যা ক্রয়-বিক্রয়কে নষ্ট করে দেয়। তবে ফাসেদ শর্ত দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। তাই অপর মহিলার বিবাহ সিদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ : لَا نِكَاحُ أَمَتِهٖ وَسَيِّدَتِهٖ الخ

মনিবের জন্যে তার দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নেই; চাই সে দাসীর আংশিকের মালিক হোক। তদ্রুপ গোলামের জন্যে তার নারী মনিবকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কেননা মালিক ও মালিকানাধীন হওয়া পরস্পর বিরোধী। অথচ বিবাহের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী কতিপয় জিনিসের মালিক হয়ে থাকে। যেমন– স্ত্রী খোরপোষ ও আযল থেকে বাঁধা প্রদানের মালিক হয় এবং স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব ও তার সাথে সহবাস করার মালিক হয়। এখন যদি মনিব দাসীকে বিবাহ করে, তা হলে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তাকে কোনো কোনো বিষয়ে মালিক বানানো অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর যদি গোলাম মনিব মহিলাকে বিবাহ করে, তা হলে সে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার মনিব মহিলার মালিক হয়ে যাবে। অথচ মালিক ও মালিকানাধীন হওয়া পরস্পর বিরোধী।

قَوْلُهُ : وَخَامِسَةٍ فِيْ عِدَّةِ الرَّابِعَةِ الخ

যদি কারো চারজন স্ত্রী থাকে, এরপর তাদের থেকে একজনকে তালাক প্রদান করে, তা হলে তার জন্য চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পঞ্চম বিবাহ করা বৈধ হবে না। কেননা ইদ্দতের মধ্যেও বিবাহ একপ্রকার বাকী থাকে। এখন যদি চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পঞ্চম নারীকে বিবাহ করে, তা হলে একসাথে চারের অধিক মহিলাকে বিবাহ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বাতিল।

وَاَمَةٍ عَلٰى حُرَّةٍ اَوْ فِىْ عِدَّتِهَا وَحَامِلٍ مِنْ سَبْىٍ وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا تَزَوَّجَ مَسْبِيَّةً حَامِلًا لَايَجُوْزُ النِّكَاحُ لِاَنَّ حَمْلَهَا ثَابِتُ النَّسَبِ وَاِنَّمَا اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ وَاِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ قَوْلِهٖ وحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا لِاَنَّهٗ قَدْ يَشْتَبِهُ اَنَّ وَلَدَهَا ثَابِتُ النَّسَبِ اَمْ لَا فَلَا يُعْلَمُ حُكْمُ نِكَاحِهَا فَاَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ وَقَوْلُهٗ وَلَوْهِىَ اُمُّ وَلَدٍ اِنَّمَا قَالَ كَذٰلِكَ وَمِثْلُ هٰذَا الْكَلَامِ يُسْتَعْمَلُ فِىْ مَقَامٍ يَحْتَاجُ اِلَى الْمُبَالَغَةِ لِاَنَّ الْحَامِلَ الَّتِىْ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا اِمَّا مَنْكُوْحَةٌ اَوْ مُسْتَوْلَدَةٌ وَالْمَنْكُوْحَةُ هِىَ الْفِرَاشُ الْقَوِىُّ فَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ اِخْتِصَاصِ هٰذَا الْحُكْمِ بِالْفِرَاشِ الْقَوِىِّ

সহজ তরজমা

এমনিভাবে (জায়েয নয়) স্বাধীন স্ত্রী থাকা অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করা অথবা স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে দাসী বিবাহ করা, (দারুল হরব থেকে) আটককৃত গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করা এবং এমন গর্ভবতীকে বিবাহ করা যার গর্ভের বংশ প্রমাণিত রয়েছে– যদিও সে উম্মে ওয়ালাদ হয়, যে তার মনিবের পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বন্দিনী গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করল, বিবাহ জায়েয হবে না। কেননা তার গর্ভের বংশ প্রমাণিত। মুসান্নিফ রহ. একে পৃথকাভাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও তা গ্রন্থকারের উক্তি وَحَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা কখনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তার বাচ্চার বংশ প্রমাণিত নাকি প্রমাণিত নয়। (এ সন্দেহের কারণ) তার সাথে বিবাহ বন্ধনের হুকুম অজ্ঞাত থেকে যাবে। তাই গ্রন্থকার একে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, (যাতে এ সন্দেহ দূরীভূত হয়)। আর মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ তিনি তা এভাবে বলেছেন, এবং এ রকমের বাক্য এমন স্থানে ব্যবহার করা হয়, যেখানে আতিশয্যের প্রয়োজন পড়ে। কেননা গর্ভবতী নারী, যার গর্ভের বংশ প্রমাণিত রয়েছে, সে হয়ত বিবাহিতা হবে অথবা উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর বিবাহিতা হল فِرَاش قَوِى বা শক্তিশালী শয্যা। সুতরাং এ হুকুমটি فِرَاش قَوِى এর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রতিহত করার জন্যেই وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ বাক্যটি বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَوْ فِىْ عِدَّتِهَا الخ

স্বাধীন স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ইদ্দতের মধ্যে কোনো দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা ইদ্দতের সময়কাল বিবাহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ অবস্থায় স্বাধীন স্ত্রীর বর্তমানে দাসীকে বিবাহ করা হয়ে যাবে, যা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ الخ

এ বাক্যে একটি সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে। তা হল, গ্রন্থকারের উক্তি حَامِلٌ مِنْ سَبْىٍ উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা তার পরবর্তী وَحَامِلٌ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا কথাটিই ওই মাসআলার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কারণ, যুদ্ধবন্দিনী নারী গর্ভবতী হলে তার গর্ভস্থ সন্তানের নসব প্রাক্তন স্বামী থেকে প্রমাণিত হবে। কাজেই তার সাথে বিবাহ বন্ধন অবৈধ হবে। শারেহ রহ. জবাবে বলেন, কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, বন্দিনী নারীর গর্ভস্থিত সন্তানের নসব অজ্ঞাত। কেননা তাদেরকে কাফিরদের দখল থেকে বন্দী করা হয়েছে। সুতরাং তাদের গর্ভের নসব প্রমাণিত না হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে। মুসান্নিফ রহ. এই সন্দেহ বিদূরিত করার জন্যে حَامِلٌ مِنْ سَبْىٍ কে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْحَامِلَ الَّتِىْ الخ

যদি উম্মে ওয়ালাদ তার মনিবের সহবাসের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়, তবে তাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। এ মাসআলাটিও حَامِلٌ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا বাক্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তথাপি গ্রন্থকার একে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। শারেহ রহ. لِاَنَّ الْحَامِلَ বাক্যে তার কারণ বর্ণনা করে বলেন : যে গর্ভবতী নারীর গর্ভের সন্তানের নসব কারো থেকে প্রমাণিত হয়, সে হয়ত অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী হবে বা উম্মে ওয়ালাদ হবে। এতদুভয়ের মধ্যে বিবাহিতার فِرَاش বা সন্তানের বংশ পরিচয় শক্তিশালী তার সন্তানকে স্বামীর স্বীকার করা ছাড়াও [বা সুদৃঢ় শয্যাসঙ্গিনী] হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদের فِرَاش বা শয্যাসঙ্গিনী দুর্বল। তার সন্তানকে স্বামী অস্বীকার করলে ওই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয় না। এ জন্যে এখানে কারো সন্দেহ হতে পারে, বিবাহ বাতিল হওয়া فِرَاش قَوِىْ [বা সুদৃঢ় শয্যাসঙ্গিনী] হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট। কাজেই গর্ভবতী উম্মে ওয়ালাদকে বিবাহ করা জায়েয হবে। কারণ, তার শয্যা দুর্বল। এ সন্দেহ নিরসনের জন্যে গ্রন্থকার وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ نِكَاحِ الْمَجُوْسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ؟ بَيِّنْ مُوَضِحًا

প্রশ্ন : অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজককে বিবাহ করার বিধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর : সব মাযহাবের সব ইমামের ঐক্যমত্য অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজককে বিবাহ করা জায়েয নেই। কেননা, অগ্নিপূজকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِىْ نِسَائِهِمْ وَلَا اٰكِلِىْ ذَبَائِحِهِمْ

"তোমরা কিতাবীদের সাথে যে আচরণ কর, অগ্নিপূজকদের সাথে সেই আচরণ কর। তবে তাদের নারীদেরকে বিবাহ কর না এবং তাদের জবেহকৃত পশু ভক্ষণ কর না।"

মূর্তিপূজক ও অন্যান্য মুশরিককেও বিবাহ করা জায়েয নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

"মুমিন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো মুশরিকাকে তোমরা বিবাহ কর না।"

দাউদে জাহেরী এবং তার কিছু কিছু অনুসারীর মতে অগ্নিপূজকরা কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত আলী রাযি.-এর বর্ণনাকৃত এক হাদীসে এসেছে–

اِنَّ الْمَجُوْسَ كَانُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

"অগ্নিপূজকরা কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

এ বক্তব্যের উত্তরে প্রথমত আমরা বলি যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল, যা দলিল উপস্থাপনার উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত অগ্নিপূজকদের থেকে কর গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা কিতাবীদের মতো অর্থাৎ কিতাবীদের থেকে যেরূপ কর গ্রহণ করা হবে, সেরূপ তাদের থেকেও কর গ্রহণ করা হবে। তৃতীয়তঃ হাদীসে كَانُوْا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ পূর্বে কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এখন নয়। মোটকথা, অগ্নিপূজকদেরকে বিবাহ করা জায়েয নেই।

قَالَ بَطَلَ نِكَاحُ حَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا وَ اِنْ كَانَ الْفِرَاشُ غَيْرَ قَوِيٍّ وَاَيْضًا قَدْ ذَكَرَ اَنَّ نِكَاحَ مَوْطُوْءَةِ السَّيِّدِ صَحِيْحٌ فَهٰذَا الْمَعْنٰى اَوْ هَمَ صِحَّةَ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ السَّيِّدِ فَاِنَّهَا مَوْطُوْءَةُ السَّيِّدِ فَقَالَ بَطَلَ نِكَاحُ حَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا وَاِنْ كَانَتْ هٰذِهِ الْحَامِلُ مَوْطُوْءَةَ السَّيِّدِ فَاِنَّ هٰذَا الْمَعْنٰى يُوْجِبُ صِحَّةَ النِّكَاحِ فَمَعَ ذٰلِكَ بَطَلَ نِكَاحُهَا بِاعْتِبَارِ ثُبُوْتِ نَسَبِ حَمْلِهَا **وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّتِ** صُوْرَةُ الْمُتْعَةِ اَنْ يَقُوْلَ اَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَصُوْرَةُ الْمُوَقَّتِ اَنْ يَقُوْلَ تَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا اِلٰى شَهْرٍ اَوْعَشَرَةِ اَيَّامٍ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ. বলেছেন : গর্ভবতী নারী– যার গর্ভের সন্তানের নসব প্রমাণিত রয়েছে– তার বিবাহ বাতিল হবে, যদিও শয্যা বংশ পরিচয় শক্তিশালী না হয়। আর অনুরূপভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, মনিবের সহবাসকৃতা দাসীর সাথে বিবাহ করা সিদ্ধ হবে। সুতরাং এই অর্থ সন্দেহ সৃষ্টি করে, মনিবের সাথে গর্ভবতী দাসীকে বিবাহ করা সহীহ হবে। কেননা সেও মনিবের সহবাসকৃতা। এ কারণেই গ্রন্থকার বলেছেন– بَطَلَ نِكَاحُ حَامِلٍ الخ অর্থাৎ যে গর্ভবতী নারীর গর্ভের সন্তানের বংশ প্রমাণিত রয়েছে, তার বিবাহ বাতিল হবে, যদিও সেই গর্ভবতী মনিবের সহবাসকৃতা হয়। কেননা এ অর্থ (তথা মনিবের মহবাসকৃতা হওয়া) বিবাহ শুদ্ধ হওয়াকে ওয়াজিব করে। এতৎসত্ত্বেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে তার গর্ভের সন্তানের নসব প্রমাণিত হওয়ার কারণে। **আর مُتْعَة ও مُؤَقَّت (সময়ে চুক্তিভিত্তিক) বিবাহ বাতিল**। মুত'আ বিবাহের স্বরূপ হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি (নারীকে) বলবে, আমি তোমার থেকে উপকৃত হব এরূপ মালের বিনিময়ে এতকাল সময় পর্যন্ত। আর মুওয়াক্কাত বিবাহের স্বরূপ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বলবে : আমি এরূপ মালের বিনিময়ে এক মাস বা দশদিনের জন্যে তোমাকে বিবাহ করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاَيْضًا قَدْ ذَكَرَ الخ :

এখানে وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ উক্তিটি উল্লেখ করার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার সারাংশ হচ্ছে– গ্রন্থকার পূর্বে বর্ণনা করেছেন, মনিবের সঙ্গমকৃতা দাসীকে বিবাহ করা বৈধ। এ থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে, মনিবের মাধ্যমে দাসী গর্ভবতী হলেও তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে। কেননা তার উপর মনিবের সহবাসকৃতা হওয়া প্রযোজ্য হয়। এ সন্দেহ বিদূরিত করার জন্যে وَلَوْ هِىَ اُمُّ وَلَدٍ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ الخ

مُتْعَة বা চুক্তিভিত্তিক বিবাহ জায়েয নেই। ইসলামের প্রারম্ভে তা জায়েয ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের যুদ্ধে মুত'আ বিবাহ

নিষেধ করেছেন। হযরত সাবুরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিনে মুত'আ বিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ আওতাস যুদ্ধের সময় তিন দিনের জন্যে এ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন। نِكَاحٌ مُتْعَةٌ এর প্রক্রিয়া হল, পুরুষ কোনো মহিলাকে সম্বোধন করে বলবে– আমি এরূপ মালের বিনিময়ে, এতদিনের জন্যে তোমাকে ভোগ করব।

قَوْلُهُ : صُوْرَةُ الْمُؤَقَّتِ الخ :

مُؤَقَّت [সাময়িক] বিবাহও ইসলামে অবৈধ। কেননা এতে সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন– এক মাস বা দশ দিন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। আর বিবাহের জন্যে এটা শর্তে ফাসেদ। কাজেই এ বিবাহ সহীহ হবে না। এর প্রক্রিয়া হল– পুরুষ কোনো মহিলাকে সম্বোধন করে বলবে, আমি তোমাকে এ পরিমাণ মালের পরিবর্তে এক মাস বা দশ দিনের জন্যে বিবাহ করলাম।

مُتْعَة ও مُؤَقَّت : এর মধ্যকার পার্থক্য

শায়খুল ইসলাম রহ. مُتْعَة ও مُؤَقَّت উভয় বিবাহের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

১. مُؤَقَّت এর বেলায় نِكَاح ও تَزْوِيج শব্দ উল্লেখ করা হয় আর مُتْعَة এর বেলায় نِكَاح শব্দের স্থলে اَتَمَتَّعُ বা اَسْتَمْتِعُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়।

২. مُتْعَة বিবাহে সময় নির্ধরিত থাকে না, مُؤَقَّت এর সময় নির্দিষ্ট থাকে।

৩. مُتْعَة বিবাহে সাক্ষী থাকে না আর مُؤَقَّت এ সাক্ষী থাকে।

اَلسُّوَالُ : اَلنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ مَا هُوَ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন : نِكَاح مُؤَقَّت কি এবং তার বিধান কি? পরিচ্ছন্নভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : مُؤَقَّت শব্দের শাব্দিক অর্থ সীমিত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত ইত্যাদি। نِكَاح مُؤَقَّت বলা হয়, দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে একটি সুনির্ধারিত সময়ের জন্য কোনো নারীকে বিবাহ করা।

نِكَاح مُؤَقَّت এর হুকুম ঃ সকল ইমাম ও ইসলামী আইনবিদের মতে نِكَاح مُتْعَة এর মতো نِكَاح مُؤَقَّت-ও হারাম। শুধু ইমাম যুফার রহ.-এর মতে نِكَاح مُؤَقَّت জায়েয।

ইমাম যুফার রহ.-এর দলিলঃ نِكَاح مُؤَقَّت সাধারণ বিবাহের মতোই একটি বিবাহ। তাতে কেবল নির্ধারিত সময়ের শর্ত আরোপ করা হয়। আর ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হল, শর্তে ফাসেদের (অসিদ্ধ শর্তের) কারণে বিবাহ বাতিল হয় না বরং ঐ শর্তে ফাসেদটি বাতিল বলে গণ্য হয়। বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এখানেও নির্ধারিত সময়ের শর্তটি একটি শর্তে ফাসেদ। বিধায় তা বাতিল হয়ে যাবে এবং বিবাহ বহাল থাকবে।

অন্যান্য সকল ইমাম ও ফকীহের দলিল ঃ نِكَاح مُؤَقَّت ও نِكَاح مُتْعَة একই কথা, একই বস্তু। কারণ, نِكَاح مُؤَقَّت এর উদ্দেশ্য হল, সীমিত সময় উপভোগ করা, তারপর তাকে ত্যাগ করা। বস্তুত সকল চুক্তি ও আকদের ক্ষেত্রে পরিণাম ও অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, শব্দের বিচার করা হয় না। আর نِكَاح مُؤَقَّت এর মধ্যে نِكَاح مُتْعَة এর ফলাফল ও অর্থ পাওয়া যায়। নিয়ম হল, যা مُتْعَة বলে গণ্য হবে তা বাতিল। সুতরাং نِكَاح مُؤَقَّت-ও نِكَاح مُتْعَة এর সমার্থক হওয়ার ক্ষেত্রে বাতিল ও হারাম বলে গণ্য হবে।

نِكَاح مُؤَقَّت এ উল্লেখিত সময় অল্প হোক বা বেশি হোক উভয় অবস্থাতেই نِكَاح مُؤَقَّت বাতিল। হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. বলেন, যদি এত দীর্ঘ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়, যতটুকু সময় উভয়ের কেউই জীবিত থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাহলে نِكَاح مُؤَقَّت জায়েয হবে। কারণ, তা تَابِيْد বা চিরদিনের মতোই হয়ে যায়।

হাসান ইবনে যিয়াদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে অন্যান্য ইমামের পক্ষ থেকে উত্তর হল, نِكَاح مُؤَقَّت-এ উল্লেখিত সময় যতই দীর্ঘ হোক কিন্তু সময় উল্লেখ করার কারণে نِكَاح مُتْعَة এর দিকটিই তাতে সুদৃঢ় রয়ে গেছে; বিধায় তা বাতিল।

بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفُوْءِ

نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ وَ لَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُوْءٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَهُ الْاِعْتِرَاضُ هُنَا اَىْ لِلْوَلِيِّ الْاِعْتِرَاضُ فِىْ غَيْرِ الْكُفُوْءِ **وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَدَمَ جَوَازِهٖ** اَىْ عَدَمَ جَوَازِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفُوْءٍ وَعَلَيْهِ فَتْوٰى قَاضِيْخَانْ اِعْلَمْ اَنَّ الْحُرَّةَ الْعَاقِلَةَ اِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ يَنْعَقِدُ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ لَا يَنْعَقِدُ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىُّ لَا يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ وَاَمَّا مَسْئَلَةُ الْكُفُوْءِ فَفِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَلنِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ كُفُوْءٍ يَنْعَقِدُ لٰكِنْ لِلْوَلِيِّ الْاِعْتِرَاضُ اِنْ شَاءَ فَسَخَ وَاِنْ شَاءَ اَجَازَ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَا يَنْعَقِدُ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : অভিভাবক ও কুফু প্রসঙ্গ

মুকাল্লাফ স্বাধীন নারীর বিবাহ কার্যকর হবে, যদিও অভিভাবকের উপস্থিতি ব্যতীত কুফু বহির্ভূতভাবে হয়। আর এখানে তার আপত্তি করার অধিকার রয়েছে অর্থাৎ কুফু ছাড়া হলে অভিভাবকের আপত্তির অধিকার আছে। **হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে এ বিবাহ বৈধ নয় বলে বর্ণনা করেছেন** অর্থাৎ কুফু ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। এর উপরই কাজীখানের ফাতওয়া। জেনে রাখ! স্বাধীন বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কা নারী যদি নিজেকে বিবাহ দিয়ে দেয়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ এর মতে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর অপর বর্ণনা অনুযায়ী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে অভিভাবকের অনুমতি প্রদানের উপর স্থগিত অবস্থায় বিবাহ সংঘটিত হবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ রহ. এর মতে মহিলাদের ভাষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। তবে কুফুর মাসআলায় প্রকাশ্য বর্ণনা অনুযায়ী কুফু ব্যতীত বিবাহ সংঘটিত হবে। কিন্তু অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার থাকবে। যদি সে ইচ্ছা করে বিবাহ রহিত করতে পারবে, ইচ্ছা করলে অনুমতি দিতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে হাসান এর বর্ণনয় আছে, বিবাহ সংঘটিত হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَلِىْ এবং كُفُوْ এর পরিচয়

وَلِى শব্দের বহুবচন اَوْلِيَاءُ এর আভিধানিক অর্থ হল– পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, কর্তা, বন্ধু, সাহায্যকারী, মালিক ইত্যাদি। পারিভাষায় وَلِى বলা হয়, যার কথা অন্যের উপর কার্যকর হয়, চাই সে রাজি হোক বা না হোক। وَلِى এর জন্যে জ্ঞানী ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত।

উল্লেখ্য, وَلَايَت দু'প্রকার। যথা– ১. وَلَايَتْ مَذْهَبْ (ধর্মীয় অভিভাবকত্ব)। এটা জ্ঞানসম্পন্ন, সাবালিকা, শরঈ বিধানের আদিষ্ট নারীর উপর প্রয়োগ হয়।

২. وَلَايَتْ اِجْبَار (জবরদস্তিমূলক অভিভাবকত্ব)। এটা অপ্রাপ্তবয়স্কা, পাগল ও দাসীর উপর প্রয়োগ হয়।

كُفُوْ শব্দের বহুবচন كِفَاء ও اَكْفَاء আসে। এর আভিধানিক অর্থ হল–

১. اَلْمُمَاثَلَةُ –অনুরূপ, সমতুল্য। ২. اَلْمُسَاوَاةُ – সমতা, সমকক্ষতা।

আর পারিভাষিক অর্থ হল– اَلْمُسَاوَاةُ الْمَخْصُوْصَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নির্ধারিত সমতা, যা শরী'অতে বিবেচ্য। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কয়েকটি দিক থেকে সমতা বিধান করা জরুরি, তা হচ্ছে– ধর্ম, বংশ, স্বাধীনতা, সম্পদ, পেশা, দীনদারী প্রভৃতি।

قَوْلُهُ : اِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا الخ

যদি স্বাধীন জ্ঞানবতী প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে কুফুর বিধান ঠিক রেখে অলি ব্যতীত একাকী বিবাহ করে ফেলে, তা হলে তার বিবাহ শুদ্ধ হবে কি-না –এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে বিবাহ স্থগিতাবস্থায় সংঘটিত হবে; অভিভাবক সম্মতি দিলে শুদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়।

৩. ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে মহিলাদের শব্দে বিবাহ সহীহ হবে না। অলির সম্মতি আবশ্যক। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে এরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম শাফিঈ ও মালেক রহ.-এর মতে মহিলাদের ভাষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না, উকিল হিসেবে হোক বা মূল হিসেবে হোক। পরবর্তী সময়ে অভিভাবক অনুমতি দিলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে অলির অনুমতি ও সম্মতি শর্ত। মহিলার শব্দ দ্বারা বিবাহ হয়ে যাবে, যদি অলির সম্মুখে ও তার সম্মতিতে হয়।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ؟

প্রশ্ন : কুফু ব্যতীত বিবাহ হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কোনো ওলী যদি নাবালেগ ছেলে ও মেয়েকে কুফু ব্যতিত বিবাহ দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা সহীহ হবে না। এমন বাপ দাদা যদি নাবালেগ সন্তানকে কুফুবিহীন বিয়ে দেয়, তাহলে সহীহ হবে কি-না– এ নিয়ে হানাফীগণের মধ্যে اِخْتِلَاف রয়েছে।

- ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, বিবাহ সহীহ হবে। যদিও পিতা ও দাদার অনুপস্থিতিতে নাবালেগ সন্তানদের বিবাহ দেয়, তবে বালেগ হওয়ার পর নাবালেগ সন্তানের হক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেউ এমন বিবাহ দেয়, তবে বালেগ হওয়ার পর তাদের জন্য সেই বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে।
- ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, পিতা বা দাদা যদি غَيْر كُفُوْ তে বিবাহ দেয়, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। এর উপরেই ফকীহ আবুল লাইস রহ.-এর ফাতওয়া দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত

- প্রাপ্তবয়স্কা জ্ঞান সম্পন্ন বালেগা মহিলা যদি কুফু ব্যতীত বিবাহ করে, তবে সেটা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ওলীদের আর আপত্তি করার হক থাকবে না।
- তার থেকে আরেকটি মত পাওয়া যায়। তা হল, কুফুবিহীন বিবাহ সহীহ হবে না। এটা হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা। আর তা হল–
- ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে হাসান রহ. বর্ণনা করেন যে, কুফু ব্যতীত বিবাহ সহীহ হবে না। এর উপরেই 'ফাতওয়ায়ে কাজীখানে' ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে।

وَلَايُجْبِرُ وَلِيٌّ بَالِغَةً وَ لَوْ بِكْرًا اِعْلَمْ اَنَّ وَلَايَةَ الْاِجْبَارِ ثَابِتَةٌ عَلَى الصَّغِيْرَةِ دُوْنَ الْبَالِغَةِ عِنْدَنَا وَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَابِتَةٌ عَلَى الْبِكْرِ دُوْنَ الثَّيِّبِ فَالْبِكْرُ الصَّغِيْرَةُ تُجْبَرُ اِتِّفَاقًا لَا الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ اِتِّفَاقًا وَالْبِكْرُ الْبَالِغَةُ لَا تُجْبَرُ عِنْدَنَا وَ تُجْبَرُ عِنْدَهُ وَالثَّيِّبُ الصَّغِيْرَةُ تُجْبَرُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُ ثُمَّ عِنْدَنَا كُلُّ وَلِيٍّ فَلَهُ وَلَايَةُ الْاِجْبَارِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ اَلْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ لَيْسَ اِلَّا الْاَبُ وَالْجَدُّ

সহজ তরজমা

অভিভাবক সাবালিকা কন্যার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারবে না, যদিও সে বাকেরা [বা অবিবাহিতা] কুমারী হয়। জেনে রাখ, আমাদের নিকটে জবরদস্তিমূলক অভিভাবকত্ব অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ছাইয়্যেবার [বিবাহিতার] উপর নয়। সুতরাং বাকেরা সগীরার উপর সর্বসম্মতিক্রমে জবরদস্তি করা যাবে। ছাইয়্যেবা বালেগার উপর সর্বসম্মতিক্রমে জবরদস্তি করা যাবে না। আর বাকেরা বালেগাকে আমাদের মতে জবরদস্তি করা যাবে না; তার (ইমাম শাফিঈ) মতে জবরদস্তি করা যাবে। আর ছাইয়্যেবা ছাগীরাকে আমাদের মতে জবরদস্তি করা যাবে, তার মতে জবরদস্তি করা যাবে না। এরপর আমাদের মতে প্রত্যেক অলির জন্যে বল প্রয়োগমূলক অধিকার রয়েছে। আর ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে শুধু পিতা ও দাদা বল প্রয়োগকারী অভিভাবক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلَايَتُ الْاِجْبَارِ الخ

وَلَايَت اِجْبَار অর্থ, জবরদস্তিমূলক অভিভাকত্ব। যার ফলে একজন অলি মেয়ের অসম্মতি সত্ত্বেও তার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে وَلَايَت اِجْبَار অপ্রাপ্তবয়স্কা তথা সাগীরার উপর কার্যকর হবে; বালেগা তথা সাবালিকার উপর নয়। আর ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে এই অভিভাবকত্ব বাকেরা তথা অবিবাহিতা মেয়ের উপর কার্যকর হবে; ছাইয়্যেবা তথা বিবাহিতার উপর নয়।

উক্ত মতানৈক্যের ভিত্তিতে এ মাসআলার চারটি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় :

১. بَاكِرَه صَغِيْرَة-এর উপর সর্বসম্মতিক্রমে বলপ্রয়োগ করা যাবে। ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে বাকেরা হওয়ার কারণে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সগীরা হওয়ার কারণে জবরদস্তিমূলক অধিকার সাব্যস্ত হবে।

২. ثَيِّبَة بَالِغَة-এর উপর সর্বসম্মতিক্রমে বলপ্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে ছাইয়্যেবা হওয়ার কারণে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে বালেগা হওয়ার কারণে জবরদস্তিমূলক অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

৩. بَاكِرَة بَالِغَة-এর উপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে বলপ্রয়োগ করা যাবে না। কেননা সে বালেগা, সগীরা নয়। ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে বাকেরা হওয়ার কারণে তার উপর বলপ্রয়োগ করা যাবে।

৪. ثَيِّبَة صَغِيْرَة-এর উপর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে সগীরা হওয়ার কারণে বলপ্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে ছাইয়্যেবা হওয়ার কারণে বলপ্রয়োগ করা যাবে না।

وَصَمْتُهَا وَ ضِحْكُهَا وَ بُكَاءُهَا بِلَا صَوْتٍ إِذْنٌ وَمَعَهُ رَدٌّ حِيْنَ اِسْتِيْذَانِهِ اَوْ بَعْدَ بُلُوْغِ الْخَبَرِ اِلَيْهَا بِشَرْطِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجِ لَا الْمَهْرِ فِيْهِمَا هُوَ الصَّحِيْحُ اَلضَّمِيْرُ فِىْ صَمْتِهَا رَاجِعٌ اِلَى الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ فَاِذَا اسْتَاذَنَهَا الْوَلِىُّ فَسَكَتَتْ اَوْ ضَحِكَتْ كَانَ رِضَاءً وَاِذَا بَلَغَ اِلَيْهَا خَبَرُ نِكَاحِهَا فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاءٌ لٰكِنْ تَشْتَرِطُ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ حَتّٰى لَوْ لَمْ يُذْكَرِ الزَّوْجُ فَسُكُوْتُهَا لَايَكُوْنُ رِضَاءً وَلَا يَشْتَرِطُ ذِكْرُ الْمَهْرِ

সহজ তরজমা

বিবাহের অনুমতি চাওয়ার সময় অথবা মেয়ের কাছে বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পরে তার চুপ থাকা, হাসা ও শব্দবিহীন কাঁদা অনুমতি বলে গণ্য হবে। আর স্বশব্দে কাঁদা প্রত্যাখান বলে গণ্য হবে। তবে (অনুমতি চাওয়া ও সংবাদ প্রদানের সময়) স্বামীর নাম উল্লেখ করা শর্ত। উভয় ক্ষেত্রে মোহর উল্লেখ করা শর্ত নয়। এটা বিশুদ্ধ মত। صَمْتُهَا এর هَا এর যমীরটি اَلْبِكْرُ الْبَالِغَةُ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যখন অভিভাবক মেয়ের কাছে অনুমতি চাইল; এরপর মেয়ে চুপ থাকল বা হাসল, তবে সম্মতি বলে গন্য হবে। আর যখন মেয়ের কাছে তার বিবাহের সংবাদ পৌঁছল; এরপর মেয়ে নিশ্চুপ থাকল, তবে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। কিন্তু (উভয় সূরতে) স্বামীর নাম উল্লেখ করার শর্তারোপ করা হয়েছে। এমনকি যদি স্বামীর নাম উল্লেখ না করা হয়, তা হলে মেয়ের চুপ থাকা তার সম্মতি বলে গৃহীত হবে না। অবশ্য মোহর উল্লেখ করা শর্ত নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بِلَا صَوْتٍ اِذْنٌ الخ

اِذْن শব্দটি তারকীবে خَبَر আর صَمْتُهَا হল তার মুবতাদা। অর্থাৎ যদি বিবাহের অনুমতি চাওয়ার সময় মেয়ে চুপ থাকে, তা হলে তার চুপ থাকাই অনুমতি বলে সাব্যস্ত হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়ের চুপ থাকাকেই সম্মতির লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। তা ছাড়া কিয়াস ও যুক্তির দাবিও তা-ই। কেননা বাকেরা মেয়ে সাধারণত লজ্জাবতী হয়ে থাকে। নিজ বিবাহের কথা মুখে স্বীকার করে না। তাই এমন যে কোনো লক্ষণই যথেষ্ট, যদ্দারা তার সম্মতি ও অনুমতি বুঝা যায়। যেমন– চুপ থাকা, হাসা, ক্রন্দন করা ইত্যাদি বিবাহের প্রতি সন্তুষ্টি বুঝায়। তবে কাঁদার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হল যদি শব্দবিহীন কাঁদে, তা হলে এটা সম্মতি বলে গণ্য হবে। কারণ, সে বিবাহের প্রতি রাজি আছে বটে, তবে মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজন ছেড়ে অন্য সংসাবে চলে যেতে হবে বিধায় মনে কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে ক্রন্দন করছে। আর যদি স্বশব্দে কাঁদে, তা হলে এটা প্রত্যাখ্যান গণ্য হবে। কেননা স্বশব্দে কাঁদা বিবাহের প্রতি অসম্মতি বুঝায়।

قَوْلُهُ : بِشَرْطِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجِ الخ

বিবাহের অনুমতি চাওয়ার সময় বা সংবাদ পৌছার সময় কনের সামনে বরের পরিচিতি এভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে কনে তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারে। কেননা পরিচয় পাওয়া ছাড়া শুধু স্বামীর নাম উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়। মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فِيْهِمَا তার অপর উক্তি تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আর هُمَا সর্বনামটি ফিরেছে اِسْتِيْذَان এবং بُلُوْغُ الْخَبَرِ اِلَيْهَا এর দিকে অর্থাৎ অনুমতি চাওয়া এবং সংবাদ পৌঁছানোর সময় মোহর উল্লেখ করা শর্ত নয় এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। وَهُوَ الصَّحِيْحُ বলে মুতাআখখিরীন ফকীহগণের মত অপনোদন করা হয়েছে। তারা বলেন, অনুমতি চাওয়ার সময় মোহর উল্লেখ করাও শর্ত। কিন্তু হেদায়া লেখক মোহর উল্লেখ করা শর্ত না হওয়ার উক্তিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

وَ لَوِ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ اَقْرَبَ فَرِضَاؤُهَا بِالْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ اَىْ لَوِ اسْتَأْذَنَهَا الْاَجْنَبِيُّ اَوْ وَلِيٌّ بَعِيْدٌ فَالرِّضَاءُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا بِالْقَوْلِ كَمَا فِى الثَّيِّبِ **وَ الزَّائِلُ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ اَوْ حَيْضٍ اَوْ جِرَاحَةٍ اَوْ تَعْنِيْسٍ اَوْ زِنًا بِكْرٌ حُكْمًا** اَىْ لَهَا حُكْمُ الْبِكْرِ فِىْ اَنَّ سُكُوْتَهَا رِضَاءٌ **وَقَوْلُهَا رَدَدْتُّ اَوْلٰى مِنْ قَوْلِهٖ سَكَتِّ** اَىْ اِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ الْبَالِغَةِ بَلَغَكِ خَبَرُ النِّكَاحِ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ لَا بَلْ رَدَدْتُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا **وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهٗ عَلٰى سُكُوْتِهَا وَلَا تُحَلَّفُ هِىَ اِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ** وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهٗ لَا يُحَلَّفُ فِى النِّكَاحِ

সহজ তরজমা

যদি বাকেরা মেয়ের কাছে নিকটতম অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেউ অনুমতি চায়, তবে তার সম্মতি ছাইয়্যিবা [বিবাহিতা] নারীর মতো মৌখিক উক্তির উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ যদি অপরিচিত ব্যক্তি বা দূরবর্তী অভিভাবক মেয়ের কাছে অনুমতি চায়, তখন [তার] মুখে বলা ছাড়া সম্মতি হবে না। যেমনি বিধান ছাইয়্যেবার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মৌখিক উক্তি ছাড়া সম্মতি গণ্য হয় না)। **যে মেয়ের বাকারাত তথা যোনী পর্দা লাফ দেওয়ার দ্বারা বা রক্তস্রাব দ্বারা অথবা কোনো আঘাত দ্বারা কিংবা অধিক বয়স হওয়ার দ্বারা অথবা ব্যভিচার দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়, সে বিধানগতভাবে বাকেরা গণ্য হবে** অর্থাৎ তার জন্যে বাকেরার হুকুম হবে– তার চুপ থাকা সন্তুষ্টি বুঝাবে। **স্ত্রীর উক্তি رَدَدْتُّ (আমি প্রত্যাখ্যান করেছি), স্বামীর উক্তি سَكَتِّ (তুমি নিশ্চুপ ছিলে) থেকে উত্তম** অর্থাৎ যখন স্বামী বাকেরা বালেগা মেয়েকে বলে : তোমার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছে ছিল, তখন তুমি চুপ ছিলে; কিন্তু স্ত্রী বলল– না, আমি বরং প্রত্যাখ্যান করেছি, তা হলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে **আর স্ত্রীর চুপ থাকার উপর স্বামীর সাক্ষি উপস্থাপনকে গ্রহণ করা হবে। আর যদি স্বামী সাক্ষি উপস্থাপন না করে, তা হলে স্ত্রীকে হলফ দেওয়া হবে না।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মত। কেননা তার মতে বিবাহে শপথ দেওয়া যায় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فَرِضَاهُا بِالْقَوْلِ الخ

যদি নিকটবর্তী অলি ব্যতীত দূরবর্তী কোনো অলি সাবালিকা বাকেরা মহিলার কাছে বিবাহের অনুমতি তলব করে, তা হলে তার কান্না, হাসি সম্মতি বলে গণ্য হবে না; বরং তার মৌখিক অনুমতি আবশ্যিক হবে। কেননা নিকটতম অভিভাবক ব্যতীত অন্যদের কাছে বিবাহের কথা স্বীকার করতে মেয়েরা লজ্জাবোধ করে না। তবে স্ত্রী স্বামীর কাছে মোহর ও খরচার আবেদন করা, খুশিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া, বিবাহের সংবার্ধনা গ্রহণ করা ইত্যাদি মৌখিক অনুমতির স্থলবর্তী হবে।

تَعْنِيْس ও بَكَارَت এর অর্থ

মহিলাদের যোণীর ভিতর ও বাইরের মধ্যস্থলে একটি পাতলা পর্দা থাকে, একে بَكَارَت বলা হয়। স্বামী সহবাস, স্বজোরে লাফ দেওয়া ইত্যাদি দ্বারা বিদূরিত হয়ে যায়। আর تَعْنِيْس অর্থ– প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকা।

قَوْلُهٗ : بِكْرٌ حُكْمًا الخ

যে মহিলার বৈধ সহবাস ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাকারত্ব বা কুমারিত্ব দূরীভূত হয়ে যায়, সেও বাকেরা নারীর হুকুমভুক্ত। তার কাছে বিবাহের অনুমতি চাওয়ার সময় তার চুপ থাকা বা হেসে দেওয়া সম্মতি বলেই পরিগণিত হবে।

قَوْلُهٗ : وَقَوْلُهَا رَدَدْتُّ اَوْلٰى الخ

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের পরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন– স্বামী স্ত্রীকে বলল : বিবাহের সংবাদ পৌঁছার পর তুমি চুপ ছিলে আর বালেগা বাকেরা নারীর চুপ থাকা সম্মতি বুঝায় সুতরাং বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এরপর স্ত্রী বলল : না, আমি বরং ওই সময় বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেছি সুতরাং আমার ও তোমার মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয় নি। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট স্ত্রীর চুপ থাকার দাবির উপর প্রমাণ তলব করা হবে। যদি সে স্ত্রীর চুপ থাকার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে, তা হলে তা গ্রহণ করা হবে এবং বিবাহ প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে, তা হলে স্ত্রীর দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিবাহ প্রমাণিত হবে না। কিন্তু স্ত্রী থেকে শপথ নেওয়া হবে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে বিবাহের ক্ষেত্রে শপথ নেওয়া যায় না। যদিও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, বাদি প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে বিবাদি থেকে শপথ নেওয়া হয়। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে নিজ নিজ দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তা হলে স্ত্রীর প্রমাণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটা অতিরিক্ত বস্তু সাবেত করে। আর তা হল প্রত্যাখ্যান, যা চুপ থাকার উপর অতিরিক্ত। তাই প্রত্যাখ্যানের দলিল প্রাধান্যযোগ্য হবে।

اَلسُّوَالُ : مَا هِیَ عَلَامَةُ اِذْنِ الْبِكْرِ اِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِیُّ الْاَبْعَدُ؟

প্রশ্ন : কুমারী নারী থেকে দূরবর্তী অভিভাবক অনুমতি চাইলে সম্মতির নিদর্শন কি হবে?

উত্তর : যদি কুমারী নারী থেকে নিকটবর্তী ওলী ব্যতীত অন্য কেউ বিবাহের অনুমতি চায়, তাহলে তার সম্মতি তার মৌখিক উক্তি ও উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। যেমন, বিবাহিতা নারীর অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি প্রকাশ করতে হয় অর্থাৎ যদি অপরিচিত ব্যক্তি অথবা দূরবর্তী ওলী কুমারী নারী থেকে অনুমতি চায়, তাহলে তার অনুমতি তার মৌখিক উচ্চারণ ব্যতীত বোঝা যাবে না। যেমন– বিবাহিতা নারীর ব্যাপারে তার নিজ উচ্চারণ ব্যতীত তার অনুমতি বোঝা যায় না।

وَلِلْوَلِيِّ اِنْكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا هٰذَا اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ كَمَا مَرَّ **ثُمَّ اِنْ زَوَّجَهُمَا الْاَبُ اَوِ الْجَدُّ لَزِمَ وَ فِيْ غَيْرِهِمَا فَسَخَ الصَّغِيْرَانِ حِيْنَ بَلَغَا اَوْ عَلِمَا بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ** اَيْ اِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِالنِّكَاحِ فَلَهُمَا الْفَسْخُ عِنْدَ الْبُلُوْغِ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا عَالِمَيْنِ فَلَهُمَا الْفَسْخُ حِيْنَ عَلِمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ فَاِنَّ تَزْوِيْجَ غَيْرِ الْاَبِ وَالْجَدِّ قَبْلَ الْبُلُوْغِ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْوَلِيَّ الْمُجْبِرَ عِنْدَهُ لَيْسَ اِلَّا الْاَبُ وَالْجَدُّ **وَسُكُوْتُ الْبِكْرِ رِضَاءٌ هُنَا** اَيْ عِنْدَ الْبُلُوْغِ اَوِ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَ الْبُلُوْغِ **وَلَا يَمْتَدُّ خِيَارُهَا اِلٰى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ وَاِنْ جَهِلَتْ بِهٖ** اَيْ بِالْخِيَارِ فَاِنَّ الْبِكْرَ اِذَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْبُلُوْغِ اَوِ الْعِلْمِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ اَنَّ لَهَا الْخِيَارَ يَبْطُلُ خِيَارُهَا فَاِنَّ سُكُوْتَهَا رِضَاءٌ وَلَا تُعَذَّرُ بِالْجَهْلِ وَالْجَهْلُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِيْ حَقِّهَا ـ

সহজ তরজমা

অপ্রাপ্ত ছেলে এবং মেয়ের বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের জন্যে জায়েয আছে, যদিও সে ছাইয়্যেবা হয়। এটা (ثَيِّبًا শব্দ) দ্বারা ইমাম শাফিঈ রহ. এর উক্তি থেকে বেরিয়ে আসা হয়েছে। যেমন– পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। **এরপর যদি পিতা এবং দাদা তাদের দু'জনের বিবাহ দিয়ে দেয়, তা হলে তা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অলি বিবাহ দিলে সগীর-সগীরাহ তা ভঙ্গ করতে পারবে যখন তারা উভয়ে বালেগ হবে অথবা বালেগ হওয়ার পর বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে** অর্থাৎ যদি পূর্ব থেকে বিবাহ সম্পর্কে অবগত থাকে, তা হলে উভয়ের জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ ফসখ করার অধিকার থাকবে। আর যদি তারা বিবাহ সম্পর্কে অবগত না থাকে, তা হলে তারা বালেগ হওয়ার পর যখন জানতে পারবে, তখন তাদের উভয়ের জন্যে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। কেননা তার মতে বালেগা হওয়ার পূর্বে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেউ বিবাহ দিলে শুদ্ধ হবে না। কারণ, আমরা উল্লেখ করেছি, পিতা ও দাদা ব্যতীত কোনো বলপ্রয়োগকারী অভিভাবক নেই। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে **এখানে বাকেরা মেয়ের চুপ থাকা সম্মতি বলে গণ্য হবে** অর্থাৎ বালেগ হওয়ার সময় বা বালেগ হওয়ার পরে বিবাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সময়। **তার ইচ্ছাধিকার বৈঠকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে না।** যদিও সে (বাকেরা মহিলা) তার সম্পর্কে অর্থাৎ খেয়ার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কেননা বাকেরা যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বা বিবাহ সম্পর্কে জানার পর এ কারণে চুপ থাকে যে, তার জন্যে খেয়ার আছে তা সে জানে না, তখন তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার চুপ থাকা সন্তুষ্টি বুঝায়। আর তাকে অজ্ঞতার দরুন মাযূর-অপারগ সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা তার ব্যাপারে অজ্ঞতা ওযর নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَلِلْوَلِيِّ اِنْكَاحُ الخ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের উপর অভিভাবকের وِلَايَت اِجْبَار তথা জবরদস্তি মূলক অভিভাবকত্ব অর্জিত রয়েছে। তাই নাবালেগ ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়ার অধিকার অলির আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ দ্বারা তা–ই উদ্দেশ্য। যদি মুসান্নিফ রহ. اَلصَّغِيْرُ وَ الصَّغِيْرَةُ এর জায়গায় غَيْر مُكَلَّف বলতেন, তা হলে মর্মটা সুন্দর হত। ফলে পাগল এবং আধা পাগলও অলির বলপ্রয়োগের ক্ষমতার অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

قَوْلُهٗ : لَزِمَ وَفِىْ غَيْرِ هِمَا الخ

যদি পিতা ও দাদা নাবালেগ ছেলেমেয়ের বিবাহ দিয়ে দেয়, তা হলে এ বিবাহ আবশ্যক হয়ে যাবে। চাই কুফু ছাড়া [অপাত্রে] অথবা মোহরের মধ্যে অধিক কমিয়ে বিবাহ দিয়ে থাকুক। কেননা তাদের প্রতি পিতা ও দাদার স্নেহ-মমতা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থেকে বেশি। আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অলি নাবালেগ ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়, তা হলে বালেগ হওয়ার পর তাদের উভয়ের বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা তাদের মধ্যে মায়া-মমতা কম। কাজেই বিবাহের উদ্দেশ্যের মধ্যে ত্রুটি করার আশঙ্কা রয়েছে।

এ মাসআলা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন অন্য অলিরা কুফুর [সুপাত্রে] মধ্যে বিবাহ দিবে অথবা মোহরে মিছিল ধার্য করবে। আর যদি কুফু ছাড়া অথবা মোহরের পরিমাণ অধিক কম করে বিবাহ দেয়, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে না। তাই বিবাহ ভঙের প্রশ্নই সৃষ্টি হবে না। কিন্তু শারেহ রহ. এ মাসআলার বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি।

قَوْلُهٗ : سُكُوْتُ الْبِكْرِ رِضَاءٌ الخ

যে মহিলার বিবাহ তার পিতা-দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অলি দিয়েছে আর সে বালেগ হওয়ার পূর্ব থেকেই তার বিবাহ সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তবে বালেগ হওয়ার মুহূর্তে যদি সে নীরব থাকে, তা হলে তার এ চুপ থাকা সম্মতি বুঝাবে। অথবা তার পূর্ব-অবগতি ছিল না, কিন্তু বালেগ হওয়ার পর বিবাহের সংবাদ পাওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে এ চুপ থাকাও সম্মতি বুঝাবে। অতএব তার বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : اِلٰى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ الخ

ফতহুল কাদীর গ্রন্থে আছে : مَجْلِس এর ওই স্থান উদ্দেশ্য যেখানে মহিলা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছে, যদি তার বিবাহ সম্পর্কে পূর্ব অবগতি থাকে। অথবা বিবাহের অবগতির মজলিসে যখন সে বাকেরা বালেগা ছিল। মহিলা বালেগ হওয়ার কারণে তার যে খেয়ার অর্জিত হয়েছে তা মজলিসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে না। এটাই জমহূর ফকীহদের অভিমত। মাবসূত গ্রন্থে বর্ণনা এর বিপরীত। মাবসূতের রিওয়ায়েতে আছে : যখন মহিলা রক্তস্রাব দেখবে, তৎক্ষণাৎ সে বিবাহ ভঙ্গের আবেদন করবে। যদি রাতে রক্ত দেখে, তা হলে রাতেই বিবাহ ভঙ্গের আবেদন করবে। অন্যথায় সকালে তার খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে না।

بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ اَىْ اِذَا اُعْتِقَتِ الْاَمَةُ وَلَهَا زَوْجٌ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمْ اَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَجَهْلُهَا عُذْرٌ لِاَنَّهَا لَاتَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ فَاِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَبِالتَّقْصِيْرِ لَا تُعْذَرُ فَاِنْ قِيْلَ كَلَامُنَا فِى الْبِكْرِ حَالَ بُلُوْغِهَا وَهِيَ قَبْلَ الْبُلُوْغِ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ بِالشَّرَائِعِ قُلْنَا اِذَا رَاهَقَ الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ فَاِمَّا اَنْ يَّجِبَ عَلَيْهِمَا تَعَلُّمُ الْاِيْمَانِ وَاَحْكَامِهٖ اَوْ يَجِبُ عَلٰى وَلِيِّهِمَا اَلتَّعْلِيْمُ وَلَا يَنْبَغِى اَنْ يُتْرَكَا سُدًى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغُوْا سَبْعًا وَاضْرِبُوْهُمْ اِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا ـ

সহজ তরজমা

এটা আযাদকৃত দাসীর বিপরীত অর্থাৎ যখন দাসীকে আযাদ করে দেওয়া হয় এবং তার স্বামী থাকে, তখন তার জন্যে বিবাহ ভঙ্গের খেয়ার প্রমাণিত হবে। যদি সে না জানে যে তার জন্যে খেয়ার আছে, তা হলে তার অজ্ঞতা ওযর বলে গণ্য হবে। কেননা সে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় নি। স্বাধীন নারীগণ এর ব্যতিক্রম। কেননা প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ক্রটি করলে স্বাধীন নারীকে মাযূর [নিরুপায়] গণ্য করা হবে না। যদি প্রশ্ন করা হয়– আমাদের বক্তব্য ওই বাকেরা মহিলা সম্পর্কে, যে সদ্য বালেগা হয়েছে। আর সে বালেগা হওয়ার পূর্বে শরী'আতের বিধানের আদিষ্ট নয়। তা হলে আমরা বলব, বালক-বালিকা যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন তাদের উভয়ের উপর ঈমান এবং ঈমানের বিধানাবলী শিক্ষা লাভ করা ওয়াজিব হবে অথবা তাদের অভিভাবকের উপর শিক্ষ দেওয়া ওয়াজিব হবে। তাদেরকে অনর্থকভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। যেমন, রাসূল ﷺ বলেন– তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের নামাযের আদেশ কর, যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয় আর নামায তরক করলে তাদেরকে প্রহার কর, যখন তারা দশ বছরে পৌছয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ الخ

مُعْتَقَة শব্দের ت বর্ণের উপর যবর হবে। যে বাঁদীকে তার মনিব আযাদ করল এবং আযাদ করার পূর্বে তাকে বিবাহ দিয়ে ছিল, তা হলে আযাদ হওয়ার পর পূর্ব বিবাহ ঠিক রাখা-না রাখার অধিকার তার থাকবে। একে خِيَار عِتْق বলা হয়। যদি বাঁদী তার খেয়ার আছে বলে অবগত না থাকে, তা হলে তার এ অজ্ঞতা ওযর বিবেচিত হবে। কেননা সে মনিবের সেবায় নিয়োজিত থাকায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় নি। এটা خِيَار بُلُوْغ এর ব্যতিক্রম। সগীর-সগীরা বালেগা হওয়ার পর তাদের খেয়ার আছে বলে যদি না জানে, তা হলে এ অজ্ঞতা ওযর বলে বিবেচিত হবে না বরং তাদের খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার স্বাধীন হওয়ার কারণে ইলম অর্জনের ব্যাপারে কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। সুতরাং ইলমের অর্জনের ক্রটি করলে তা ওযর বলে বিবেচ্য হবে না। আর উভয় খেয়ারের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য হল–

১. خِيَار عِتْق শুধু বাঁদীর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, গোলামের ক্ষেত্রে নয়। আর خِيَار بُلُوْغ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য।

২. خِيَار عِتْق মজলিসের শেষ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় আর خِيَار بُلُوْغ তাৎক্ষণিকভাবে প্রযোজ্য।

৩. خِيَار عِتْق সম্পর্কে অজ্ঞতা ওযর বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু خِيَار بُلُوْغ এমন নয়।

একটি সন্দেহের অবসান

قَوْلُهٗ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ الخ

এটি একটি মারফূ হাদীস। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ইলম অধ্যায়ে তা বর্ণনা করেছেন। এর অধিকংশ সনদ দুর্বল হলেও কোনো কোনো সূত্র হাসান পর্যায়ের। এ হাদীসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলমঅর্জনকে ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে একটি সন্দেহ হতে পারে, كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ -এর ব্যাপকতার মধ্যে-তো স্বাধীন ও গোলাম-বাঁদী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই বাঁদীর খেয়ার সম্পর্কে অজ্ঞতাও ওযর বলে বিবেচিত হবে না? এর জবাব হল– হ্যাঁ, তাদের উভয়ের উপর প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা ফরয। তবে যদি গোলাম-বাঁদীর জ্ঞান অর্জনে ক্রটি হয়, তাকে মাযূর গণ্য করা হবে। কারণ, তারা মনিবের অধীন; কিন্তু স্বাধীন পুরুষ-মহিলার জ্ঞান অর্জনে ক্রটি হলে তাদেরকে মাযূর ধরা হবে না।

قَوْلُهٗ : يَجِبُ عَلٰى وَلِيِّهَا الخ

যখন বালক-বালিকা বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী বয়সে পৌঁছয়, তখন অভিভাবকের কর্তব্য হল– তাদেরকে ঈমান ও ঈমানের আহকামসমূহ শিক্ষা দেওয়া। তাদের শিক্ষাহীনভাবে বেকার ছেড়ে দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং ছেলেমেয়ের অজ্ঞতা ওযর বলে গণ্য হবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : আযাদকৃত মহিলার خِيَار عِتْق সম্পর্কে অজ্ঞতা ওজর বলে বিবেচিত। অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়েদেরও خِيَار بُلُوْغ সম্পর্কে অজ্ঞতা ওজর হওয়া উচিত। কেননা ইলম অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর শরঈ দায়িত্ব বালেগ হওয়ার পর অর্পিত হয়। এজন্যই শিশুদের উপর শরী'আত কর্তৃক কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় না। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের خِيَار بُلُوْغ সম্পর্কে অজ্ঞতা ওজর হওয়া উচিত?

উত্তর : خِيَار بُلُوْغ সম্পর্কে অজ্ঞতা কিছুতেই ওজর হবে না। কেননা, শিশুরা যখন বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন তাদের উপর ঈমান ও আহকামে ঈমান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান শিক্ষা করা ফরয। অথবা তাদের অভিভাবকদের উপর তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া ফরয। তাদেরকে শিক্ষা বিহীন রাখা কিছুতেই সঙ্গত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغُوْا سَبْعًا وَاضْرِبُوْهُمْ اِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তাদের সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ কর।

আর দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে শাস্তি দাও।

মোটকথা, বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হলে তাদের উপর ইলম অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। অথবা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। সুতরাং خِيَار بُلُوْغ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে হয় তাদের ক্রটি অথবা তাদের অভিভাকদের ক্রটি। তাই خِيَار بُلُوْغ সম্পর্কে না জানলেও خِيَار বাতিল হয়ে যাবে।

وَخِيَارُ الْغُلَامِ وَ الثَّيِّبِ لَا يَبْطُلُ بِلَا رِضَاءٍ صَرِيحٍ أَوْ دَلَالَتِهِ اَلصَّرِيحُ اَنْ يَّقُوْلَ رَضِيْتُ وَالدَّلَالَةُ اَنْ يَّفْعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَاءِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَاِعْطَاءِ الْغُلَامِ وَالْمَهْرِ وَقَبُوْلِ الثَّيِّبِ الْمَهْرَ **وَلَا بِقِيَامِهِمَا عَنِ الْمَجْلِسِ وَشُرِطَ الْقَضَاءُ لِفَسْخِ مَنْ بَلَغَ لَا مَنْ عُتِقَتْ** فَاِنَّ فِى الْاَوَّلِ اِلْزَامُ الضَّرَرِ عَلَى الزَّوْجِ بِخِلَافِ فَسْخِ الْمُعْتَقَةِ فَاِنَّهُ مَنَعَ زِيَادَةَ الْمِلْكِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَاِنَّ اِعْتِبَارَ الطَّلَاقِ عِنْدَنَا بِالنِّسَاءِ فَاِذَا اُعْتِقَتْ صَارَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا بِثَلْثِ تَطْلِيْقَاتٍ بَعْدَ مَا كَانَ بِتَطْلِيْقَتَيْنِ وَيَكُوْنُ الْفَسْخُ اِمْتِنَاعًا عَنْ هٰذَا اَفَلَا يَحْتَاجُ اِلَى قَضَاءِ الْقَاضِىْ **وَ اِنْ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيْقِ بَلَغَ اَوْلَا وَرِثَهُ الْاٰخَرُ** لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا ـ

সহজ তরজমা

ছেলে এবং ছাইয়্যেবা মেয়ের খেয়ার সুস্পষ্ট সম্মতি অথবা তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া বাতিল হবে না। সুস্পষ্ট সম্মতি হল, সে বলবে : আমি সন্তুষ্ট রয়েছি। আর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হল– সে এমন কর্ম করবে, যা সম্মতি বুঝায়। যেমন : চুমু দেওয়া, স্পর্শ করা, ছেলে কর্তৃক মোহর প্রদান করা এবং ছাইয়্যেবার মোহর গ্রহণ করা। **এমনকি তারা উভয়ে মজলিস থেকে উঠে চলে গেলেও খেয়ার বাতিল হবে না। যে ব্যক্তি বালেগ হয়েছে, তার বিবাহ ভঙ্গের জন্যে কাজীর ফয়সালা শর্ত। তবে যে বাঁদীকে আযাদ করা হয়েছে, তার বিবাহ ভঙ্গের জন্যে কাজীর ফয়সালা শর্ত নয়।** কেননা প্রথম প্রক্রিয়াতে স্বামীর উপর ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীর বিবাহ ভঙ্গের ব্যতিক্রম। কেননা এতে বাঁদী তার উপর স্বামীর অধিক মালিকানাকে বাঁধা প্রদান করে থাকে। কারণ, আমাদের নিকটে তালাকের বিবেচনা নারীর দিক থেকে হয়। সুতরাং যখন তাকে আযাদ করা হল, তখন তার উপর (স্বামীর) তিন তালাকের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। অথচ সে (স্ত্রী বাঁদী থাকা অবস্থায়) দু'তালাকের মালিক ছিল। কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করা স্বামীর অধিক মালিকানা থেকে বিরত থাকা বলে গণ্য হবে। ফলে কাজীর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে না। **যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্বে ছেলেমেয়ের একজন মৃত্যুবরণ করে, সে বালেগ হোক চাই না হোক, তা হলে অপরজন মৃতের উত্তরাধিকারী হবে।** কেননা তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا يَبْطُلُ بِلَا رِضَاءٍ الخ

মাসআলার মূল কথা হচ্ছে : বিবাহের প্রথম অবস্থার বিবেচনা করা হবে। যেমন– বাকেরা বালেগা মহিলার নিকটে বিবাহের অনুমতি চাওয়ার সময় সে যদি চুপ থাকে, তা হলে এ চুপ থাকাই সম্মতি গণ্য হয়। অনুরূপভাবে যখন তার خِيَار بُلُوْغ অর্জিত হবে এবং বালেগ হওয়ার পর চুপ থাকবে, তখনও তার চুপ থাকাই সম্মতি বুঝাবে। এর উপর কিয়াস করে যখন ছেলে অথবা ছাইয়্যেবার নিকটে বিবাহের প্রারম্ভে

অনুমতি চাওয়া হয়, তখন তার চুপ থাকা সম্মতি গণ্য হয় না বরং মৌলিক সম্মতি আবশ্যক হয়। তাই খেয়ারে বুলূগের সময় তার চুপ থাকা সম্মতি বলে ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ : وَشُرِطَ الْقَضَاءُ الخ

شُرِطَ ক্রিয়াপদটি مَجْهُوْل এর সীগাহ। অর্থাৎ পুরুষ মহিলা যে কেউ হোক খেয়ারে বুলূগ-এর কারণে বিবাহ ভঙ্গ করার জন্য কাজীর ফয়সালা অপরিহার্য হবে; বিবাহ বিচ্ছেদের উপর পরস্পর সম্মত হলেই বিবাহ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁদীর বিবাহ ভঙ্গের জন্যে কাজীর ফয়সালার শর্তারোপ করা হয় নি। সে নিজের বিবাহ ভঙ্গের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ; তার জন্য কাজীর ফয়সালার বাধ্যবাধকতা নেই।

قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ مَنَعَ زِيَادَةَ الخ

প্রকাশ থাকে যে, হানাফীদের মতে তালাকের বিবেচনা মহিলাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, স্বামী আযাদ হোক চাই গোলাম হোক। সুতরাং স্ত্রী স্বাধীন হলে তার স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে আর স্ত্রী দাসী হলে স্বামী দু'তালাকের মালিক হবে। এ ভূমিকা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে, শরী'অতে আযাদকৃত বাঁদীর যে খেয়ার অর্জিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল– নিজের থেকে ওই ক্ষতি বিদূরিত করা, যা আযাদ হওয়ার পর স্বামীর বর্ধিত মালিকানার কারণে তার উপর আপতিত হচ্ছে। অথচ সে আযাদ হওয়ার পূর্বে তার উপর স্বামীর তিন তালাকের মালিকানা ছিল না। এ জন্যে তাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে, বিবাহ ভঙ্গ করে তার উপর থেকে স্বামীর মালিকানার আধিক্য জনিত ক্ষতিকে দূর করতে পারে। তাতে স্বামীর উপর কোনো ক্ষতি চাপানো হবে না।

قَوْلُهُ : وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا الخ

خِيَار بُلُوْغ এর ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মারা যায়, তা হলে জীবিত ব্যক্তি মৃতের উত্তরাধিকারী হবে; তার মৃত্যু বালেগ হওয়ার পূর্বে হোক বা বালেগ হওয়ার পর। কেননা তাদের মধ্যে পূর্বেরবিবাহ সহীহ ছিল; যদিও খেয়ারে বুলূগের কারণে তা আবশ্যক ছিল না, তথাপি বিবাহ ভঙ্গ হয় নি। তাই উত্তরাধিকারের ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে।

اَلسُّوَالُ : هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُ الْبُلُوْغِ بِقِيَامِ الْغُلَامِ وَالثَّيِّبِ عَنِ الْمَجْلِسِ؟ بَيِّنْ بِالْإِيْضَاحِ

প্রশ্ন : অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা কুমারিত্বহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে মজলিস থেকে উঠলে তাদের خِيَار بُلُوْغ বাতিল হবে কি না? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা কুমারিত্বহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে মজলিস থেকে উঠলে তাদের خِيَار بُلُوْغ বাতিল হবে না অর্থাৎ তাদের অভিভাবকরা তাদেরকে শৈশবে বিবাহ দেওয়ার পর যে মজলিসে তারা বালেগ হবে অথবা বালেগ হওয়ার পর যে মজলিসে উক্ত বাল্য বিবাহের অবগতি লাভ করবে, ঐ মজলিস থেকে কেবল দণ্ডায়মান হওয়ার দ্বারাই তাদের خِيَار بُلُوْغ বাতিল হবে না।

وَالْوَلِيُّ الْعَصَبَةُ اَلْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ اَىْ ذَكَرٌ يَتَّصِلُ بِالْمَيِّتِ بِلَا تَوَسُّطِ اُنْثٰى اَمَّا الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ كَالْبِنْتِ اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً بِالْاِبْنِ فَلَا وَلَايَةَ لَهَا عَلٰى اُمِّهَا الْمَجْنُوْنَةِ وَكَذَا الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ كَالْاُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لَا وَلَايَةَ لَهَا عَلٰى اُخْتِهَا الْمَجْنُوْنَةِ **عَلٰى تَرْتِيْبِ الْاِرْثِ وَالْحُجُبِ** اَىْ قُدِّمَ الْجُزْءُ وَاِنْ سَفُلَ ثُمَّ الْاَصْلُ وَاِنْ عَلَا ثُمَّ جُزْءُ الْاَصْلِ الْقَرِيْبِ كَالْاَخِ ثُمَّ بَنُوْهُ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ جُزْءُ الْاَصْلِ الْبَعِيْدِ كَالْعَمِّ ثُمَّ بَنُوْهُ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ عَمُّ اَبِيْهِ ثُمَّ بَنُوْهُ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ عَمُّ جَدِّهٖ ثُمَّ بَنُوْهُ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ ثُمَّ التَّرْجِيْحُ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ اَىْ قُدِّمَ الْاَعْيَانِيُّ عَلَى الْعَلَّاتِىِّ **بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَتَكْلِيْفٍ وَاِسْلَامٍ فِىْ وَلَدٍ مُسْلِمٍ دُوْنَ كَافِرٍ ثُمَّ الْاُمُّ ثُمَّ ذُو الرَّحِمِ الْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ** اَىْ مَنْ لَاوَارِثَ لَهٗ وَوَالٰى غَيْرَهٗ عَلٰى اَنَّهٗ اِنْ جَنٰى فَاَرْشُهٗ عَلَيْهِ وَاِنْ مَاتَ فَمِيْرَاثُهٗ لَهٗ **ثُمَّ قَاضٍ فِىْ مَنْشُوْرِهٖ ذٰلِكَ** اَىْ كُتِبَ فِىْ مَنْشُوْرِهٖ اَنَّ لَهٗ وَلَايَةَ التَّزْوِيْجِ ـ

সহজ তরজমা

আর অভিভাবক হল আসাবা। এখানে আসাবা-এর উদ্দেশ্য আসাবা বি-নাফসিহী তথা, ওই পুরুষ, যে কোনো নারীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তবে আসাবা বিল গায়ের (যে অন্যের কারণে আসাবা হয়ে যায়), যেমন– কন্যা যখন ছেলের উপস্থিতিতে আসাবা হয়ে যায়, তখন কন্যার জন্যে তার উম্মাদ মাতার উপর (বিবাহ দেওয়ার) কর্তৃত্ব থাকবে না। তদ্রুপ আসাবা মাআল গায়ের (যে মহিলা অন্য মহিলার সাথে মিলে আসাবা হয়ে যায়) এর বিধান। যেমন– বোন কন্যার সাথে (মিলে আসাবা হল)। এ বোনের জন্যে তার উম্মাদ বোনের উপর বিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। (আসাবার অধিকার অর্জিত হবে) **উত্তরাধিকারী হওয়া এবং বঞ্চিত হওয়ার ক্রমবিন্যাস অনুসারে** অর্থাৎ সন্তানাদি অগ্রগণ্য হবে যদিও বংশ-পরম্পরা নিম্নে চলে যায় (যেমন– ছেলে-নাতি ইত্যাদি)। এরপর নিকটবর্তী মূলের অংশ, যেমন– ভাই, তারপর ভাইয়ের ছেলে, যদিও তারা নিম্নে চলে যায়। এরপর দূরবর্তী মূলের অংশ, যেমন– চাচা, তারপর চাচার ছেলে, যদিও তারা নিম্নে চলে যায়। তারপর তার পিতার চাচা, তারপর তার ছেলে, যতই নিম্নে যাক না কেন। এরপর তার দাদার চাচা, তারপর তার ছেলে। সারকথা, নিকটবর্তীগণ ক্রমবিন্যাস অনুপাতে অলি হবে। এরপর আত্মীয়তার শক্তি-ইমেজ অনুসারে প্রাধান্য দেওয়া হবে অর্থাৎ সহোদর ভাইকে বৈপিত্রীয় ভাইয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **শর্ত হল– অলি স্বাধীন হওয়া, মুকাল্লাফ হওয়া, মুসলমান হওয়া, মুসলমান সন্তানের (বিবাহের) ব্যাপারে। তবে বিধর্মী সন্তানের বিবাহে অ[illegible] মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। এরপর মাতা অলি হবে, তারপর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ অলি হ[illegible]। এদের মধ্যে নিকট ব্যক্তিগণ ক্রমবিন্যাস অনুপাতে অলি হবে। এরপর চুক্তিভিত্তিক বন্ধুত্বের দরুন যে বন্ধু হয়** অর্থাৎ যে ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই আর সে অন্যের সাথে এ

মর্মে বন্ধুত্ব স্থাপন করল যে, যদি সে অপরাধ করে, তা হলে তার জরিমানা তার (বন্ধুর) উপর বর্তাবে। তদ্রূপ যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার জন্য হবে। **এরপর অলি হবে কাজী যার দপ্তরে তা লিখিত আছে** অর্থাৎ কাজীর শাহী ফরমানে লিপিবদ্ধ আছে, তার জন্যে বিবাহ দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْوَلِيُّ الْعَصَبَةُ الخ

عَصَبَة শব্দের ع ও ص উভয় বর্ণ ফাতাহ বিশিষ্ট। অর্থাৎ উত্তরাধিকারস্বত্বের তিন প্রকারের এক প্রকার হল আসাবা। প্রথমত শরী'অতে যাদের অংশ নির্ধারিত আছে যেমন– স্বামী-স্ত্রী, খালা প্রমুখ, এদেরকে ذَوِى الْفُرُوْض বলা হয়। আর যেসব ওয়ারিশ ذَوِى الْفُرُوْض এর পর অবশিষ্ট অংশ লাভ করে এবং একা থাকাবস্থায় সমস্ত সম্পদের অধিকারী হয়, এদেরকে عَصَبَة হলা হয়। যেমন– ছেলে, চাচা প্রমুখ। তারপর যেসব ওয়ারিশ ذَوِى الْفُرُوْض এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং عَصَبَة -ও নয়, তাদেকে ذَوِى الْاَرْحَام বলা হয়। যেমন– বোনের পুত্র প্রমুখ। মোটকথা, বিবাহের অধ্যায়ে অলি হবে সে ব্যক্তি, যে আসাবা হয়, চাই সে কখনো ذَوِى الْفُرُوْض না হোক, যেমন– ছেলে অথবা ذَوِى الْفُرُوْض এর সাথে عَصَبَة -ও হোক, যেমন– পিতা।

قَوْلُهُ : وَالْحُجُب الخ

অভিধানে حُجُب শব্দের অর্থ হল, বাঁধা দেওয়া, আড়ালে রাখা। ইলমে ফারায়েয (সম্পদ বণ্টন বিদ্যা)-এর পরিভাষায় হজব বলা হয়, কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মীরাছ থেকে পূর্ণ বা আংশিক রহিত হয়ে যাওয়া। যদি পূর্ণ মীরাছ থেকে রহিত হয় একে حُجُب حِرْمَان বলা হয়। যেমন, ছেলের উপস্থিতিতে নাতির এবং পিতার উপস্থিতিতে ভাইয়ের অংশ রহিত হয়ে যায়। আর যদি মীরাছের আংশিক রহিত হয় একে حُجُب نُقْصَان বলা হয়। যেমন– মাতা মীরাছের এক-তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হয়। কিন্তু মৃতব্যক্তির ছেলে বা ভাই অথবা বোনের উপস্থিতিতে এক ছষ্টাংশের অধিকারিণী হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ الخ

অলির জন্য শর্ত হল– ১. আযাদ হওয়া। ২. শরী'আতের বিধানের আদিষ্ট হওয়া অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও বালেগ হওয়া। ৩. মুসলমান হওয়া। সুতরাং গোলাম, শিশু ও পাগলব্যক্তি অলি হতে পারবে না। কেননা তাদের নিজেদের উপরই নিজেদের কর্তৃত্ব নেই। তাই অন্যদের উপর অতি উত্তম রূপেই وَلَايَت [অভিভাবকত্ব] অর্জিত হবে না। তদ্রূপ কাফিরও অলি হতে পারে না। কেননা মুসলমান নারী-পুরুষের উপর কাফিরের কর্তৃত্ব নেই। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا"

قَوْلُهُ : فِيْ وَلَدٍ مُسْلِمٍ الخ

এ বাক্যটি اِسْلَام কয়েদের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মুসলমান সন্তানের বিবাহের মধ্যে অলি মুসলমান হওয়া শর্ত। কিন্তু সন্তান যদি কাফির হয়, তা হলে তার কাফির অলির জন্যে বিবাহের অধিকার অর্জিত হবে। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَالْاَ بْعَدُ يُزَوِّجُ بِغَيْبَةِ الْاَقْرَبِ مَا لَمْ يَنْتَظِرِ الْكُفُؤُ الْخَاطِبُ الْخَبَرَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الْاَكْثَرُ وَمُدَّةُ السَّفَرِ عِنْدَ جَمْعٍ مِّنَ الْمُتَاخِّرِيْنَ اِعْلَمْ اَنَّ لِلْاَبْعَدِ وَلَايَةَ التَّزْوِيْجِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْاَقْرَبِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وَتَفْسِيْرُهَا عِنْدَ الْاَكْثَرِ مَاذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ مَالَمْ يَنْتَظِرْ اَىْ مُدَّةً لَمْ يَنْتَظِرِ الْكُفُؤُ الْخَاطِبُ ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْتَظِرْ قَوْلَهُ وَمُدَّةُ السَّفَرِ عِنْدَ جَمْعٍ مِّنَ الْمُتَاخِّرِيْنَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَ **وَلِيُّ الْمَجْنُوْنَةِ اِبْنُهَا وَلَوْ مَعَ اَبِيْهَا** بِنَاءً عَلٰى مَاذُكِرَ اَنَّ الْاِبْنَ مُقَدَّمٌ فِى الْعُصُوْبَةِ عَلَى الْاَبِ ـ

সহজ তরজমা

দূরবর্তী অলি বিবাহ দিতে পারে নিকটবর্তী অলির অনুপস্থিতিতে, যদি বিবাহের সমপর্যায়ের প্রস্তাবকারী অলির পক্ষ থেকে সংবাদের অপেক্ষা না করে। এটাই অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। আর মুতাআখখিরীণ ফকীহগণের এক দলের মতে সফরের সময়কালের মধ্যে থাকলে দূরবর্তী অলি বিবাহ দিতে পারে। জেনে রাখ, দূরবর্তী অলির জন্যে বিবাহ দেওয়ার অধিকার অর্জিত হবে নিকটবর্তী অলি সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্নভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে। অধিকাংশের মতে غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً এর ব্যাখ্যা তা-ই, যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল, গ্রন্থকারের উক্তি مَا لَمْ يَنْتَظِر অর্থাৎ এমন সময় সমতুল্য, প্রস্তাবকারী যার অপেক্ষা করে না। এরপর মুসান্নিফ রহ. তার উক্তি مَا لَمْ يَنْتَظِرْ এর উপর তার অপর উক্তি وَمُدَّةُ السَّفَرِ الخ কে আতফ করেছেন (অর্থাৎ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً এর দ্বারা সফরের সময়কালের দূরত্ব উদ্দেশ্য)। আর তার উপরই ফতোয়া। **উন্মাদ মহিলার অভিভাবক হবে তার ছেলে, যদিও তার পিতা বিদ্যমান থাকে।** কেননা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আসাবার ক্রমধারায় ছেলে পিতার উপর অগ্রগামী হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْاَبْعَدُ يُزَوِّجُ الخ : যখন নিকটবর্তী অলি এমন স্থানে থাকে, যদ্দরুণ তার সাথে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে দূরবর্তী অলি বালিকাকে বিয়ে দেওয়ার অধিকারী হবে। যেমন– পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা বিবাহ দিতে পারে। কেননা মেয়ের ভবিষৎ-কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করেই এ وَلَايَت [অভিভাবকত্ব] অর্জিত হয়। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তি, যার মতামত দ্বারা উপকার লাভ করা অসম্ভব, তার উপর এ অধিকার সোপর্দ করাতে কোনো কল্যাণকামিতা নেই। তাই দূরবর্তী অলি মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। হ্যাঁ, নিকটবর্তী অলির উপস্থিতিতে দূরবর্তী অলি বিবাহ দিয়ে ফেললে, এ বিবাহ নিকটবর্তী অলির অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে।

قَوْلُهُ : غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً الخ : غَيْبَة مُنْقَطِعَة এর অর্থ হল, সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অনুপস্থিতি। মুতাকাদ্দিমীন ফকীহগণের মতে এর সময়কাল হল– নিকটবর্তী অলি এমন দূরত্বে থাকা, যেখানে বিবাহের প্রস্তাবকারী তার থেকে সংবাদ আসার অপেক্ষা করতে রাজি হবে না। পক্ষান্তরে মুতাআখখিরীণ ফকীহদের মতে সফরের দূরত্ব হচ্ছে গায়বতে মুনকাতিআ এর সময়সীমা অর্থাৎ নিকটবর্তী অলি যদি তিন দিনের দূরত্বের মধ্যে থাকে, তা হলে দূরবর্তী অলি বিবাহ দিতে পারবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ اَبِيْهَا الخ : واو বর্ণটি وَصْلِيَّة। এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। তিনি বলেন, উন্মাদ মহিলার বিবাহের ব্যাপারে তার পিতা অলি হবে। কেননা পিতার মমতা ছেলের তুলনায় তার মেয়ের প্রতি বেশি। শায়খাইনের মতে ছেলে আসাবা হওয়ার দিক দিয়ে পিতা হতে অগ্রগামী। আর এ وَلَايَت [অভিভাবকত্ব] আসাবার ক্রমধারার উপর নির্ভরশীল। এ জন্যে পিতার উপস্থিতিতেও ছেলেই অলি হবে।

وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِى النِّكَاحِ نَسَبًا فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ كُفُوٌّ لِبَعْضٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ كُفُوٌّ لِبَعْضٍ اَىِ الْعَرَبُ الَّذِيْنَ لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ قُرَيْشٍ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ اِعْلَمْ اَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ اَوْلَادِ نَضْرِ بْنِ كِنَانَةَ قُرَيْشٌ وَاَمَّا اَوْلَادُ مَنْ هُوَ فَوْقَ نَضْرَ فَلَا وَاِنَّمَا خُصَّ الْكَفَاءَةُ فِى التَّسَبِ بِالْعَرَبِ لِاَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوْا اَنْسَابَهُمْ **وَفِى الْعَجَمِ اِسْلَامًا فَذُوْ اَبَوَيْنِ فِى الْاِسْلَامِ كُفُوٌّ لِذِىْ اٰبَاءٍ فِيْهِ وَمُسْلِمٌ بِنَفْسِهٖ غَيْرُ كُفُوٍّ لِذِىْ اَبٍ فِيْهِ وَلَا ذُوْاَبٍ فِيْهِ لِذِىْ اَبَوَيْنِ فِيْهِ وَ حُرِّيَّةً فَلَيْسَ عَبْدٌ اَوْ مُعْتَقٌ كُفُوًّا لِحُرَّةٍ اَصْلِيَّةٍ وَلَا مُعْتَقٌ اَبُوْهُ كُفُوًّا لِذَاتِ اَبَوَيْنِ حُرَّيْنِ ـ**

সহজ তরজমা

বিবাহের মধ্যে কুফু [পাত্র-পাত্রীর সমতা] ধর্তব্য হবে বংশগত দিক থেকে। সুতরাং কুরাইশ লোক একে অপরের কুফু হবে। তেমনি আরবের অন্যান্য লোক একে অপরের কুফু হবে অর্থাৎ আরব লোক, যারা কুরাইশ বংশের নয়, তারা একে অপরের কুফু হবে। জেনে রাখ, প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে নযর ইবনে কেনানা –এর বংশধর, সে-ই কুরাইশ। তবে যারা নযর ইবনে কেনানার ঊর্ধ্বতন পুরুষের বংশধর, তারা কুরাইশ নয়। নসবের ব্যাপারে কুফুকে আরবের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে এ জন্যে যে, অনারবীগণ তাদের বংশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। **অবশ্য অনারবে ইসলামের দিক থেকে কুফু বিবেচিত হবে। সুতরাং যার বাপ-দাদা মুসলমান, সে ওই মহিলার কুফু হবে, যার অনেক পূর্বপুরুষ মুসলমান। আর যে নিজে মুসলমান হয়েছে, সে ওই ব্যক্তির কুফু হবে না, যার পিতা মুসলমান। তদ্রূপ যার পিতা মুসলমান সে তার কুফু হবে না, যার পিতা-মাতা মুসলমান। এমনিভাবে স্বাধীনতার দিক থেকে কুফু বিবেচিত হবে। সুতরাং গোলাম এবং মুক্তি প্রাপ্তা গোলাম প্রকৃত স্বাধীন মহিলার কুফু হবে না। আর যার পিতা আযাদকৃত গোলাম, সে ওই ব্যক্তির কুফু হবে না, যার পিতা-মাতা উভয়ে স্বাধীন।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فِى النِّكَاحِ نَسَبٌ الخ

বিবাহের ব্যাপারে বর ও কনের মধ্যে বংশগত দিক থেকে কুফুর বিবেচনা করা হবে। কেননা বংশ মর্যাদা নিয়ে পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার হয়ে থাকে। তাই উঁচু বংশের নারী হীন পুরুষের অধীনে থাকতে স্বাধারণত ঘৃণা করে, যদিও এ মর্যাদা আল্লাহর নিকটে আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। কেননা আল্লাহর কাছে মুত্তাকী সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوْا الخ

عَجَم বলে উদ্দেশ্য, যারা আরব বংশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তারা নিজেদের বংশমর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলেছে। তারা বংশীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এতটুকু যত্ন নেয় নি, যতটুকু আরবে পাওয়া যায়। এজন্যে তাদের মধ্যে বংশগত সমতা বিবেচ্য নয় বরং অন্যান্য গুণাবলির দিক থেকে সমতা লক্ষণীয়। কিন্তু যারা আরব বংশের সাথে সম্পর্কিত, যেমন– মুহাজির, আনসার প্রমুখের সাথে যাদের বংশীয় সম্পর্ক প্রসিদ্ধ, তা বিবেচিত হবে।

وَدِيَانَةً فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفُوًا لِبِنْتِ الصَّالِحِ وَاِنْ لَمْ يُعْلِنْ فِىْ اِخْتِيَارِ الْفَضْلِىِّ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ اَلْفَاسِقُ اِذَا لَمْ يُعْلِنْ يَكُوْنُ كُفُوًا لِبِنْتِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ **وَمَالًا فَالْعَاجِزُ عَنِ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ وَالنَّفَقَةِ لَيْسَ كُفُوًا لِلْفَقِيْرَةِ** وَاِنَّمَا قَالَ لِلْفَقِيْرَةِ لِدَفْعِ وَهُوَ مَنْ تَوَهَّمَ اَنَّ الْفَقِيْرَ يَكُوْنُ كُفُوًا لِلْفَقِيْرَةِ وَكَذَا لِلْغَنِيَّةِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى لِاَنَّ الْعَجْزَ عَنْ اَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَيْنِ مُتَحَقِّقٌ فِيْهِ مَعَ زِيَادَةِ التَّعْبِيْرِ **وَالْقَادِرُ عَلَيْهِمَا كُفُوٌ لِذَاتِ اَمْوَالٍ عَظِيْمَةٍ هُوَ الصَّحِيْحُ** لِاَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَ رَائِحٌ فَلَا يُعْتَبَرُ بِعَدَمِهِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى اَدَاءِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْمَهْرُ وَ النَّفَقَةُ **وَحِرْفَةً فَحَائِكٌ اَوْ حَجَّامٌ اَوْ كَنَّاسٌ اَوْ دَبَّاغٌ لَيْسَ بِكُفُوٍ لِعَطَّارٍ اَوْ بَزَّازٍ اَوْ صَرَّافٍ وَ بِهٖ يُفْتٰى وَاِنْ نَكَحَتْ بِاَقَلِّ مِنْ مَهْرِهَا** اَىْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا **فَلِلْوَلِىِّ الْاِعْتِرَاضُ حَتّٰى يَتِمَّ اَوْ يُفَرِّقَ ۔**

সহজ তরজমা

দীনদারীর দিক থেকে কুফু বিবেচিত হবে। সুতরাং ফাসেক নেককার ব্যক্তির মেয়ের কুফু [উপযুক্ত পাত্র] হবে না, যদিও সে প্রকাশ্যে অনাচার না করে। এটা শায়খ ফযলী রহ.-এর মত। আর কতক মাশায়েখের মতে ফাসেক যদি প্রকাশ্যে অনাচার না করে, তা হলে সে নেককার ব্যক্তির কন্যার কুফু হবে। **আবার অর্থ-সম্পদের দিক থেকে কুফু বিবেচিত হয়। সুতরাং নগদ আদায়যোগ্য মোহর এবং খায়খরচা দিতে অক্ষম ব্যক্তি দরিদ্র মহিলার কুফু হবে না।** মুসান্নিফ রহ. للفقيرة বলেছেন ওই ব্যক্তির সন্দেহ অবসানের জন্যে, যে ধারণা করে– দরিদ্র পুরুষ দরিদ্র মহিলার জন্যে কুফু হতে পারে। অনুরূপভাবে সে ধনী নারীর জন্যে অতি উত্তমরূপে কুফু হবে না। কেননা মোহর এবং ভরণপোষণ যে দু'টি ওয়াজিব, তা আদায় করা থেকে অপারগতা ধনী নারীর বেলায়ও প্রমাণিত হবে, তৎসঙ্গে এতে অধিক লজ্জাও রয়েছে। **আর মোহর ও ভরণপোষণের উপর সক্ষম ব্যক্তি বিশাল সম্পদশালী নারীর কুফু হবে। এটাই সহীহ মত।** কেননা সম্পদ সকালে আসে আর বিকালে চলে যায়। সুতরাং তা না থাকা ধর্তব্য নয়। তবে যদি এতটুকু সম্পদ না থাকে, যাতে ওয়াজিব মোহর ও ভরণপোষণ আদায় করতে সক্ষম হবে, তা হলে তা ধর্তব্য হবে। **এমনিভাবে পেশার দিক থেকে কুফু বিবেচিত হয়। সুতরাং তাঁতি বা ক্ষৌরকার অথবা ঝাড়ুদার বা চর্মকার কুফু হবে না আতর বিক্রেতা বা কাপড় ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকারের। আর এর উপরই ফাতওয়া। যদি মহিলা তার মোহর থেকে** অর্থাৎ মোহরে মিছিল থেকে **কমে বিবাহ করে, তা হলে অলির জন্যে আপত্তি করার অধিকার থাকবে, যাবৎ না মোহর [-এ মিছিল] পূর্ণ করে দিবে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : دِيَانَةً فَلَيْسَ الخ

دِيَانَة শব্দের দালে যের। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সংযমশীলতা, ধার্মিকতা, সৎকর্মপরায়ণ হওয়া ও সচ্চরিত্রবান হওয়া। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তিনি বলেন : ধার্মিকতা এমন একটি বিষয়, যার প্রতিফল আখেরাতে প্রকাশ পাবে। এজন্যে পার্থিব বিধানকে তার উপর নির্ভরশীল করা যায় না। তবে যদি স্বামীকে ফাসেকীর কারণে উপহাস করা হয় বা সে উদাসীন হয়ে হাট-বাজারের দিগ্বিদিক ঘুরাফিরা করে, তা হলে সে কুফু [উপযুক্ত পাত্র] হবে না। শায়খাইনের মতে ধার্মিকতা উঁচু স্তরের গৌরবযোগ্য বিষয় এবং স্ত্রীকে স্বামীর ফাসেকীর কারণে বংশীয় দোষ থেকে অধিক লজ্জা দেওয়া হয়। এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধার্মিকতা ও দীনদারীর বিবেচনায় সমতা আবশ্যক হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। এ মাসআলাটি অনারবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সহীহ মাযহাব অনুসারে দীনদারীর কুফু আরবদের জন্যেও বিবেচ্য হবে।

قَوْلُهُ : مَالًا الخ

مَالًا শব্দটি গ্রন্থকারের উক্তি إِسْلَامًا এর উপর আতফ হয়েছে। মুসান্নিফ রহ. এর বাহ্যিক বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়, উক্ত বিষয়সমূহে কুফুর বিবেচনা অনারবদের সাথে নির্দিষ্ট। কতক ফকীহগণের মত এটাই। কিন্তু বাদায়ে এবং বাহর গ্রন্থকারের গবেষণা মতে আরবদের জন্যেও ধন-সম্পদের দিক থেকে কুফু বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قَالَ لِلْفَقِيْرَةِ

এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বিবৃত হয়েছে। প্রশ্নটি হল لِلْفَقِيْرَةِ বলে দরিদ্র পুরুষ দরিদ্র মহিলার কুফু না হওয়ার কয়েদ লাগানো অনর্থক। কেননা দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালী নারীরও কুফু হয় না বরং এ কয়েদ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, দরিদ্র ব্যক্তি ধনী নারীর কুফু হবে। অথচ হুকুম এমন নয়।

এর জবাব হল– কেউ ধারণা করতে পারে, দরিদ্র পুরুষ এবং দরিদ্র মহিলা উভয়ে দরিদ্রতার দিক থেকে সমান সমান হলে তারা বিবাহের ব্যাপারে পরস্পর কুফু হবে। গ্রন্থকার এ সন্দেহ বিদূরিতকরণে فَقِيْرَةِ শব্দের কয়েদ যুক্ত করে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, পুরুষ-মহিলার দরিদ্রতায় সমতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কুফু হবে না। এ থেকে উত্তম রূপে এ বিষয়টিও পরিজ্ঞাত হয়ে গেছে যে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনী নারীরও কুফু হতে পারবে না। কেননা তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার অসমতা ছাড়াও অপর আরেকটি প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। তা হল, স্বামী দরিদ্র হওয়ার দরুন ধনী স্ত্রীকে লজ্জা পেতে হবে। উল্লেখ্য, মোহর এবং নফকাহ বা খোরপোষ প্রদানে অক্ষম ব্যক্তি কোনো দরিদ্র মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না। তদ্রূপ কোনো ধনী মহিলাকেও বিবাহ করা বৈধ হবে না। কেননা মোহর ও নফকাহ ছাড়া স্ত্রীকে সম্ভোগ করা শরী'আত পরিপন্থী। বরং তার উপর রোযা পালন আবশ্যক।

قَوْلُهُ : لِذَاتِ أَمْوَالٍ عَظِيْمَةٍ الخ

মোহর এবং নফকাহ আদায়ে সক্ষম হওয়ার পর ধন-সম্পদের পরিমাণে সমান হওয়া বিবেচ্য নয়। অল্প সম্পদের মালিকও অধিক সম্পদশালীর কুফু হবে। কেননা ধন-সম্পদ সর্বদা এক হাতে থাকে না। অনেক লোক এমন রয়েছে, সকাল বেলা ধনী এবং বিকাল বেলা ফকির হয়ে গেছে। এজন্যে অধিক সম্পদশালী না হওয়া বিবেচিত নয়। হ্যাঁ, যদি ওয়াজিব মোহর ও ভরণপোষণ আদায় করতে অক্ষম হয়, তা হলে সে কারো কুফু হবে না।

قَوْلُهُ : فَحَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ الخ

حَائِك শব্দের অর্থ– তাঁতি, জোলা, যারা কাপড় বুনন করে। حَجَّام শব্দটি حَجْم থেকে নির্গত। অর্থ, নাপিত, ক্ষৌরকার; যারা মানুষের চুল-গোঁফ কর্তন করে। كَنَّاس শব্দের অর্থ, ঝাড়ুদার; যারা অফিস-আদালত, বাসা-বাড়ি, বাগ-বাগিচা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে। دَبَّاغ শব্দটি دَبَاغَة থেকে উদ্ভূত। অর্থ, চামড়া সংস্কারকারী; যারা লবন ও ঔষধ দিয়ে কাঁচা চামড়া দাবাগাত [সংস্কার] করে। তবে এতে চামড়া ব্যবসায়ী, ট্রেনারীর মালিক অন্তর্ভুক্ত নয়। عَطَّار শব্দটি عِطْر থেকে নির্গত। অর্থ, গন্ধবণিক; যারা আতরের ব্যবসা করে। بَزَّاز শব্দটি بَزٌّ থেকে নির্গত। অর্থ, বস্ত্র ব্যবসায়ী; যারা কাপড়ের ব্যবসা করে। صَرَّاف অর্থ, স্বর্ণকার– তবে মূল অর্থ, পরিবর্তনকারী। যেহেতু স্বর্ণকার সোনা গলিয়ে হরেক রকমের অলঙ্কার প্রস্তুত করে, এ জন্যে তাকে صَرَّاف বলে।

মুলতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে : তাঁতি, নাপিত, ঝাড়ুদার, দাবাগতকারী, কামার প্রমুখ ব্যক্তি আতরবণিক, বস্ত্রবণিক ও স্বর্ণকারের কুফু হতে পারে না। তবে একশ্রেণীর পেশাজীবীগণ একে অপরের কুফু হতেপ পারে। এর উপরই ফাতওয়া। তবে উভয়ের একই পেশা হওয়া জরুরি নয়, বরং কাছাকাছি হওয়াই যথেষ্ট। যেমন– তাঁতি নাপিতের কুফু হবে, চর্মকার ঝাড়ুদারের কুফু হবে, হাড়ি-পাতিল প্রস্তুতকারী কামারের কুফু হবে।

قَوْلُهُ : حَتَّى يَتِمَّ أَوْ يُفَرِّقَ الخ

يَتِمَّ ক্রিয়াপদটি مضارع معروف এর সীগাহ। এর অন্তস্থিত যমীরটি زَوْج এর দিকে ধাবিত হয়েছে অর্থাৎ স্বামী মোহরে মিছিল পূর্ণ করে দিবে। অথবা এটি مجهول এর সীগাহ হবে। তখন যমীরটি مَهْرِهَا এর দিকে ধাবিত হবে। তদ্রূপ يُفَرِّقَ শব্দটি مضارع مجهول এর সীগাহ। অর্থ, তদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। আবার এটি معروف এর সীগাহও হতে পারে। তখন যমীরটি وَلِى এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে অর্থাৎ অলি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে।

وَوُقِفَ نِكَاحُ فُضُوْلِيٍّ وَفُضُوْلِيَّيْنِ عَلَى الْاِجَازَةِ اَىْ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فُضُوْلِيٌّ وَمِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فُضُوْلِيٌّ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى اِجَازَتِهِمَا **وَيَتَوَلّٰى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِفُضُوْلِيٍّ مِنْ جَانِبٍ** اَىْ يَتَوَلّٰى وَاحِدٌ الْاِيْجَابَ وَالْقَبُوْلَ وَلَا يَشْتَرِطُ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِمَا فَاِنَّ الْوَاحِدَ اِذَا كَانَ وَكِيْلًا مِنْهُمَا فَقَالَ زَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ كَانَ كَافِيًا وَهُوَ عَلٰى اَقْسَامٍ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ اَصِيْلًا وَوَلِيًّا كَابْنِ الْعَمِّ يُزَوِّجُ بِنْتَ عَمِّهِ الصَّغِيْرَةِ اَوْ اَصِيْلًا وَوَكِيْلًا كَمَا اِذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا بِاَنْ يُزَوِّجَهَا نَفْسَهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ اَوْ وَلِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَالْجَدِّ يُزَوِّجُ لِابْنِ اِبْنِهِ بِنْتَ اِبْنِهِ الْاٰخَرِ وَ لَيْسَ لَهُمَا اَبَوَانِ اَوْ وَكِيْلًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ اَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَوَكِيْلًا مِنْ جَانِبٍ وَلَايَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْوَاحِدُ فُضُوْلِيًّا كَمَا اِذَا كَانَ اَصِيْلًا وَفُضُوْلِيًّا اَوْ وَلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَفُضُوْلِيًّا مِنْ جَانِبٍ اَوْ وَكِيْلًا مِنْ جَانِبٍ وَفُضُوْلِيًّا مِنْ جَانِبٍ اَوْ فُضُوْلِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ۔

সহজ তরজমা

একজন ফুযূলীর অথবা দু'জন ফুযূলীর বিবাহ করিয়ে দেওয়া অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে একজন ফুযূলী হবে এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন ফুযূলী হবে- এটা জায়েয আছে। তখন বিবাহ উভয়ের অনুমতি দেওয়ার উপর স্থগিত থাকবে। **এক ব্যক্তিই বিবাহের উভয় দিকের অলি হতে পারে কোনো পক্ষ থেকে ফুযূলী না হলে** অর্থাৎ একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুলের মুতাওয়াল্লী [দায়িত্বশীল] হতে পারে। আর ইজাব-কবুলের উভয় শব্দ পৃথকভাবে বলা শর্ত করা হয় নি। কেননা যখন একজন উভয় পক্ষ থেকে উকিল হয়, তখন সে বলে- আমি অমুক মহিলাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম, তাই যথেষ্ট হয়। এই মাসআলার কয়েকটি প্রকার রয়েছে। ১. একই ব্যক্তি আসীল (বিবাহপ্রার্থী) এবং অলি হবে। যেমন- চাচার পুত্র তার চাচার নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দিবে (নিজের সাথে)। ২. অথবা একই ব্যক্তি আসীল এবং উকিল হবে। যেমন- কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে এ মর্মে উকিল নির্ধারণ করল, যাতে সে তাকে তার নিজের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে। এরপর সে ব্যক্তি নিজে তাকে বিবাহ করে নিল। ৩. অথবা একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে অলি হবে। যেমন- দাদা তার ছেলের পুত্রের সাথে তার অপর ছেলের মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দিল, যখন তাদের উভয়ের পিতা উপস্থিত নেই। ৪. অথবা একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে উকিল হবে। ৫. বা একই ব্যক্তি এক পক্ষ থেকে অলি এবং অপর পক্ষ থেকে উকিল হবে। (এ সকল অবস্থায় বিবাহ সহীহ হবে) । কিন্তু এক ব্যক্তি ফুযূলী হওয়া জায়েয হবে না। যেমন- একই ব্যক্তি বিবাহপ্রার্থী হবে এবং ফুযূলী হবে। অথবা একই ব্যক্তি এক পক্ষের অলি হবে এবং অপর পক্ষের ফুযূলী হবে কিংবা এক পক্ষের উকিল হবে এবং অপর পক্ষের ফুযূলী হবে অথবা উভয় পক্ষ থেকে ফুযূলী হবে। (এ সকল অবস্থায় বিবাহ সিদ্ধ হবে না)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وُقِفَ نِكَاحُ فُضُوْلِيٍّ الخ

فُضُوْلِى শব্দের অর্থ– কৌতুহলী, অনধিকার চর্চাকারী। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অলি বা উকিল না হয়েও অন্যের জন্যে কোনো কাজ সম্পাদন করে অথবা তার নিজের জন্যেই করে; কিন্তু সে উক্ত কাজের যোগ্য নয়। সুতরাং মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলাম বিবাহ করলে সে ফুযূলীর বিধানভুক্ত হবে। কেননা গোলাম নিজে নিজেই বিবাহ করার উপযুক্ত নয়।

قَوْلُهُ : لَيْسَ بِفُضُوْلِيٍّ الخ

এ বাক্যটি وَاحِد এর صفت পতিত হয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিবাহের উভয় পক্ষের যিম্মাদার হওয়া এবং একই বাক্য দ্বারা ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সে ব্যক্তি কোনো পক্ষের ফুযূলী হবে না। যদি কোনো এক পক্ষের ফুযূলী হয়, তা হলে তার ওকালতিতে বিবাহ সংঘটিত হবে না।

قَوْلُهُ : اَوْ فُضُوْلِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ الخ

যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রী কারো পক্ষ থেকে উকিল এবং অলি কোনোটিই নয় বরং সে ফুযূলী হিসেবে উকিল সেজে দু'জনের মধ্যে বিবাহ দিয়েছে। সুতরাং এ বিবাহ সিদ্ধ হবে না। মূল কিতাবে এর চারটি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল সূরতে বিবাহ জায়েয না হওয়ার কারণ, ইজাব ও কবুল একই ব্যক্তির বাক্য দ্বারা সম্পন্ন হওয়া এ হিসেবে যে, সে ব্যক্তি হয়ত উভয় পক্ষ থেকে আদিষ্ট হবে অথবা এক পক্ষের আদিষ্ট হবে এবং অপর পক্ষের অলি হবে। যদি এরূপ না হয় বরং সে ফুযূলী হয়, তা হলে বিবাহ সংঘটিত হবে না।

اَلسُّوَالُ : قَوْلُهُ يَتَوَلّٰى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ ———— مِنْ جَانِبٍ مَا الْمُرَادُ بِطَرَفَيِ النِّكَاحِ وَكَيْفَ يُوْجَدَانِ؟ وَكَمْ قِسْمًا فِى الْمَسْئَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَمَا هِيَ اُذْكُرْ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ

প্রশ্ন : طَرَفَيِ النِّكَاحِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং সেটা কিভাবে পাওয়া যাবে ও উল্লেখিত মাসআলাটি কত প্রকার ও কি কি? উল্লেখ কর যেমন শারেহ রহ. উল্লেখ করেছেন।

উত্তর : طَرَفَيِ النِّكَاحِ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ

طَرَفَيِ النِّكَاحِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইজাব ও কবুল।

পাওয়ার সূরত ঃ এক ব্যক্তিই اِيْجَاب এবং قَبُوْل উভয়টিকে আঞ্জাম দিতে পারে। তবে এর জন্য এটা শর্ত নয় যে, উভয় শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে বলবে; বরং কোনো ব্যক্তিকে যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করে। সে উভয়ের পক্ষ থেকে বলে زَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ অর্থাৎ আমি আমার মুয়াক্কালকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ করালাম। তাহলে এটা উভয় পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

উল্লেখিত মাসআলাটির প্রকারসমূহ ঃ উল্লেখিত মাসআলায় বিবাহের দিকে ওলী হওয়ার দু'ধরনের সূরত হতে পারে–

(১) একজনকে বিবাহের উভয় দিকে অর্থাৎ اِيْجَاب ও قَبُوْل এর জন্য ওলী বানানো হবে।

(২) একজনকে বিবাহের দিক থেকে مُتَوَلِّى বা ওলী বানানো হবে এবং অপর পক্ষ থেকে فُضُوْلِى হবে।

فُضُوْلِى এর পরিচয় ঃ فُضُوْلِى বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে অন্যের وَلَايَة বা وَكَالَت তথা ওলী বা উকিল নিযুক্ত করা ব্যতীত অন্যের জন্য কোনো প্রকার تَصَرُّف করে অথবা নিজের জন্যই تَصَرُّف করে, কিন্তু সে তার উপযুক্ত নয়। প্রথম প্রকারের ভিতরে ৫টি সূরত রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের আবার চার সূরত ঃ فُضُوْلِى হওয়ার সূরতে একই ব্যক্তি উভয় দিক থেকে مُتَوَلِّى হওয়া সহীহ নয়।

وَصَحَّ نِكَاحُ اَمَةٍ زَوَّجَهَا مَنْ اُمِرَ بِنِكَاحِ اِمْرَأَةٍ لِاٰمِرِهٖ اَیْ اِنْ وَكَّلَ اَنْ يُّزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اَمَةً صَحَّ **وَاِنْكَاحُ الْاَبِ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْاَبِ الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فِی الْمَهْرِ اَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ لَا لِغَيْرِهِمَا** اَیْ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِ الْاَبِ وَالْجَدِّ اِنْكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فِی الْمَهْرِ اَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ اِتِّفَاقًا وَجَوَازًا نِكَاحِهِمَا لِلْاَبِ وَالْجَدِّ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ اَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ مَذْهَبُ اَبِیْ حَنِيْفَةَ خِلَافًا لَهُمَا اَیْ لَوْ فَعَلَ الْاَبُ وَالْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْاَبِ لَا يَكُوْنُ لِلصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ حَقُّ الْفَسْخِ بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَاِنْ فَعَلَ غَيْرُهُمَا فَلَهُمَا اَنْ يَفْسَخَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ **وَلَا نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ اِثْنَتَيْنِ زَوَّجَهُمَا الْمَاْمُوْرُ بِوَاحِدَةٍ لِلْاٰمِرِ** اَیْ اَمَرَ اٰخَرَ اَنْ يُّزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَتَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَمَّا اِذَا زَوَّجَ بِعَقْدَيْنِ فَالْاَوَّلُ صَحِيْحٌ دُوْنَ الثَّانِیْ ـ

সহজ তরজমা

কোন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেওয়ার যাকে আদেশ করা হল, তখন সে তার আদেশকারীর সাথে একজন বাঁদী বিবাহ দিয়ে দিল, তা হলে বাঁদীর বিবাহ শুদ্ধ হবে অর্থাৎ যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে, যেন সে তাকে কোনো মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয় আর ওই উকিল তাকে একজন বাঁদী বিবাহ করিয়ে দিল, তা হলে এ বিবাহ সহীহ হবে। **পিতার এবং পিতার অনুপস্থিতিতে দাদার সগীর ও সগীরাকে মোহর অধিক কম করে অথবা কুফুবিহীন বিবাহ দেওয়া সহীহ হবে। পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে এ অধিকার নেই** অর্থাৎ পিতা ও দাদা ছাড়া অপর কারো জন্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও মেয়েকে মোহর অধিক কম করে অথবা কুফুবিহীন বিবাহ দেওয়া সর্বসম্মতভাবে সহীহ হবে না। আর পিতা ও দাদার জন্যে অধিক ক্ষতি করে বা কুফু ছাড়া তাদেরকে বিবাহ দেওয়া জায়েয, এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাব। এতে সাহেবাইনের মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যদি পিতা এবং পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা বিবাহ দিয়ে দেয়, তা হলে সগীর ও সগীরার জন্যে বালেগ হওয়ার পর বিবাহ ভঙ্গের অধিকার থাকবে না। আর যদি বাপ-দাদা ব্যতীত অন্য কোনো অলি বিবাহ দেয়, তা হলে সগীর ও সগীরার জন্যে বালেগ হওয়ার পর বিবাহ ভঙ্গ করণের অধিকার রয়েছে। **একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেওয়ার আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশকারীকে দু'জন মহিলা বিবাহ করিয়ে দিল, তা হলে একজন মহিলারও বিবাহ সহীহ হবে না।** অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে আদেশ করল, সে যেন তাকে একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয়। তখন সে একই আকদে তাকে দু'জন মহিলা বিবাহ করিয়ে দিল, তা হলে তাদের দু'জনের মধ্য থেকে কারো বিবাহ সহীহ হবে না। তবে যদি দু'আকদে দু'মহিলার সাথে বিবাহ দেয়, তা হলে প্রথম বিবাহ শুদ্ধ হবে; দ্বিতীয়টি শুদ্ধ হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : صَحَّ نِكَاحُ اَمَةٍ الخ

যদি কেউ অপর ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তুমি আমাকে একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দাও! তখন সে তাকে একটি বাঁদী বিবাহ করিয়ে দিল, তা হলে বাঁদীর বিবাহ কার্যকর হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। তিনি বলেন, উকিল নিয়োগের শব্দটি মুতলাক বা শর্তহীন। আর মূলনীতি হচ্ছে– মুতলাক তার اِطْلَاق এর উপর [তথা শর্তহীন শব্দ নির্দিষ্ট প্রয়োগস্থলেই] ব্যবহার হবে। সাহেবাইনের মতে আদেশকারীর অনুমতি ব্যতীত বাঁদীর বিবাহ সহীহ হবে না। কেননা সাধারণ উক্তি এর দ্বারা عُرْف عَام উদ্দেশ্য হয়। আর তা হল, কুফু অনুযায়ী বিবাহ হওয়া। এ থেকে অনুমিত হচ্ছে, সাহেবাইনের নিকটে মহিলার পক্ষ থেকেও কুফুর বিবেচনা হওয়া আবশ্যক। মূল পাঠে উল্লিখিত نِكَاحُ اِمْرَأَةٍ দ্বারা সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে; কোনো নির্দিষ্ট মহিলা বুঝানো হয় নি। কিন্তু নির্দেশদাতা যদি নির্দিষ্ট স্বাধীন নারী অথবা বাঁদী বিবাহ করানোর আদেশ করে থাকে, এরপর উকিল এর ব্যতিক্রম করে, তা হলে এ বিবাহ কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ : اِنْكَاحُ الْاَبِ وَالْجَدِّ الخ

ছোট ছেলেমেয়েকে পিতা বিবাহ দিলে শুদ্ধ হবে। তদ্রূপ পিতার অবর্তমানে দাদা যদি বিবাহ দেয়, তবুও বিবাহ শুদ্ধ হবে, যদিও মোহর অধিক কম ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য ছেলের ক্ষেত্রে غَبْن فَاحِش হল, মোহর অধিক নির্ধারণ করা আর মেয়ের ক্ষেত্রে غَبْن فَاحِش হল, মোহরে মিছিল থেকে অধিক কম মোহর নির্ধারণ করা। এ অবস্থায় বিবাহ সহীহ হবে। এমনকি সগীর-সগীরার বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিবাহ বাতিলকরণের অধিকার থাকবে না। কেননা পিতা ও দাদা উভয়ের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং উভয়ের মধ্যে পূর্ণ মমতা বিদ্যমান। কাজেই তাদের বিবাহ আবশ্যক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : فَلَهُمَا اَنْ يَّفْسَخَ الخ

শারেহ রহ. এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য অভিভাবক, যেমন– ভাই, চাচা যদি নাবালেগ ছেলে বা মেয়েকে কুফু বিহীন অথবা মোহর অধিক কম করে বিবাহ দেয়, তা হলে বিবাহ সিদ্ধ হবে। কিন্তু ছেলেমেয়ে বালেগ হওয়ার পর বিবাহ বাতিল করার অধিকার প্রাপ্ত হবে। অথচ এ মত ঠিক নয়। কেননা নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ বিবাহ সহীহ হবে না। সুতরাং এ স্থানে শারেহ রহ.-এর সামান্য বিচ্যুতি ঘটেছে।

قَوْلُهُ : لَا نِكَاحُ وَاحِدَةٍ الخ

এ মাসআলা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মুওয়াক্কেল উকিলকে কোনো নির্দিষ্ট মহিলার সম্পর্কে ওকথা না বলে আর সে একই আকদে দু'মহিলাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তাহেল উভয় মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তবে যদি মুওয়াক্কেল কোনো নির্দিষ্ট মহিলার সাথে বিবাহ করার হুকুম দিয়ে থাকে, কিন্তু সে ওই নির্দিষ্ট মহিলা এবং অন্য আরেকজন মহিলা একই আকদের মধ্যে বিবাহ করিয়ে দেয়, তা হলে নির্দিষ্ট মহিলার সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যদি দু'আকদে দু'জন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেয়, তা হলে প্রথম বিবাহটি সিদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয় বিবাহটি মুওয়াক্কেলের অনুমতি প্রদানের উপর স্থগিত থাকবে।

بَابُ الْمَهْرِ

اَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا سَوَاءٌ كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ اَوْ اَقَلَّ مِنْهَا **اَوْ مَا فَوْقَهَا وَتَجِبُ هِيَ اِنْ سُمِّيَ دُوْنَهَا وَاِنْ سُمِّيَ غَيْرُهُ** اَيْ غَيْرَ دُوْنِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ اِمَّا الْعَشَرَةُ اَوْ مَا فَوْقَهَا **فَالْمُسَمّٰى عِنْدَ الْوَطْيِ اَوْ مَوْتِ اَحَدِهِمَا وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْيٍ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ** اَيِ الْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ وَسَيَجِئُ تَفْسِيْرُهَا فَاِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ كَانَ قَبْلَ الْوَطْيِ قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ فَاِنَّهُ يُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ وَلَايَكُوْنُ قَبْلَ الْوَطْيِ بِاَنْ وَطِيَ بِلَا خَلْوَةٍ صَحِيْحَةٍ نَحْوُ اِنْ وَطِيَ مَعَ وُجُوْدِ الْمَانِعِ لِشَرْعِيٍّ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ -

সহজ তরজমা

অধ্যায় : মোহর

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল দশ দিরহাম। এটা আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে প্রত্যেক বস্তু যা ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য হওয়ার উপযুক্ত, তা মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। চাই দশ দিরহাম হোক অথবা তার চাইতে কম হোক **কিংবা তার চেয়ে বেশি হোক। অবশ্য দশ দিরহামই ওয়াজিব হবে যদি তার থেকে কম মোহর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যদি এ ছাড়া অন্যকিছু নির্ধারণ করে** অর্থাৎ দশ দিরহামের কম নয়– হয়ত তা দশ দিরহাম বা দশ থেকে বেশি **তা হলে মুসাম্মা তথা নির্ধারিত মোহর ওয়াজিব হবে সহবাসের সময় কিংবা স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের মৃত্যুর সময়। আর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে সহবাসের পূর্বে বা সহীহ নির্জনবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে।** সহীহ নির্জনবাসের ব্যাখ্যা অচিরেই আসবে।

যদি তুমি প্রশ্ন কর, এখানে গ্রন্থকার তার উক্তি قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ এর উপর যথেষ্ট করলেন না কেন? কেননা সহীহ নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে তা আবশ্যকীয়ভাবে সহবাসের পূর্বে হবে (সুতরাং قَبْلَ وَطْيٍ এর কয়েদ নিষ্প্রয়োজনীয়।) আমি এর জবাবে বলব, আমরা একথা স্বীকার করে নিতে পারি না। কেননা হতে পারে তালাক দেওয়া সহীহ নির্জনবাসের পূর্বে হবে, তবে তা সহবাসের পূর্বে নয়। যেমন : খলওয়াতে সহীহা ছাড়া সহবাস করে ফেলল। এর প্রক্রিয়া হল, শরঈ প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সহবাস করল। যেমন, রমাযানের রোযা এবং তদরূপ বিষয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَهْر এর পরিচয় :

مَهْر শব্দের বহুবচন مُهُوْر আসে। অর্থ– বিয়ের মহর, মোহরানা। একে صِدَاق এবং أَجْر-ও বলা হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ, অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

ইসলামী পরিভাষায় مَهْر বলা হয় اَلْمَهْرُ عَمَّا يُسَاقُ إِلَى الزَّوْجَةِ عِوَضًا لِمَنَافِعِ بَضْعِهَا অর্থাৎ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ সম্ভোগ করার বিনিময়ে স্বামীর পক্ষ থেকে তাকে যে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয় তা-ই মোহর। হানাফীদের মতে মোহর মাল অথবা মাল জাতীয় বস্তু হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে মোহর মাল হওয়া আবশ্যক নয় বরং কুরআন শিক্ষা দেওয়া, স্ত্রীর খেদমত করা ইত্যাদিও মোহর হতে পারে অর্থাৎ মূল্যবান যে কোনো বস্তুই মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মোহরের পরিমাণ এবং ইমামদের মতভেদ

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম; এর কম মোহর হতে পারে না। দলীল হল– রাসূল ﷺ এর হাদীস। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَامَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ দশ দিরহামের কম হলে মোহর হয় না। অনুরূপ হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَامَهْرَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ। অর্থাৎ দশ দিরহামের কম হলে হাত কর্তন করা যাবে না এবং দশ দিরহামের কম মোহর হতে পারে না। আর কিয়াস ও যুক্তির দাবিও তাই। কেননা শরী'অতে نِصَابِ سَرِقَة দশ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ দশ দিরহাম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা হবে। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষের প্রতিঅঙ্গের মূল্য কম পক্ষে দশ দিরহাম। আর যৌনাঙ্গও একটি অঙ্গ। অতএব এর মূল্যও দশ দিরহামের কম হতে পারে না।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদ রহ. এর মতে মোহরের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই বরং স্বামী-স্ত্রী যে বস্তুতে মতৈক্য হয়, সেটাই মোহর হতে পারে; তা দশ দিরহাম থেকে কম হোক বা বেশী। তারা দলিল পেশ করেন ওই সব হাদীস দ্বারা, যাতে রাসূল ﷺ লোহার আংটি এবং এক মুষ্ঠি যব বা খেজুর প্রদান করাকে সর্বনিম্ন মোহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হানাফীদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাবে বলা হয়, এ হাদীস ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, যখন বিবাহে মোহর দেওয়ার বিধান ছিল না বরং মোহর ছাড়াই বিবাহ জায়েয ছিল। অথবা তা مَهْر مُعَجَّل তথা নগদ মোহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ : اِنْ سُمِّيَ دُوْنَهَا

سُمِّيَ ক্রিয়াপদটি تَسْمِيَة মাসদার থেকে تَفْعِيْل অধ্যায়ের ماضى مجهول এর সীগাহ। যদি আকদে নিকাহের সময় দশ দিরহাম থেকে কম মোহর নির্ধারণ করে, তা হলে দশ দিরহামই আবশ্যক হবে আর দশ দিরহামের কম উল্লেখ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা শরী'আত ন্যূনতম মোহরের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা থেকে কম মোহর হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَالْمُسَمّٰى عِنْدَ الْوَطْئِ

প্রকাশ থাকে যে, মোহর বিবাহ বন্ধন দ্বারা ওয়াজিব হয়। তবে বিবাহোত্তর সহবাস বা শুদ্ধ নির্জনবাস বা স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যুবরণ– এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি দ্বারা মোহর সুদৃঢ় হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায়, সহবাস দ্বারা মোহর ওয়াজিব হয় না বরং পূর্বের ওয়াজিব মোহর পাকাপোক্ত হয়।

قَوْلُهُ وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ الخ

نِصْفُهُ শব্দটি اَلْمُسَمّٰى পদের উপর আতফ এবং তার দিকেই "ه" যমীরটি রাজে হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তা হলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আবার نِصْفُهُ এর যমীরটি عَشَرَة এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তখন অর্থ হবে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে দশ এর অর্ধেক পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে।

خَلْوَة صَحِيْحَة [শুদ্ধ নির্জনাবাস] এর পরিচয়

স্বামী-স্ত্রী দু'জন এমন জায়গায় সমবেত হবে যেখানে কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত বোধসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে না এবং তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কেউই সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। অথবা অন্ধকারের কারণে কেউই তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে না। সেইসঙ্গে স্বামীর জানা থাকতে হবে, এ মহিলাটি তার স্ত্রী এবং সহবাসের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এমন একান্ত নির্জনবাসকে خَلْوَة صَحِيْحَة বলা হয়।

اَلسُّؤَالُ : مَا هُوَ الْوَاجِبُ مِنَ الْمَهْرِ فِيْمَا اِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْوَطْيِ اَوْ بَعْدَهُ؟ بَيِّنِ الْمَسْئَلَةَ مُوْضِحَةً

প্রশ্ন : স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে অথবা পরে তালাক দিলে স্বামীর উপর কি পরিমাণ মোহর ওয়াজিব হবে? বিশদ বিবরণ দাও।

উত্তর : স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মোহর ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ–

* সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তা দু'অবস্থা হতে পারে। যথা–

(১) বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত থাকলে তার অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে।

(২) বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত না থাকলে, মোহরে মিসিলের অর্ধেক ওয়াজিব হবে।

* সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে আবার দু'অবস্থা হতে পারে। যথা–

(১) বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত থাকলে, স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর প্রদান করতে হবে।

(২) বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত না থাকলে, স্ত্রীকে পূর্ণ মোহরে মিসিল প্রদান করতে হবে।

* এখানে উল্লেখ্য যে, বিবাহ শুদ্ধ হলে উপরোক্ত চারটি অবস্থা প্রযোজ্য হবে। আর বিবাহ ফাসেদ হলে নিম্নোক্ত দু'অবস্থা প্রযোজ্য। যথা–

(১) সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে কোনো মোহর ওয়াজিব হবে না।

(২) সহবাসের পরে তালাক দিলে পূর্ণ মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

وَصَحَّ النِّكَاحُ بِلَاذِكْرِمَهْرٍ وَمَعَ نَفْيِهِ وَبِخَمْرٍ وَخِنْزِيْرٍ وَبِهٰذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَهُوَ خَمْرٌ وَبِهٰذَا الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ وَبِثَوْبٍ وَبِدَابَّةٍ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَهَا وَبِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَبِخِدْمَةِ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَهَا سَنَةً وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالْحُرِّ لِاَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا تَجِبُ الْخِدْمَةُ وَسَيَجِئُ **وَفِىْ تَزْوِيْجِ بِنْتِهِ اَوْ اُخْتِهِ مِنْهُ عَلٰى تَزْوِيْجِ بِنْتِهِ اَوْ اُخْتِهِ مِنْهُ مُعَاوَضَةً بِالْعَقْدَيْنِ** اَىْ صَحَّ النِّكَاحُ فِىْ صُوْرَةِ تَزْوِيْجِ بِنْتِهِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مُعَاوَضَةً يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ تَمْيِيْزًا اَوْ حَالًا عَنِ التَّزْوِيْجِ اَىْ حَالَ كَوْنِ التَّزْوِيْجِ تَعْوِيْضًا لِهٰذَا الْعَقْدِ بِذٰلِكَ الْعَقْدِ وَلِذٰلِكَ الْعَقْدِ بِهٰذَا **وَ لَزِمَ مَهْرُمِثْلِهَا فِى الْجَمِيْعِ عِنْدَ وَطْيٍ اَوْ مَوْتٍ** اِكْتَفٰى بِذِكْرِالْوَطِىِ وَلَمْ يَذْكُرِالْخَلْوَةَ لِاَنَّهُ اَرَادَ الْوَطْىَ حَقِيْقَةً اَوْ دَلَالَةً فَفِى الْخَلْوَةِ دَلَالَةُ الْوَطْىِ اِقَامَةً لِلدَّاعِىْ مَقَامَ الْمَدْعُوِّ وَ قَوْلُهُ اَوْ مَوْتٍ اَىْ مَوْتِ الزَّوْجِ اَوِ الزَّوْجَةِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَصَحَّ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ وَمَعَ نَفْيِهِ وَبِشَيْئٍ غَيْرِ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَبِمَجْهُوْلٍ جِنْسُهُ وَيَجِبُ مَهْرُالْمِثْلِ كَمَا مَرَّ اَوْ صِفَتُهُ فَالْوَسْطُ اَوْ قِيْمَتُهُ ۔

সহজ তরজমা

মোহর উল্লেখ ছাড়া অথবা মোহর অপনোদন করলেও বিবাহ সহীহ হবে এবং মদ ও শূকর মোহর নির্ধারণ করলেও বিবাহ সহীহ হবে। অথবা সিরকার এ মটকাটি মোহর ধার্য করল অথচ তা মদ কিংবা এ গোলামটি মোহর ধার্য করল অথচ সে স্বাধীন অথবা এমন কাপড় বা পশু মোহর ধার্য করল, যার জাত বর্ণনা করে নি অথবা কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং স্বাধীন স্বামী স্ত্রীর এক বছর খেদমত করাকে মোহর ধার্য করল, তা হলেও বিবাহ সহীহ হবে। গ্রন্থকার "স্বামী স্বাধীন হওয়া"-এর কয়েদ লাগিয়েছেন। কেননা যদি স্বামী গোলাম হয়, তা হলে তার জন্যে স্ত্রীর খেদমত করা ওয়াজিব হবে। এ মাসআলা অচিরেই সামনে আসবে। **আর নিজের কন্যা কিংবা বোনকে কারো নিকট এ শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, সে ব্যক্তিও বদল হিসেবে নিজ কন্যা ও বোনকে তার নিকটে বিবাহ দিবে দু'আকদের মাধ্যমে,** তা হলে নিজ কন্যা তার নিকট বিবাহ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিবাহ শুদ্ধ হবে। গ্রন্থকারের উক্তি مُعَاوَضَة পদটি تَزْوِيْج পদ থেকে تَمْيِيْز বা حَال হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ দেওয়া হবে এমন অবস্থায় যে, এ বন্ধনের জন্যে ওই বন্ধন এবং ওই বন্ধনের জন্যে এ বন্ধন বিনিময় হবে। **এ সকল অবস্থায় স্ত্রীর মোহরে মিছিল আবশ্যক হবে সহবাসের সময় অথবা মৃত্যুর সময়।** এখানে মুসান্নিফ রহ. শুধু সহবাসের বিষয়টি উল্লেখ করার উপর সমাপ্ত করেছেন আর খলওয়াতের কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা তিনি وَطْى শব্দ দ্বারা প্রকৃত সহবাস অথবা ইঙ্গিতগত সহবাস উদ্দেশ্যে নিয়েছেন আর খলওয়াতের

মধ্যে ইঙ্গিতগত সহবাস বিদ্যমান রয়েছে। (কেননা তার মধ্যে সহবাসের দাবি পাওয়া যায়।) আর অনেক সময় دَاعِى টি [দাবিদার] مَدْعُو [দাবিকৃত বস্তু] এর স্থলবর্তী হয়। আর গ্রন্থকারের উক্তি اَوْ مَوْتٍ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু। মুখতাসার বেকায়ার ভাষ্য হল, মোহর উল্লেখ ছাড়া এবং মোহর অপনোদন করলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। মূল্যহীন বস্তু এবং জাত অজ্ঞাত বস্তু মোহর ধার্য করলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং এতে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যেমন, পূর্বে মতনে অতিবাহিত হয়েছে। আর গুণ অজ্ঞাত বস্তু মোহর ধার্য করলে মধ্যম ধরনের মাল অথবা তার মূল্য দিতে হবে [অর্থাৎ যে বস্তুর গুণ অজ্ঞাত তা মোহর ধার্য করলেও বিবাহ সহীহ হবে এবং মধ্যম ধরনের মাল অথবা তার মূল্য ওয়াজিব হবে]।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ الخ

বিবাহ বন্ধনের সময় মোহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্যে মোহর উল্লেখ করা শর্ত নয়। তার দলিল এ আয়াত–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً

এতে মোহর নির্দিষ্ট করার পূর্বে তালাক প্রদানের বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর বিবাহ সংঘটিত হওয়া ছাড়া তালাক হতে পারে না। এ থেকে অনুমিত হয়, মোহর উল্লেখ এবং নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে, যা মোহর উল্লেখ না করা এবং মোহর অপনোদন করা উভয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন বিবাহ এতদুভয় অবস্থায়ই বৈধ আছে, তখন এমন অবস্থায়ও বিবাহ শুদ্ধ হবে, যখন মূল্যহীন কোনো বস্তুকে মোহর ধার্য করা হয়, যেমন– মদ, শূকর ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যখন মূল্য অজ্ঞাত কোনো বস্তুকে মোহর ধার্য করা হয় যেমন– সাধারণ কাপড় বা চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি। তদ্রূপ যখন মূল্যযোগ্য নয় এমন বস্তুকে মোহর ধার্য করা হয়, যেমন– কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। এ সকল সূরতে বিবাহ শুদ্ধ হবে, তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : بِهٰذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ الخ

دَنٌّ শব্দের দালে যবর, নূনে তাশদীদযুক্ত। অর্থ, কাঁচা বা পোড়া মাটির কলস। এ কয়েদটি ইত্তেফাকী বা আকস্মিক। উদ্দেশ্য হল, মোহর উল্লেখ করে যদি কোনো হারাম বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তা হলেও বিবাহ সহীহ হবে এবং মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ تَزْوِيْجِ بِنْتِهٖ الخ

এ বিবাহকে نِكَاحِ شِغَار বা বদলী বিবাহ বলা হয়। شِغَار শব্দের অর্থ– খালি হওয়া, মুক্ত হওয়া। যেমন, বাদশাহ বিহীন শহরকে بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ বলা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হল, এক ব্যক্তি নিজের কন্যা বা বোনকে অন্য পুরুষের নিকট এ শর্তে বিবাহ দিবে যে, সে ব্যক্তিও নিজ কন্যা বা বোনকে তার নিকট বিবাহ দিবে আর এই বন্ধন ওই বন্ধনের জন্যে মোহর বা বিনিময় গণ্য হবে।

হানাফীদের মতে এ বিবাহ সহীহ হবে এবং নামকরণ ফাসেদ হবে। তাই মোহরে মিছিল আবশ্যক হবে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে এ বিবাহ সম্পূর্ণ বাতিল। যেমন– সিহাহ সিত্তায় হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ শিগার করতে নিষেধ করেছেন আর নিষেধাজ্ঞার চাহিদা হল مَنْهِى عَنْهُ

তথা "নিষিদ্ধ বস্তু" ফাসেদ হওয়া। অন্য এক হাদীসে আছে, لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ তথা ইসলামে শিগার বিবাহের অবকাশ নেই।

হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদীছদ্বয়ের জবাবে বলা হয়, نَهْى এর সম্পর্ক মূলত শিগার নাম ও তার মর্মার্থে সাথে অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন মোহর থেকে খালি হওয়া এবং যৌনাঙ্গ উপভোগকে মোহর ধার্য করাকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আমরাও এ ধরনের শিগার অবৈধ বলে থাকি; কিন্তু তাতে মূল বিবাহ বলবৎ থাকবে। তবে যে বস্তু মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তা মোহর ধার্য করার কারণে মোহরে মিছিল হবে। যেমন : মদ ও মৃতজন্তু মোহর ধার্য করলে মেহরে মিছিল ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ : اِكْتَفٰى بِذِكْرِ الْوَطْيِ الخ

এ বাক্য দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল– যেমনি সহবাস এবং স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যুর দ্বারা মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়, তেমনি خَلْوَة صَحِيْحَة বা শুদ্ধ নির্জনবাস দ্বারাও ওই মোহর ওয়াজিব হয়। তা হলে এখানে গ্রন্থকার নির্জনবাসের কথা উল্লেখ করেন নি কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর শারেহ রহ. বলেন, মুসান্নিফ রহ. وَطْى শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, প্রকৃত সহবাস হোক চাই বিধানগত সহবাস হোক। আর বিধানগত সহবাসের মধ্যে নির্জনবাসও অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে শুধু وَطْى শব্দের উল্লেখ করাকেই মুসান্নিফ রহ. যথেষ্ট মনে করেছেন।

نِكَاح شِغَار বা বদলী বিবাহের একটি সূরত ঃ

উদাহরণস্বরূপ মুজিবুর রহমান তার কন্যাকে বিবাহ দিল জিয়াউর রহমানের কাছে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, জিয়াউর রহমান তার কন্যাকে বিবাহ দিবে মুজিবুর রহমানের নিকট এবং এক বিবাহ অপর বিবাহের মোহর বিবেচিত হবে অর্থাৎ মুজিবুর রহমানের কন্যার মোহর হবে জিয়াউর রহমানের কন্যার بُضْع আবার জিয়াউর রহমানের কন্যার মোহর হবে মুজিবুর রহমানের কন্যার بُضْع

وَجْهُ تَسْمِيَةِ النِّكَاحِ بِالشِّغَارِ (বদলী বিবাহকে نِكَاح شِغَار বলে নাম করণের কারণ) ঃ

(১) رَفْع বা উত্তোলন করার অর্থে নাম করণের কারণ হল, যেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ মিলে বিবাহ থেকে মোহর উত্তোলন বা উঠিয়ে দিয়েছে। এজন্য এ বিবাহকে نِكَاح شِغَار বলা হয়েছে।

(২) اِخْلَاء বা মুক্ত করার অর্থে নামকরণের কারণ হল, উল্লেখিত বদলী বিবাহ যেহেতু মোহরমুক্ত এজন্য এ বিবাহকে نِكَاح شِغَار বলা হয়েছে।

(৩) بُعْد বা দূরে চলে যাওয়ার অর্থে নামকরণের কারণ হল, স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ প্রকৃত মোহর বিহীন বিবাহ সম্পাদন করে সত্য ও সঠিক পথ থেকে দূরে চলে গেছে এবং বিচ্যুত হয়েছে। তাই এ বিবাহকে نِكَاح شِغَار বলে নাম করণ করা হয়েছে।

حُكْمُ نِكَاحِ الشِّغَارِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ (ইমামগণের মতে نِكَاح شِغَار এর বিধান) ঃ

(১) হানাফীদের মতে এ ধরনের বদলী বিবাহ বা نِكَاح شِغَار শুদ্ধ হবে। নাম করণ ফাসেদ বলে গণ্য হবে আর উভয় মহিলার প্রত্যেকের জন্য মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

(২) ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে نِكَاح شِغَار বা বদলী বিবাহের উভয় বিবাহই সম্পূর্ণ বাতিল।

দলিল নিম্নরূপ

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে শিগারের কোনো স্থান নেই।

(২) عَنْ جَابِرٍ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. نِكَاح شِغَار থেকে নিষেধ করেছেন।

وَمُتْعَةٌ لَا تَزِيْدُ عَلٰى نِصْفِهٖ وَلَاتَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةٍ اَىْ لَا تَزِيْدُ عَلٰى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا تَنْقُصُ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ **وَتُعْتَبَرُ بِحَالِهٖ فِى الصَّحِيْحِ** لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ ... اَلْاٰيَةَ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ تُعْتَبَرُ بِحَالِهَا **وَهِىَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الْوَطْىِ وَالْخَلْوَةِ** اَىْ فِى الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ وَهِىَ قَوْلُهٗ بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ **وَفِىْ خِدْمَةِ الزَّوْجِ الْعَبْدِ لَهَا هِىَ** اَىْ تَجِبُ هِىَ يَعْنِى الْخِدْمَةُ فِى النِّكَاحِ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ الْعَبْدِ لَهَا **وَلِلْمُفَوِّضَةِ مَا فُرِضَ لَهَا اِنْ وُطِيَتْ اَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمُتْعَةُ اِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْوَطْىِ** اَلْمُفَوِّضَةُ هِىَ الَّتِىْ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ اَوْ عَلٰى اَنْ لَا مَهْرَلَهَا ثُمَّ اِنْ تَرَاضَيَا عَلٰى مِقْدَارٍ فَلَهَا ذٰلِكَ الْمَفْرُوْضُ اِنْ وَطِيَهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمُتْعَةُ اِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْىِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ لَهَا نِصْفُ الْمَفْرُوْضِ ـ

সহজ তরজমা

এমনিভাবে মুত'আ আবশ্যক হবে– যা তার অর্ধেকের বেশী হবে না এবং পাঁচ থেকে কমও হবে না অর্থাৎ মেহরে মিছিলের অর্ধেকের বেশী হবে না এবং পাঁচ দিরহামের কমও হবে না। **সহীহ্ মতে স্বামীর অবস্থা অনুপাতে মুত'আ বিবেচ্য হবে।** কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– ধনী পুরুষের উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র পুরুষের উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী (মুত'আ) আবশ্যক হবে।

ইমাম কারখী রহ. এর মতে স্ত্রীর অবস্থা অনুপাতে মুত'আ বিবেচ্য হবে। **মুত'আ হল– জামা, ওড়না এবং চাদর প্রদান করা– যখন সহবাস এবং নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দিবে** অর্থাৎ উল্লিখিত সকল অবস্থায়, যা গ্রন্থকারের উক্তি بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। **গোলাম স্বামীর খেদমত করাকে মোহর ধার্য করলে স্ত্রীর জন্যে সেটাই ওয়াজিব হবে** অর্থাৎ বিবাহে গোলাম স্বামীর খেদমত করা মোহর স্থির করলে স্বামীর উপর স্ত্রীর খেদমত করা আবশ্যক হবে। **স্বামীর নিকট নিজেকে সোপর্দকারিণী মহিলার জন্যে তার নির্ধারিত মোহর ওয়াজিব হবে যদি তার সাথে সঙ্গম করা হয়ে থাকে অথবা তার স্বামী মারা যায়। আর যদি সঙ্গমের পূর্বে তাকে তালাক প্রদান করা হয়, তা হলে মুত'আ দেওয়া ওয়াজিব হবে।** مُفَوِّضَة বলা হয় ওই মহিলাকে, যে মোহর উল্লেখ ব্যতীত নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে অথবা তার জন্যে কোনো মোহর নেই– এ কথার উপর নিজেকে বিবাহ দেয়। তারপর যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জন কোনো পরিমাণের উপর মতৈক্য হয়ে যায়, তা হলে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ তার জন্যে আবশ্যক হবে যদি স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে বা মৃত্যুবরণ করে। আর যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে মুত'আ আবশ্যক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে স্ত্রীর জন্যে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। এটাই ইমাম শাফিঈ রহ. এর অভিমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمُتْعَةٌ لَا تَزِيْدُ الخ

এটা গ্রন্থকারের উক্তি مَهْرُ مِثْلِهَا এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত অবস্থা সমূহে মুতআ ওয়াজিব হবে যখন সহবাস কিংবা একান্ত নির্জনবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

এ আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হচ্ছে, মুত'আ কেবল এক অবস্থায় ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর তা হল– যখন স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে এবং মোহর নির্ধারিত থাকবে না, তখন মুত'আ আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে যদি মোহর নির্ধারিত হয়, তবে তা সর্ববিবেচনায় ফাসেদ হয়, তা হলেও মুত'আ ওয়াজিব হবে। এ ছাড়া সকল অবস্থায় মুত'আ মুস্তাহাব হবে। উল্লেখ্য, مُتْعَة শব্দের মীমে পেশ হবে। যেহেতু স্ত্রীকে মুত'আ এ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, যাতে সে তা দ্বারা একটু মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তাই একে مُتْعَة নামে অভিহিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : تُعْتَبَرُ بِحَالِهَا الخ

স্ত্রীকে মুত'আ আদায় করার ব্যাপারে স্বামীর অবস্থা বিবেচ্য হবে। যদি স্বামী ধনী হয়, তা হলে উচ্চ মূল্য দ্বারা মুত'আ প্রদান করবে। আর যদি স্বামী দরিদ্র হয়, তা হলে সে তার সাধ্যমতে মুত'আ প্রদান করবে। ইমাম কারখী রহ. এর মতে, মুত'আ প্রদানের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থার বিবেচনা করা হবে। যাতে বিচ্ছেদের সময় কষ্টের স্থলে স্ত্রীর একটু সান্ত্বনা লাভ হয়। ইমাম খাসসাফ রহ. বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ধর্তব্য করা উচিত। যদি উভয়ে ধনী হয়, তা হলে উন্নত টেকসই কাপড় প্রদান করবে। যদি উভয়ে দরিদ্র হয়, তা হলে কম মূল্যের আর যদি একজন ধনী এবং অপরজন দরিদ্র হয়, তা হলে মধ্যম মানের কাপড় প্রদান করবে।

قَوْلُهُ : فِىْ خِدْمَةِ الزَّوْجِ

যদি স্বামী গোলাম হয় এবং স্ত্রীর খেদমত করাকে মোহর হিসেবে উল্লেখ করে, তা হলে স্বামীর উপর স্ত্রীর খেদমত করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : لَهَا نِصْفُ الْمَفْرُوْضِ

مَفَوَّضَة বলা হয় ওই মহিলাকে, যে মোহর উল্লেখ ব্যতীত অথবা তার জন্যে কোনো মোহর নেই– এ কথার উপর নিজেকে বিবাহ দেয়। যদি সহবাসের পূর্বে مُفَوَّضَة স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা হয়, তা হলে বিবাহ বন্ধনের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যে পরিমাণ মোহরের উপর মতৈক্য হয়েছে, তার অর্ধেক স্ত্রী পাবে। এটা হল আবূ ইউসুফ এবং ইমাম শাফিঈ রহ. এর মত। আর আহনাফের অভিমত হল, এ ধরনের বিবাহে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এ কারণেই সহবাস অথবা স্বামী-স্ত্রী একজনের মৃত্যুর পর মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। অদ্রুপ বিবাহ বন্ধনের পর নির্দিষ্ট করাও তারই স্থলবর্তী হবে। আর মোহরে মিছিল অর্ধেক হতে পারে না। তাই সহবাসের পূর্বে مُفَوِّضَة স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে মুত'আ প্রদান করা হবে; নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক নয়।

وَمَا زِيْدَ عَلَى الْمَهْرِ يَجِبُ وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْيِ وَصَحَّ حَطُّهَا عَنْهُ اَىْ حَطُّ الْمَرْاَةِ عَنِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَفْعُوْلَ الْحَطِّ لِيَدُلَّ عَلَى الْعُمُوْمِ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ فُلَانٌ يُعْطِىْ وَيَمْنَعُ فَيَدُلُّ عَلٰى حَطِّ كُلِّ الْمَهْرِ وَبَعْضِهٖ وَالزِّيَادَةِ فِىْ صُوْرَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ **وَخَلْوَةٌ بِلَا مَانِعِ وَطْيٍ حِسًّا اَوْ شَرْعًا اَوْ طَبْعًا كَمَرَضٍ يَمْنَعُ الْوَطْىَ** هٰذَا نَظِيْرُ الْمَانِعِ الْحِسِّىِّ **وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَاِحْرَامٍ بِفَرْضٍ اَوْنَفْلٍ** هٰذَا نَظِيْرُ الْمَانِعِ الشَّرْعِىِّ **وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ** هٰذَا نَظِيْرُ الْمَانِعِ الطَّبْعِىِّ وَلَا يَضُرُّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَانِعُ الشَّرْعِىُّ مَوْجُوْدًا فِيْهَا **تُؤَكِّدُهٗ** اَىْ تُؤَكِّدُ الْمَهْرَ فَخَلْوَةٌ مُبْتَدَاٌ وَتُؤَكِّدُهٗ خَبَرُهٗ .

সহজ তরজমা

নির্ধারিত মোহরের উপর যা কিছু বৃদ্ধি করা হবে, তা ওয়াজিব হবে এবং সহবাসের পূর্বে তালাকের দ্বারা তা রহিত হয়ে যাবে। আর স্বামীর উপর থেকে স্ত্রীর মোহর হ্রাস করে দেওয়া বৈধ হবে। গ্রন্থকার حَطٌّ পদের مَفْعُوْل উল্লেখ করেন নি, যেন তা ব্যাপকতার প্রতি নির্দেশ করে। যেমন : (কারো বদান্যতা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) বলা হয়, فُلَانٌ يُعْطِىْ وَيَمْنَعُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি প্রদান করে (কল্যাণকর বস্তু) এবং বিরত রাখে (অকল্যাণকর বস্তু থেকে)। সুতরাং حَطٌّ শব্দটি সম্পূর্ণ মোহর বাদ দেওয়া বা আংশিক মোহর হ্রাস করা বা নির্ধারিত মোহরের উপর বৃদ্ধির অবস্থায় বর্ধিত অংশকে কমিয়ে দেওয়া সকল অবস্থাই বুঝায়। **সহবাসের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া নির্জনবাস, চাই অনুভূতিগত অথবা শরী'আতগত বা স্বভাবগত প্রতিবন্ধকতা হোক। যেমন, অসুস্থতা সহবাসে বাধা দান করে–** এটা অনুভূতিগত প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ। **রমযানের রোযা অথবা ফরয বা নফল ইহরাম,** এটা শরী'আতগত বাধার উদাহরণ। **আর ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর রক্তস্রাব–** এটা স্বভাবগত প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ। হায়েয ও নেফাসের মধ্যে শরয়ী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই। **(এমন নির্জনবাস) তাকে সুদৃঢ় করে** অর্থাৎ মোহরকে সুদৃঢ় করে। خَلْوَةٌ শব্দটি مُبْتَدَا ও تُؤَكِّدُهٗ ক্রিয়াপদটি তার খবর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ

যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে বৃদ্ধিকৃত অংশ ওয়াজিব হবে না বরং তালাকের দ্বারা তা রহিত হয়ে যাবে –এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মত। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে স্বামী-স্ত্রী মিলে যা বৃদ্ধি করে, সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে বৃদ্ধিকৃত মোহরের অর্ধেক আবশ্যক হবে। ইমাম আবূহানীফা রহ.-এর দলীল হল আল্লাহর বাণী– فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ অর্থাৎ বিয়ের সময় যা নির্ধারিত হয়েছিল সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে তার অর্ধেক ওয়াজিব হবে। কেননা فَرْض শব্দ দ্বারা সাধারণত বিবাহের সময়ের ধার্যকেই বুঝানো হয়।

قَوْلُهُ : وَصَحَّ حَطُّهَا ঃ স্ত্রী যদি স্বামী থেকে মোহর হ্রাস করে দেয়, তা শরী'অতে দুরস্ত হবে; যদিও সমস্ত মোহরই বাদ দিয়ে দেয়। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর এ হ্রাস করাকে গহণ না করে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে মোহর স্বামীর দায়িত্বে থেকে যাবে।

قَوْلُهُ : وَخَلْوَةٌ بِلَا مَانِعٍ ঃ এখানে সহবাস ব্যতীত মোহর আবশ্যক হওয়া প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এর বিবরণ এই যে, যদি স্বামী-স্ত্রী নির্জনবাস করে এবং তাদের মধ্যে সহবাসের প্রতিবন্ধক কোনো বস্তু না থাকে, চাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা শরী'অতগত বা স্বভাবগত বাধা হোক, তা হলে خَلْوَت দ্বারাই মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা সাধারণত নির্জনবাস সহবাসের দিকে ধাবিত করে। আর সহবাসের ব্যাপারটি অপ্রকাশ্য, তাই خَلْوَة কে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে। তা ছাড়া স্ত্রী নির্জনবাসের মাধ্যমে নিজেকে স্বামীর নিকট সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিয়েছে। সুতরাং তার বদল তথা মোহরও পূর্ণ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর ওড়না খুলেছে এবং তার প্রতি তাকিয়েছে, এখন তার উপর মোহর ওয়াজিব হয়ে গেছে। চাই তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। চার ইমামের ঐক্যমতে এর উপরই ফাতওয়া।

اَلسُّوَالُ : وَمَا زِيْدَ عَلَى الْمَهْرِ يَجِبُ وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْئِ وَصَحَّ حَطُّهَا عَنْهُ ـ اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ حَقَّ الْاِيْضَاحِ

প্রশ্ন : "আর নির্ধারিত মোহরের উপর যে পরিমাণ বর্ধিত করা হবে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে এবং যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তাহলে বর্ধিত পরিমাণটুকু বাদ পড়ে যাবে। আর স্ত্রীর জন্য স্বামীর দায়িত্ব থেকে মোহর বাদ দেওয়া বৈধ"– মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

উত্তর : বিবাহ সম্পাদনের পর স্বামী যদি পূর্ব নির্ধারিত মোহর অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার প্রস্তাব করে এবং স্ত্রী মজলিসেই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে হানাফীদের মতে স্বামীর উপর মোহরের অতিরিক্ত অংশ প্রদান করা আবশ্যক হবে।

আর ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম যুফার রহ.-এর মতে বর্ধিতকরণ বৈধ নয় এবং তা প্রদান করাও আবশ্যক নয়।

তাদের দলিল ঃ অতিরিক্ত অংশটুকু একটি পৃথক 'দান'। মূল বিবাহ চুক্তির সাথে তা সংযুক্ত হতে পারে না। হ্যাঁ, স্ত্রী অতিরিক্ত অর্থ-কড়ির প্রস্তাব মজলিসেই গ্রহণ করলে স্বতন্ত্র দান স্বরূপ তার মালিকানা লাভ করবে। আর গ্রহণ না করলে মালিকানাও লাভ করবে না।

হানাফীদের দলিল

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

"তোমরা নির্ধারিত মোহরের পরে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করলে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা শাব্বীর আমহাদ উসমানী রহ.।

মোটকথা, মোহর নির্ধারণের পর কিছু বৃদ্ধি করলে তা বৈধ হবে এবং বর্ধিত অংশ স্ত্রীকে প্রদান করা আবশ্যক হবে। এরপর যদি বর্ধিত করার পর তালাক দেয়, তাহলে মূল মোহরের অর্ধেক প্রদানের সাথে সাথে বর্ধিত অংশেরও অর্ধাংশ প্রদান করতে হবে কি না– এ ব্যাপারে হানাফীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

(১) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন: বর্ধিত করার পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মূল মোহরের সাথে সাথে বর্ধিত অংশেরও অর্ধেক প্রদান করতে হবে। যেমন– মূল মোহর ৩০ টাকা, বর্ধিত মোহর ১০ টাকা। তাহলে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীকে ২০ টাকা প্রদান করতে হবে।

(২) ইমাম আবূ হানীফা রহ. মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে বর্ধিত করার পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মূল মোহরের সাথে সাথে বর্ধিত অংশের অর্ধেক প্রদান করতে হবে না বরং শুধু নির্ধারিত মূল মোহরের অর্ধেক প্রদান করবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে স্বামী-স্ত্রীকে ১৫ টাকা প্রদান করবে। কারণ, تَنْصِيْفُ مَهْر বা মোহরের অর্ধেক করা বিবাহকালীন নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য। পরবর্তীতে নির্ধারণকৃত মোহরের জন্য প্রযোজ্য নয়। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের কিছু অথবা সম্পূর্ণ হ্রাস করে দেয়, তাহলে তাও বৈধ হবে। কেননা মোহর তার অধিকারভুক্ত বস্তু। আর বিবাহ প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে হ্রাস করা তার ক্ষমতার পরিধিভুক্ত। সুতরাং হ্রাস করাও জায়েয হবে।

وَاعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَلْوَةِ اِجْتِمَاعُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ مَعَهُمَا عَاقِلٌ فِىْ مَكَانٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ اِذْنِ هِمَا اَوْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ لِلظُّلْمَةِ وَيَكُوْنُ الزَّوْجُ عَالِمًا بِاَنَّهَا اِمْرَاَتُهٗ **كَخَلْوَةِ مَجْبُوْبٍ اَوْعِنِّيْنٍ اَوْخَصِيٍّ اَوْ صَائِمٍ قَضَاءً فِى الْاَصَحِّ وَنَذْرًا فِىْ رِوَايَةٍ وَمَعَ اِحْدَى الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا وَالصَّلٰوةُ كَالصَّوْمِ فَرْضًا وَنَفْلًا** اَىْ لَا تَكُوْنُ الْخَلْوَةُ صَحِيْحَةً مَعَ الصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ كَمَا فِى الصَّوْمِ الْمَفْرُوْضِ وَتَكُوْنُ صَحِيْحَةً مَعَ صَلٰوةِ النَّفْلِ كَمَا فِىْ صَوْمِ النَّفْلِ **وَتَجِبُ الْعِدَّةُ فِى الْكُلِّ اِحْتِيَاطًا** اَىْ فِىْ جَمِيْعِ مَا ذُكِرَ مِنْ اَقْسَامِ الْخَلْوَةِ سَوَاءٌ وُجِدَ الْمَانِعُ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهٖ اَوْ لَمْ يُوْجَدْ ـ

সহজ তরজমা

জেনে রেখ, خَلْوَت দ্বারা উদ্দেশ্য হল– স্বামী-স্ত্রী এমনভাবে একত্রিত হওয়া যে, তাদের সাথে কোনো বুঝমান লোক থাকবে না এবং তারা এমন স্থানে থাকবে, যেখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ তাদের সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না অথবা অন্ধকারের কারণে কেউ তাদের ব্যাপারে অবহিত হবে না। আর স্বামী এ সম্পর্কে অবগত থাকবে যে, সে তার স্ত্রী। **যেমন– লিঙ্গ কর্তিত পুরুষত্বহীন বা খাসীকৃত [নপুংসক] স্বামীর নির্জনাবাস অথবা বিশুদ্ধতম মতানুসারে কাযা রোযা পালনকারীর সাথে এবং এক বর্ণনা মতে মানতের রোযা আদায়কারীর সাথে নির্জনাবাস শুদ্ধ হবে। আর পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটির কোনো একটির সাথে خَلْوَت শুদ্ধ হবে না। নামায রোযার মতো ফরয ও নফল হওয়ার বিবেচনায়** অর্থাৎ ফরয নামাযের সাথে خَلْوَت শুদ্ধ হবে না। যেমনি ফরয রোযার ক্ষেত্রে خَلْوَت শুদ্ধ হয় না। নফল নামাযের সাথে خَلْوَت শুদ্ধ হবে। যেমনি নফল রোযার ক্ষেত্রে خَلْوَت শুদ্ধ হয় **এ সকল সূরতে সতর্কতাবশত ইদ্দত ওয়াজিব হবে** অর্থাৎ خَلْوَت এর উপরিউক্ত সকল প্রকারে। চাই প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যাক, যেমন– অসুস্থতা ইত্যাদি অথবা না পাওয়া যাক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : خَلْوَةُ مَجْبُوْبِ الخ : মুসান্নিফ রহ. এখানে خَلْوَة এর এমন কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যা ত্রুটিপূর্ণ; তথাপি তা সহীহ হয় এবং পূর্ণ মোহর ওয়াজিব করে। যেমন : مَجْبُوْب তথা লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি। তার পক্ষে স্ত্রীসহবাস সম্ভব না হলেও তার নির্জনবাস সহীহ হবে। عِنِّيْن তথা যৌন অক্ষম ব্যক্তি– যার পুরুষাঙ্গ আছে বটে, তবে তা কামোত্তেজনায় বিস্তীর্ণ হয় না; তার নির্জনবাসও শুদ্ধ হবে। তদ্রুপ خَصِيٌّ তথা যার অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয়েছে, তার خَلْوَة শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা কাযা করছে, তার সাথে خَلْوَة সহীহ হবে। এ সকল অবস্থায় পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। তবে خَمْسَة مُتَقَدِّمَة অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত পাঁচটি কারণের যে কোনো একটি পাওয়া গেলে خَلْوَة সহীহ হবে না। যেমন– অসুস্থতা, রমাযানের রোযা, হজ্বের ইহরাম, হায়েয ও নেফাস।

قَوْلُهٗ : تَجِبُ الْعِدَّةُ فِى الْكُلِّ الخ : خَلْوَة এর যাবতীয় প্রকারে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। চাই خَلْوَة সহীহ হোক, যাতে পূর্ণ মোহর আবশ্যক হয় অথবা خَلْوَة ফাসিদ হোক, যাতে মোহর আবশ্যক হয় না। উভয় অবস্থায় সতর্কতার জন্যে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কেননা সহবাস অপ্রকাশ্য। তাই নির্জনবাসকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত ধরে নেওয়া হয়েছে; যেন মহিলার রেহেম সন্তানমুক্ত হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।

وَ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمُطَلَّقَةٍ لَمْ تُوطَأْ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ سِوَاهَا إِلاَّ لِمَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ وَطُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْيٍ اَلْمُطَلَّقَاتُ اَرْبَعٌ مُطَلَّقَةٌ لَمْ تُوطَأْ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ فَتَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ وَمُطَلَّقَةٌ لَمْ تُوطَأْ وَقَدْ يُسَمّٰى لَهَا مَهْرٌ فَهِيَ الَّتِيْ لَمْ تُسْتَحَبَّ لَهَا الْمُتْعَةُ وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَسُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَهَاتَانِ تُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْمُتْعَةُ فَالْحَاصِلُ اَنَّهُ إِذَا وَطِيَهَا تُسْتَحَبُّ لَهَا الْمُتْعَةُ سَوَاءٌ سُمِّيَ لَهَا مَهْرًا اَوْلاَ لِاَنَّهُ اَوْ حَشَهَا بِالطَّلَاقِ بَعْدَ مَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبُضْعُ فَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْوَاجِبِ وَهُوَ الْمُسَمّٰى فِيْ صُوْرَةِ التَّسْمِيَةِ وَمَهْرَ الْمِثْلِ فِيْ صُوْرَةِ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَاِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَفِيْ صُوْرَةِ التَّسْمِيَةِ تَاْخُذُ نِصْفَ الْمُسَمّٰى مِنْ غَيْرِ تَسْلِيْمِ الْبُضْعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا شَيْئٌ اٰخَرُ وَفِيْ صُوْرَةِ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِاَنَّهَا لَمْ تَاْخُذْ شَيْئًا وَابْتِغَاءُ الْبُضْعِ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْمَالِ ـ

সহজ তরজমা

অদ্রুপ ওই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুত'আ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যার সাথে সঙ্গম করা হয় নি এবং তার মোহরও নির্দিষ্ট করা হয় নি। তাকে ছাড়া অন্য মহিলাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যার জন্যে মোহর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়েছে (তাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাবও নয়)। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা চার প্রকার : ১. এমন তালাকপ্রাপ্তা– যার সাথে সঙ্গম করা হয় নি এবং তার জন্যে মোহরও নির্দিষ্ট করা হয় নি, তাকে মুত'আ দেওয়া ওয়াজিব হবে। ২. এমন তালাকপ্রাপ্তা– যার সাথে সঙ্গম করা হয় নি, তবে তার জন্যে মোহর নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব নয়। ৩. এমন তালাকপ্রাপ্তা– যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং তার মোহর নির্দিষ্ট করা হয় নি। ৪. এমন তালাকপ্রাপ্তা– যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং তার মোহর নির্দিষ্ট করা হয়েছে; এ দুজনকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব। সারকথা, যদি স্ত্রীর সাথে রমনে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে তাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব; চাই তার মোহর নির্ধারণ করুক বা না করুক। কেননা স্ত্রী مَعْقُوْد عَلَيْهِ (যার উপর বন্ধন সম্পাদিত হয়েছে) তথা যৌনাঙ্গ স্বামীর নিকট অর্পণ করার পর স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তার সাথে বর্বর আচরণ করেছে। তাই ওয়াজিব পরিমাণ থেকে কিছু অতিরিক্ত দেওয়া মুস্তাহাব হবে। ওয়াজিব পরিমাণ হল মোহর নির্ধারণ করার সূরতে নির্ধারিত মোহর আর মোহর নির্ধারণ না করার সূরতে মোহর মিছিল। এমনিভাবে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তবে মোহর নির্ধারণের সময় সে যৌনাঙ্গ অর্পণ করা ব্যতীত নির্ধারিত অর্ধ মোহর গ্রহণ করবে, তখন তাকে অন্য কিছু দেওয়া মুস্তাহাব হবে না। আর মোহর নির্ধারণ না করার সময় মুতআ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা সে কোনো কিছুই গ্রহণ করে নি আর যৌনাঙ্গের অনুসন্ধান মাল থেকে পৃথক হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمُطَلَّقَةٍ الخ

এখানে مُطَلَّقَة শব্দ দ্বারা ওই মহিলা বাদ পড়ে গেছে, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। কেননা তার জন্যে মুতআর বিধান নেই। কারণ, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্যে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। আর যদি মোহর নির্ধারিত না থাকে তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তাই তাকে মুত'আ দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, মুত'আ দেওয়া না দেওয়ার বিবেচনায় তালাকপ্রাপ্তা মহিলা চার প্রকার:

১. ওই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, বিয়ের সময় যার মোহর নির্দিষ্ট করা হয় নি এবং তার সাথে সহবাসও করা হয় নি, এর পূর্বেই তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তা হলে তাকে মুত'আ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কেননা সে কোনো বিনিময় গ্রহণ করে নি, অথচ বিয়ে মাল ছাড়া শুদ্ধ হয় না।

২. ওই তালাকপ্রাপ্তা, বিয়ের সময় যার মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক প্রদান করা হয়েছে। তাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাবও নয়। কেননা সে যৌনাঙ্গ স্বামীর নিকট সোপর্দ করা ব্যতীতই অর্ধেক মোহর পাবে।

৩. ওই তালাকপ্রাপ্তা, যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে; কিন্তু তার মোহর নির্ধারণ করা হয় নি, তাকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব হবে।

৪. ওই তালাকপ্রাপ্তা, যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং তার মোহর নির্ধারিত আছে, তাকেও মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব হবে। শারেহ রহ. فَهَاتَانِ تَسْتَحِبُّ لَهُمَا الْمُتْعَةُ বাক্য দ্বারা শেষের এ দু'-প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ اَنَّهُ إِذَا وَطِيَهَا الخ

উপরিউক্ত চার প্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বিধানের সারকথা হল, শুধু সহবাসকৃত স্ত্রীকে মুত'আ দেওয়া মুস্তাহাব, তার মোহর নির্ধারিত হোক বা না হোক। অন্যথায় স্ত্রী সহবাসকৃতা না হলে এবং তার মোহর নির্ধারিত না থাকলে, তাকে মুত'আ দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি মোহর নির্ধারিত থাকে, তা হলে তাকে মুত'আ দেওয়া আবশ্যকও নয় এবং মুস্তাহাবও নয়।

قَوْلُهُ : لِاَنَّهُ اَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ الخ

এখানে শরী'অতে মুত'আর হুকুমের উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার প্রতি বর্বর আচরণ করেছে। এ ছাড়া সহবাসের পরে তালাক সাধারণত স্ত্রীর সংসার বিচ্ছেদের বেশী কষ্ট হয়ে থাকে। এ কারণে ওয়াজিব পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত কিছু মুত'আ হিসেবে স্ত্রীকে দিতে শরী'অত আদেশ করেছে।

وَاِنْ قَبَضَتْ اَلْفًا سُمِّىَ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ فَطُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْيٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ لِاَنَّهَا قَبَضَتْ تَمَامَ الْمُسَمّٰى وَلَمْ يَجِبْ اِلَّا النِّصْفُ فَتَرُدُّهُ النِّصْفَ وَالْاَلْفُ الَّذِىْ وَهَبَتْهُ لَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ اَنَّهُ اَلْفُ الْمَهْرِ لِاَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنُ فِى الْعُقُوْدِ وَالْفُسُوْخِ **وَاِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ اَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ اَوْ مَا بَقِىَ اَوْ وَهَبَتْ عَرَضَ الْمَهْرِ قَبْلَ قَبْضِهِ اَوْ بَعْدَهُ لَا** اَىْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَصُوَرُ الْمَسَائِلِ اَنَّهَا اِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ اَىْ حَطَّتْهُ عَنْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْيِ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهَا لِاَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ اَنْ يُسَلَّمَ لَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَقَدْ حَصَلَ بَلْ زِيَادَةٌ وَالْمَرْاَةُ لَمْ تَاْخُذْ شَيْئًا لِتَرُدَّهُ اِلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَسْاَلَةِ الْاُوْلٰى وَهِىَ الَّتِىْ قَبَضَتْ اَلْفًا سُمِّىَ ثُمَّ وَهَبَتْ لَهُ وَطُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْيٍ وَاِنْ قَبَضَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ ثُمَّ وَهَبَتِ الْكُلَّ لَهُ اَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِىَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْيِ فَاِنَّهُ لَا شَيْئَ عَلَيْهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْكَانَ الْمَهْرُ عَرَضًا فَقَبَضَتْهُ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ اَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَحَطَّتْهُ عَنْ ذِمَّتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْيِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا اَمَّا فِىْ صُوْرَةِ عَدَمِ الْقَبْضِ فَلِمَا مَرَّ وَاَمَّا فِىْ صُوْرَةِ الْقَبْضِ فَكَذٰلِكَ لِاَنَّهَا وَهَبَتِ الْعَرَضَ لَهُ فَانْتَقَضَ قَبْضَ الْمَهْرِ لِاَنَّ الْعُرُوْضَ مُتَعَيِّنَةٌ بِخِلَافِ الْمَسْاَلَةِ الْاُوْلٰى فَاِنَّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ ـ

সহজ তরজমা

যদি কোনো মহিলা নির্ধারিত এক হাজার দিরহাম অধিগ্রহণ করে, এরপর সে তা তার স্বামীকে দান করে, তারপর তাকে সহবাসের পূর্বেই তালাক প্রদান করা হয়, তখন তার স্বামী তার অর্ধেকের মোহর স্ত্রী থেকে ফেরত নিবে। কেননা সে (স্ত্রী) নির্ধারিত মোহর সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে, অথচ শুধু অর্ধেক মোহর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং সে স্বামীকে অর্ধেক মোহর ফেরত দিবে। আর স্ত্রী স্বামীকে যে এক হাজার দিরহাম দান করেছে, তা মোহরের এক হাজার দিরহাম হিসেবে নির্ধারিত নয়। কেননা লেনদেন ও ফসখের মধ্যে দিরহাম ও দিনার নির্দিষ্ট হয় না। **আর যদি স্ত্রী মোহর গ্রহণ না করে অথবা অর্ধেক মোহর গ্রহণ করে, এরপর সে সম্পূর্ণ মোহর বা অবশিষ্ট মোহর দান করে অথবা মোহরের আসবাবপত্র গ্রহণ করার পূর্বে বা পরে দান করে, তা হলে স্ত্রী থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।** মতনে উল্লিখিত মাসআলাগুলোর স্বরূপ হল, যদি স্ত্রী কোনো কিছু গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মোহর দান করে দেয় অর্থাৎ স্বামীর

দায়িত্ব থেকে মোহর বিলোপ করে দেয়, এরপর সে স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তা হলে স্ত্রীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার হুকুম হচ্ছে অর্ধেক মোহর স্বামীর জন্যে নিরাপদ থাকবে।

আর তা তো অর্জন হয়েছেই বরং আরো অধিক পেয়েছে। তা ছাড়া স্ত্রী এমন কিছু গ্রহণ করে নি, যা সে তার স্বামীকে ফেরত দিবে। প্রথম মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম যে, স্ত্রী নির্ধারিত এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করে, তারপর স্বামীকে তা হেবা করে দেয় এবং সে সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত হয় (তা হলে স্বামী অর্ধেক মোহর–পাঁচ শ' দিরহাম স্ত্রী থেকে ফেরত নিবে)। আর যদি স্ত্রী অর্ধেক মোহর গ্রহণ করে স্বামীকে পূর্ণ মোহর হেবা করে দেয় অথবা অবশিষ্ট মোহর হেবা করে দেয়, এরপর স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তা হলে স্ত্রীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যদি মোহর পণ্যসামগ্রী হয় এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে স্বামীকে হেবা করে দেয় অথবা স্ত্রী তা গ্রহণ না করে স্বামীর দায়িত্ব থেকে বিলোপ করে দেয়, এরপর স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তা হলে স্ত্রীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে মোহর গ্রহণ না করার সূরতে কোনো কিছু ফেরত দেওয়া স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না। তার কারণ অতিবাহিত হয়েছে। আর মোহর গ্রহণ করার সূরতেও অনুরূপ হবে। কেননা স্ত্রী তার স্বামীকে পণ্যসামগ্রী দান করেছে, তাই মোহর গ্রহণ করা অপনোদন হয়ে গেছে। কারণ, পণ্যসামগ্রী নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটা প্রথম মাসআলার বিপরীত। কেননা মুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاِنْ قَبَضَتْ اَلْفًا الخ

যদি কোনো ব্যক্তি এক হাজার দিনার মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে এবং স্ত্রীকে সমস্ত মোহর দিয়ে দেয় আর স্ত্রীও তা গ্রহণ করে, এরপর স্ত্রী তার মোহরের হাজার দিরহাম স্বামীকে হেবা করে দেয়, তারপর স্বামী তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তালাক প্রদান করে, তা হলে স্বামী অর্ধেক মোহর তথা পাঁচ শ' দিরহাম স্ত্রী থেকে ফেরত পাওয়ার হকদার হবে। কেননা স্ত্রী নির্ধারিত সম্পূর্ণ মোহর স্বামী থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যখন তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হল, তখন সাব্যস্ত হল যে, স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব ছিল, অথচ সে স্বামী থেকে সম্পূর্ণ মোহর গ্রহণ করেছে। তাই স্বামী অর্ধেক মোহর ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ : لَا تَتَعَيَّنُ فِى الْعُقُوْدِ الخ

এখানে কারো সন্দেহ হতে পারে, স্ত্রী কর্তৃক হেবার মাধ্যমে স্বামী তার প্রদানকৃত এক হাজার দিরহাম তো ফেরত পেয়েছে, তা হলে সে আবার কিভাবে অর্ধেক মোহর ফেরত পাবে? মুসান্নিফ রহ. وَالْاَلْفُ الَّذِىْ وَهَبَتْهُ لَهُ الخ বাক্য দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অর্থাৎ স্ত্রী যে হাজার দিরহাম হেবা করেছে তা মোহরের হাজার হিসাবে নির্দিষ্ট নয়। কারণ, দিরহাম-দিনার নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তাই হেবাকৃত হাজার মোহরের হাজার নয়। সুতরাং স্বামী অর্ধেক মোহর স্ত্রী থেকে ফেরত পাবে। عُقُوْد এর উদ্দেশ্য পারস্পরিক লেনদেন। যেমন : বেচাকেনা; فُسُوْخ এর উদ্দেশ্য পারস্পরিক লেনদেন রহিত করা। যেমন– ইক্বালা (বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা) ইত্যাদি। উদাহরণত কেউ যদি কোনো বস্তু নির্দিষ্ট দশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নির্দিষ্ট দশ টাকার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। এমনকি ক্রেতা যদি তা ছাড়া অন্য দশ টাকা

পরিশোধ করে, তা-ও দুরস্ত হবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা-বিক্রেতা যদি ব্যবসা রহিত করে দেয়, তা হলে লেনদেনকৃত নির্দিষ্ট টাকা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে না বরং অন্য টাকা ফেরত দেওয়া যথেষ্ট হবে। কারণ, টাকা-পয়সা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهٗ : اَوْ وَهَبَتْ عَرَضَ الْمَهْرِ الخ

عَرَض এর অর্থ– পণ্যসামগ্রী, আসবাবপত্র। যেমন– কেউ পণ্যসামগ্রী মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করার পূর্বে বা পরে স্বামীকে হেবা করে দেয়, এরপর স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তা হলে স্ত্রী থেকে কোনো কিছু ফেরত নিতে পারবে না। কেননা আসবাবপত্র নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তাই স্বামী মোহর হিসেবে স্ত্রীকে যে বস্তু প্রদান করেছিল, স্ত্রী স্বামীকে হুবহু ওই জিনিস হেবা করে দিয়েছে। সুতরাং স্বামী কোনো কিছু স্ত্রী থেকে ফেরত পাওয়ার মালিক হবে না।

قَوْلُهٗ : حَطَّتْهُ عَنْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ الخ

'স্ত্রী যদি মোহর গ্রহণ করার পূর্বে দান করে দেয়'– শারেহ রহ. একে حَطٌّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। حَطٌّ অর্থ, স্বামীর দায়িত্ব থেকে মোহর রহিত করা এবং তাকে মোহরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া। এ সূরতে যদি স্বামী সহবাস করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তা হলে সে কোনো কিছু স্ত্রী থেকে ফেরত পাবে না। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার হুকুম হচ্ছে, স্বামীর জন্যে অর্ধেক মোহর অবশিষ্ট থাকবে। আর স্বামী তার স্ত্রী থেকে বরং অধিক পেয়েছে। তবে প্রথম মাসআলাটি এর বিপরীত অর্থাৎ স্ত্রী যদি মোহর গ্রহণ করার পরে স্বামীকে হেবা করে দেয় আর স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তা হলে স্ত্রী তাকে অর্ধেক মোহর ফেরত দিবে। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়েছিল, অথচ স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহর স্বামী থেকে করয করে নিয়েছে। তাই স্বামী অর্ধেক মোহর ফেরত পাওয়ার হকদার হবে।

وَاِنْ نَكَحَ بِاَلْفٍ عَلٰى اَنْ لَا يُخْرِجَهَا اَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اَوْ بِاَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَبِاَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا فَاِنْ وَفٰى اَىْ فِيْمَا نَكَحَهَا عَلٰى اَنْ لَّا يُخْرِجَهَا اَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا **وَاَقَامَ** اَىْ فِيْمَا نَكَحَهَا بِاَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَبِاَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَ **فَلَهَا الْاَلْفُ وَاِلَّا فَمَهْرُ مِثْلِهَا** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَعِنْدَهٗ الشَّرْطُ الْاَوَّلُ صَحِيْحٌ دُوْنَ الثَّانِىْ وَعِنْدَهُمَا اَلشَّرْطَانِ صَحِيْحَانِ وَعِنْدَ زُفَرَكُلٌّ مِّنْهُمَا فَاسِدٌ **لٰكِنْ فِى الثَّانِيَةِ لَايُزَادُ عَلَى الْفَيْنِ وَلَا يُنْقَصُ عَنْ اَلْفٍ** اَلْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِىَ قَوْلُهٗ اَوْ بِاَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَبِاَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا فَاِنَّهٗ اِنْ اَخْرَجَهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لٰكِنْ اِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ اَكْثَرَ مِنَ اَلْفَيْنِ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ اَلْفٍ يَجِبُ الْاَلْفُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَئٌ لِاِتِّفَاقِهَا عَلٰى اَنَّ الْمَهْرَ لَا يَزِيْدُ عَلٰى اَلْفَيْنِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ اَلْفٍ ـ

সহজ তরজমা

যদি কোনো ব্যক্তি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে বিবাহ করে যে, সে স্ত্রীকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে না অথবা সে থাকাবস্থায় অন্য কাউকে বিবাহ করবে না অথবা এ শর্তে বিবাহ করে যে, যদি তাকে নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করে, তা হলে এক হাজার দিরহাম মোহর হবে। তার যদি তাকে বাইরে নিয়ে যায়, তা হলে দু হাজার দিরহাম মোহর হবে। এরপর যদি সে তা পূর্ণ করে অর্থাৎ এ অবস্থায় মহিলাকে বিবাহ করল, সে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে না অথবা তার উপর অন্য কাউকে বিবাহ করবে না **এবং সে অবস্থান করল** অর্থাৎ যে মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করল যে, যদি সে তাকে নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করে, তা হলে এক হাজার মোহর হবে। আর যদি বাইরে নিয়ে যায়, তা হলে দু'হাজার মোহর হবে। (তা হলে শর্ত পূরণ করলে) **স্ত্রীর জন্যে এক হাজার দিরহাম মোহর হবে, অন্যথায় তার জন্যে মোহরে মিছিল হবে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। তার মতে প্রথম শর্তটি শুদ্ধ, দ্বিতীয় শর্তটি শুদ্ধ নয়। আর সাহেবাইনের মতে উভয় শর্ত শুদ্ধ। ইমাম যুফার রহ. এর মতে উভয় শর্ত ফাসেদ বা অশুদ্ধ। **কিন্তু দ্বিতীয় সূরতে দু'হাজার দিরহামের উপর বর্ধিত করা যাবে না এবং এক হাজার থেকে হ্রাস করা যাবে না।** ثَانِيَة দ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় মাসআলা। আর তা হচ্ছে, তার বক্তব্য اَوْ اَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَبِاَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا

এরপর যদি তাকে বাইরে নিয়ে যায়, মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কিন্তু মোহরে মিছিল যদি দু' হাজার থেকে বেশী হয়, তা হলে বাড়তি অংশ ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা এক হাজার থেকে কম হয়, তা হলে এক হাজারই ওয়াজিব হবে। তার থেকে কিছু কমানো যাবে না। কেননা তারা উভয়ে এ ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে, মোহর দু'হাজারের বেশী হবে না এবং এক হাজার থেকে কম হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَإِنْ نَكَحَ بِأَلْفٍ الخ

যদি কোনো ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে যাবে না অথবা উক্ত স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্য বিবাহ করবে না– এ শর্তে বিবাহ করে, এ সূরতে যদি স্বামী শর্ত পূরণ করে, তা হলে স্ত্রী এক হাজার দিরহাম মোহর পাবে। কিন্তু যদি শর্ত পূরণ না করে অর্থাৎ স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে চলে যায় অথবা অন্য কাউকে বিবাহ করে, তা হলে স্ত্রী মোহরে মিছিল পাবে।

قَوْلُهُ : فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَّا فَمَهْرُ الخ

যদি এ শর্তে বিবাহ করে, স্ত্রীকে নিয়ে শহরে অবস্থান করলে মোহর এক হাজার দিরহাম হবে, আর শহরের বাইরে নিয়ে গেলে মোহর দু'হাজার পাবে। তারপর যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শহরে অবস্থান করল, তা হলে স্ত্রী এক হাজার দিরহাম মোহর পাবে। আর যদি শহরের বাইরে নিয়ে যায়, তা হলে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে দ্বিতীয় শর্ত সহীহ নয়। তাই স্ত্রী মোহরে মিছিল পাবে।

২. সাহেবাইনের মতে উভয় শর্ত সহীহ হবে। তাই স্ত্রী দু'হাজার দিরহাম মোহর পাবে। আর ইমাম যুফার রহ. এর মতে উভয় শর্ত ফাসেদ হবে। সুতরাং স্ত্রীকে নিয়ে শহরে অবস্থান করা বা শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া উভয় অবস্থায় স্ত্রী মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : لٰكِنْ فِى الثَّانِيَةِ لَا يُزَادُ الخ

এখানে দ্বিতীয় মাসআলা দ্বারা উদ্দেশ্য হল– যদি শহরে অবস্থান করে, তা হলে মোহর এক হাজার আর শহরের বাইরে নিয়ে গেলে মোহর দু'হাজার, এ শর্তে বিবাহ করা। এখন যদি স্বামী তাকে নিয়ে শহরের বাইরে যায়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে এ মোহরে মিছিল দু'হাজারের অধিক হবে না এবং এক হাজারের কমও হবে না। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, শহরে অবস্থান করলে এক হাজার আর বাইরে নিয়ে গেলে দু'হাজার। তাই মোহরে মিছিল দু'হাজারের বেশি হলে বর্ধিত অংশ ওয়াজিব হবে না। কেননা স্ত্রী তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে। আর যদি মোহরে মিছিল এক হাজার থেকে কম হয়, তা হলে এক হাজারই দিতে হবে। কেননা স্ত্রী এর চেয়ে কমে সম্মত হয় নি। কিন্তু প্রথম মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম। কেননা উক্ত মাসআলাতে স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে গেলে বা সে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্যকে বিবাহ করলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। সুতরাং মোহরে মিছিল এক হাজার থেকে বেশী হলে বর্ধিত অংশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা সে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাসহ এক হাজারে সম্মত হয়েছিল আর তা সে পায় নি। অবশ্য মোহরে মিছিল এক হাজার থেকে কম হলে এক হাজারই দিতে হবে।

وَاِنْ نَكَحَ بِهٰذَا اَوْ بِهٰذَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَاِلاَّ خَسُّ لَوْ دُوْنَهُ وَالْاَعَزُّ لَوْفَوْقَهُ اَىْ اِنْ نَكَحَ بِهٰذَا الْعَبْدِ اَوْ بِذٰلِكَ وَاَحَدُ هُمَا اَكْثَرُ قِيْمَةً مِنَ الْاٰخَرِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اِنْ كَانَ بَيْنَ قِيْمَتَى الْعَبْدَيْنِ وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْاَقَلُّ قِيْمَةً اِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ دُوْنَ قِيْمَةِ هٰذَا الْعَبْدِ وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْاَكْثَرُ قِيْمَةً اِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَوْقَ قِيْمَتِهٖ فَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّهٗ اِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِقِيْمَةِ اَحَدِ هِمَا يَجِبُ هٰذَا الْعَبْدُ **وَلَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْيٍ فَنِصْفُ الْاَخَسِّ اِجْمَاعًا وَاِنْ نَكَحَ بِهٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَاَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَهَا الْعَبْدُ فَقَطْ اِنْ سَاوٰى عَشَرَةً وَاِنْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ ـ**

সহজ তরজমা

যদি কেউ এ বস্তু বা ওই বস্তুর বিনিময়ে বিবাহ করে, তখন স্ত্রীর জন্যে মোহরে মিছিল হবে, যদি মোহরে মিছিল উভয় বস্তুর মূল্যের পরিমাণের মাঝে হয়। আর নিম্ন বস্তু মোহর হবে যদি মোহরে মিছিল তার চেয়ে নিচে হয় এবং উচ্চ মূল্যের বস্তু মোহর হবে যদি মোহরে মিছিল তার চেয়ে উপরের হয়।

অর্থাৎ যদি কেউ এ গোলাম কিংবা ওই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে এবং উভয় গোলামের একটি অপরটি থেকে মূল্যের দিক থেকে বেশী, তখন মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে, যদি মোহরে মিছিল উভয় গোলামের মূল্যের মাঝামাঝি হয় আর কম মূল্যের গোলাম ওয়াজিব হবে যদি মোহরে মিছিল এই গোলামের মূল্যের চেয়ে নিচে হয়। আর বেশি মূল্যের গোলাম ওয়াজিব হবে যদি মোহরে মিছিল তার মূল্যের চেয়ে উপরে হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, যখন মোহরে মিছিল কোনো এক গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন ওই গোলাম ওয়াজিব হবে। **আর যদি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নতর বস্তুর অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যদি এই দু'টি গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে এবং দু'টোর একটি স্বাধীন হয়, তখন স্ত্রীর জন্যে শুধু গোলামটিই মোহর গণ্য হবে; যদি ওই গোলামের মূল্য দশ দিরহামের সমান হয়। যদি কেউ বিয়ের সময় মহিলা কুমারী হওয়ার শর্ত করে এবং সে তাকে অকুমারী পায়, তা হলে তার উপর সমস্ত মোহর আবশ্যক হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِنْ نَكَحَ بِهٰذَا اَوْ بِهٰذَا

যদি কেউ এই গোলাম বা অমুক গোলাম মোহর ধার্য করে বিবাহ করে এবং উভয় গোলামের মূল্যে অনেক ব্যবধান থাকে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে মোহরে মিছিলকে মীমাংসাকারী গণ্য করা হবে। কেননা এ মাসআলায় সন্দেহজনক শব্দ দ্বারা মোহর ধার্য করায় তা অজ্ঞাত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি মোহরে মিছিল উভয় গোলামের মূল্যের মাঝামাঝি হয়, তা হলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যদি মোহরে মিছিল

কম দামি গোলামের মূল্য থেকে নিচে হয়, তা হলে কম দামি গোলাম ওয়াজিব হবে। আর যদি মোহরে মিছিল বেশী দামি গোলামের মূল্য থেকে উর্ধ্বে হয়, তা হলে বেশী দামি গোলাম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ধার্যকৃত মোহরই ওয়াজিব হবে। কেননা মোহরে মিছিল তখন ওয়াজিব হবে, যখন ধার্যকৃত মোহর আদায় করা অসম্ভব হয়। আর এখানে অন্তত কম দামি গোলাম আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। তাই মোহরে মিছিল সাব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : فَنِصْفُ الْأَخَسِّ اِجْمَاعًا الخ

যদি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা হয়, তা হলে কম দামি বস্তুর অর্ধেক ওয়াজিব হবে। এটা সর্বসম্মত অভিমত। মূলত মাসআলাটি এমন নয় বরং এখানে মুত'আ মিছিল মীমাংসাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা সহবাসের পর তালাক দিলে মোহরে মিছিলের হুকুম দেওয়া হয়। তাই সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মুত'আ মিছিলের হুকুম দেওয়া হবে। কিন্তু যেহেতু মুত'আ সাধারণত কম দামি বস্তুর অর্ধেকের বেশী হয় না, এজন্যে কম দামি বস্তুর অর্ধেকের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যদি কম দামি বস্তুর অর্ধেক মুত'আ থেকে বেশী হয়ে যায়, তা হলে মুত'আই ওয়াজিব হবে। আর যদি মুত'আ নিম্ন বস্তুর অর্ধেক থেকে বেড়ে যায়, তা হলে তার অর্ধেকের চেয়ে বর্ধিত অংশ দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ نَكَحَ بِهٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ الخ

যদি কেউ দুই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে আর তন্মধ্যে একটি গোলাম স্বাধীন হয়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে শুধু গোলাম মোহর গণ্য হবে। কেননা এটিই মোহরযোগ্য। তবে শর্ত হল- গোলামের মূল্য দশ দিরহাম সমান হতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে গোলামটি এবং স্বাধীনের মূল্য মোহর গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এক বর্ণনা অনুসারে এই গোলাম এবং সম্পূর্ণ মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

اَلسُّوَالُ : اِنْ نَكَحَ اَحَدٌ بِهٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ (وَاَشَارَ اِلَى الْعَبْدَيْنِ) وَاَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَا حُكْمُ الْمَهْرِ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি এই দুটি গোলাম তোমার মোহর -এই বলে বিবাহ করে (এবং উপস্থিত দুটি গোলামের প্রতি ইঙ্গিত করে) অথচ গোলামদ্বয়ের একজন স্বাধীন হয়, তাহলে মোহরের বিধান কি হবে? পরিস্কারভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি এই দুটি গোলাম তোমার মোহর এই বলে বিবাহ করে এবং উপস্থিত দুটি গোলামের প্রতি ইঙ্গিতও করে কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাদের একজন স্বাধীন, তাহলে সেক্ষেত্রে মোহরের বিধান কি হবে এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে গোলাম হবে তার মূল্য যদি দশ দিরহামের সমান হয়, তাহলে মোহর স্বরূপ কেবল ঐ গোলামটিই ওয়াজিব হবে। স্বাধীন বলে প্রকাশিত লোকটির বিনিময়ে কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি দশ দিরহাম অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তাহলে গোলাম প্রদানের সাথে সাথে দশ দিরহাম পূরণ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে।

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে গোলামটি ওয়াজিব হবে এবং স্বাধীন লোকটি গোলাম হলে তার আনুমানিক যে মূল্য হতো সে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

(৩) ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে গোলামটি ওয়াজিব হবে; কিন্তু সাথে সাথে মোহরে মিসিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনে তাও পূরণ করতে হবে। যেমন- গোলামের মূল্য এক হাজার টাকা। আর উক্ত মহিলার মোহরে মিসিলএক হাজার পাঁচশত টাকা। তাহলে উক্ত মহিলাকে গোলাম হস্তান্তরের সাথে সাথে অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা দিতে হবে। যেন তার মোহরে মিসিল পূর্ণ হয়ে যায়।

وَصَحَّ اِمْهَارُ فَرَسٍ وَثَوْبٍ هَرَوِيٍّ بَالِغٍ فِىْ وَصْفِهٖ اَوْلَا وَمَكِيْلٍ اَوْ مَوْزُوْنٍ بَيَّنَ جِنْسَهٗ لَا صِفَتَهٗ وَيَجِبُ الْوَسَطُ اَوْ قِيْمَتُهٗ وَاِنْ بَيَّنَ جِنْسَ الْمَكِيْلِ اَوِ الْمَوْزُوْنِ وَوَصْفَهٗ فَذٰلِكَ وَلَايَجِبُ شَيْئٌ بِلَا وَطْيٍ فِىْ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَاِنْ خَلَافَانْ وَطِئَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلٰى مَاسُمِّىَ اَىْ اِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُسَمّٰى اَوْ اَقَلَّ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَاجِبٌ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ لَاتَجِبُ الزِّيَادَةُ **وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَمُدَّتُهٗ مِنْ وَقْتِ الدُّخُوْلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهٖ يُفْتٰى** اَىْ اِنْ كَانَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُوْلِ اِلٰى وَقْتِ الْوَضْعِ سِتَّةُ اَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ لَا وَعِنْدَاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ كَمَافِى النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ **وَمَهْرُمِثْلِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا وَقْتَ الْعَقْدِ** اَىْ يَثْبُتُ مَهْرُ مِثْلِهَا ثُمَّ بَيَّنَهٗ بِقَوْلِهٖ مَهْرُ مِثْلِهَا فَيُرَادُ بِالْاَوَّلِ اَلْمَعْنَى الْمُصْطَلَحُ شَرْعًا وَبِالثَّانِى اَلْمَعْنَے اللُّغَوِىُّ اَىْ مَهْرُ اِمْرَأَةٍ مُمَاثِلَةٍ لَهَا وَهُوَ مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا ثُمَّ بَيَّنَ مَابِهِ الْمُمَاثَلَةُ بِقَوْلِهٖ **سِنًّاوَجَمَالًا وَمَالًا وَعَقْلًا وَدِيْنًا وَبَلَدًا وَعَصْرًا وَبَكَارَةً وَثِيَابَةً فَاِنْ لَمْ تُوْجَدْ مِنْهُمْ فَمِنَ الْاَجَانِبِ لَامَهْرُ اُمِّهَا وَخَالَتِهَا اِلَّا اِذَا كَانَتَا مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا** اَىْ اِذَا كَانَتْ اُمُّهَا بِنْتَ عَمِّ اَبِيْهَا ـ

সহজ তরজমা

ঘোড়া ও হারবী কাপড় মোহর সাব্যস্ত করা সহীহ হবে, চাই তার বিশেষণ সুস্পষ্ট বর্ণনা করুক বা না করুক। এমনিভাবে কয়েলকৃত জিনিস অথবা ওজনকৃত জিনিস, যার জাত বর্ণনা করেছে; গুণ বর্ণনা করে নি (তা মোহর সাব্যস্ত করা সহীহ হবে)। এ সকল অবস্থায় মধ্যম বস্তু অথবা তার মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি কয়েলকৃত বস্তুর অথবা ওজনকৃত বস্তুর জাত ও বিশেষণ বর্ণনা করে দেয়, তা হলে ওটাই ওয়াজিব হবে। ফাসেদ বিবাহ বন্ধনে সহবাস না হলে কোনো মোহর ওয়াজিব হবে না যদিও একান্ত নির্জনবাস করে। আর যদি সহবাস করে, তা হলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে, তবে তা নির্ধারিত মোহরের অধিক হবে না অর্থাৎ মোহরে মিছিল যদি নির্ধারিত মোহরের সমান বা কম হয়, তা হলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি মোহরে মিছিল নির্ধারিত মোহর থেকে অধিক হয়, তা হলে অতিরিক্ত অংশ ওয়াজিব হবে না। **(ফাসেদ বিবাহের জন্য বাচ্চার) নসব এবং তার সময়সীমা সহবাসের সময় থেকে সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মত। আর এর উপরই ফতোয়া** অর্থাৎ সহবাসের সময় থেকে বাচ্চা প্রসবের সময় পর্যন্ত যদি ছয় মাস হয়, তা হলে (স্বামী থেকে) বাচ্চার নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি সময়সীমা ছয় মাসের কম হয়, তা হলে নসব সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবূ

হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে বিবাহের সময় থেকে মেয়াদ বিবেচ্য হবে, যেমনি সহীহ বিবাহের মধ্যে বিবেচিত হয়ে থাকে। **মহিলার মোহরে মিছিল হল– বিবাহের সময়ে তার পিতার সম্প্রদায়ের সমবয়সী মহিলার অনুরূপ মোহর** অর্থাৎ তার মোহরে মিছিল সাব্যস্ত হবে। এরপর মুসান্নিফ রহ. তার উক্তি مَهْرُ مِثْلِهَا দ্বারা মোহর মিছিলের বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে প্রথম مَهْرُ مِثْلِهَا দ্বারা পারিভাষিক অর্থ এবং দ্বিতীয় مَهْرُ مِثْلِهَا দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওই মহিলার মোহর, যে তার সমপর্যায়ের এবং যে তার পিতার গোত্রর্ভুক্ত। এরপর মুসান্নিফ রহ. ওই সকল বস্তু বর্ণনা করেছেন যাতে সমকক্ষতা বিবেচিত হবে তার এ উক্তি দ্বারা : **বয়স, সৌন্দর্য, সম্পদ, জ্ঞান, ধার্মিকতা, শহর, যুগ, কুমারী ও বিবাহিতা হওয়ার দিক থেকে উভয় মহিলা সমতূল্য হতে হবে। আর যদি পিতার সম্প্রদায় থেকে কোনো মহিলা তার সমপর্যায়ের না পাওয়া যায়, তা হলে অপরিচিতা মহিলার মোহর ধর্তব্য করা হবে। তবে তার মা এবং খালার মোহর বিবেচ্য নয়, কিন্তু যদি মা-খালা তার পিতার সম্প্রদায় থেকে হয়** অর্থাৎ যদি তার মা তার পিতার চাচার মেয়ে হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَصَحَّ اِمْهَارُ فَرَسٍ الخ ঃ এমন বস্তু ধার্য করা– যার জাত জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষণ অজ্ঞাত থাকে। যেমন– ঘোড়া অথবা হারাবী কাপড় মোহর সাব্যস্ত করল, তা হলে এটা সহীহ হবে এবং মধ্যম ধরনের বস্তু ওয়াজিব হবে অথবা তার মূল্য দ্বারা মোহর আদায় করবে। আর যদি এমন বস্তু মোহর ধার্য করে, যার জাত ও বিশেষণ দু'টোই জ্ঞাত হয়– যেমন : ওজনকৃত বস্তু দ্বারা বিবাহ করল। তা হলে ওই নির্দিষ্ট বস্তুই ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : فِىْ عَقْدٍ فَاسِدٍ الخ ঃ عَقْد فَاسِد এমন আকদকে বলা হয়, যাতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ থেকে কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকে। যেমন– সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করা, দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা, চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পঞ্চম স্ত্রীকে বিবাহ করা ইত্যাদি। ফাসিদ বিবাহের মধ্যে সহবাস না হলে মোহর ওয়াজিব হবে না। কেননা তা সহবাসের প্রতি আহবানকারী নয় বরং তা হারামের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি সহবাস হয়ে যায়, তা হলে যৌনাঙ্গ ভোগ অর্জিত হওয়ার কারণে মাল আবশ্যক হবে। আর তা হল, মোহরে মিছিল।

قَوْلُهُ : وَبِهٖ يُفْتٰى الخ ঃ ফাসিদ বিবাহের মধ্যে বাচ্চার নসব সাব্যস্ত হওয়ার সময়সীমার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে নসবের সময়সীমা সহবাস থেকে বিবেচিত হবে অর্থাৎ সহবাসের পর থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সময়সীমা যদি ছয় মাস হয়, তখন নসব সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা ফাসিদ বিবাহ সহবাসের আহবায়ক নয় বরং তা হারাম। তাই সহবাস থেকে নসবের সময়সীমা বিবেচ্য হবে। এটা সহীহ বিবাহের বিপরীত। কেননা তাতে আকদই সহবাসের আহবায়ক। তাই সেখানে আকদে নিকাহ থেকে নসবের সময়সীমাা বিবেচ্য হয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতের উপরই ফাতওয়া।

২. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে বাচ্চার নসবের সময়সীমা আকদের মুহূর্ত থেকে বিবেচিত হবে। যেমন : সহীহ বিবাহের মধ্যে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : مَهْرُ مِثْلِهَا الخ ঃ এখানে মোহরে মিছিল-এর পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল– পিতার গোত্রের সমবয়সী মহিলার অনুরূপ মোহর। উল্লিখিত বাক্যে প্রথম مَهْرُ مِثْلِهَا হল মুবতাদা। এখানে এর দ্বারা পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ স্ত্রীর মোহরে মিছিল আর দ্বিতীয় مَهْرُ مِثْلِهَا হল তার খবর, যা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তার সমবয়সী মহিলার মোহর। এটি مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا এর সাথে

সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং مَهْرُ مِثْلِهَا শব্দ দ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় مُبْتَدَأْ ও خَبَر এর মধ্যে اِخْبَارُ الشَّيْئِ بِنَفْسِهِ-র প্রশ্ন আসা অবান্তর।

قَوْلُهُ : سِنًّا وَجَمَالاً الخ ঃ এখানে মোহরে মিছিলের শর্ত বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ বয়স, সৌন্দর্য, সম্পদ, জ্ঞান, ধার্মিকতা, শহর, যুগ, কুমারী ও বিবাহিতা হওয়ার দিক থেকে পিতার বংশীয় মহিলার সাথে সমকক্ষতা বিবেচনা করা হবে। যদি উপর্যুক্ত গুণাবলীতে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা হলে তাদের মোহরকে মোহরে মিছিল বলা হবে না। কেননা এসব বিষয়ের ভিন্নতা দ্বারা মোহরের পরিমাণের মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। যদি পিতার খান্দানে তার সমকক্ষ কোনো মহিলা বিদ্যমান না থাকে, তা হলে অন্য বংশের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মহিলার মোহর ধর্তব্য করা হবে। তবে স্ত্রীর মা ও খালার মোহর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তারা পিতার বংশীয় নয় আর মেহরে মিছিলে পিতার বংশীয় মহিলার মোহর বিবেচিত হয়।

اَلسُّوَالُ : هَلْ تَثْبُتُ النَّسَبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ اَمْ لَا؟ مِنْ اَيِّ وَقْتٍ تُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ؟ بَيِّنْ مَعَ الْاِخْتِلَافِ

প্রশ্ন : نِكَاح فَاسِد দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তানের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে কি না? কখন থেকে বংশের সময় গণনা ধর্তব্য হবে। ইখতিলাফসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : نِكَاح فَاسِد এর ক্ষেত্রে সহবাসের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ট হলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নসব তথা বংশ পরিচয় সহবাসকারী স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

দলিল ঃ বংশ পরিচয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা রক্ষা করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কারণ, সন্তানের কোনো সুনির্দিষ্ট বংশ পরিচয় না থাকলে এবং তার কোনো নির্দিষ্ট পিতা ও অভিভাবক না থাকলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হয়তো তার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। তাই যদিও نِكَاح فَاسِد অশুদ্ধ বিবাহ; কিন্তু ভূমিষ্ট সন্তানের একটি সুন্দর জীবনের স্বার্থে نِكَاح فَاسِد এর সাথেও বংশ পরিচয় সংশ্লিষ্ট হবে।

কখন থেকে বংশের সময় গণনা ধর্তব্য ঃ نِكَاح فَاسِد এর ক্ষেত্রে কখন থেকে বংশের সময় গণনা আরম্ভ হবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

(১) ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে نِكَاح فَاسِد এর ক্ষেত্রে বংশের সময় গণনা আরম্ভ হবে সহবাসের সময় থেকে; বিবাহ চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে নসবের সময় গণনা আরম্ভ হবে না অর্থাৎ সহবাসের দিন-তারিখ থেকে গর্ভপাত পর্যন্ত ছয় মাস হলে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। এর থেকে কম হলে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না।

(২) ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে শুদ্ধ বিবাহের মতো نِكَاح فَاسِد এর ক্ষেত্রেও নসবের সময় গণনা আরম্ভ হবে বিবাহ চুক্তির দিন-তারিখ থেকেই; সহবাসের সময় থেকে নয়।

শাইখাইনের দলিল ঃ শাইখান نِكَاح فَاسِد কে نِكَاح صَحِيْح এর সাথে قِيَاس করেছেন অর্থাৎ نِكَاح صَحِيْح এর ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাহ চুক্তির দিন-তারিখ থেকেই নসবের সময় গণনা আরম্ভ হয়, তাই নেকাহে ফাসেদের ক্ষেত্রেও বিবাহ চুক্তির দিন-তারিখ থেকেই নসবের সময় গণনা আরম্ভ হবে। সে মতে বিবাহ চুক্তির ছয় মাসের পর ভূমিষ্ট সন্তানের বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও শায়খাইন রহ.-এর দলিলের উত্তর ঃ অশুদ্ধ বিবাহকে শুদ্ধ বিবাহের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ শুদ্ধ বিবাহ دَاعِى اِلَى الْوَطْى বা সহবাসের কারণ হওয়ার কারণে তা প্রকৃত সহবাসের স্থলাভিষিক্ত। তাই শুদ্ধ বিবাহ সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে সেক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তির দিন-তারিখ থেকেই নসবের সময় গণনা আরম্ভ হয়। আর অশুদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস অবৈধ হওয়ার কারণে তা সহবাসের আমন্ত্রক হতে পারে না। আর সহবাসের আমন্ত্রক না হওয়ায় তা সহবাসের স্থলাভিষিক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। আর বিবাহ চুক্তি সহবাসের স্থলাভিষিক্ত না হলে নসবের সময় গণনা তার থেকে আরম্ভ হতে পারে না। কারণ, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সম্পর্ক মূলত সহবাসের সাথেই। তাই সহবাসের সময় থেকে নসবের সময় গণনা আরম্ভ হবে।

মতানৈক্যের ফলাফল ঃ ১ম জানুয়ারীতে একটি نِكَاح فَاسِد বা অশুদ্ধ বিবাহ সম্পাদিত হল। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলন হল ১লা ফেব্রুয়ারীতে। অতঃপর ১লা জুনে একটি সন্তান ভূমিষ্ট হল, তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। কারণ বিবাহ চুক্তির দিন-তারিখ থেকে ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। যা গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে সহবাসের সময় থেকে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস পূর্ণ না হওয়ায় বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না।

ফাতওয়া ঃ ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উক্তিই বিশুদ্ধ এবং এর উপর ভিত্তি করেই ফাতওয়া প্রদান করা হয়।

وَصَحَّ ضِمَانُ وَلِيِّهَا مَهْرَهَا وَلَوْ صَغِيْرَةً وَتُطَالِبُ اَيًّا شَاءَتْ وَلَوْ اَدّٰى رَجَعَ عَلَى الزَّوْجِ اِنْ ضَمِنَ بِاَمْرِهِ وَاِلَّا فَلَا اِنَّمَا قَالَ وَلَوْ صَغِيْرَةً لِاَنَّهَا اِذَا كَانَتْ صَغِيْرَةً فَمُطَالِبُ الْمَهْرِ لَيْسَ اِلَّا وَلِيُّهَا فَيُوْهَمُ اَنَّهُ لَايَجُوْزُ الضِّمَانُ لِاَنَّهُ بِاِعْتِبَارِ الضِّمَانِ يَكُوْنُ مُطَالِبًا فَيَكُوْنُ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مُطَالِبًا وَمُطَالَبًا لٰكِنْ لَا اِعْتِبَارَ لِهٰذَا الْوَهْمِ لِاَنَّ حُقُوْقَ الْعَقْدِ هُنَا رَاجِعَةٌ اِلَى الْاَصِيْلِ فَالْوَلِيُّ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَاِنَّهُ اِذَا بَاعَ الْاَبُ مَالَ الصَّغِيْرِ لَايَجُوْزُ اَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ لِاَنَّ الْحُقُوْقَ رَاجِعَةٌ اِلَى الْعَاقِدِ ـ

সহজ তরজমা

মহিলার অলির জন্যে তার মোহরের জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে, যদিও সে অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়। আর মহিলা (অলি বা স্বামী) যার কাছে ইচ্ছে মোহর দাবি করতে পারবে। অলি যদি মোহর পরিশোধ করে দেয়, তা হলে সে স্বামী থেকে তা ফেরত নিয়ে নিবে; যদি সে স্বামীর নির্দেশে জামিন হয়ে থাকে। অন্যথায় স্বামী থেকে ফিরত নিতে পারবে না। মুসান্নিফ রহ. وَلَوْ صَغِيْرَةً বলেছেন– কেননা পাত্রী যখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তখন তার অলিই মোহরের আবেদনকারী হবে। সুতরাং এ থেকে সংশয় হতে পারে, তা হলে তো অলির জন্যে মোহরের জামিন হওয়া বৈধ হবে না। কেননা সে জামানতের কারণে মোহর দাবিকারী হয়ে গেছে। তাই একই ব্যক্তি মুতালিব (মোহরপ্রার্থী) হবে এবং মুতালাবও (যার নিকট আদায়ের আবেদন হয়) হবে। কিন্তু এ সংশয়ের কোনো ধর্তব্য নেই। কারণ, এখানে বিবাহ বন্ধনের যাবতীয় অধিকার মূল সত্ত্বা (স্বামী-স্ত্রী) এর দিকে ধাবিত হবে। আর অলি একজন মধ্যস্থতাকারী ও শব্দ ব্যক্তকারী মাত্র। এটা ক্রয়-বিক্রয় এর বিপরীত। পিতা যখন অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পদ বিক্রি করে, তখন তার জন্যে মূল্যের জামিন হওয়া জায়েয হবে না। কেননা بَيْع এর অধিকারসমূহ عَاقِد তথা ব্যবসা সম্পাদনকারীর দিকে ধাবিত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَصَحَّ ضِمَانُ الخ

মহিলার অলির জন্যে স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরের জামিন হওয়া দুরস্ত আছে। তবে মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা হলে এ জামানতকে কবুল করা শর্ত। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তা হলে জামিন হওয়াকে পৃথকভাবে কবুল করা শর্ত নয় বরং তার বিবাহের প্রস্তাবেই কবুলের স্থলবর্তী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে স্বামীর অলির জন্যেও দায়িত্ব নেওয়া বৈধ আছে। তখন ওই বৈঠকে কনের পক্ষ থেকে অন্য কারো কবুল করা শর্ত।

قَوْلُهُ : اِنْ ضَمِنَ بِاَمْرِهِ الخ

অলি যদি স্বামীর আদেশে মোহরের জামিন হয় এবং স্ত্রী অলি থেকে মোহর আদায় করে, তা হলে অলি স্বামী থেকে আদায়কৃত মোহর উসূল করে নিবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে জামিন হওয়ার জন্যে না বলে থাকে বরং

স্বেচ্ছায় জামিন বনে গেছে এবং স্ত্রী তার থেকে মোহর আদায় করে নেয়, তা হলে তার স্বামী থেকে মোহর উসূল করার অধিকার থাকবে না। কাফালত-এর মাসআলাও অনুরূপ। কেউ যদি مَكْفُوْل عَنْهُ-এর নির্দেশে কাফীল হল, তা হলে সে আদায়কৃত টাকা উসূল করার অধিকারী হবে। আর যদি তার অনুমতি ব্যতিত কাফীল হয়, তা হলে তার উসূল করার অধিকার থাকবে না।

একটি সন্দেহ ও তার অবসান

قَوْلُهُ : فَيُوْهِمُ اَنَّهُ لَا الخ

এখানে সন্দেহের উদ্রেক হয়, মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে একমাত্র অলি মোহরের দাবিদার হয়। সুতরাং অলি স্বামীর পক্ষ থেকে জামিন হলে একই ব্যক্তি مُطَالَب ও مُطَالِب (মোহরের দাবিদার ও দাবিপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ নিজেই মুদ্দাঈ এবং নিজেই মুদ্দা'আ আলাইহি [বাদি-বিবাদি] হবে, যা সরাসরি বাতিল। শারেহ্ রহ. এর জবাবে বলেন : বিবাহের অধ্যায়ে অলির কাজ হল, শুধু মধ্যস্থতা করা এবং ইজাব ও কবুল আঞ্জাম দেওয়া। আর বিবাহের যাবতীয় অধিকার– যেমন : স্ত্রীকে সোপর্দ করা, মোহর দাবি করা ও আদায় করা ইত্যাদি স্বামী-স্ত্রী থেকে যে কোনো দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং অলি জামিন হলেও দাবিদার ও আদায়কারী গণ্য হবে। তবে অলির মোহর তালাশ করার অধিকার রয়েছে পিতা হওয়ার কারণে; আকদকারী হিসেবে নয়। এ কারণেই মেয়ে বালেগা হওয়ার পর পিতার মোহর গ্রহণ করার অধিকার থাকে না।

اَلسُّوَالُ : لِمَاذَا اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ "وَلَوْ صَغِيْرَةً" ؟ بَيِّنْ مُرَادَ هٰذَا الْقَوْلِ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন : গ্রন্থকার রহ. "وَلَوْ صَغِيْرَةً" উক্তিটুকু কেন উল্লেখ করেছেন? বক্তব্যটির মর্মার্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : গ্রন্থকার "وَلَوْ صَغِيْرَةً" উক্তিটি উল্লেখ করে একটি সন্দেহ নিরসন করছেন। অতঃপর অভিভাবক যদি স্বামীর পক্ষ থেকে মোহর পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণের কারণে সে مُطَالَب বা মোহর আদায় করার জন্য দায়ী হয়ে যায়। বিধায় একই ব্যক্তি مُطَالِب ও مُطَالَب তথা দাবীদার ও مَهْر আদায় করার দায়িত্বশীল, পাওনাদার ও ঋণী হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর এটা সম্ভব নয় এবং বৈধও নয়। তাই মোহর পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করাই বৈধ হবে না।

কিন্তু এ সন্দেহের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং মোহর পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলে একই ব্যক্তি مُطَالِب ও مُطَالَب হওয়া আবশ্যক হবে না। কারণ, বিবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকৃত চুক্তি সম্পাদনকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। দায়িত্ব গ্রহণকারী ওলী কেবল দো'ভাষী ও বাহক মাত্র। তাই দায়িত্বের কারণে মুতালিব ও মুতালাব হওয়া আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ছোট শিশুর বিক্রিত সম্পদের মূল্য পরিশোধের জন্য অভিভাবক ক্রেতার পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল হতে পারবে না। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও অধিকার চুক্তিকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে; আসলের দিকে নয়। সুতরাং শিশুর পক্ষ থেকে অভিভাবক সম্পদ বিক্রয়কালে মূল্য পরিশোধের দায়িত্বশীল হলে একই ব্যক্তি مُطَالَب ও مُطَالِب হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়। তাই মোহর পরিশোধের দায়িত্বশীল হওয়া বৈধ হবে কিন্তু মূল্য পরিশোধের দায়িত্বশীল হওয়া বৈধ হবে না।

وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطْىِ وَالسَّفَرِ بِهَا وَالنَّفَقَةُ لَوْمَنَعَتْ اَىْ لَهَا النَّفَقَةُ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْمَنْعِ **وَلَوْ بَعْدَ وَطْيٍ اَوْ خَلْوَةٍ بِرِضَاهَا** اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِمَا فَاِنَّهُ اِذَا وَطِيَهَا اَوْ خَلَا بِهَا مَرَّةً بِرِضَاهَا لَايَبْقٰى لَهَا حَقُّ الْمَنْعِ لِاَنَّهَا سَلَّمَتْ اِلَيْهِ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُوْنُ لَهَا حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّ كُلَّ وَطْيَةٍ مَعْقُوْدٌ عَلَيْهَا فَتَسْلِيْمُ الْبَعْضِ لَا يُوْجِبُ تَسْلِيْمَ الْبَاقِىْ **قَبْلَ اَخْذِ مَا بُيِّنَ تَعْجِيْلُهُ كُلًّا اَوْ بَعْضًا** اَلظَّرْفُ وَهُوَ قَبْلُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ وَلَهَا مَنْعُهُ ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى قَوْلِهٖ مَابُيِّنَ تَعْجِيْلُهُ قَوْلَهُ **اَوْ قَدْرِمَا يُعَجَّلُ لِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِ مَهْرِهَا عُرْفًا غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالرُّبُعِ اَوِ الْخُمُسِ اِنْ لَمْ يُبَيَّنْ** وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَالْمُعَجَّلُ وَالْمُؤَجَّلُ اِنْ بُيِّنَا فَذَاكَ وَاِلَّا فَالْمُتَعَارِفُ ـ

সহজ তরজমা

মহিলার জন্যে স্বামীকে সহবাস থেকে এবং তাকে নিয়ে সফর যাওয়া থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে স্বামীর উপর নাফকা (নিত্য খরচ) দেওয়া আবশ্যক হবে যদি স্ত্রী বাধা দেয় অর্থাৎ বাধা দেওয়ার সূরতেও স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে; **যদিও এ বাধা স্ত্রীর সম্মতিতে তার সাথে সহবাস কিংবা একান্ত নির্জনবাসের পরে হয়।** এ উক্তি দ্বারা সাহেবাইনের উক্তি বাদ পড়ে গেল। তাদের মতে স্ত্রীর সম্মতিতে একবার স্বামী তার সাথে সহবাস করলে অথবা একান্ত নির্জনবাস করলে তার পরে স্ত্রীর জন্যে বাধা দেওয়ার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। কেননা সে স্বামীর কাছে চুক্তিকৃত বস্তু [যৌনাঙ্গ] অর্পণ করে দিয়েছে। তাই তার জন্যে ওটা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলিল হল, প্রত্যেক সহবাস স্বতন্ত্র مَعْقُوْد عَلَيْهَا গণ্য হবে। সুতরাং চুক্তিকৃত বস্তুর কিয়দংশ অর্পণ দ্বারা অপর অংশ অর্পণকে আবশ্যক করে না– **মোহরের ওই পরিমাণ উসূল করার পূর্বে, যা নগদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল; চাই তা সম্পূর্ণ হোক অথবা আংশিক হোক।**

যরফটি গ্রন্থকারের উক্তি وَلَهَا مَنْعُهُ এরসাথে সম্পর্কযুক্ত। এরপর মুসান্নিফ রহ. তার উক্তি مَا بُيِّنَ تَعْجِيْلُهُ এর উপর তার আগত উক্তিতে আতফ করেছেন : **কিংবা এ পরিমাণ মোহর শীঘ্রই দেওয়ার পূর্বে, যে পরিমাণ মোহর তার সমবয়সী মহিলার জন্য প্রথাগতভাবে নগদ দেওয়া হয়ে থাকে, (তার জন্যে) সহবাস ও সফরে নিয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এটা এক-চতুর্থাংশ বা এত-পঞ্চমাংশের সাথে নির্ধারিত নয়; যদি মোহরের পরিমাণ উল্লেখ না করা হয়ে থাকে।** মুখতাসার বেকায়ার ভাষ্য হল– নগদ আদায়যোগ্য মোহর এবং বাকী মোহর যদি বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা হলে সেটাই আবশ্যক হবে। অন্যথায় সমাজে প্রচলিত নিয়মের বিবেচনা করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطْيِ الخ

নগদ আদায়যোগ্য মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রী তার স্বামীকে সহবাস থেকে বাধা দিতে পারে। আর স্বামীর জন্যেও হালাল হবে না জোরপূর্বক স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কেননা বিশেষত নগদ আদায়যোগ্য মোহর স্ত্রীর যৌনাঙ্গ সম্ভোগের বিনিময় হয়ে থাকে। সুতরাং যেমনিভাবে ব্যবসার মাঝে মূল্য গ্রহণ করার পূর্বে বিক্রীত দ্রব্য আটকে রাখার অধিকার রয়েছে, তেমনি মোহর হস্তগত করার পূর্বে স্বামীকে সহবাসে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। এ সূরতে স্ত্রী তার স্বামীকে সহবাস থেকে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও স্বামীর স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে। কেননা স্ত্রী অবাধ্য নয় বরং সে তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে স্বামীকে বাধা দিয়েছে।

قَوْلُهُ : قَبْلَ اَخْذِ مَا بُيِّنَ الخ

বিয়ের সময় যে পরিমাণ মোহর নগদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই পরিমাণ মোহর হস্তগত করার পূর্বে স্ত্রীর স্বামীকে সহবাস থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার থাকে, চাই ওই পরিমাণটুকু সম্পূর্ণ মোহর হোক বা আংশিক মোহর হোক। যেমন : বিয়ের সময় শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, এ পরিমাণ মোহর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সময়ক্ষেপণ না করে পরিশোধ করে দেওয়া হবে। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. যদি لِاَخْذِ مَا بُيِّنَ বলতেন, তা হলে উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উত্তম হত। তাতে বুঝা যেত, এ বাধা শুধু মোহর কবয করার জন্যে দেওয়া হয়েছে। আর এতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে, যৌনাঙ্গ সোপর্দ করার পূর্বে মোহর আদায় করাতে হবে। যদিও বিক্রয়ের মাল এবং মূল্য একসঙ্গে হস্তগত করা আবশ্যক, কিন্তু বিবাহে একসঙ্গে মোহর হস্তগত করা এবং যৌনাঙ্গ সোপর্দ করা সম্ভব নয়। আর এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে, মোহর স্ত্রীর নিজ হস্তে গ্রহণ করা শর্ত নয় বরং স্ত্রীর উকিল বা দূত মোহর গ্রহণ করলেও যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ : اَوْ قَدْرِ مَا يُعَجَّلُ الخ

যদি বিয়ের সময় তৎক্ষণাৎ আদায়যোগ্য মোহরের পরিমাণ সম্পূর্ণ হোক বা আংশিক হোক উল্লেখ না করা হয়, তা হলে প্রচলন হিসেবে এ পরিমাণ মোহর থেকে তার সমবয়সী মহিলাকে যতটুকু নগদ আদায় করা হয়, সে পরিমাণ হস্তগত না করা পর্যন্ত স্বামীকে সহবাস থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে নগদ আদায় করার পরিমাণ মোহরের এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এটা নির্ধারণে স্বামী স্ত্রী যে শহরে বাস করে, সেখানের প্রচলিত ধর্তব্য হবে।

وَالسَّفَرُ وَالْخُرُوْجُ لِلْحَاجَةِ وَزِيَارَةُ اَهْلِهَا بِلَا اِذْنِهٖ قَبْلَ قَبْضِهٖ اَىْ وَلَهَا السَّفَرُ اِلٰى اٰخِرِهٖ قَبْلَ قَبْضِ الْمُعَجَّلِ **لَا بَعْدَهٗ وَلَا لَهَا الْمَنْعُ لِقَبْضِ الْكُلِّ فِى الْمُخْتَارِ** اَىْ اِنْ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُعَجَّلَ وَالْمُؤَجَّلَ لَايَكُوْنُ لَهَا وَلَايَةُ مَنْعِ النَّفْسِ لِاَخْذِ كُلِّ الْمَهْرِ فَهٰذَا الْحُكْمُ قَدْ فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَاِنَّهٗ اِذَا قَالَ اَوْ قَدْرِ مَا يُعَجَّلُ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَتَقْيِيْدُ وَلَايَةِ الْمَنْعِ بِقَدْرِ الْمُعَجَّلِ يَدُلُّ بِطَرِيْقِ الْمَفْهُوْمِ عَلٰى اَنْ لَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ لِقَبْضِ الزَّائِدِ عَلٰى هٰذَا الْمُعَجَّلِ وَلَا خِلَافَ فِى اَنَّ التَّخْصِيْصَ بِالذِّكْرِ فِى الرِّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلٰى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ لٰكِنْ اَرَادَ التَّصْرِيْحَ بِهٰذَا لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّهٗ عَلَى الْمُتَعَارِفِ وَاِنْ كَانَ اَصْلُ الْمَذْهَبِ اَنَّ لَهَا وَلَايَةَ الْمَنْعِ لِاَخْذِ كُلِّ الْمَهْرِ اِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُعَجَّلِ وَالْمُؤَجَّلِ لِاَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْبُضْعِ فَمَا لَمْ تَقْبِضْ كُلَّ الْعِوَضِ لَايَجِبُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ الْبُضْعِ **وَلَا لَوْ اَجَّلَ كُلَّهٗ** فَاِنَّهٗ لَوْ اَجَّلَ الْكُلَّ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّهَا فَلَا يَكُوْنُ لَهَا مَنْعُ النَّفْسِ لِاَخْذِهٖ ـ

সহজ তরজমা

মহিলার জন্যে দুরস্ত আছে মোহর কবয করার পূর্বে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সফর করা, কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া এবং তার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অর্থাৎ মহিলার জন্যে মহরে মুয়াজ্জাল গ্রহণের পূর্বে সফর করাসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডগুলো করা জায়েয আছে। **তবে মোহর গ্রহণের পরে এগুলো জায়েয নয়। পছন্দনীয় মতানুসারে সম্পূর্ণ মোহর অধিগ্রহণের জন্যে স্বামীকে সহবাসে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর নেই** অর্থাৎ যদি নগদ মোহর এবং বাকি মোহর কোনোটি উল্লেখ না করা হয়, তা হলে সম্পূর্ণ গ্রহণের নিমিত্তে স্ত্রীর জন্যে স্বামী থেকে নিজেকে বিরত রাখার কর্তৃত্ব নেই। এ হুকুমটি পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেছে। কেননা মুসান্নিফ রহ. বলেছেন– اَوْ قَدْرِ مَا يُعَجَّلُ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنْ لَمْ يُبَيِّنْ এখানে মুয়াজ্জাল মোহরের সাথে স্ত্রীর বাধা দেওয়ার অধিকার সংযুক্ত করাটা উপলব্ধিগত দিক থেকে এ কথার উপর দালালত করে, মুয়াজ্জাল মোহর থেকে অতিরিক্তটা গ্রহণের জন্যে স্বামীকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর নেই। আর এতে বিরোধ নেই যে, রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনো হুকুমকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করলে ওই বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তু থেকে হুকুম অপনোদনের প্রতি নির্দেশ করে। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একথা বুঝিয়েছেন, এ হুকুমটি বিরোধপূর্ণ। আর এটিই গ্রহণযোগ্য মত। কেননা পরবর্তী আলেমগণ প্রচলনের উপর ভিত্তি করে এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। যদিও মূল মাযহাব হচ্ছে– যখন নগদ এবং বাকি মোহরের পরিমাণ উল্লেখ না থাকবে, তখন সম্পূর্ণ মোহর গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বামীকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। কেননা মোহর যৌনাঙ্গ

সম্ভোগের বিনিময়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী বিনিময় গ্রহণ না করে, তার উপর যৌনাঙ্গ সোপর্দ করা ওয়াজিব হবে না। **আর যদি সম্পূর্ণ মোহর বাকি রাখা হয়, তা হলেও স্বামীকে বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে না।** কেননা যদি সম্পূর্ণ মোহর বাকি রাখা হয়, তখন তার অধিকার রহিত হয়ে গেল। সুতরাং মোহর গ্রহণের জন্যে স্ত্রীর নিজেকে বিরত রাখার অধিকার থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا خِلَافَ فِي الخ

এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব বিবৃত হয়েছে। প্রশ্ন হল, হানাফী আলেমগণের মতে مَفْهُوْم مُخَالِف তথা ঋণাত্মক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়; তা দলিল হয় না। তবে ইমাম শাফিঈ রহ. مَفْهُوْم مُخَالِف কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং এখানে শারেহ রহ. কিভাবে তা গ্রহণ করলেন? এর উত্তরে বলা হয়, مَفْهُوْم مُخَالِف দলিল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে যে মতানৈক্য রয়েছে, তা কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইলমে ফিকাহ বিষয়ক কিতাবসমূহের ইবারতে সর্বসম্মতভাবে مَفْهُوْم مُخَالِف দলিল হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْمَهْرِ

এ বাক্যে মূল মাযহাবের দলিল আলোকপাত করা হয়েছে অর্থাৎ মোহর মূলত যৌনাঙ্গ সম্ভোগের বিনিময়। তাই সম্পূর্ণ মোহর কবয করার পূর্বে স্বামীর নিকট যৌনাঙ্গ অর্পণ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার স্ত্রীর থাকবে। যেমন– বিক্রেতার অধিকার রয়েছে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য আটকে রাখার। সুতরাং যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, এই দলিলের দাবি হল– সম্পূর্ণ মোহর হস্তগত না করা পর্যন্ত স্বামীকে যৌনসম্ভোগে বাধা দেওয়ার অধিকার মহিলার রয়েছে, চাই মোহর নগদ বা বাকি সাব্যস্ত করা হোক। এর জবাবে বলা হবে, যখন আংশিক মোহরকে নগদ সাব্যস্ত করা হল, তখন স্ত্রী নিজেই নগদ পরিমাণ লাভ করার পর নিজের বাধা দেওয়ার অধিকার রহিত করতে রাজি হয়ে গেল। তাই স্বামীকে বাধা দেওয়ার অধিকার আর থাকবে না।

قَوْلُهُ : لَوْ أَجَّلَ الْكُلَّ فَقَدْالخ

যদি পূর্ণ মোহর বাকি সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে স্বামীকে বাধা দেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। কেননা স্ত্রী নিজেই সমস্ত মোহর বাকি রেখে নিজের বাধা দেওয়ার অধিকারও রহিত করতে রাজি হয়ে গেছে।

وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا بَعْدَ اَدَائِهِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَىْ بَعْدَ اَدَاءِ مَا بُيِّنَ تَعْجِيْلُهُ اَوْ قَدْرِ مَا يُعَجَّلُ لِمِثْلِهَا فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ **وَقِيْلَ لَا وَبِهِ اَفْتَى الْفَقِيْهُ اَبُو اللَّيْثِ وَلَهُ ذٰلِكَ فِيْمَا دُوْنَ مُدَّتِهِ** اَىْ لَهُ نَقْلُهَا فِيْمَا دُوْنَ مُدَّةِ السَّفَرِ **وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الْمَهْرِ فَفِىْ اَصْلِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اِجْمَاعًا** اَىْ اِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ اَحَدُ هُمَا لَمْ يُسَمَّ مَهْرٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ قَدْ سُمِّىَ فَاِنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا شَكَّ فِىْ قَبُوْلِهَا وَاِنْ لَمْ يُقِمْ فَعِنْدَ هُمَا يُحَلَّفُ فَاِنْ نَكَلَ ثَبَتَ دَعْوَى التَّسْمِيَةِ وَاِنْ حَلَفَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ يَنْبَغِىْ اَنْ لَّا يُحَلَّفَ لِاَنَّهُ لَا يُحَلَّفُ فِى النِّكَاحِ عِنْدَهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ **وَفِىْ قَدْرِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ اَلْقَوْلُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ يَمِيْنِهِ** اَىْ اِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِمَا يَدَّعِيْهِ الزَّوْجُ اَوْ اَقَلَّ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِيْنِ وَاِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِمَا تَدَّعِيْهِ الْمَرْأَةُ اَوْ اَكْثَرَ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ ـ

সহজ তরজমা

প্রকাশ্য রিওয়ায়াত অনুসারে নগদ পরিমাণ মোহর আদায়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার অধিকার স্বামীর আছে অর্থাৎ যে পরিমাণ মোহর তৎক্ষণাৎ আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথবা তার সমবয়সী মহিলার যে পরিমাণ নগদ মোহর আদায় করা হয়ে থাকে, তা পরিশোধের পর। **কারো কারো মতে (উল্লিখিত মোহর আদায়ের পরও) স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার অধিকার নেই। ফকীহ আবূ লাইছ রহ. এ ফতওয়া দিয়েছেন। আর স্বামীর জন্যে স্ত্রীকে মুদ্দতের কম দূরে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে** অর্থাৎ সফরের দূরত্বসীমার কম পর্যন্ত স্ত্রীকে স্থানান্তর করা স্বামীর জন্যে বৈধ হবে। **যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মোহর তথা মূল মোহরের ব্যাপারে মতপার্থক্য করে, তখন সর্বসম্মতভাবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে** অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মতভেদ করে, তারপর তাদের একজন বলে– মোহর ধার্য করা হয় নি, আরেকজন বলে– মোহর ধার্য করা হয়েছে। এরপর সে মোহর ধার্যের উপর প্রমাণ উপস্থাপন করে, তা হলে তা গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি সে প্রমাণ উপস্থাপন না করে, তা হলে সাহেবাইনের মতে (অস্বীকারকারীকে) কসম দেওয়া হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তখন মোহর নির্ধারণের দাবি প্রমাণিত হবে। আর যদি সে কসম করে, তা হলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে তাকে কসম না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা তার মতে বিবাহে কসম দেওয়া হয় না। সুতরাং মোহরে মিছিলই ওয়াজিব হবে। **আর বিবাহ বাকি থাকা অবস্থায় মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে শপথের সাথে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে মোহরে মিছিল যার স্বপক্ষে হবে** অর্থাৎ মহরে মিছিল যদি স্বামীর দাবি কৃত পরিমানের সমান হয় অথবা তার থেকে কম হয়, তা হলে স্বামীর উক্তিই শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মোহরে মিছিল স্ত্রীর দাবিকৃত পরিমানের সমান হয় অথবা তার থেকে বেশী হয়, তা হলে স্ত্রীর উক্তিই শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا بَعْدَ الخ

নগদ মোহরের পরিমাণ আদায় করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও সফরে যেতে চায়, তা হলে স্ত্রীর বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে না বরং স্বামী তাকে নিয়ে সফরে যেতে পারবে। অনুরূপ সম্পূর্ণ মোহর আদায় করার পরও স্ত্রীর সফরে যেতে অস্বীকার করার অধিকার থাকবে না। তবে এ সফরের দূরত্ব মুদ্দতে তথা তিনদিন তিনরাতের কম হতে হবে। এমন সফরে স্ত্রীকে সফরে নিয়ে যাওয়া সহীহ হবে। 'তাতারখানিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে : রাত্র হওয়ার আগেই যদি গ্রাম থেকে বাসস্থানে ফিরে আসা সম্ভব হয়, তা হলে একে সফরের দূরত্বের কম বলে গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الْمَهْرِ الخ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মোহর সম্পর্কে মতভেদ কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন– ১. মূল মোহরের ধার্যকরণ সম্পর্কে। ২. মোহরের পরিমাণ সম্পর্কে। ৩. এ মতভেদ স্বামী-স্ত্রীর জীবদ্দশায় হবে। ৪. তাদের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে হবে। ৫. সহবাসের পূর্বে বা পরে মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হবে।

এ সকল বিতর্কিত সূরতে যেহেতু মোহর ধার্যকরণ ও মোহরের পরিমাণের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেল, তাই বিবাদ মিটানোর জন্যে মোহরে মিছিলকে মীমাংসাকারী গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ الخ

যদি মূল মোহর নির্ধারণ করার দাবিদার নিজ দাবির অনুকূলে দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং তার দাবি প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে দলিল উপস্থাপন না করে, তা হলে মোহর নির্ধারণ অস্বীকারকারীকে শপথ করানো আবশ্যক হবে। কেননা শরী'আতের নিয়ম হল, দাবিদার প্রমাণ পেশ করবে। যদি সে প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তা হলে অস্বীকারকারীর উপর শপথ ওয়াজিব। শপথের সাথে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তা হলে মোহর নির্দিষ্ট হওয়ার দাবি প্রমাণিত হয়ে যাবে। এ হল সাহেবাইনের মত। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে অস্বীকারকারীকে শপথ দেওয়া যাবে না। কেননা বিবাহ অধ্যায়ে শপথ গ্রহণের কোনো নিয়ম নেই।

قَوْلُهُ : اَلْقَوْلُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ الخ

বিবাহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় মোহরের পরিমাণ নিয়ে যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হয়, তা হলে মোহরে মিছিল তথা বাহ্যিক অবস্থা যার অনুকূলে হবে, তার উক্তি শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন : স্বামী দাবি করল, মোহর ধার্য ছিল এক হাজার টাকা আর স্ত্রী দাবি করল, মোহর ধার্য ছিল দু'হাজার টাকা। সুতরাং যদি মোহরে মিছিল এক হাজার বা তার থেকে কম হয়, তা হলে বাহ্যিক অবস্থা স্বামীর পক্ষে সাক্ষী হবে। কেননা নির্ধারিত মোহরটি মোহরে মিছিল থেকে কম হবে না বরং সমান বা তার চেয়ে বেশী হবে। অতএব স্বামীর উক্তি শপথের সাথে গ্রহযোগ্য হবে। এ প্রক্রিয়ায় স্বামীকে অতিরিক্ত মোহর অস্বীকারকারী এবং স্ত্রীকে অতিরিক্ত মোহরের দাবিদার ধরা হবে। আর নিয়ম হল, অস্বীকারকারীর উক্তি কসমসহ গ্রহণযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি মোহরে মিছিল দু'হাজার বা তার থেকে বেশী হয়, তা হলে বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষী হবে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীর দাবির অনুকূলে হওয়ার কারণে তার উক্তি শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রীকে অস্বীকারকারী ও স্বামীকে দাবিদার গণ্য করা হবে।

وَاَىُّ اَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ شَهِدَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ اَوْلَهَا وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِى الزِّيَادَةَ فَاِنْ اَقَامَتْ بَيِّنَةً قُبِلَتْ وَاِنْ اَقَامَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ تُقْبَلُ اَيْضًا لِاَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ لِدَفْعِ الْيَمِيْنِ كَمَا اِذَا اَقَامَ الْمُوْدَعُ بَيِّنَةً عَلٰى رَدِّ الْوَدِيْعَةِ اِلَى الْمَالِكِ تُقْبَلُ **وَاِنْ اَقَامَا فَبَيِّنَتُهَا اِنْ شَهِدَ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ اِنْ شَهِدَ لَهَا** لِاَنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ لِاِثْبَاتِ مَا هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْيَمِيْنُ شُرِعَتْ لِاِبْقَاءِ الْاَصْلِ عَلٰى اَصْلِهِ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ وَالْاَصْلُ فِى النِّكَاحِ اَنْ يَكُوْنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَالَّذِىْ يَدَّعِى خِلَافَ ذٰلِكَ فَبَيِّنَتُهُ اَقْوٰى **وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا** اَىْ اِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ بَيْنَ مَايَدَّعِيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ وَلَابَيِّنَةَ لِاَحَدِهِمَا تَحَالَفَا **فَاِنْ حَلَفَا اَوْ اَقَامَا قُضِىَ بِهِ** اَىْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَاِنْ حَلَفَا قُضِىَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا اِنْ اَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ وَاِنْ اَقَامَ اَحَدُهُمَا فَقَطْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْقِسْمَ لِظُهُوْرِهِ هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِىْ حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ فَاَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ الْاِخْتِلَافَ بَعْدَ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ فَقَالَ **وَفِى الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْىِ حُكْمٌ مُتْعَةُ الْمِثْلِ** اَىْ اِنْ كَانَ مُتْعَةُ الْمِثْلِ مُسَاوِيَةً لِنِصْفِ مَايَدَّعِيْهِ الزَّوْجُ اَوْ اَقَلَّ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهُ وَاِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِنِصْفِ مَاتَدَّعِيْهِ الْمَرْأَةُ اَوْ اَكْثَرَ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهَا ـ

সহজ তরজমা

স্বামী-স্ত্রী থেকে যে-ই দলিল পেশ করবে, তা গ্রহণ করা হবে; চাই মহরে মিছিল স্বামীর পক্ষে সাক্ষী হোক অথবা স্ত্রীর পক্ষে হোক। এটা এ কারণে যে, স্ত্রী বাড়তি মোহরের দাবি করে থাকে। সুতরাং যদি সে দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী একা দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তাও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শপথ অপনোদনের জন্যে দলিল পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন– যখন আমানতদার ব্যক্তি মালিকের নিকট গচ্ছিত বস্তু ফেরত দেওয়ার উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তখন তা গৃহীত হয়। **আর যদি তারা উভয়ে দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তখন স্ত্রীর দলিল গৃহীত হবে যদি মোহরে মিছিল স্বামীর স্বপক্ষে হয়। আর স্বামীর দলিল গৃহীত হবে যদি মোহরে মিছিল স্ত্রীর স্বপক্ষে হয়।** কারণ, দলিল অনুমোদিত হয়েছে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত বস্তু সাবেত করার জন্যে আর কসম অনুমোদিত হয়েছে মূল বস্তুকে মূলের উপর বাকি রাখার জন্যে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– দলিল দাবিদারের উপর এবং শপথ অস্বীকারকারীর উপর আবশ্যক। আর বিবাহের মধ্যে মূল হচ্ছে, মোহরে মিছিল হওয়া। তাই যে এর বিপরীত দাবি করবে, তার দলিলই শক্তিশালী গণ্য হবে। **আর যদি মোহরে মিছিল উভয়ের মাঝামাঝি হয়, তা হলে উভয়েই শপথ করবে।** অর্থাৎ যদি মহরে মিছিল স্বামী ও স্ত্রী যা দাবি করেছে, তার মাঝামাঝি হয় এবং তাদের কারো নিকটে দলিল না থাকে, তা হলে তাদের উভয়কে শপথ করতে হবে। যদি উভয়ে শপথ করে অথবা দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তা হলে মোহরে মিছিলের ফয়সালা

করা হবে অর্থাৎ যদি উভয়ে শপথ করে, তাহলে মোহরে মিছিলের ফয়সালা করা হবে। অনুরূপ যদি তাদের থেকে প্রত্যেকে দলিল উপস্থাপন করে, তবুও মোহরে মিছিল আবশ্যক হবে। আর যদি শুধু তাদের একজন দলিল উপস্থাপন করে, তা হলে তার দলিল গ্রহণ করা হবে। এ প্রকারটি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মুসান্নিফ রহ. তা উল্লেখ করেন নি। এ পর্যন্ত আমরা যা বর্ণনা করেছি, তা বিবাহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় প্রযোজ্য। এবার মুসান্নিফ রহ. তালাক পতিত হওয়ার পর (স্বামী-স্ত্রীর) মতভেদের হুকুম বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন। অতএব তিনি বলেন: **সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মুত'আ মিছিলের হুকুম দেওয়া হবে** অর্থাৎ যদি মুত'আ স্বামী যা দাবি করেছে, তার অর্ধেকের সমান হয় বা তা থেকে কম হয়, তা হলে স্বামীর উক্তি গৃহীত হবে। আর যদি মোহরে মিছিল স্ত্রী যা দাবি করেছে, তার অর্ধেকের সমান হয় বা তা থেকে বেশী হয়, তা হলে স্ত্রীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَىُّ اَقَامَ بَيِّنَةً الخ : স্বামী-স্ত্রী থেকে যে কেউ দলিল উপস্থাপন করবে, তার দলিল গ্রহণযোগ্য হবে, চাই মোহরে মিছিল স্বামীর দাবির স্বপক্ষে হোক, যেমন– মোহর স্বামীর দাবির সমান বা তার থেকে কম। অথবা স্ত্রীর দাবির স্বপক্ষে হোক, যেমন– মোহর স্ত্রীর দাবির সমান বা তার থেকে বেশী। আর যদি মোহরে মিছিল স্বামীর স্বপক্ষে হয় এবং স্ত্রীর খেলাফ হয়, তা হলেও এ হুকুমই প্রযোজ্য হবে। মুসান্নিফ রহ. যদিও এ সূরতটি মতনে উল্লেখ করেন নি, কিন্তু শারেহ রহ. শপথ করানোর মাসআলা এর দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ الخ : উক্ত বাক্য দ্বারা একটি সন্দেহের অবসান করা হয়েছে। তার সারমর্ম হচ্ছে– স্বামী তো এখানে স্ত্রীর দাবি অস্বীকারকারী। আর নিয়ম হল, দাবিদার প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলে অস্বীকারকারীর উপর কসম আবশ্যক হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীর প্রমাণ কিভাবে গ্রহণ করা হবে? এর জবাবে বলা হয়েছে : কখনো কখনো শপথ দমনের জন্যে দলিল গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যাতে এ দলিলের মাধ্যমে দাবিদারের দাবি প্রমাণিত হয় এবং তার উপর থেকে শপথের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তাই স্বামীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ الخ : মূলত দলিল ওই বস্তুকে সাব্যস্ত করার জন্যে অনুমোদিত হয়েছে, যা প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত। তাই যে ব্যক্তির দাবি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হবে, তার দলিল অপরজনের দলিলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই দলিল উপস্থাপন করার সূরতে যদি মোহরে মিছিল স্বামীর অনুকূলে হয়, তা হলে স্ত্রীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা স্ত্রীর দাবি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। কিন্তু যদি মোহরে মিছিল স্ত্রীর অনুকূলে হয়, তা হলে স্বামীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ পর্যায়ে স্বামীর দাবি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

قَوْلُهُ : وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا الخ : মোহরে মিছিল যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দাবির মাঝামাঝি হয়, যেমন– স্বামী দাবি করল, মোহর এক হাজার টাকা আর স্ত্রী দাবি করল, মোহর দু'হাজার টাকা। অথচ মোহরে মিছিল দেড় হাজার টাকা, যা উভয়ের মাঝামাঝি হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের উভয় থেকে শপথ নেওয়া হবে। যদি তারা শপথ করে তা হলে মোহরে মিছিলের হুকুম করা হবে। আর যদি স্বামী ও স্ত্রী থেকে কেউ শপথ করতে অস্বীকার করে, তা হলে তার দাবির বিপরীত ফয়সালা করা হবে।

قَوْلُهُ : حُكِّمَ مُتْعَةُ الْمِثْلِ الخ : حُكِّمَ ক্রিয়াপদটি تَحْكِيْم মাসদার থেকে ماض مجهول এর ছীগাহ। অর্থ, বিচারক বানানো। উপর্যুক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হল, সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার পরে মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে আর মহরে মিছিলকে বিচারক বানানো যাবে না। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাকের সূরতে মোহরে মিছিল পাওয়ার স্ত্রীরই অধিকারই নেই বরং মুত'আর অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাকে মুত'আ মিছিল দিতে হবে। তার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী মহিলার মুত'আকে مُتْعَةِ مِثْل বলা হয়।

وَاَیُّ اَقَامَ بَیِّنَةً قُبِلَتْ وَاِنْ اَقَامَا فَبَیِّنَتُهَا اَوْلٰی اِنْ شَهِدَتْ لَهُ وَبَیِّنَتُهُ اِنْ شَهِدَتْ لَهَا وَاِنْ كَانَتْ بَیْنَهُمَا تَحَالَفَا فَاِنْ حَلَفَا تَجِبُ مُتْعَةُ الْمِثْلِ وَمَوْتُ اَحَدِهِمَا كَحَیَاتِهِمَا فِی الْحُكْمِ وَبَعْدَ مَوْتِهِمَا فَفِی الْقَدْرِ اَلْقَوْلُ لِوَرَثَتِهِ وَفِیْ اَصْلِهِ لَمْ یُقْضَ بِشَیْءٍ وَقَالَا قُضِیَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِهٖ یُفْتٰی وَاِنْ بَعَثَ اِلَیْهَا شَیْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِیَّةٌ وَقَالَ هُوَ مَهْرٌ فَالْقَوْلُ لَهُ اِلَّا فِیْمَا هُیِّیءَ لِلْاَكْلِ كَالْخُبْزِ بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ **فَاِنْ نَكَحَ ذِمِّیٌّ ذِمِّیَّةً اَوْ حَرْبِیٌّ حَرْبِیَّةً ثَمَّهٗ** اَیْ فِیْ دَارِ الْحَرْبِ **بِمَیْتَةٍ اَوْ بِلَا مَهْرٍ وَذَا جَائِزٌ عِنْدَهُمْ** اَیْ وَالْحَالُ اَنَّ النِّكَاحَ بِلَا مَهْرٍ یَجُوْزُ عِنْدَهُمْ فَلَا یَجِبُ شَیْءٌ وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِاَنَّهٗ اِنْ لَمْ یَجُزْ هٰذَا فِیْ دِیْنِهِمْ اَوْ یَجِبُ الْمَهْرُ عِنْدَهُمْ لَا یَكُوْنُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ عَدَمَ وُجُوْبِ الْمَهْرِ **فَوُطِئَتْ اَوْطُلِّقَتْ قَبْلَهٗ اَوْ مَاتَ فَلَا مَهْرَ لَهَا ـ**

সহজ তরজমা

স্বামী-স্ত্রী মধ্যে যেই দলিল উপস্থাপন করে তা গৃহীত হবে। আর যদি তারা উভয়ে দলিল প্রতিষ্ঠা করে, তা হলে স্ত্রীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে যদি মুত'আ মিছিল স্বামীর স্বপক্ষে সাক্ষী হয় এবং স্বামীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে যদি মুত'আ মিছিল স্ত্রীর স্বপক্ষে সাক্ষী হয়। আর যদি মুত'আ মিছিল তাদের উভয়ের দাবির মাঝামাঝি হয়, তা হলে উভয়ে শপথ করবে। যদি তারা শপথ করে, তবে মুত'আ মিছিল ওয়াজিব হবে। স্বামী-স্ত্রী থেকে একজনের মৃত্যুবরণ হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের জীবিত অবস্থার মতো। আর উভয়ের মৃত্যুর পরে মোহরের পরিমাণে মতপার্থক্য হলে স্বামীর ওয়ারিশগণের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর মূল মোহরে মতভেদ হলে কিছুরই ফয়সালা করা হবে না। সাহেবাইন বলেন, মোহরে মিছিলের ফয়সালা করা হবে। এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীর কাছে কোনো জিনিস প্রেরণ করে, তখন স্ত্রী বলে– এটা হাদিয়া আর স্বামী বলে– এটা মোহর, তখন স্বামীর উক্তিই গৃহীত হবে; কিন্তু যে-সব জিনিস খাবারের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, যেমন– রুটি, গম এর বিপরীত। যদি জিম্মী পুরুষ কোনো জিম্মীয়া মহিলাকে বিবাহ করে কিংবা হারবী কোনো হারবীয়া মহিলাকে সেখানে তথা দারুল হরবে বিবাহ করে মৃত জন্তুর বিনিময়ে অথবা মোহর ব্যতীত আর এটা তাদের ধর্মে জায়েয হয় অর্থাৎ বাস্তবে তাদের মতে মোহর ব্যতীত বিবাহ জায়েযও হয়, তখন কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। মুসান্নিফ রহ. এটা (جَائِزٌ عِنْدَهُمْ) বলেছেন এ জন্যে যে, যদি এটা তাদের ধর্মে জায়েয না হয়, অথবা তাদের মতে মোহর ওয়াজিব হয়, তখন এ মাসআলার হুকুম মোহর ওয়াজিব না হওয়া হবে না। তারপর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হয়েছে অথবা সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান করা হয়েছে অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তা হলে স্ত্রীকে কোনো মোহর দিতে হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا الخ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্য থেকে কোনো একজন মারা গেল। এরপর মৃতের ওয়ারিশগণ ও জীবিত ব্যক্তির মাঝে মূল মোহর অথবা মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদসৃষ্টি হল; তবে এর হুকুম তেমনি হবে, যেমনি তাদের জীবিত অবস্থায় হয়। কেননা স্বামী-স্ত্রী থেকে একজন মারা গেলে মোহরে মিছিল বাতিল হয় না।

قَوْلُهُ : وَبَعْدَ مَوْتِهِمَا الخ

স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর যদি তাদের ওয়ারিশগণের মাঝে মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদসৃষ্টি হয়, তখন স্বামীর ওয়ারিশগণের কথাই শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে এবং মোহরে মিছিলের ফয়সালা দেওয়া যাবে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর মোহরে মিছিলের বিবেচনা রহিত হয়ে যায়।

আর যদি মূল মোহরের ব্যাপারে মতভেদসৃষ্টি হয়, তা হলে মোহর নির্দিষ্ট হওয়ার অস্বীকারকারী তথা স্বামীর ওয়ারিশগণের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং মোহর ধার্যের উপর দলিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুরই হুকুম দেওয়া হবে না। কারণ, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর মোহরে মিছিল বিবেচ্য থাকে না। কারণ, তাদের মৃত্যু তাদের অনেক সমবয়সী লোক মারা যাওয়া প্রমাণ করে। তাই কাজীর জন্যে মোহরে মিছিল আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কেননা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দরুন মোহরের পরিমাণেও অনেক পার্থক্য হয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে এমতাবস্থায় মোহরে মিছিলের হুকুম দেওয়া হবে। এর উপরই ফতোয়া।

وَاِنْ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ عَيْنٍ ثُمَّ اَسْلَمَا اَوْاَسْلَمَ اَحَدُهُمَا فَلَهَا ذٰلِكَ وَفِىْ غَيْرِ عَيْنٍ فَقِيْمَةُ الْخَمْرِ فِيْهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِى الْخِنْزِيْرِ لِاَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ مِثْلِيٌّ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا وَلَايَحِلُّ اَخْذُهَا فَاِيْجَابُ الْقِيْمَةِ يَكُوْنُ اِعْرَاضًا عَنِ الْخَمْرِ وَاَمَّا الْخِنْزِيْرُ فَمِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ عِنْدَهُمْ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا فَاِيْجَابُ الْقِيْمَةِ لَايَكُوْنُ اِعْرَاضًا عَنْهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اِعْرَاضًا عَنِ الْخِنْزِيْرِ ـ

সহজ তরজমা

যদি (হরবী এবং জিম্মী) নির্দিষ্ট মদ কিংবা নির্দিষ্ট শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে, তারপর তারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে স্ত্রী নির্ধারিত বস্তুই পাবে। আর অনির্দিষ্ট হলে মদ মোহর ধার্য হওয়ার সূরতে মদের মূল্য আবশ্যক হবে এবং শূকর মোহর ধার্য হওয়ার সূরতে মোহরে মিছিল আবশ্যক হবে। কেননা তাদের (বিধর্মীদের) মতে মদ মূল্যবান বস্তু, যেমনি সিরকা আমাদের মতে সিরকা। আর মুসলমানের জন্যে মদ গ্রহণ করা হালাল নয়। সুতরাং মূল্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করা মানে মদ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে শূকর তাদের নিকট মূল্যবান, যেমনি– আমাদের নিকট বকরী মূল্যবান প্রাণী। সুতরাং মূল্য ওয়াজিব করলে শূকর থেকে বিরত থাকা হবে না। তাই শূকর থেকে বিরত থাকার নিমিত্তে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَلَهَا ذَالِكَ الخ

যদি হরবী ও জিম্মী তাদের স্বগোত্রীয় কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট শরাব বা নির্দিষ্ট শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে, এরপর তারা মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে বিবাহের সময় নির্ধারিত শরাব ও শূকরই স্ত্রী পাবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তবে অর্ধেক মোহর পাবে। কেননা শরাব ও শূকর যদিও মুসলমানের জন্যে হারাম; কিন্তু এগুলো ওই সময় ধার্য করা হয়েছে, যখন তাদের নিকট জায়েয ছিল। তবে মুসলমান হওয়ার পর এসব দ্বারা সরাসরি উপকৃত হতে পারবে না বরং শরাবকে সিরকা বানাবে অথবা ফেলে দিবে এবং শূকর ছেড়ে দিবে।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا الْخِنْزِيْرُ الخ

এখানে সারকথা হল, তুল্য বস্তুর বিনিময়ে তুল্য বস্তু নেওয়া এবং মূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে মূল্য নেওয়া প্রকৃত বস্তু গ্রহণ করার মতোই। কিন্তু তুল্য বস্তুর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা প্রকৃত বস্তু গ্রহণ করার মতো নয়। এখন যেহেতু শরাব মিছলী বস্তু, তাই এর অনুরূপ বস্তু গ্রহণ করলে প্রকৃত শরাব গ্রহণ করা আবশ্যক হবে, যা মুসলমানের জন্যে জায়েয নেই। অতএব প্রকৃত শরাব থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে শরাবের মূল্য ওয়াজিব হবে। আর শূকর যেহেতু মিছলী বস্তু নয় বরং মূল্যবান প্রাণী। তাই এর মূল্য গ্রহণ করলে বিধানগতভাবে প্রকৃত শূকর গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। এ জন্যে প্রকৃত শূকর থেকে বিরত থাকার একটিই প্রক্রিয়া রয়েছে। তা হল, মোহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়া। অতএব শূকরের স্থলে মোহরে মিছিল দিতে হবে।

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيْقِ وَالْكَافِرِ

نِكَاحُ الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْاَمَةِ وَاُمِّ الْوَلَدِ بِلَا اِذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوْفٌ اِنْ اَجَازَ لَهُ نَفَذَ وَاِنْ رَدَّ بَطَلَ فَاِنْ نَكَحُوْا بِالْاِذْنِ فَالْمَهْرُ عَلَيْهِمْ وَبِيْعَ الْقِنُّ فِيْهِ لَا الْاٰخَرَانِ اَيِ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ **بَلْ يَسْعَيَانِ وَقَوْلُهُ طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً اِجَازَةٌ لَاطَلِّقْهَا اَوْ فَارِقْهَا** اَىْ اِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلٰى طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً فَهُوَ اِجَازَةٌ لِاَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يَقْتَضِىْ سَبْقَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ طَلِّقْهَا اِذْ يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ تَرْكَهَا وَهٰذَا الْمَعْنٰى اَلْيَقُ بِالْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ وَاَمَّا فَارِقْهَا فَهُوَ اَظْهَرُ فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى **وَاِذْنُهُ لِعَبْدِهٖ بِالنِّكَاحِ يَعُمُّ جَائِزَهُ وَفَاسِدَهُ فَيُبَاعُ الْعَبْدُ لِمَهْرِ مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بَعْدَ اِذْنِهٖ فَوَطِئَهَا** وَاِنْ لَمْ يَطَأِ الْعَبْدُ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ **وَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا اَوْ اُخْرٰى بَعْدَهَا صَحِيْحًا وُقِفَ عَلَى الْاِجَازَةِ** اَىْ لَوْ نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا صَحِيْحًا اَوْ نَكَحَ اِمْرَأَةً اُخْرٰى بَعْدَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ نِكَاحًا صَحِيْحًا تَوَقَّفَ عَلَى الْاِجَازَةِ لِاَنَّ الْاِجَازَةَ قَدِ انْتَهَتْ بِذٰلِكَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : কৃতদাস ও কাফিরের বিবাহ

গোলাম ও মুকাতাব (দাসত্ব মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলাম), মুদাব্বার (মনিব মরণোত্তর মুক্ত গোলাম), দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদের বিবাহ মনিবের অনুমতি ব্যতীত স্থগিত থাকবে। পরে যদি সে অনুমতি দিয়ে দেয়, তখন কার্যকর হবে আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তখন বাতিল হয়ে যাবে। যদি তারা মনিবের অনুমতি স্বাপেক্ষে বিবাহ করে, তখন মোহর তাদের উপরই আসবে। মোহরের বিনিময়ে গোলামকে বিক্রি করা যাবে, তবে অন্য দু'জন অর্থাৎ মুকাতাব ও মুদাব্বারকে বিক্রি করা যাবে না বরং তারা দু'জন চেষ্টা করে মোহর আদায় করবে। আর মনিবের উক্তি "তুমি তাকে রেজয়ী তালাক দাও" অনুমতি বলে সাব্যস্ত হবে। তবে তার উক্তি "তুমি তাকে তালাক দাও এবং তাকে বিচ্ছেদ করে দাও" –এটা বিবাহের অনুমতি বলে সাব্যস্ত হবে না অর্থাৎ যখন গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, এরপর মনিব বলে, "তুমি স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দাও", তা হলে এটা বিবাহের অনুমতি সাব্যস্ত হবে। কেননা তালাকে রেজয়ী বিবাহে অগ্রগামী হওয়ার দাবি করে। মনিবের উক্তি طَلِّقْهَا এর বিপরীত (এতে অনুমতি সাব্যস্ত হবে না)। কেননা এখানে উদ্দেশ্য স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অবাধ্য গোলামের জন্যে এ অর্থই উপযুক্ত। আর তার উক্তি فَارِقْهَا– এটা এ অর্থে অধিক সুস্পষ্ট। মনিব নিজ গোলামকে বিবাহের অনুমতি দিলে, এটা সহীহ বিবাহ ও ফাসেদ বিবাহ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। এরপর মনিবের অনুমতির পর যে গোলাম ফাসেদ বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, ওই গোলামকে মোহরের জন্যে বিক্রি করা যাবে। আর যদি গোলাম ফাসেদ বিবাহে সহবাস না করে, তখন মোহর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি ফাসেদ বিবাহের পর উক্ত মহিলাকেই দ্বিতীয়বার সহীহভাবে বিবাহ করে অথবা অন্য কোনো মহিলাকে

সহীহ বিবাহ করে, তবুও মনিবের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে অর্থাৎ যদি ওই স্ত্রীকেই দ্বিতীয়বার সহীহ সূত্রে বিবাহ করে অথবা ওই স্ত্রীর পরে অন্য কোনো মহিলাকে সহীহভাবে বিবাহ করে, তবুও অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। কেননা পূর্ব অনুমতি ওই ফাসেদ বিবাহ দ্বারা শেষ হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيْقِ الخ : যাদের মধ্যে বিবাহ করার যোগ্যতা রয়েছে, তাদের বিধান আলোচনা করার পর এখন মুসান্নিফ রহ. যাদের মধ্যে বিবাহের উপযুক্ততা নেই, তাদের বিধি-বিধান বর্ণনা শুরু করেছেন। যেমন- ক্রীতদাসের বিবাহ। এ অধ্যায়ে বিধর্মীদের বিবাহের আহকামও বর্ণনা করা হয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে। কেননা দাসত্ব মূলত কুফুরির শাস্তি। এখানে كَافِر শব্দটিকে ব্যাপক অর্থবোধক রাখা হয়েছে। যেন এতে মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু প্রমুখ সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপ رَقِيْق শব্দটিকেও মুতলাক উল্লেখ করা হয়েছে। যেন এতে দাসের সকল প্রকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

১. قِنّ অর্থ, যে গোলাম সম্পূর্ণ মালিকানাধীন।

২. مُكَاتَب অর্থ, যাকে তার মনিব বলে– আমি তোমাকে এত টাকার বিনিময়ে মুকাতাব বানালাম। যখন তুমি এ টাকা পরিশোধ করবে, তখন তুমি স্বাধীন। এর হুকুম হল, সে নির্ধারিত টাকা আদায় করার পর স্বাধীন হয়ে যাবে।

৩. مُدَبَّر অর্থ, যাকে তার মনিব বলে– যখন আমি মারা যাব, তখন তুমি স্বাধীন।

৪. اُمِّ وَلَد তথা এমন দাসী, যার সাথে মনিব সহবাস করেছে এবং তার গর্ভ থেকে মনিবের সন্তান হয়েছে। সেও মনিবের মৃত্যুর পর স্বাধীন হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : بِلَا اِذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوْفٌ الخ : মনিবের অনুমতি ব্যতীত ক্রীতদাস বিবাহ করলে, তা মনিবের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। বস্তুত যারা বলে, মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলামের বিবাহ জায়েয নেই, তাদের উদ্দেশ্য এই স্থগিত থাকাই; বিবাহ সম্পূর্ণ বাতিল হওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। এর মূল দলিল এ হাদীস, যাতে রাসূল ﷺ বলেছেন– যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল, সে ব্যাভিচারী।

قَوْلُهُ : وَبِيْعَ الْقِنُّ فِيْهِ الخ : মোহরের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে মালিককে বলা হবে, গোলাম বিক্রি করে আদায় কর! কেননা মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে তার জিম্মায় এ ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে। এখন যদি মালিক গোলামটি বিক্রি করতে সম্মত না হয়, তা হলে কাজীর জন্য মালিকের উপস্থিতিতে গোলামকে বিক্রি করে মোহর পরিশোধ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে মুকাতাব এবং মুদাব্বার গোলামকে মোহরের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। কেননা তাদেরকে একজনের মালিকানা থেকে অপরের মালিকানায় স্থানান্তর করা জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি মুকাতাব অপারগ হয়ে যায়, তা হলে মোহরের ঋণ আদায়ের জন্যে তাকে বিক্রি করা যাবে।

قَوْلُهُ : يَعُمُّ جَائِزَهُ وَفَاسِدَهُ الخ : যখন মনিব গোলামকে বিবাহ করার অনুমতি দিল এবং বিবাহের সাথে সহীহ ও ফাসেদের কয়েদ উল্লেখ করল না, তখন এ অনুমতি বৈধ-অবৈধ উভয় বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং যদি গোলাম মনিবের অনুমতির পর ফাসেদভাবে বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তা হলে যেহেতু মনিবের অনুমতির ফলে [মোহরটি] তার উপর ঋণ হয়ে গেল। কাজেই মোহরের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে তাকে বিক্রি করা হবে। তবে যদি ফাসেদ বিবাহের মধ্যে সে স্ত্রীসহবাস না করে, তা হলে মোহর ওয়াজিব হবে না। কেননা ফাসেদ বিবাহে প্রকৃত সহবাসের পরই মোহর ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে সাধারণ অনুমতি ফাসেদ বিবাহকে শামিল করবে না। এজন্যে ফাসেদ বিবাহের অবস্থায় মোহরের ঋণ আদায়ের জন্যে গোলামকে বিক্রি করা যাবে না বরং অপেক্ষা করতে হবে। সে আযাদ হওয়ার পর তার কাছে মোহর তলব করা হবে।

وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُوْنًا مَاذُوْنًا لَهُ صَحَّ وَسَاوَتْ غُرَمَاءَهُ فِىْ مَهْرِ مِثْلِهَا اَىْ سَاوَتِ الْمَرْأَةُ غُرَمَاءَهُ فِىْ مِقْدَارِ مَهْرِالْمِثْلِ اَىْ اِنْ بِيْعَ الْعَبْدُ يُقْسَمُ ثَمَنُهُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْغُرَمَاءِ بِالْحِصَّةِ فَتَأْخُذُ بِحِصَّةِ مَهْرِهَا اِنْ كَانَ الْمَهْرُ اَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ اَوْ مُسَاوِيًا اَمَّا اِذْ كَانَ زَائِدًا فَلَا تَأْخُذُ بِحِصَّةِ مَا زَادَ بَلْ يُؤَخَّرُ حَقُّهَا اِلَى اِسْتِيْفَاءِ الْغُرَمَاءِ دُيُوْنَهُمْ **وَمَنْ زَوَّجَ اَمَتَهُ تَخْدِمُهُ وَيَطَأُهَا الزَّوْجُ اِنْ ظَفَرِبِهَا وَلَا تَجِبُ التَّبْوِيَةُ لٰكِنْ لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى اِلَّا بِهَا** اَىْ لَايَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا اِلَّا بِالتَّبْوِيَةِ **وَهِىَ اَنْ يُخَلّٰى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ** اَىْ بَيْنَ الْاَمَةِ وَالزَّوْجِ فِىْ مَنْزِلِهِ **وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا** اَيِ الْمَوْلٰى **فَاِنْ بَوَّأَهَا ثُمَّ رَجَعَ صَحَّ** اَيِ الرُّجُوْعُ **وَسَقَطَتْ** اَيِ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ بِرُجُوْعِ الْمَوْلٰى عَنِ التَّبْوِيَةِ **وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِلَا اِسْتِخْدَامِهِ لَا** اَىْ اِنْ خَدَمَتِ الْمَوْلٰى بِلَا اِسْتِخْدَامِهِ مَعَ وُجُوْدِ التَّبْوِيَةِ لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ وَالتَّبْوِيَةُ مَصْدَرُ بَوَّأْتُهُ مَنْزِلًا وَبَوَّأْتُ لَهُ اِذَا هَيَّأْتَ لَهُ مَنْزِلًا وَالْمَوْلٰى وَاِنْ لَمْ يُهَيِّئِ الْمَنْزِلَ فَالتَّبْوِيَةُ تُسْنَدُ اِلَيْهِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّهُ يُمَكِّنُ الزَّوْجَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

সহজ তরজমা

মনিব যদি ঋণগ্রস্ত অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে বিবাহ করিয়ে দেয়, তা হলে বিবাহ সহীহ হবে এবং স্ত্রী তার মোহরে মিছিলের ক্ষেত্রে স্বামীর অন্যান্য পাওনাদারের বরাবর হবে অর্থাৎ মোহরে মিছিলের পরিমাণে স্ত্রী তার পাওনাদারের সমান হবে। অর্থাৎ যদি গোলামকে বিক্রয় করা হয়, তা হলে তার মূল্য স্ত্রী এবং পাওনাদারের মধ্যে অংশ হিসেবে ভাগ করা হবে। স্ত্রী তার মোহরের অংশ গ্রহণ করবে যদি মোহরটি মোহরে মিছিল থেকে কম হয় অথবা সমান হয়। তবে যদি (নির্ধারিত) মোহরটি মোহরে মিছিল থেকে বেশি হয়, তা হলে সে মোহরে মিছিলের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করতে পারবে না বরং অন্যান্য পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত অতিরিক্ত অংশে স্ত্রীর অধিকার বিলম্বিত হবে। **যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে কারো সাথে বিবাহ দিয়েছে, তবুও সে দাসী মনিবের খেদমত করবে এবং স্বামী তার সাথে রতিক্রিয়া করবে যদি তার সাথে সহবাসের সুযোগ পায়। [তার] রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া মনিবের উপর ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া স্বামীর উপরও ভরনপোষণ ও বাসস্থান দেওয়া ওয়াজিব নয়** অর্থাৎ মনিব পৃথকভাবে রাত্রি যাপনের সুযোগ না দিলে স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং বাসস্থান দেওয়া ওয়াজিব হবে না। **تَبْوِيَة হল, দাসী ও স্বামীর মাঝে ঘর খালি করে দেওয়া** অর্থাৎ স্বামীর বাড়িতে দাসী ও স্বামীর মধ্যে নির্জনবাসের সুযোগ করে দেওয়া। **তখন মনিব দাসী থেকে খেদমত তলব করতে পারবে না। যদি মনিব তাকে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার পর তা রুজ [প্রত্যাহার] করে নেয়, তা**

হলে এ রুজু সহীহ হবে। আর স্বামীর জিম্মা থেকে স্ত্রীর ভরণপোষণ **রহিত হয়ে যাবে,** স্বামী গৃহে রাত্রি যাপনের সুযোগ মনিব ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে। **যদি দাসী মনিবের খেদমত চাওয়া ব্যতীত তার খেদমত করে, তবে রহিত হবে না** অর্থাৎ যদি দাসী স্বামী গৃহে অবস্থানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মনিবের সেবা করে তার খেদমত চাওয়া ব্যতীত, তা হলে স্বামী থেকে ভরণপোষণ রহিত হবে না। تَبْوِئَة শব্দটি মাসদার। যেমন বলা হয় : بَوَّأْتُهُ مَنْزِلًا وَبَوَّأْتُ لَهُ (আমি তার জন্যে বাসস্থানে প্রস্তুত করে নিয়েছি) –যখন তুমি কারো জন্যে বাসগৃহ প্রস্তুত করে দিবে। মনিব যদিও বাসস্থান প্রস্তুত করে দেয় নি, তবুও বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ মনিবের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা মনিব স্বামীকে এর সুযোগ দিয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : عَبْدًا مَاذُوْنًا لَهُ الخ

عَبْد مَاذُوْن বলা হয় ওই গোলামকে, যাকে মনিব ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে। এখন সে বেচাকেনা শুরু করল এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল। তারপর মনিব তাকে বিবাহ করিয়ে দিল, তা হলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা বিবাহের কর্তৃত্ব দাসের মালিকানার উপর নির্ভরশীল। আর মালিকানা গোলাম ঋণী হওয়ার পরও তেমনি থাকে, যেমনি ছিল পূর্বে।

قَوْلُهُ : وَسَاوَتْ غُرَمَاءُهُ الخ

غُرَمَاء শব্দটি বহুবচন, একবচনে غَرِيْم আসে অর্থ, পাওনাদার। এখানে সারকথা হচ্ছে– মোহরও অন্যান্য ঋণের মতো একটি ঋণ। এ জন্যে স্ত্রীও অন্যান্য পাওনাদারদের সমকক্ষ হবে। যদি গোলামের মূল্য দ্বারা সমস্ত পাওনাদারের ঋণ পরিশোধ না হয়, তা হলে তা তাদের মাঝে ঋণের আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে এবং স্ত্রীও তার মোহরে মিছিলের পরিমাণ অংশে পাওনাদারদের মধ্যে শামিল হবে। যদি নির্দিষ্ট মোহরটা মোহরে মিছিল থেকে কম অথবা সমান হয়, তা হলে স্ত্রী পূর্ণ অংশে শরীক হবে। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট মোহর হচ্ছে একশ দিরহাম, মহরে মিছিলও একশ দিরহাম এবং সাকুল্য ঋণও একশ দিরহাম আর গোলামকে একশ দিরহামে বিক্রয় করা হয়েছে, তখন পঞ্চাশ দিরহাম হারে পাওনাদার ও স্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করা হবে। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট মোহরটা মোহরে মিছিল থেকে বেশি হয়, তা হলে মোহরে মিছিলের হিসাবে যে অংশ হবে, তাই পাবে। যেমন : উপর্যুক্ত উদাহরণ তথা যদি নির্দিষ্ট মোহর একশ এর স্থলে দু'শ দিরহামও হয়, তবুও মোহরে মিছিলের অনুযায়ী অংশ ওই পঞ্চাশ দিরহামই পাবে। হ্যাঁ, যদি ঋণ আদায় করার পর কিছু মূল্য অবশিষ্ট থাকে, যেমন গোলাম তিনশ দিরহামে বিক্রয় হয়েছে, তখন একশ দিরহাম ঋণ পরিশোধের পর স্ত্রী দুইশ দিরহাম মোহর হিসেবে পাবে।

قَوْلُهُ : تَخْدِمُهُ الخ

দাসী স্বভাবত তার মনিবের সেবা করবে। তাকে ওই সেবা প্রদান থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। কেননা তার শুধু مِلْك مُتْعَة তথা সম্ভোগের মালিকানা হাসিল হয়েছে। এর কারণে মনিবের সেই অধিকার বাতিল হবে না, যা তার জন্যে مِلْك رَقَبَة এর সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব যখন মনিবের সেবা থেকে অবসর হবে, তখন স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।

قَوْلُهُ : لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى الخ

মনিব রাত্রি যাপনের জন্যে স্বামী ও দাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে দিলে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বাসস্থান দান আবশ্যক নয়। কোনো এ দু'টো বিষয় স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার বিনিময়ে জরুরী হয়। যখন স্ত্রীকে নিজের কাছেই রাখা গেল না, তখন ভরণপোষণ এবং বাসস্থানও অপরিহার্য হবে না।

قَوْلُهُ : وَالزَّوْجُ فِىْ مَنْزِلِهٖ الخ

এখানে ضَمِيْر مَجْرُوْر টি زَوْج এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ কয়েদ প্রকৃত تَبْوِيَة এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মনিব যদি তারই ঘরের কোনো অংশে স্বামী এবং দাসীর মধ্যে নির্জনবাসের ব্যবস্থা করে দেয় অথবা আলাদা কোনো জায়গায় অবস্থানের ইন্তেজাম করে দেয়, তবুও এ হুকুম প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ : فَإِنْ بَوَّأَهَا ثُمَّ الخ

যদি মনিব দাসীকে স্বামীর সাথে পৃথক থাকার সুযোগ দিয়ে দেয় এবং নিজের খেদমত গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়, এরপর মনিব দাসী থেকে খেদমত নেওয়ার মনস্থ করে, তা হলে পৃথক বসবাসের সুযোগ দান বাতিল হয়ে যাবে এবং খেদমত চাওয়া বৈধ হবে। কেননা মালিকানা বাকি থাকার দরুন খেদমত চাওয়ার অধিকারও বাকি রয়েছে। কারণ, একবার পৃথক রাত্রিযাপনের সুযোগ দেওয়ার দ্বারা খেদমত গ্রহণের অধিকার রহিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِلَا الخ

দাসী পৃথক বসবাসের সুযোগ পাওয়ার পর যদি স্বইচ্ছায় মনিবের সেবা করে এবং মনিব তার থেকে খেদমত না চায়, তা হলে মনিবের পক্ষ থেকে বাধা না থাকার কারণে স্বামীর দায়িত্ব থেকে ভরণপোষণ রহিত হবে না। কিন্তু যদি স্বামীর বাধার মুখেও সে তার বাসস্থান থেকে বের হয় এবং মনিবের খেদমত করতে থাকে, তা হলে সে অবাধ্য স্ত্রী গণ্য হবে এবং স্বামীর দায়িত্ব থেকে ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে।

وَلَهُ اِنْكَاحُ عَبْدِهٖ وَاَمَتِهٖ مُكْرِهًا اَىْ يُزَوِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ بِلَا رِضَاهُ **وَلِحُرَّةٍ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْيِ اَلْمَهْرُ كُلُّهٗ لَا لِمَوْلٰى اَمَةٍ قَتَلَهَا قَبْلَهٗ** اَىْ قَبْلَ الْوَطْيِ لِاَنَّهٗ عَجَّلَ بِالْقَتْلِ اَخْذَ الْمَهْرِ فَجُوْزِىَ بِالْحِرْمَانِ اَمَّا فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى فَالْقَاتِلَةُ نَفْسَهَا لَاتَأْخُذُ شَيْئًا فَكُمِّلَ الْمَهْرُ بِالْمَوْتِ وَاِنَّمَا قَالَ قَبْلَ الْوَطْيِ لِاَنَّ بَعْدَ الْوَطْيِ اَلْمَهْرُ وَاجِبٌ فِى الصُّوْرَتَيْنِ **وَزَوْجُ الْاَمَةِ يَعْزِلُ بِاِذْنِ سَيِّدِهَا** فَاِنَّ الْعَزْلَ مَنْعٌ عَنْ حُدُوْثِ الْوَلَدِ وَهُوَ مِلْكُ مَوْلَاهَا **وَخُيِّرَتْ اَمَةٌ اَوْمُكَاتَبَةٌ عُتِقَتْ تَحْتَ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ** فَاِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ اِتِّفَاقًا دَفْعًا لِلْعَارِوَهُوَاَنْ تَكُوْنَ الْحُرَّةُ فِرَاشًا لِلْعَبْدِ وَاِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَسْأَلَةِ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ فَاِنَّهٗ عِنْدَنَا بِالنِّسَاءِ فَلَهَا الْخِيَارُ مَنْعًا لِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَعِنْدَهٗ بِالرِّجَالِ فَلَمْ تُوْجَدْ عِلَّةُ الْفَسْخِ وَهُوَ الْعَارُ اَوْ زِيَادَةُ الْمِلْكِ

সহজ তরজমা

মনিবের জন্য নিজ গোলাম ও দাসীকে বলপ্রয়োগে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে। অর্থাৎ মনিব প্রত্যেককে তাদের সম্মতি ব্যতীতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। **যে স্বাধীন মহিলা সহবাসের পূর্বে আত্মহনন করল, তার জন্যে সম্পূর্ণ মোহর আবশ্যক হবে। তবে যদি মনিব দাসীকে সহবাসের পূর্বে হত্যা করে, তা হলে কোনো মোহর ওয়াজিব হবে না।** কেননা হত্যার দ্বারা মনিব ত্বরিৎ মোহর লাভ করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং তাকে মোহর থেকে বঞ্চিত করে প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে প্রথম সূরতে আত্মহত্যাকারিণী মহিলা কোনো কিছুই গ্রহণ করবে না। তাই মৃত্যু দ্বারা পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। আর মুসান্নিফ রহ. قَبْلَ الْوَطْيِ বলেছেন এ জন্যে যে, সহবাসের পরে উভয় অবস্থায় মোহর ওয়াজিব হয়। **দাসীর স্বামী তার মনিবের অনুমতিক্রমে আযল করতে পারে।** কেননা আযল হল, সন্তান সৃষ্টি হওয়ার প্রতিবন্ধক। আর সন্তান দাসীর মনিবের মালিকানাধীন। (এ জন্যে মালিকের অনুমতি নেওয়া জরুরী)। **যে দাসী অথবা মুকাতাবা বাঁদী কোনো স্বাধীন পুরুষ বা গোলামের বিবাহে থাকে এবং মুক্ত হয়ে যায়, তা হলে সে ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হবে (সেই অধিকার বলে সে হয়তো বিবাহ বাকি রাখবে অথবা ভেঙ্গে দিবে)।** যদি গোলামের বিবাহধীন থাকে, তা হলে তার জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে এখতিয়ার থাকবে লজ্জা দূরীভূত করার জন্যে। লজ্জা হচ্ছে, স্বাধীন মহিলা একজন গোলামের স্ত্রী হওয়া। আর যদি স্বাধীন পুরুষের বিবাহধীন থাকে, তা হলে এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতবিরোধ আছে। এ মতভেদ তালাকের বিবেচনার মাসআলার উপর ভিত্তিশীল। আমাদের নিকটে তালাকের সংখ্যার বিবেচনা স্ত্রীর হিসেবে হয়ে থাকে (স্ত্রী দাসী হলে দু' তালাক আর স্বাধীন হলে তিন তালাক)। সুতরাং স্ত্রীর জন্যে তার উপর স্বামীর অতিরিক্ত মালিকানা রোধ করার এখতিয়ার থাকবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. এর নিকটে তালাকের সংখ্যার বিবেচনা পুরুষের হিসেবে হয়ে থাকে। (সুতরাং স্বামী আযাদ হলে) বিবাহ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় নি। আর তা হচ্ছে, লজ্জা অথবা অতিরিক্ত মালিকানা (অর্থাৎ এখানে কারণ হিসেবে লজ্জা নেই। কেননা স্বামী তো স্বাধীন। তদ্রুপ কারণ হিসেবে অতিরিক্ত তালাকের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া নেই। কেননা স্বামী প্রথম থেকেই তিন তালাকের মালিক)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : قَتَلَهَا قَبْلَهَا الخ

কোনো দাসীকে তার মনিব হত্যা করল স্বামী ওই দাসীর সাথে সহবাস করার পূর্বে, তা হলে মোহর বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু দাসীকে যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি হত্যা করে, তখন মোহর বাতিল হবে না। তদ্রুপ যদি দাসীটি আত্মহত্যা করে, তা হলেও মোহর বাতিল হবে না। কেননা মোহর মনিবের অধিকার এবং তার তরফ থেকে মোহরের কোনো প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায় নি। তবে প্রথমোক্ত সূরতে মোহর বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এমতাবস্থায় মনিব নিজেই তার হক বিনষ্ট করেছে।

قَوْلُهُ : زَوْجُ الْاَمَةِ يَعْزِلُ

يَعْزِلُ ক্রিয়াপদটি عَزَل মাসদার থেকে مضارع معروف এর ছীগাহ। অভিধানে عَزَل এর অর্থ, যোনির বাইরে বীর্যস্খলন করা। পরিভাষায় আযল বলা হয়, নিজ দাসীর সাথে আযল করা তার অনুমতি ব্যতীত জায়েয। আর স্বাধীন মহিলার বেলায় তার অনুমতি ব্যতীত মাকরূহ। অনুরূপ অন্যের দাসীর সাথে আযল করা তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত মাকরূহ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আযাদ মহিলার সাথে তার অনুমতি ব্যতীত আযল করতে নিষেধ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে– দাসীর সাথে আযল করতে পারবে আর আযাদ মহিলার নিকট অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ : وَخُيِّرَتْ اَمَةٌ الخ

خُيِّرَتْ ক্রিয়াপদটি باب تَفْعِيل থেকে مضى مجهول এর ছীগাহ যদি দাসী মুক্ত হয়ে যায়, তা হলে তাকে শরী'অতের পক্ষ থেকে পূর্ব স্বামীর বিবাহে থাকা না-থাকার ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এটা দাসীর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ায় একে خِيَار عِتْق বলা হয়। চাই সে মুকাতাবা হোক অথবা মুদাব্বারা হোক, আযাদ হওয়ার সময় তার স্বামী গোলাম কিংবা স্বাধীন হোক। তবে ইমাম শাফিঈ রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। তার নিকটে দাসী আযাদ হওয়ার সময় যদি তার স্বামী গোলাম হয়, তা হলে তার জন্যে খিয়ারে ইতক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আযাদ হলে খিয়ারে ইতক সাব্যস্ত হবে না।

এ মাসআলার উৎস হল হযরত বারীরা রাযি.-এর ঘটনা, যাকে হযরত আয়েশা রযি. মুক্ত করে ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার স্বামী মুগীছ-এর বিবাহধীনে থাকা না থাকার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তখন মুগীছ গোলাম ছিলেন না-কি আযাদ ছিলেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, বারীরা মুক্ত হওয়ার সময় তার স্বামী আযাদ ছিলেন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তখন মুগীছ ছিলেন গোলাম। ইমাম শাফিঈ রহ. মুগীছ-এর গোলাম হওয়ার রিওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর হানাফীরা আযাদ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

أَمَةٌ نَكَحَتْ بِلَا إِذْنٍ فَعَتِقَتْ نَفَذَ وَلَمْ تُخَيَّرْ لِأَنَّهَا قَدْ رَضِيَتْ **وَمَا سُمِّيَ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا لَوْ وُطِئَتْ فَعَتِقَتْ وَإِنْ عَتِقَتْ أَوَّلًا فَلَهَا وَمَنْ وَطِئَ أَمَةَ ابْنِهِ أَوْ بِنْتِهِ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَجَبَ عَلَى الْأَبِ قِيمَتُهَا** فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ أَوْجَبَ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ الْأَبِ مَالَ الْاِبْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَقَبْلَ الْوَطْءِ تَصِيرُ مِلْكًا لَهُ لِئَلَّا يَكُونَ الْوَطْءُ حَرَامًا فَيَجِبُ قِيمَتُهَا عَلَى الْأَبِ **لَا مَهْرُهَا** لِأَنَّهُ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ **وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا** لِأَنَّهُ وَلَدٌ فِي مِلْكِ الْأَبِ ـ

সহজ তরজমা

দাসী মনিবের অনুমিত ব্যতিত বিবাহ করলে তারপর সে আযাদ হলে বিবাহ বাস্তবায়িত হবে এবং তাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে না। কেননা সে নিজেই বিবাহে সম্মত হয়েছিল। **আর যে মোহর ধার্য করা হয়েছে, তা মনিবের জন্যে হবে– যদিও তা দাসীর মহরে মিছিল থেকে বেশি হয়, যদি তার সাথে সহবাস করা হয়। এরপর সে মুক্ত হয়। আর যদি প্রথমেই (সহবাসের পূর্বে) আযাদ হয়, তা হলে মোহর দাসীর জন্যে হবে। যে ব্যক্তি তার ছেলের দাসীর সাথে কিংবা তার মেয়ের দাসীর সাথে রমণে লিপ্ত হয় এবং দাসী সন্তান প্রসব করে, এরপর মনিব সন্তানের দাবি করে, তা হলে তার নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে।** কেননা রাসূল ﷺ এর বাণী "তুমি এবং তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার পিতার জন্য; এটা প্রয়োজনবশত" ছেলের মালের উপর পিতার মালিকানার কর্তৃত্ব আবশ্যক হবে। তা হলে (এ হাদীসের আলোকে) সহবাসের পূর্বে দাসীটি পিতার মালিকানাভুক্ত হয়ে যাবে, যেন (পিতার) সহবাস হারাম না হয়। তাই পিতার উপর দাসীর মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে; **তার মোহর আবশ্যক নয়।** কেননা সে তার অধিকারভুক্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে। **আর তার সন্তানের মূল্যও আবশ্যক হবে না।** কেননা সন্তান পিতার মালিকানায় জন্মগ্রহণ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : أَمَةٌ نَكَحَتْ بِلَا إِذْنٍ الخ

দাসী যদি তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তা হলে তার বিবাহ স্থগিত থাকবে। তবে বিবাহের পর মনিব তাকে মুক্ত করে দিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা এখন বিবাহের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে। অবশ্য এ সূরতে মুক্ত দাসীর জন্যে খিয়ারে ইতক সাব্যস্ত হবে না। কেননা সে নিজের পছন্দ মতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, অথচ স্বাধীনতা থাকে তখন, যখন মনিব তাকে বিবাহ দেয়।

قَوْلُهُ : وَمَا سُمِّيَ لِلسَّيِّدِ الخ

দাসীর বিবাহের সময় যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পাবে মনিব, চাই এ মোহরটা মোহরে মিছিলের সমান হোক বা কম কিংবা অধিক, যখন তার স্বামী দাসী আযাদ হওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করে থাকে। কেননা স্বামী সে সময় তার যৌনাঙ্গ সম্ভোগ করেছে, যখন সে তার মনিবের মালিকানায় ছিল। আর যদি স্বামী তার আযাদ হওয়ার পর সহবাস করে থাকে, তা হলে তার মোহর মনিব পাবে না বরং তা সদ্য মুক্ত স্ত্রী পাবে। কেননা স্বামী সে সময় তার থেকে যৌনাঙ্গ গ্রহণ করেছে, যখন মনিবের মালিকানা দূরীভূত হয়ে গেছে এবং স্ত্রী নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক হয়ে গেছে। অতএব যৌনসম্ভোগের বিনিময়ও স্ত্রীই পাবে।

قَوْلُهُ : اَوْجَبَ وَلَايَةَ تَمَلُّكٍ الخ

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা অনুমিত হয়, প্রয়োজনের সময় পিতা তার পুত্রের সম্পদের অধিকারী হবে। কিন্তু হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, পুত্র এবং তার সম্পদ পিতার মালিকানাধীন বরং প্রয়োজনবশত পিতাকে মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অথচ এখানে প্রয়োজন হল, হারামকারী থেকে বেঁচে থাকা। এ জন্যে পিতা যখন পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করল, তখন ধরে নেওয়া হবে, সে সহবাসের পূর্বে দাসীর মালিক হয়ে গেছে। কারণ, অন্যের দাসীর সাথে সহবাস জায়েয নয়। সুতরাং পিতা যখন তার মালিক হয়ে গেল, তখন তার উপর দাসীর মূল্যও আবশ্যক হয়ে গেল।

قَوْلُهُ : لَا مَهْرُهَا

তবে পিতার উপর দাসীকে মোহর দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা সহবাসের পূর্বে দাসীর মালিক হয়েছে। আর নিজের অধিকৃতা দাসীর সাথে সহবাস করলে মোহর আবশ্যক নয়।

وَالْجَدُّ كَالْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِيْهِ اَىْ بَعْدَ مَوْتِ الْاَبِ فِى الْحُكْمِ الْمَذْكُوْرِ **لَا قَبْلَهُ** اَىْ لَا قَبْلَ مَوْتِ الْاَبِ **وَاِنْ نَكَحَهَا صَحَّ** اَىْ اِنْ نَكَحَ الْاَبُ اَمَةَ الْاِبْنِ صَحَّ **وَلَمْ تَصِرْ اُمَّ وَلَدِهٖ وَيَجِبُ مَهْرُهَا لَا قِيْمَتُهَا وَوَلَدُهَا حُرٌّ بِقَرَابَتِهٖ** اَىْ بِقَرَابَةِ الْاِبْنِ فَاِنَّ الْاَمَةَ مِلْكُ الْاِبْنِ فَيَتْبَعُهَا الْوَلَدُ فَيَعْتِقُ عَلٰى اَخِيْهِ لِقَوْلِهٖ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتِقَ عَلَيْهِ **وَفَسَدَ نِكَاحُ حُرَّةٍ قَالَتْ لِسَيِّدِ زَوْجِهَا اَعْتِقْهُ عَنِّىْ بِاَلْفٍ فَفَعَلَ** اَىْ حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَتْ لِسَيِّدِ زَوْجِهَا اَعْتِقْهُ عَنِّىْ بِاَلْفٍ فَفَعَلَ صَحَّ الْاَمْرُ وَيَعْتِقُ الزَّوْجُ عَلٰى اِمْرَأَتِهٖ وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ خِلَافًا لِزُفَرَ فَاِنَّهٗ لَايَعْتِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَهٗ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ـ

সহজ তরজমা

দাদা পিতার অনুরূপ তার মৃত্যুর পর অর্থাৎ উল্লিখিত হুকুমের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর দাদার মাসআলাও এমনই; **তার পূর্বে নয়** অর্থাৎ পিতার পূর্বে দাদার মাসআলা তদ্রূপ নয়– **যদি সে বিবাহ করে তবে সহীহ হবে** অর্থাৎ যদি পিতা পুত্রের দাসীকে বিবাহ করে, তা হলে শুদ্ধ হবে। **এবং দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। দাসীর মোহর ওয়াজিব হবে, তার মূল্য আবশ্যক হবে না। আর দাসীর সন্তান তার আত্মীয়তার কারণে আযাদ হবে** অর্থাৎ পুত্রের নিকট সম্পর্কের দরুন। কেননা দাসী পুত্রের মালিকানাভুক্ত। সুতরাং সন্তান মায়ের (দাসীর) অনুগামী হবে। তাই সন্তানটি তার ভ্রাতার নিকট মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি তার রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়, তখন মালিকানাভুক্ত আযাদ হবে।

ওই স্বাধীন মহিলার বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে, যে তার স্বামীর মনিবকে বলল : আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্ত করে দিন এবং মনিব তাই করল অর্থাৎ এক স্বাধীন মহিলা কোনো গোলামের বিবাহধীনে আছে, তখন সে তার স্বামীর মনিবকে বলল : আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্ত করে দিন! তারপর মনিব তাকে মুক্ত করে দিল। তা হলে এ কাজ শুদ্ধ হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীর নিকট আযাদ হয়ে যাবে আর বিবাহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতে ইমাম যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে। কেননা তার মতে স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে আযাদ হবে না স্ত্রীর মালিকানা না থাকার কারণে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْجَدُّ كَالْاَبِ الخ

جَدٌّ দ্বারা জাদ্দে সহীহ তথা পিতার পিতা উদ্দেশ্য। জাদ্দে ফাসেদ তথা নানা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা শরী'আত অনেক জায়গায় দাদাকে পিতার স্থলে গণ্য করেছে। তবে দাদার কর্তৃত্ব তখন সাব্যস্ত হবে, যখন পিতার কর্তৃত্ব না থাকে। যেমন– পিতা মারা গেল বা পাগল হয়ে গেল অথবা কাফের হয়ে গেল অথবা গোলাম হয়, তখন দাদা কর্তৃত্বশীল হবে।

قَوْلُهُ : وَوَلَدُهَا حُرٌّ بِقَرَابَتِهِ الخ

পিতা যখন পুত্রের দাসীকে বিবাহ করে এবং তার গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম লাভ করে, তখন সন্তান আযাদ হয়ে যাবে। কেননা সন্তান-সন্ততি মুক্ত ও গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অধীন হয়। সুতরাং যখন মা বিবাহকারীর পুত্রের দাসী হবে, তখন সন্তানও তার গোলাম হবে। এদিকে সন্তানটি তার ভাইও বটে। আর কেউ যখন মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়, তখন সে আযাদ হয়ে যায়। এজন্যে মনিবের নিকটআত্মীয় হওয়ার কারণে সন্তানটি মুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : خِلَافًا لِزُفَرَ الخ

ইমাম যুফার রহ. বলেন : স্ত্রীর أَعْتِقْهُ عَنِّىْ بِأَلْفٍ উক্তিটি অনর্থক হবে। কেননা স্ত্রী আদিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিবেদন করল : সে যেন তার গোলামটি তার পক্ষ থেকে আযাদ করে দেয়। অথচ এ আদেশ পরিপালন অসম্ভব। কেননা মানুষ যার মালিকই নয়, তার আযাদী তার পক্ষ থেকে সম্ভবপর নয়। এখন যখন স্ত্রীর কথা অনর্থক হল, তখন মনিবের মুক্ত করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে না বরং তার নিজের পক্ষ থেকে হবে। সুতরাং বিবাহ ভঙ্গের কারণ পাওয়া না যাওয়ায় বিবাহ ফাসেদ হবে না।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ بِالْاِقْتِضَاءِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فَصَارَكَمَا لَوْ قَالَتْ بِعْهُ مِنِّىْ بِكَذَا ثُمَّ اَعْتِقْهُ عَنِّىْ وَقَوْلُ الْمَوْلٰى اَعْتَقْتُ صَارَكَمَا لَوْقَالَ بِعْتُهُ مِنْكَ ثُمَّ اَعْتَقْتُهُ عَنْكَ فَلَمَّا ثَبَتَ الْمِلْكُ اِقْتِضَاءً فَسَدَ النِّكَاحُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ غَايَةَ مَا فِى الْبَابِ اَنَّهُ صَارَ كَقَوْلِهٖ بِعْ عَبْدَكَ مِنِّىْ بِاَلْفٍ فَقَالَ الْاٰخَرُ بِعْتُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ لِاَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلّٰى طَرَفَيِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَاَيْضًا اَلْمِلْكُ الَّذِىْ يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ مِلْكٌ ضَرُوْرِيٌّ فَيَثْبُتُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ فِىْ ثُبُوْتِهٖ فِىْ حَقِّ النِّكَاحِ حَتّٰى يَفْسُدَ النِّكَاحُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ اَنَّ الْبَيْعَ الثَّابِتَ بِالْاِقْتِضَاءِ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْقَبُوْلِ فَاِنَّهُ قَدْ عُرِفَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ اَنَّ الْمُقْتَضٰى لَيْسَ كَالْمَلْفُوْظِ بَلْ هُوَ اَمْرٌ ضَرُوْرِيٌّ فَيَسْقُطُ مِنَ الْاَرْكَانِ وَالشُّرُوْطِ مَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ وَعَنِ الثَّانِىْ اَنَّ الثَّابِتَ بِالْاِقْتِضَاءِ وَاِنْ كَانَ ضَرُوْرِيًّا يَثْبُتُ بِهٖ لَوَازِمُهُ الَّتِىْ لَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ كَمَا سَيَاْتِىْ فِىْ مَسْاَلَةِ الْهِبَةِ اَنَّ الْهِبَةَ الْاِقْتِضَائِيَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْقَبْضِ فَبُطْلَانُ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ لَوَازِمِ ثُبُوْتِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ بِحَيْثُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ ـ

সহজ তরজমা

আর আমরা বলি এ সূরতে চাহিদা অনুযায়ী মালিকানা প্রমাণিত হবে। সুতরাং স্ত্রীর উক্তিটি যেন এরূপ হয়ে গেল- بِعْهُ مِنِّىْ بِكَذَا ثُمَّ اَعْتِقْهُ عَنِّىْ অর্থাৎ তাকে আমার নিকট এত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় কর, এরপর তাকে আমার পক্ষ থেকে মুক্ত কর। তার মনিবের উক্তি اِعْتَقْتُ আমি মুক্ত করে ছিলাম, এটা যেন এরূপ হয়ে গেল- بِعْتُهُ مِنْكَ ثُمَّ اِعْتَقْتُهُ عَنْكَ তথা আমি তাকে তোমার কাছে বিক্রয় করলাম, এরপর তাকে তোমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দিলাম। সুতরাং যখন চাহিদাগতভাবে মালিকানা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এ অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় দ্বারা বড়জোর প্রতীয়মান হয়, তার কথাটি যেন এরূপ হল- بِعْ عَبْدَكَ مِنِّىْ بِاَلْفٍ তথা তুমি তোমার গোলামটি আমার নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রয় কর। তারপর অপরজন বলল : بِعْتُ -আমি বিক্রয় করলাম। কিন্তু এতে বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কেননা এক ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের উভয় পক্ষের উকিল হতে পারে না। এটা বিবাহ এর বিপরীত। এ ছাড়া যে মালিকানা চাহিদা নির্ভর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা প্রয়োজনীয় স্বত্ব হয়ে থাকে। অতএব চাহিদাগত মালিকানা প্রয়োজন অনুপাতে সাব্যস্ত হবে। আর বিবাহের ক্ষেত্রে এ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যদ্দরুন বিবাহ ফাসেদ হবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল– যে ব্যবসা চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় তা গ্রহণ করা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়। কেননা উসূলে ফিকাহে রয়েছে, চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত বস্তু উক্তি দ্বারা সাব্যস্ত বস্তুর মত নয় বরং তা প্রয়োজনীয় বিষয়। অতএব এখানে রোকন ও শর্ত থেকে যে সব রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে সেগুলো রহিত হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল– যা চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়, তা যদিও প্রয়োজনীয় হয়; কিন্তু তার মাধ্যমে তার সেসব আনুষঙ্গিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবে, যা কখনো রহিত হবে না। এ আলোচনা অচিরেই হেবা সংক্রান্ত মাসআলায় আসবে যে, চাহিদা নির্ভর হেবার জন্যেও কবয করা অত্যাবশ্যকীয়। অতএব (আলোচ্য মাসআলা) বিবাহের মালিকানা বাতিল হওয়া مِلْك يَمِيْن তথা দাসত্বের মালিকানা স্থির হওয়ার আনুষঙ্গিক বিষয়ের পর্যায়ে। এমনকি এটা মিলকে ইয়ামীন থেকে পৃথক হতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ بِالْاِقْتِضَاءِ الخ

এখানে ইমাম যুফার রহ. এর অভিমতের উত্তর এবং হানাফীদের মাযহাবের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যার সারকথা হচ্ছে– স্ত্রী যখন তার স্বামীকে তার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আযাদ করার আদেশ করল, আর একথা সুবিদিত যে, মালিকানাবিহীন গোলামকে মুক্ত করা সম্ভব নয়, তাই স্ত্রীর কথার চাহিদা অনুসারে এখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। اِقْتِضَاء এর উদ্দেশ্য হল, এমন অনুল্লিখিত বিষয়ের উপর শব্দের অর্থ স্থির করা হবে যার উপর মূল বাক্যের শুদ্ধতা নির্ভরশীল হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামীকে মুক্ত করার আদেশ তখনই দুরস্ত হতে পারে যখন তার উপর প্রথমে স্ত্রীর কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা মুক্ত করার জন্যে মালিক হওয়া শর্ত। তাই স্ত্রীর কথার চাহিদানুযায়ী অনুমিত হয়, যেন স্ত্রী তার স্বামীর মনিবকে এরূপ বলেছে– তুমি আমার স্বামীকে আমার নিকট এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় কর, এরপর তাকে আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দাও। অতএব মনিব যখন তার হুকুম পালন করল, তখন স্বামীর উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব স্থির হওয়ার পর আযাদী হাসিল হল। এ জন্যে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ الخ

এখানে হানাফীদের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা মেনে নিলাম, স্ত্রীর উক্তি "তাকে আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দাও!" –এ যেন তার এ উক্তির মতো "তাকে আমার নিকট এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় কর! এরপর তাকে আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দাও।" কিন্তু এতটুকু কথা মালিকানা স্থির হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; যদ্দরুন বিবাহ ফাসেদ হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উভয় পক্ষের ইজাব ও কবুলের উকিল হতে পারে না। সুতরাং মনিবের اِعْتَقْتُ উক্তিটি যদি بِعْتُ مِنْكَ ثُمَّ اَعْتَقْتُ এর মতো মেনেও নেওয়া হয়, তবুও স্ত্রীর পক্ষ থেকে কবুল করা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ ক্রয়-বিক্রয়ের আবশ্যকীয় রোকন হল কবুল। যখন কবুলই পাওয়া গেল না, তখন বেচাকেনাও দুরস্ত হবে না; যার ফলস্বরূপ মালিকানা সাব্যস্ত হয়। অতএব বিবাহ ফাসেদ হবে না।

قَوْلُهٗ : وَاَيْضًا اَلْمِلْكُ الَّذِىْ الخ

এখানে হানাফীদের মতামতের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিতে আছে : চাহিদানুযায়ী যে বস্তু সাব্যস্ত হয়, সেটা প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল–

اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا তথা প্রয়োজন তার পরিমাণ অনুযায়ী পরিমিত হয়। সুতরাং এখানে স্ত্রীর কথা শুদ্ধ করার নিমিত্তে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে স্বীকারও করে নেওয়া হয়, তথাপি এর হুকুম বিবাহ ফাসেদ হওয়ার দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। কেননা এটা প্রয়োজন অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ : اَلْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ الخ

যে ক্রয়-বিক্রয় চাহিদা অনুযায়ী স্থির হয়, তা কবুল করার মুখাপেক্ষী হয় না। এ সূরতে প্রয়োজনবোধে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। আর তা উক্তির মাধ্যমে সংঘটিতব্য জিনিসের মতো নয়। এ জন্যে এতে ব্যবসার সমস্ত শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। সুতরাং কবুলবিহীন ক্রয়-বিক্রয় স্থির হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : عَنِ الثَّانِىْ الخ

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম এই যে, প্রয়োজনবোধে চাহিদানুযায়ী যে বিষয় স্থির হয়, সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজনস্থল অতিক্রম না করাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম; কিন্তু তার থেকে পৃথক হয় না এমন আনুষঙ্গিক বিষয় প্রমাণিত হওয়া সে নিয়মের পরিপন্থী নয়। আর এটা সুস্পষ্ট, দাসত্বের মালিকানার আবশ্যকীয় প্রভাব হচ্ছে বিবাহ বাতিল হওয়া এবং তাদের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা এমন যে, একটি অপরটি থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না। এজন্যে দাসত্বের মালিকানা স্থির হওয়ার পর বিবাহ বাতিল হওয়াও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

وَالْوَلَاءُ لَهَا لِاَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهَا **وَيَقَعُ عَنْ كَفَّارَتِهَا لَوْ نَوَتْ بِهِ** اَىْ لَوْ نَوَتْ بِهٰذَا الْاِعْتَاقِ الْاِعْتَاقَ عَنِ الْكَفَّارَةِ يَقَعُ عَنِ الْكَفَّارَةِ **وَاِنْ قَالَتْ ذٰلِكَ بِلَا بَدَلٍ لَمْ يَفْسِدْ وَالْوَلَاءُ لَهُ** اَىْ لِلسَّيِّدِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ فَهٰذَا وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ هُنَا بِطَرِيْقِ الْهِبَةِ وَتَسْتَغْنِىْ الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ وَهُوَ شَرْطٌ كَمَا يَسْتَغْنِىْ الْبَيْعُ عَنِ الْقَبُوْلِ وَهُوَ رُكْنٌ فَنَقُوْلُ اَلْقَبُوْلُ رُكْنٌ يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ كَمَا فِى التَّعَاطِىْ اَمَّا الْقَبْضُ فَلَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ فِى الْهِبَةِ بِحَالٍ **فَاِنْ اَسْلَمَ الْمُتَزَوِّجَانِ بِلَا شُهُوْدٍ اَوْ فِىْ عِدَّةِ كَافِرٍ مُعْتَقِدَيْنِ ذٰلِكَ اُقِرَّا عَلَيْهِ وَاِنْ اَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْمَحْرَمَانِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالطِّفْلُ مُسْلِمٌ اِنْ كَانَ اَحَدُ اَبَوَيْهِ مُسْلِمًا اَوْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا وَكِتَابِىٌّ اِنْ كَانَ بَيْنَ مَجُوْسِىٍّ وَكِتَابِىٍّ** لِاَنَّ الطِّفْلَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْاَبَوَيْنِ دِيْنًا ـ

সহজ তরজমা

আর ولاء পরিত্যক্ত সম্পদ স্ত্রীর জন্যে হবে। কোননা স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে আযাদ হয়েছে। **আর যদি স্ত্রী তদ্বারা কাফফারার নিয়ত করে, তা হলে তার কাফফারা আদায় হবে** অর্থাৎ স্ত্রী যদি এ মুক্তকরণ দ্বারা কাফফারা থেকে মুক্ত করার নিয়ত করে, তা হলে এ আযাদী কাফফারা থেকে সংঘটিত হবে। **আর যদি স্ত্রী কোনো বিনিময় ছাড়া তার পক্ষ থেকে মুক্ত করতে বলে, তা হলে বিবাহ ফাসেদ হবে না আর পরিত্যক্ত সম্পদ হবে মনিবের জন্যে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। অনুরূপ মত ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এরও। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে এ সূরত ও প্রথম সূরত উভয়টি সমান। এখানে স্ত্রীর মালিকানা হেবা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং হেবা গ্রহণ করার মুখাপেক্ষী হবে না। অথচ এটা হেবার শর্ত। যেমনি ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করার মুখাপেক্ষী হয় না। অথচ এটা রোকন। সুতরাং আমরা বলব– কবুল এমন একটি রোকন, যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন– হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হয়ে থাকে। (এতে মৌখিক ইজাব ও কবুল শর্ত নয়)। পক্ষান্তরে কবয কোনো অবস্থায় হেবার মধ্যে রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। **যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, যারা সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করেছে অথবা কোনো কাফিরের ইদ্দতে বিবাহ করেছে আর উভয়ই এ ধরনের বিবাহে বিশ্বাসী হয়, তবে তাদেরকে এ বিবাহের উপর বলবৎ রাখা হবে। আর যদি মাহরাম সম্পর্কীয় স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। সন্তান মুসলমান গণ্য হবে যদি তার মাতাপিতার একজন মুসলমান হয় অথবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে। তার সন্তান কিতাবী গণ্য হবে যদি মাতাপিতার একজন অগ্নিপূজক ও অন্যজন কিতাবী হয়।** কেননা সন্তান মাতা-পিতা থেকে যে ধর্মের দিক দিয়ে উত্তম তার অনুগামী হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْوَلَاءُ لَهَا الخ

উল্লিখিত সূরতে মনিব যখন মহিলার নির্দেশে তার স্বামীকে আযাদ করে দিল, তখন সে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে এবং وَلَاء عِتْق স্ত্রীর জন্যে হবে। আযাদ করার কারণে আযাদকারী মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যে সম্পদের অধিকারী হয়, তাকে ওয়ালা ইতক বলা হয়। মুক্তকারী ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্পদের অধিকারী হবে না। কেননা হাদীসে আছে : اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ আর এখানে মূলত স্ত্রীই আযাদকারী এবং মনিব স্ত্রীর পক্ষ থেকে আযাদ করার উকিল মাত্র। এজন্যে ওয়ালা স্ত্রীই পাবে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ قَالَتْ ذَالِكَ الخ

যদি গোলামের মুক্ত স্ত্রী তার স্বামীর মনিবকে বলে : আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দিন! কিন্তু স্ত্রী কোনো বিনিময় উল্লেখ করল না। এরপর মনিব সে স্ত্রীর আদেশ অনুযায়ী তার স্বামীকে মুক্ত করে দিল, তা হলে এ মুক্তকরণ স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে না বরং মনিবের পক্ষ থেকে হবে এবং وَلَاء عِتْق মনিব পাবে। আর মহিলার বিবাহও ফাসেদ হবে না। কেননা এতে বিবাহের পরিপন্থী দাসত্বের মালিকানা পাওয়া যায় নি।

قَوْلُهُ : فَهٰذَا وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে এ মাসআলাটি ও প্রথমটি একই রকম অর্থাৎ স্বামীকে তার মনিবের নিকট থেকে মুক্ত করার সময় স্ত্রীর বিনিময় উল্লেখ না করা এবং বিনিময় উল্লেখ করা উভয় সূরতে আযাদকরণ স্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে। সেই আযাদকারী হবে এবং বিবাহ ফাসেদ হবে।

قَوْلُهُ : كَمَا فِى التَّعَاطِىْ

تَعَاطِى শব্দটি بَاب تَفَاعُل এর মাসদার। অর্থ, হাতে হাতে [নগদ] আদান-প্রদান করা। শরী'অতের পরিভাষায় এটা এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়, যাতে দু'পক্ষই কোনো কথা বলবে না অথবা একপক্ষ কোনো কথা বলবে না এবং অপরপক্ষ কথা বলবে। যেমন– ক্রেতা নিঃশব্দে মূল্য প্রদান করবে, বিক্রেতা থেকে পণ্য গ্রহণ করবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সহীহ মাযহাব অনুযায়ী সকল পণ্যেই জায়েয আছে। এতে بَيْع এর রোকন কবুল রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু هِبَة এর মধ্যে কবুল কোন অবস্থায় রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না।

قَوْلُهُ : فَاِنْ اَسْلَمَ الْمُتَزَوِّجَانِ الخ

এ বাক্যে কাফিরদের বিবাহের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। যখন একজন কাফির পুরুষ অপর কাফির মহিলাকে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করে বা যে কাফির নারী কোনো কাফির পুরুষের তালাক অথবা মৃত্যুর ইদ্দত পালনরত ছিল, তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর তাদের ধর্মে এরূপ বিবাহ জায়েয; এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুসলমান হয়ে গেল, তা হলে তাদের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখা হবে; নতুন বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজনে হবে না। কেননা মুসলমানদের যে বিবাহ কোনো শর্ত ভঙ্গের বা নষ্ট হওয়ার কারণে হারাম হয়, তা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে স্বধর্ম মতে নিষিদ্ধ না হলে বৈধ। সুতরাং মুসলমান হওয়ার পর তাদের সে বিবাহের উপর বহাল রাখা হবে।

قَوْلُهُ : وَالطِّفْلُ مُسْلِمٌ الخ

উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল– মাতাপিতা থেকে একজন মুসলমান ও অপরজন কাফির হলে অথবা তাদের একজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলমান বিবেচিত হবে। কারণ, সন্তান মাতাপিতার উত্তম ধর্মের অনুগামী হয়। আর ইসলাম সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

وَفِىْ اِسْلَامِ زَوْجِ الْمَجُوْسِيَّةِ اَوْ اِمْرَأَةِ الْكَافِرِ اَىْ سَوَاءٌ كَانَ مَجُوْسِيًّا اَوْ كِتَابِيًّا يُعْرَضُ الْاِسْلَامُ عَلَى الْاٰخَرِ فَاِنْ اَسْلَمَ فَهِىَ لَهٗ وَاِلَّا فُرِّقَ وَهُوَ اَىِ التَّفْرِيْقُ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَوْ اَبٰى لَا لَوْ اَبَتْ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُوْنُ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَهْرَ هُنَا اَىْ فِىْ اِبَائِهَا اِلَّا لِلْمَوْطُوْءَةِ اَمَّا فِىْ صُوْرَةِ اِبَاءِ الزَّوْجِ فَاِنْ كَانَتْ مَوْطُوْءَةً فَكُلُّ الْمَهْرِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فَنِصْفُهٗ لِاَنَّ التَّفْرِيْقَ هُنَا طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَلَوْكَانَ ذٰلِكَ فِىْ دَارِهِمْ اَىْ اِسْلَامُ زَوْجِ الْمَجُوْسِيَّةِ اَوْ اِمْرَأَةِ الْكَافِرِ لَمْ تَبِنْ حَتّٰى تَحِيْضَ ثَلٰثًا قَبْلَ اِسْلَامِ الْاٰخَرِ وَلَوْ اَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهِىَ لَهٗ وَتَبِيْنُ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ لَا بِالسَّبْىِ فَلَوْخَرَجَ اَحَدُهُمَا اِلَيْنَا مُسْلِمًا اَوْ اُخْرِجَ مَسْبِيًّا بَانَتْ وَاِنْ سُبِيَا مَعًا لَا وَمَنْ هَاجَرَتْ اِلَيْنَا بَانَتْ بِلَا عِدَّةٍ اِلَّا الْحَامِلُ وَارْتِدَادُ كُلٍّ مِّنْهُمَا فَسْخٌ عَاجِلٌ ثُمَّ لِلْمَوْطُوْءَةِ كُلُّ مَهْرِهَا وَلِغَيْرِهَا نِصْفُهٗ لَوِ ارْتَدَّ وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ لَوِ ارْتَدَّتْ وَبَقِىَ النِّكَاحُ اِنِ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ اَسْلَمَا مَعًا وَفَسَدَ اِنْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْاٰخَرِ ـ

সহজ তরজমা

যদি অগ্নিউপাসক নারীর স্বামী অথবা কাফিরের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে অর্থাৎ চাই সে মাজূসী হোক অথবা কিতাবী হোক। তখন অন্যজনের নিকট ইসলাম উপস্থাপন করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে স্ত্রী তার জন্যে হবে। অন্যথায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। আর এটা অর্থাৎ বিচ্ছেদকরণ বাইন তালাক বলে গণ্য হবে যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, বিচ্ছেদ তালাক গণ্য হবে না যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কেননা মহিলার পক্ষ থেকে তালাক হয় না। আর এ সূরতে মোহরও দিতে হবে না অর্থাৎ স্ত্রী অস্বীকার করলে। কিন্তু স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হলে মোহর আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে অস্বীকার অবস্থায় স্ত্রী যদি সঙ্গমকৃতা হয়, তবে স্বামীর উপর সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী সঙ্গমকৃতা না হয়, তবে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে। কেননা এ সূরতে বিচ্ছেদ সহবাসের পূর্বে তালাক গণ্য হবে। আর যদি এটা তাদের দেশে (দারুল হরবে) হয়ে থাকে অর্থাৎ অগ্নিপূজক নারীর স্বামীর বা কাফিরের স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ [স্বদেশে হয়ে থাকে], তা হলে অপরজনের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্ত্রীর তিন হায়েয না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে না। যদি কিতাবী মহিলার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে কিতাবী স্ত্রী তার জন্যে হবে। দেশের ভিন্নতার দ্বারা স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, বন্দী হওয়ার দ্বারা নয়। সুতরাং তাদের একজন মুসলমান হয়ে আমাদের নিকট চলে আসে অথবা বন্দী করে আনা হয়েছে, তা হলে স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়কে একসঙ্গে বন্দী করা হয়, তা হলে বিচ্ছেদ হবে না। যে মহিলা হিজরত করে আমাদের নিকট চলে আসে, সে ইদ্দতপালন ব্যতীত বায়েনা হয়ে যাবে। কিন্তু গর্ভবতী হলে (বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হবে)। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুরতাদ হলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হলে তার সম্পূর্ণ মোহর আবশ্যক হবে আর সঙ্গমকৃতা না হলে অর্ধেক মোহর দিতে হবে যদি স্বামী মুরতাদ না হয়। আর যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায়, তবে স্বামীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে মুরতাদ হয়, এরপর উভয়ে এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে বিবাহ বাকি থাকবে। কিন্তু বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে যদি তাদের একজন অপরজনের পূর্বে মুসলমান হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : زَوْجُ الْمَجُوْسِيَّةِ الخ : এখানে مَجُوْسِيَّةٌ দ্বারা আসমানী কিতাবধারী নয় এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কিতাবিয়ার স্বামী যদি মুসলমান হয়, তা হলে তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করার বিধান নেই এবং ইসলাম কবুল করার দ্বারা বিচ্ছেদও হবে না। কারণ, মুসলমান কিতাবিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। কিন্তু অন্য কাফির মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ : وَلَا مَهْرَ هُنَا الخ : যখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ অস্বীকার করা হল আর কাযী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন, তখন যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয়, তবে স্ত্রীর জন্যে কিছুই মোহর হবে না। কেননা সহবাসের মাধ্যমে মোহর সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে আর তা মোহরকে রহিত করে দেয়। কিন্তু সহবাসের পরে যেহেতু মোহর সুদৃঢ় হয়ে গেছে তাই তা রহিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ ذَالِكَ الخ : ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এবং তা গ্রহণ না করার দরুন বিচ্ছেদের হুকুম ওই সময় প্রযোজ্য হবে, যখন উভয়ই দারুল ইসলামে অবস্থান করবে; কিন্তু যদি উভয়ই দারুল হরবে থাকে অথবা একজন দারুল হরবে আর অন্যজন দারুল ইসলামে থাকে, তা হলে অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করার বিধান নেই। কেননা সেখানের অধিবাসীদের উপর মুসলমানের অধিকার নেই। তাই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে তিন হায়েযের সময়কাল অতিবাহিত হওয়াকে বিচ্ছেদের শর্ত হিসেবে বিচ্ছেদের কারণের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَهِيَ لَهُ : যদি কিতাবিয়া মহিলার স্বামী মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে বিবাহ ফাসেদ হবে না। কেননা মুসলমানের কিতাবিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম নয়।

قَوْلُهُ : لَا بِالسَّبْيِ الخ : মহিলা শুধু মুসলমানের হাতে বন্দী হলে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তাদের দু'দেশে ভিন্নতা হয়। কেননা গ্রেফতারের দ্বারা দাসত্বের মালিকানা সাব্যস্ত হয় আর এটা বিবাহের পরিপন্থী নয়। যেমন– নিজের দাসীকে অপরের নিকট বিবাহ দেওয়ার বৈধতা আছে। হ্যাঁ, দেশের ভিন্নতার কারণে স্ত্রী বায়েনা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। কেননা এতে জীবনের কল্যাণকামিতার ব্যবস্থাপনা ওলটপালট হয়ে যায়। এজন্যে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ لَوْ الخ : সহবাসের পূর্বে যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায়, তা হলে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং স্বামীর উপর মোহর ও নাফকা কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি সহবাসের পূর্বে স্বামী মুরতাদ হয়ে যায়, তা হলে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর আবশ্যক হবে। আর স্ত্রী সহবাসকৃতা হলে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। সেই সাথে স্বামীর উপর ইদ্দতকালীন নাফকাও ওয়াজিব হবে।

بَابُ الْقَسَمِ

يَجِبُ الْعَدْلُ فِيْهِ وَالْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَالْجَدِيْدَةُ وَالْقَدِيْمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ سَوَاءٌ وَلِلْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ وَلَا قَسَمَ فِي السَّفَرِ يُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ وَالْقُرْعَةُ أَوْلَى وَإِنْ تَرَكَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا صَحَّ وَإِنْ رَجَعَتْ جَازَ ـ

সহজ তরজমা

অনুচ্ছেদ : বণ্টন করা

(একাধিক স্ত্রীর মধ্যে) পালা বণ্টনে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। এতে কুমারী, বিবাহিতা, নতুন, পুরাতন, মুসলমান ও কিতাবিয়া স্ত্রী সকলেই সমান। আর বাঁদী, মুকাতাবা, উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বাররা এর জন্যে হবে আযাদ স্ত্রীর অর্ধেক। ভ্রমণে পালা বণ্টন নেই, যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে। তবে লটারি দেওয়া উত্তম। যদি কোনো স্ত্রী তার পালাকে তার সতীনের জন্যে ছেড়ে দেয়, তা শুদ্ধ হবে। এরপর যদি ফিরিয়ে নেয়, তাও জায়েয হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ الْقَسَمِ

اَلْقَسْمُ শব্দটির কাফে যবর হলে অর্থ হবে– বণ্টন করা, ভাগ করা। যের হলে অর্থ হবে– অংশ, হিসসা। এখানে قَسْم দ্বারা উদ্দেশ্য হল– কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে অধিকারে সমবণ্টন ও সুবিচার করা। এটা রাত্রিযাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; মনের আগ্রহ ও অন্তরের ভালবাসা ও সহবাস এর আওতাধীন নয়।

স্ত্রীদের পালা বণ্টন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ .... অর্থাৎ আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তবে একজন স্ত্রীর উপর অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীর উপরই সন্তুষ্ট থাকো; এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত আছে

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

অর্থাৎ যখন কোনো পুরুষের বিবাহে দু'জন স্ত্রী থাকে, অথচ সে তাদের মধ্যে সুষম বণ্টন করে নি, কিয়ামতের দিবস সে তার এক পার্শ্ব অবনমিত [বা হেলে পড়া] অবস্থায় উপস্থিত হবে।

قَوْلُهُ : اَلْعَدْلُ فِيْهِ الخ

عَدْل শব্দের অর্থ– সমতা রক্ষা করা, সুবিচার করা। তবে সমস্ত কাজে সমতা বিধান উদ্দেশ্য নয় যে, সহবাসের সংখ্যার ক্ষেত্রেও সমান সমান হতে হবে। কেননা এতে সমতা সম্ভব নয়। কারণ, তা স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনো স্ত্রীর সাথে একেবারে সহবাস ত্যাগ করা জায়েয নয় বরং কখনো কখনো সহবাস করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

قَوْلُهُ : وَلَا قَسَمَ فِى السَّفَرِ الخ

এ ইচ্ছাধিকার অসুবিধা দূর করার জন্যে। কেননা অনেক সময় সকল স্ত্রীদের সাথে নিয়ে সফর করা সম্ভব হয় না। আর কখনো কখনো এক স্ত্রীর উপর ঘরে নির্ভর করা যায় এবং আরেক স্ত্রীর উপর সফরে নির্ভর করতে হয়। এজন্যে স্বামীর হক রয়েছে, সফরের জন্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করবে। যদি সকল স্ত্রীদের সাথে নিয়ে সফর করে তা হলে পালা বন্টন কি জরুরি? এ ব্যাপারে স্পষ্ট হুকুম হল, যদি সুখকর ও শান্তিপূর্ণ সফর হয়, তা হলে সফর অবস্থায়ও সুষম বন্টন ও ইনসাফ জরুরি।

قَوْلُهُ : وَالْقُرْعَةُ اَوْلٰى الخ

সফরের প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারি দেওয়া উত্তম, যাতে তাদের অন্তর তুষ্ট হয় এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয়। রাসূল ﷺ যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যে লটারি দিতেন। লটারিতে যার নাম উঠে আসত, তাকে সাথে নিয়ে সফর করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

গ্রন্থকার اَوْلٰى শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, লটারীর মাধ্যমে যে স্ত্রীর নাম আসবে, যদি স্বামী তাকে সফরসঙ্গী না করেন, তাও দুরস্ত হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ تَرَكَتْ قَسَمَهَا الخ

যদি কোনো স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার পালা অন্য সতীনের জন্যে ছেড়ে দেয়, তা সহীহ হবে। যেমন– নবীপত্নী হযরত সাওদা রাযি. তার পালাক্রম হযরত আয়েশা রাযি. এর জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর স্ত্রী যদি পুনরায় তার পালা ফিরিয়ে নেয়, তা হলে তা বৈধ হবে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের অধিকার অন্যের জন্যে ছেড়ে দিতে পারে, সে তার অধিকার ফিরিয়েও নিতে পারে। এ ছাড়া স্বামী সহবাস একটি উপভোগ্য বস্তু। কোনো সময় হয়ত এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না বটে; কিন্তু কিছুদিন পর আবার এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে পারে।

كِتَابُ الرِّضَاعِ

يَثْبُتُ بِمَصَّةٍ فِى حَوْلَيْنِ وَ نِصْفٍ لَا بَعْدَهُ أُمُومِيَّةُ الْمُرْضِعَةِ لِلرَّضِيعِ وَأُبُوَّةُ زَوْجِ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا مِنْهُ لَهُ اَىْ لِلرَّضِيعِ فَالْحَوْلَانِ وَنِصْفٌ قَوْلُ اَبِى حَنِيفَةَ وَاَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ فَمُدَّتُهُ حَوْلَانِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ يَثْبُتُ بِخَمْسِ مَصَّاتٍ **فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ وَاَخِيهِ** فَاِنَّ اُمَّ الْاُخْتِ وَالْاَخِ مِنَ النَّسَبِ هِىَ الْاُمُّ اَوْ مَوْطُوْءَةُ الْاَبِ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَرَامٌ وَلَا كَذٰلِكَ مِنَ الرِّضَاعِ وَهِىَ شَامِلَةٌ لِثَلٰثِ صُوَرٍ اَلْاُمُّ رِضَاعًا لِلْاُخْتِ اَوِ الْاَخِ نَسَبًا وَالْاُمُّ نَسَبًا لِلْاُخْتِ اَوِ الْاَخِ رَضَاعًا وَالْاُمُّ رَضَاعًا لِلْاُخْتِ اَوِ الْاَخِ رَضَاعًا ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : দুধ পান

আড়াই বছরের মধ্যে এরপর নয়, একবার চোষার দ্বারা দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে স্তন্যদানকারিণী মা হওয়া এবং স্তন্যদানকারিণীর স্বামী যার সংসর্গে তার দুধ দুগ্ধপায়ী শিশুর জন্যে নির্গত হয়েছে, তার পিতৃত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং দুগ্ধপানের মেয়াদকাল আড়াই বছর, তা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর উক্তি। আর তিনি ব্যতীত অন্যদের মতে তার মেয়াদ দুই বছর। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে কমপক্ষে পাঁচ বার স্তন চোষা দ্বারা দুগ্ধপান সাব্যস্ত হবে। **দুগ্ধপানের কারণে সে সবই হারাম হবে নসবের কারণে যা কিছু হারাম হয়। তবে দুধবোনের ও দুধভাইয়ের মা হারাম হয় না।** কেননা নসবী ভাই-বোনের মা হয়ত সে তার আপন মা হবে অথবা পিতার সঙ্গমিতা (সৎমা) হবে এবং তারা উভয়ে হারাম। দুগ্ধপানের বেলায় এমনটি নয়। মূলভাষ্যে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি তিন সূরতের উপর সন্নেবেশিত রয়েছে। (এক) নসবী ভাই অথবা বোনের দুধমা। (দুই) দুধ ভাই অথবা বোনের নসবী মা। (তিন) দুধ ভাই অথবা বোনের দুধ মা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

رَضَاع এর অর্থ : رَضَاع শব্দের را، বর্ণটি যবর সহকারে আর را، এর নিচে যের দিয়েও একটি ব্যবহার রয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হল, স্তন থেকে দুধ চোষা। শরী'অতের পরিভাষায় রাদাআত বলা হয়, দুগ্ধপায়ী শিশু নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের স্তন থেকে দুধ চোষণ করাকে।

قَوْلُهُ : اُمُوْمِيَّةُ الْمُرْضِعَةِ الخ

এটা يَثْبُتُ ক্রিয়াপদের فَاعِل বা কর্তা অর্থাৎ স্তন্যদানকারিণী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা হয়ে যাবে এবং তার স্বামী শিশুর পিতা হবে। কিন্তু যে কোনো স্বামী উদ্দেশ্য নয় বরং সে স্বামী উদ্দেশ্য– যার সাথে রমণক্রিয়ায় দুধ-মার স্তনে দুধ এসেছে। সুতরাং যদি কেউ এমন দুগ্ধবতী মহিলাকে বিবাহ করে, যার দুধ তার প্রথম

স্বামীর পক্ষ থেকে ছিল, এরপর সে স্ত্রী একটি শিশুকে দুধ পান করায়, তা হলে বর্তমান স্বামী শিশুর দুধ-পিতা গণ্য হবে না। এ ব্যাপারে মূল হল, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ অর্থাৎ তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধবোন।

قَوْلُهٗ : اَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ الخ

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে দুধ পানের মেয়াদকাল দু'বছর। ইমাম শাফিঈ রহ. এরও এ মত। তাদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الخ

অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে।

তা ছাড়া এর সমর্থন– لَا رَضَاعَ اِلَّا فِىْ حَوْلَيْنِ হাদীছটি দ্বারাও হয়। এ থেকে প্রতিভাত হয়, দুধপানের মেয়াদকাল দু'বছর।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে আড়াই বছর – ত্রিশ মাস। তার দলিল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَحَمْلُهٗ وَ فِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا এতে গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো উভয়টির জন্যে স্বতন্ত্রভাবে আড়াই বছরের নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এ মেয়াদ পূর্ণভাবে উভয়টির জন্যে সাব্যস্ত হবে। তবে গর্ভধারণের মেয়াদ কম করার দলিল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

اَلْوَلَدُ لَا يَبْقٰى فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِقَدْرِ فَلْكَةِ مَغْزَلٍ

সন্তান মাতৃগর্ভে দু'বছরের বেশি মুহূর্তকাল থাকতে পারে না। যদিও ভূমিষ্ট হওয়া সময় সন্তান সুতা কাটার চরকার মতো হোক না কেন। অতএব দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ আড়াই বছর বহাল থাকবে।

قَوْلُهٗ : بِخَمْسِ مَصَّاتٍ ঃ ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে পাঁচ চোষণ দুধ পান করার দ্বারা রাদাআত সাব্যস্ত হবে। তার দলিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَ الْمَصَّتَانِ وَ لَا الْاِمْلَاجَةُ وَ لَا الْاِمْلَاجَتَانِ

অর্থাৎ এক বা দুই বার চোষার দ্বারা এবং এক বা দুই বার চোষাণো দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু হানাফীগণের মাযহাব হল, অল্প বা অধিক দুধ পান করা বা করানোর দ্বারা রাদাআতের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী – يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الخ উক্ত আয়াত ও হাদীস উভয়টি মুতলাক। এতে কমবেশির কোনো ব্যাখ্যা করা হয় নি। তাই সাধারণভাবে দুধ পান করার দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهٗ : اِلَّا اُمَّ اُخْتِهٖ وَ اَخِيْهِ الخ

নসবের কারণে যারা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তারা হারাম হবে। এ মূলনীতি থেকে কয়েকটি সূরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মুসান্নিফ রহ. اِلَّا اُمَّ اُخْتِهٖ وَ اَخِيْهِ দ্বারা তন্মধ্যে থেকে একটি সূরত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এতে দুধপান দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না, কিন্তু নসবের কারণে হুরমত সাবেত হবে। উক্ত ইবারতে তিনটি সূরত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১. নসবী ভাই বা নসবী বোনের দুধমা-এর সাথে বিবাহ জায়েয। উদাহরণত বকরের একজন নসবী বোন আছে আর তার ওই বোনের একজন দুধমা আছেন। তিনি বকরকে দুধপান করান নি। এখন বকরের জন্যে এ নসবী বোনের দুধমাকে বিবাহ করা জায়েয। নসবী ভাইয়ের দুধমার সূরতও এমনই।

২. দুধবোন বা দুধভাইয়ের নসবী মাকে বিবাহ করা জায়েয। উদাহরণ, বকর ও ফাতেমা অজ্ঞাত এক মহিলার দুধ পান করল। কিন্তু বকর ফাতেমার নসবী মায়ের দুধ পান করে নি। এখন বকরের জন্যে তার দুধ বোন ফাতেমার নসবী মাকে বিবাহ করা বৈধ হবে।

৩. দুধবোন বা দুধভাইয়ের মাকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন : খালেদ ও ফাতেমা উভয়ে একজন মহিলার দুধ পান করল। আবার শুধু ফাতেমা অন্য দুধমা সালমার দুধ পান করল। এখন খালেদের জন্যে তার দুধবোন ফাতেমার ওই একক দুধমা সালমাকে বিবাহ করা জায়েয হবে। কিন্তু নসবী বোন বা নসবী ভাইয়ের মাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। কেননা সে হয়ত তার মা হবে, যদি তারা সহোদর ভাই বোন হয়ে থাকে। অন্যথায় তার পিতার স্ত্রী, যে তার সৎমা হবে। তবে রাদাআতের সূরতে উপর্যুক্ত বিবাহ বৈধ হবে।

قَوْلُهُ : وَلَا كَذَالِكَ مِنَ الرَّضَاعِ الخ

কেননা তার দুধভাইয়ের মা তার নিজের মা নয় এবং তার পিতার সহধর্মিনীও নয় বরং সে অপরিচিতা একজন মহিলা। এজন্যে তার সাথে বিবাহ বৈধ। কেউ যদি প্রশ্ন করে, দুধভাইয়ের মা তারও মা হওয়া সম্ভব। যেমন– সেও উক্ত মহিলার দুধ পান করল। সুতরাং দুধভাইয়ের মাকে কিরূপে বিবাহ করা বৈধ হবে?

এর উত্তর হল, এ সূরতে হুরমত দুধ ভাইয়ের মা হওয়া হিসেবে নয় বরং এজন্যে যে, সে মহিলা স্বয়ং তার দুধমা।

فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُهُ اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ اِنْ اُرِيْدَ بِالْاُمِّ الْاُمُّ رَضَاعًا وَ بِالْاُخْتِ الْاُخْتُ رَضَاعًا لَا يَشْمَلُ مَا اِذَا كَانَتْ اَحَدُهُمَا فَقَطْ بِطَرِيْقِ الرَّضَاعِ وَاِنْ اُرِيْدَ بِالْاُمِّ الْاُمُّ نَسَبًا وَبِالْاُخْتِ الْاُخْتُ رَضَاعًا اَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَشْمَلُ الصُّوْرَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ قُلْنَا اَلْمُرَادُ مَا اِذَا كَانَتْ اَحَدُهُمَا بِطَرِيْقِ الرَّضَاعِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُهُمَا فَقَطْ اَوْ كُلٌّ مِّنْهُمَا **وَاُخْتَ اِبْنِهِ** لِاَنَّ اُخْتَ الْاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ اِمَّا الْبِنْتُ وَاِمَّا الرَّبِيْبَةُ اَيَّتُهُمَا كَانَتْ وَقَدْ وُطِيَتْ اُمُّهَا وَلَا كَذٰلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ **وَجَدَّةَ اِبْنِهِ** اَىْ جَدَّةَ الْاِبْنِ نَسَبًا اِمَّا اُمُّهُ اَوْ اُمُّ مَوْطُوْءَتِهِ وَ لَا كَذٰلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ **وَ اُمَّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَاُمَّ خَالِهِ وَ خَالَتِهِ** اِعْلَمْ اَنَّ اُمَّ هٰؤُلَاءِ نَسَبًا اِمَّا مَوْطُوْءَةُ الْجَدِّ الصَّحِيْحِ اَوِ الْجَدِّ الْفَاسِدِ وَلَا كَذٰلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَا تَنْسَ الصُّوَرَ الثَّلٰثَ فِىْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَا **لِلرَّجُلِ** اَىْ هٰذِهِ النِّسَاءُ الْمَذْكُوْرَةُ لَا تَحْرُمُ **لِلرَّجُلِ** اِذَا كَانَتْ مِنَ الرَّضَاعِ ـ

সহজ তরজমা

যদি প্রশ্ন করা হয়, গ্রন্থকারের উক্তি اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ এর মধ্যে যদি اُمْ দ্বারা দুধমাতা এবং اُخْت দ্বারা দুধবোন উদ্দেশ্য নেওয়া হয় (অর্থাৎ তৃতীয় সূরত), তবে তা সেই দু'সূরতকে অন্তর্ভুক্ত করবে না, যার মধ্যে শুধু একজনের আত্মীয়তা সম্পর্ক দুধ পানের কারণে হবে। (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সূরত শামিল হবে না)। আর যদি اُمْ দ্বারা নসবী মাতা এবং اُخْت দ্বারা দুধবোন অথবা এর বিপরীত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে তা অপর দু'সূরতকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আমরা এর উত্তরে বলব, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কারো দুধপানের সম্পর্ক হবে, চাই শুধু তাদের একজনের অথবা প্রত্যেকের রাদাআতের সম্পর্ক হোক। **আর (দুধপানের কারণে) তার পুত্রের বোন হারাম হবে না।** কেননা নসবী পুত্রের বোন হয়ত তার কন্যা হবে অথবা তার সৎ মেয়ে হবে, যার মায়ের সাথে সহবাস করা হয়েছে। দুধপানের বেলায় হুকুম অনুরূপ নয়। **আর (রাদাআতের কারণে) তার পুত্রের দাদী-নানী হারাম হবে না (তবে নসবের কারণে হারাম হয়)।** কেননা নিজের পুত্রের নসবী দাদী-নানী হয়ত তার নিজের মা হবে অথবা তার সঙ্গমিতা সহধর্মিণীর মা হবে (অর্থাৎ শাশুড়ী আর তারা উভয়ে হারাম)। কিন্তু দুধপানের বেলায় এমন নয়। **আর তার চাচা ও ফুফুর মাতা এবং তার মামা ও খালার মাতা রাদাআতের কারণে হারাম নয়।** জেনে রাখ, এদের নসবী মা হয়ত তার দাদার সহবাসকৃতা (দাদী) হবে অথবা তার নানার সহবাসকৃতা (নানী) হবে (তাদের হুরমত পূর্বেই জানা গেছে) কিন্তু দুধপানের বেলায় হারাম নয়। উল্লিখিত সকল অবস্থাতে পূর্বোক্ত তিনটি সূরত তোমার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। **পুরুষের ক্ষেত্রে** অর্থাৎ উল্লিখিত এ সকল নারীগণ পুরুষের জন্যে হারাম নয় যখন তারা দুধ সম্পর্কীয় হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَاِنْ قِيْلَ قَوْلُهُ الخ

এখানে শারেহ রহ. এর উক্তি هِيَ شَامِلَةٌ لِثَلٰثِ صُوَرٍ এর উপর একটি আপত্তি তুলে ধরা হয়েছে। যার সারকথা, এক ইবারতের একই সময়ে তিনটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। এখন যদি اُمٌّ এবং اُخْتٌ উভয়টি দ্বারা রাদায়ী উদ্দেশ্য হয়, তবে অপর দু'সূরত বের হয়ে যাবে। আর যদি একটি দ্বারা রাদায়ী ও দ্বিতীয়টি দ্বারা নসবী উদ্দেশ্য হয়, তবুও সেটা ব্যতীত অপরাপর দু'সূরতে শামিল হবে না। এর উত্তরের সারকথা, এতদুভয় থেকে কারো রাদায়ী হওয়া উদ্দেশ্য, চাই কেবল একজন দুধ সম্পর্কীয় হোক কিংবা উভয়ই হোক। এ ব্যাপকার্থের মধ্যে তিন সূরতই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَاُخْتَ اِبْنِهِ الخ

এ বাক্যে দ্বিতীয় সূরত বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে পূর্বের নীতিমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরও তিনটি সূরতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. নসবী-ছেলের দুধ বোন, ২. দুধ ছেলের নসবী বোন, ৩. দুধ ছেলের দুধ বোন। রাদাআতের এ তিন সূরতে বিবাহ জায়েয। এগুলোর উদাহরণ প্রথম সূরতের উপরিউক্ত তিনটি উদাহরণের উপর অনুমান করে বের করে নিবে। কিন্তু নসবী ছেলের নসবী বোনকে বিবাহ করা জায়ের নেই। কেননা নসবী ছেলের বোন যদি সহোদরা কিংবা বাপ শরীক হয়, তা হলে সে তারই কন্যা হবে। আর যদি নসবী ছেলের শুধু মা শরীক বোন হয়, তবে সে তার সৎ মেয়ে হবে। আর সৎ মেয়ের মায়ের সঙ্গে সহবাস করা হলে সৎ মেয়ে হারাম হয়ে যায়। এজন্যে নসবী ছেলের নসবী বোনের সাথে বিবাহ জায়েয হবে না। কিন্তু দুধপানের বেলায় হুরমতের সবব নিজের কন্যা হওয়া অথবা সৎমেয়ে হওয়া বিদ্যমান নেই। তাই এ সূরতে বিবাহ জায়েয হবে।

قَوْلُهُ : وَ جَدَّةَ اِبْنِهِ الخ

এ সূরতকেও পূর্বের নীতিমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুধপানের কারণে ছেলের দাদী-নানীর সাথে বিবাহ হারাম হবে না। এরও তিনটি সূরতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১. নসবী– ছেলের দুধ সম্পর্কিয় দাদী-নানী। ২. দুধ ছেলের নসবী দাদী-নানী ৩. দুধ ছেলের দুধ সম্পর্কিয় দাদী-নানী। এ তিন সূরতে বিবাহ জায়েয। কিন্তু নসবের কারণে এ বিবাহ হারাম। কেননা নসবী ছেলের নসবী দাদী তো তারই মাতা হবে। আর নসবী ছেলের নসবী নানী তার সহধর্মিণীর মাতা হবে। এজন্যে তাদের সাথে বিবাহ জায়েয হবে না। তবে দুধপানের বেলায় উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান নেই। অনুরূপভাবে দুধপানের সূরতে চাচা, ফুফু, মামা ও খালার মায়ের সাথে বিবাহ হারাম হবে না। এরও তিনটি সূরতের সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো উপরিউক্ত সূরতগুলোর উপর কিয়াস করে বের করে নিবে। কিন্তু নসবের কারণে এদের বিবাহ হারাম। কেননা নসবী চাচা ও ফুফুর নসবী মা তার দাদার সহধর্মিণী দাদী হবে। আর নসবী মামা ও খালার নসবী মা তার নানার সহধর্মিনী নানী হবে। তাদের সাথে বিবাহ জায়েয হবে না। যেমন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন– وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاءُكُمْ এখানে اٰبَاءُ এর মধ্যে দাদা-নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তবে দুধপানের সূরতে উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান নেই।

وَاَخَا اِبْنِ الْمَرْأَةِ لَهَا رِضَاعًا اَىْ لَا يَحْرُمُ اَخُوْ اِبْنِ الْمَرْأَةِ لَهَا اِذَا كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَا مُكَرَّرٌ لِاَنَّهٗ ذَكَرَ اُمَّ الْاَخِ وَ لَمَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ اُمَّ اَخِ الرَّجُلِ كَانَ الرَّجُلُ اَخَا اِبْنِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ كَانَتْ كَذٰلِكَ فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ اِلَّا اُمَّ اَوْلَادِ اُصُوْلِهٖ وَاُخْتَ اِبْنِهٖ وَجَدَّتِهٖ فَاَوْلَادُ الْاُصُوْلِ اَلْاُخْتُ وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ فَاُمُّ هٰؤُلَاءِ تَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لَا مِنَ الرَّضَاعِ ثُمَّ غَيَّرْتُ الْعِبَارَةَ اِلٰى هٰذَا فَيَحْرُمَانِ مَعَ قَوْمِهِمَا عَلَيْهِ كَالنَّسَبِ وَفُرُوْعُهٗ وَالزَّوْجَانِ عَلَيْهِمَا اَىْ تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ وَزَوْجُهَا عَلَى الرَّضِيْعِ وَ يَحْرُمُ قَوْمُهُمَا عَلَى الرَّضِيْعِ كَمَا فِى النَّسَبِ وَتَحْرُمُ فُرُوْعُ الرَّضِيْعِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ وَزَوْجِهَا وَيَحْرُمُ زَوْجَا الرَّضِيْعِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ وَ زَوْجِهَا اَىِ الرَّضِيْعُ اِنْ كَانَ ذَكَرًا تَحْرُمُ زَوْجَتُهٗ عَلٰى زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ وَاِنْ كَانَ الرَّضِيْعُ الْنَّثْىٰ يَحْرُمُ زَوْجُهَا عَلٰى مُرْضِعَتِهَا وَضَابِطَتُهٗ مَا فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ الْفَارِسِيِّ بَيْتٌ:ازجانب شيرده همه خويش شوند × وزجانب شير خواره زوجان وفروع ـ

সহজ তরজমা

আর মহিলার জন্যে তার ছেলের দুধ ভাইয়ের সাথে বিবাহ হারাম নয় অর্থাৎ মহিলার জন্যে তার ছেলের ভাই হারাম হবে না যদি সে দুধ সম্পর্কীয় হয়। জেনে রাখ, এটা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কেননা গ্রন্থকার পূর্বে "ভাইয়ের মাতা"-র উল্লেখ করেছেন। আর যখন মহিলা কোনো পুরুষের ভাইয়ের মাতা হয়, তখন সে পুরুষ অবশ্যই উক্ত মহিলার ছেলের ভাই হবে। এখানে মুখতাসারুল বেকায়ার ভাষ্য প্রথমে এরূপ ছিল নসবের কারণে যারা হারাম হয় তারা দুধপানের কারণেও হারাম হবে। কিন্তু তার মূলের সন্তানাদির মাতা, তার ছেলের বোন ও তার ছেলের দাদী-নানী (এসব দুধপানের সূরতে হালাল)। اولاد الاصول এর মধ্যে ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা ও খালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এদের মাতাগণ নসবের কারণে হারাম হবে, দুধপানের কারণে হারাম নয়। এরপর আমি উক্ত ইবারতকে এভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছি : তারা উভয়ে (স্তন্যদানকারিণী ও তার স্বামী) নিজ খান্দানসহ দুগ্ধপায়ী শিশুর জন্যে হারাম হয়ে যাবে নসবের মতো, আর দুগ্ধপায়ীর শাখা-প্রশাখা ও স্বামী-স্ত্রী তাদের উভয়ের জন্যে হারাম হয়ে যাবে অর্থাৎ স্তন্যদানকারিণী ও তার স্বামী দুগ্ধপায়ী শিশুর জন্যে হারাম হবে এবং তাদের উভয়ের বংশধরও দুগ্ধপায়ীর জন্যে হারাম হবে, যেমনি নসবের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দুগ্ধপায়ীর সন্তানাদি মুরদিআ ও তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে এবং দুগ্ধপায়ীর স্বামী-স্ত্রী স্তন্যদানকারিণী ও তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে অর্থাৎ দুধপানকারী যদি পুরুষ হয়, তবে তার স্ত্রী স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর জন্য হারাম হবে। আর যদি

দুধপানকারী কন্যা হয়, তবে তার স্বামী তার দুধমার জন্য হারাম হবে। দুধপান জড়িত হুরমতে চূড়ান্ত নীতিমালা এ ফার্সি কবিতার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যার সারমর্ম– "স্তন্যদানকারিণীর সকল আত্মীয়-স্বজন দুগ্ধপোষ্য শিশুর নিকটাত্মীয় হয়ে যাবে আর দুগ্ধপায়ী তার স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি স্তন্যপানকারিণীর আত্মীয় হয়ে যাবে।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِنَّ هٰذَا مُكَرَّرٌ الخ

এ ইবারতে গ্রন্থকারের উপর একটি আপত্তি উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ইতঃপূর্বে إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ বাক্যাংশে দুধভাইয়ের মায়ের হুকুম বর্ণনা করেছেন। এতে সে মহিলার ছেলের দুধভাইয়ের হুকুম আপনা আপনি পরিজ্ঞাত হয়ে গেল। কেননা বিবাহের মধ্যে হালাল ও হারামের বিধান পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পক্ষে ধর্তব্য হয়ে থাকে। সুতরাং মূল পাঠে উল্লেখিত وَاَخَا اِبْنِ الْمَرْأَةِ الخ বাক্যটুকু পুনরাবৃত্তি হয়েছে যা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না।

قَوْلُهُ : تَحْرُمُ فُرُوْعُ الرَّضِيْعِ الخ

দুধ পানকারীর সন্তান সন্ততি নিচ পর্যন্ত মুরদিআ ও তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে। কেননা দুধপানের কারণে দুধ সম্পর্কীয় আংশিকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যখন শিশু দুধ পান করার দরুন তাদের উভয়ের দুধপুত্র হয়ে গেল, তখন তার সন্তানাদিও তাদের সন্তান বলে গণ্য হবে এবং উভয়ের জন্যে হারাম হয়ে যাবে। অবশ্য তার মূল ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ তাদের জন্যে হারাম হবে না। হ্যাঁ, বিবাহজনিত কারণে স্থিরকৃত হুরমতের বিবেচনায়ও রাদাআতের হুরমত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন– দুধপানকারী ছেলের স্ত্রী স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর জন্যে এবং দুধপানকারিণী কন্যার স্বামী স্তন্যদানকারিণীর জন্যে হারাম হয়। কেননা মুরদিআর বেলায় দুধ কন্যার স্বামী জামাতা হল এবং তার স্বামীর বেলায় দুধ ছেলের স্ত্রী নিজের পুত্রবধূ হল।

وَ تَحِلُّ اُخْتُ اَخِيْهِ رِضَاعًا كَمَا تَحِلُّ نَسَبًا كَاَخٍ مِنَ الْاَبِ لَهٗ اُخْتٌ مِنْ اُمِّهٖ تَحِلُّ لِاَخِيْهِ مِنْ اَبِيْهِ وَرَضِيْعَا ثَدْيٍ كَاَخٍ وَاُخْتٍ لَا شَاةٍ بِاللَّبَنِ شَاةٍ وَحُكْمُ خَلْطِ لَبَنِهَا بِمَاءٍ اَوْ دَوَاءٍ اَوْ لَبَنٍ اُخْرٰى اَوْ شَاةٍ بِالْغَلَبَةِ وَبِطَعَامٍ اَلْحِلُّ اَىْ حُكْمُ خَلْطِ لَبَنِهَا بِطَعَامٍ اَلْحِلُّ **كَمَا فِىْ لَبَنِ رَجُلٍ** اَىْ اِذَا انْزَلَ لَبَنٌ فَشَرِبَهٗ صَبِىٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ **وَاحْتِقَانِ صَبِيٍّ بِلَبَنِهَا وَحَرُمَ بِلَبَنِ الْبِكْرِ وَالْمَيِّتِ وَاِنْ اَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا رَضِيْعَةٌ حَرُمَتَا** اَىْ اِنِ اَرْضَعَتْ اِمْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا حَالَ كَوْنِ الضَّرَّةِ رَضِيْعَةً حَرُمَتَا عَلَى الزَّوْجِ **وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيْرَةِ اِنْ لَمْ تُوْطَأْ وَلِلرَّضِيْعَةِ نِصْفُهٗ وَرَجَعَ بِهٖ عَلَى الْمُرْضِعَةِ اِنْ قَصَدَتِ الْفَسَادَ وَاِلَّا فَلَا وَحُجَّتُهٗ رَجُلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ -**

সহজ তরজমা

দুধভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা বৈধ হবে যেমনিভাবে নসবী-ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা বৈধ হয়। যেমন : বাপ শরীক ভাইয়ের তার মায়ের পক্ষের কোনো বোন আছে, তা হলে এ বোন তার বাপ শরীক ভাইয়ের জন্যে বৈধ হবে। একই মহিলার স্তন্যপানকারী দুই ছেলেমেয়ে পরস্পর ভাইবোনের মতো হবে (তাদের মধ্যে রাদাআতের হুরমত সাবেত হবে)। তবে বকরির দুধপানকারী দুই ছেলে মেয়ে পরস্পর ভাইবোন হবে না। যদি মহিলার দুধ পানি কিংবা ঔষধ কিংবা অন্য মহিলার দুধ অথবা বকরির দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তা হলে অধিক্যের অনুপাতে হুকুম আরোপ হবে। আর খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে দুধ মিশ্রিত হলে বিবাহ বৈধ হবে অর্থাৎ যদি মহিলার দুধ খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তা হলে এর হুকুম হল বিবাহ হালাল হওয়া (এর দ্বারা রাদাআত সাব্যস্ত হবে না)। যেমন হয়ে থাকে **পুরুষের দুধের বেলায়** অর্থাৎ যদি কোনো পুরুষের স্তনে দুধ নামে এবং কোনো শিশু তা পান করে, তবে তার সঙ্গে দুধ পানের হুরমত সম্পৃক্ত হবে না। আর যেমন– **শিশুকে মহিলার দুধ দ্বারা গুহ্যদ্বারে ডুশ দেওয়া দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না। কুমারী নারী ও মৃতের দুধের সঙ্গে হুরমত সাব্যস্ত হবে। যদি কেউ তার দুগ্ধপায়ী সতীনকে স্তন্যদান করে, তা হলে উভয়ে হারাম হয়ে যাবে** অর্থাৎ যদি কোনো মহিলা তার সতীনকে রাদাআতের সময়সীমার মধ্যে দুধ পান করায়, তা হলে উভয় স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে **এবং বড় স্ত্রী কোনো মোহর পাবে না, যদি তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে। তবে দুগ্ধপোষ্য সতীন অর্ধেক মোহর পাবে। আর স্বামী স্তন্যদানকারিণীর কাছে থেকে তা উসূল করে নিবে, যদি সে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকে, অন্যথায় ফেরত নিতে পারবে না। আর রাদাআত সাব্যস্ত হওয়ার দলীল হল, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : تَحِلُّ أُخْتُ أَخِيْهِ الخ

উক্ত মাসআলার সূরত এই, যায়েদ বকরের মায়ের দুধ পান করেছে। এখন বকর যায়েদের বোনকে বিবাহ করতে পারবে। অথচ এ মেয়েটি বকরের দুধভাই যায়েদের বোন। যেমন– নসবী ভাইয়ের নসবী বোনের সাথে বিবাহ জায়েয। এর সূরত হল, আবদুর রহমানের দুই ছেলে। উভয়ের মাতা ভিন্ন ভিন্ন। তা হলে এরা উভয়ে বাপ-শরীক ভাই হল। এরপর আবদুর রহমান এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। এবার এ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর অপর স্বামীকে বিবাহ করল এবং তার থেকে একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করল। এখন এ কন্যা আবদুর রহমানের দুই ছেলের মধ্য থেকে একজনের মা শরীকি বোন হল আর অপরজনের ক্ষেত্রে সে কন্যাটি অপরিচিতা। সুতরাং এ দ্বিতীয় ছেলে উক্ত কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। অথচ এ কন্যাটি তার নসবী ভাইয়ের নসবী বোন।

قَوْلُهُ : رَضِيْعَا ثَدْيٍ الخ

শিশু ছেলে মেয়ে দু'জন যদি কোনো নারীর স্তন্য পান করে, একসাথে হোক কিংবা আগে-পরে, তা হলে তারা উভয়ে দুধ ভাইবোন হয়ে যাবে এবং তাদের পারস্পরিক বিবাহ হারাম হবে। এ বিষয়টি যদিও পূর্বোক্ত এ আলোচনা থেকে জানা গেছে, দুধ পানের কারণে স্তন্যদানকারিণী মা হয়ে যায় এবং তার স্বামী পিতা হয়ে যায়, তদুপরি অধিক স্পষ্টকরণ ও আগত মাসআলার ভূমিকার জন্যে একে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : حُكْمُ خَلْطِ لَبَنِهَا الخ

যদি দুধ পানির সঙ্গে অথবা ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয় আর মহিলার দুধ অধিক হয়, তা হলে এর দ্বারা হুরমত সাবেত হবে। অনুরূপভাবে যদি দুই স্ত্রীলোকের দুধ মিশ্রিত হয়ে যায়, তবে যার দুধ অধিক তার থেকে রাদাআতের হুরমত সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার রহ. এর মতে উভয়ের সাথে হুরমতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ : وَ بِطَعَامٍ اَلْحِلُّ الخ

যদি মহিলার দুধ খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তা শিশু পান করে, তা হলে এর দ্বারা রাদাআতের হুরমত সাবেত হবে না বরং এর হুকুম হল, সাধারণভাবে বিবাহ হালাল হওয়া। চাই দুধের পরিমাণ কম বা বেশি। কেননা খাদ্যদ্রব্যই হল মূল। আর দুধ হল তার অনুগামী। এজন্যে দুধ নির্দেশগতভাবে অনাধিক্য সাব্যস্ত হবে, চাই পরিমাণে সমান বা বেশি। এই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব। আর সাহেবাইনের মাযহাব মতে এ সূরতেও আধিক্যের ধর্তব্য হবে। যদি দুধ বেশি হয়, তবে হুরমত সাবেত হবে আর কম হলে হবে না। এ মতপার্থক্য তখনকার, যখন দুধ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করে আগুনে রান্না করা হবে না। আর যদি দুধ খাদ্যে মিশিয়ে আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা مُطْلَقًا [নিঃশর্তে] রাদাআতের হুরমত সাবেত হবে না।

قَوْلُهُ : وَ اِحْتِقَانُ صَبِيٍّ الخ

اِحْتِقَان শব্দের অর্থ, ডুশ দেওয়া অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির গুহ্যদ্বার দিয়ে ঔষধ পৌছানো। এর সার কথা হল, যদি শিশুর পেটে ডুশ দ্বারা কোনো মহিলার দুধ প্রবেশ করানো হয়, তা হলে এর দ্বারা রাদাআতের হুরমত সাবেত হবে না। কারণ, রাদাআতের হুকুম দুধপানের সাথে সম্পর্কিত। দুধ শুধু শরীরের ভিতরে পৌছানোর দ্বারাই সে হুকুম সাব্যস্ত হয় না, চাই ডুশ দ্বারা পৌছানো হোক অথবা কানে বা লিঙ্গছিদ্রে দুধ নিঃসরণ করা হোক।

قَوْلُهُ : حَرُمَ بِلَبَنِ الْبِكْرِ الخ

যদি কুমারী নারীর স্তন থেকে দুধ নেমে আসে এবং ওই দুধ কোনো শিশু পান করে, তবে এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা কুমারীর দুধও শরীরের বৃদ্ধির কারণ হয়। সুতরাং এতেও আংশিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি কোনো নারীর মৃত্যুর পর তার দুধ কোনো শিশু পান করে, তবুও এর দ্বারা হুরমত সাবস্ত হবে।

قَوْلُهُ : وَ اِنْ اَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا الخ

যদি কোনো ব্যক্তির বিবাহধীনে একজন বড় ও একজন ছোট দুধের শিশু স্ত্রী হিসেবে থাকে। তারপর বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীকে নিজের দুধ পান করিয়ে দিল, তা হলে তারা উভয়ে স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে। কেননা এখন বড় স্ত্রী তার স্বামীর দুধ শাশুড়ি হয়ে গেল। আর ছোট স্ত্রী তার দুধ কন্যা হয়ে গেল এবং স্বামী তার দুধ পিতা হয়ে গেল।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

اَحْسَنُهُ طَلْقَةٌ فَقَطْ فِىْ طُهْرٍ لَا وَطْىَ فِيْهِ وَحَسَنُهُ وَهُوَ السُّنِّىُّ طَلْقَةٌ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ وَلَوْ فِىْ حَيْضٍ وَلِلْمَوْطُوْءَةِ تَفْرِيْقُ الثَّلٰثِ فِىْ أَطْهَارٍ لَا وَطْىَ فِيْهَا فِيْمَنْ تَحِيْضُ وَاَشْهُرٌ فِى الْاٰيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ وَالْحَامِلِ لِلسُّنَّةِ ثَلٰثًا فِىْ ثَلٰثَةِ اَشْهُرٍ فَقَوْلُهُ وَاَشْهُرٌ عَطْفٌ عَلٰى اَطْهَارٍ **وَحَلَّ طَلَاقُهُنَّ عَقِيْبَ الْوَطْىِ وَبِدْعِيَّةٌ ثَلٰثٌ اَوِ اثْنَتَانِ بِمَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ فِىْ طُهْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيْهِ اَوْ وَاحِدَةٌ فِىْ طُهْرٍ وُطِيَتْ فِيْهِ اَوْ حَيْضِ مَوْطُوْءَةٍ وَتَجِبُ رَجْعَتُهَا فِى الْاَصَحِّ** وَعِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا تَسْتَحِبُّ وَاعْلَمْ اَنَّ الطَّلَاقَ اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ فَلَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ فَاَحْسَنُهُ اَلطَّلَاقُ الْوَاحِدَةُ فِىْ طُهْرٍ لَا وَطْىَ فِيْهِ اَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلِاَنَّهَا اَقَلُّ وَاَمَّا فِى الطُّهْرِ فَلِاَنَّهُ اِنْ كَانَ فِى الْحَيْضِ يُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ لِنَفْرَةِ الطَّبْعِ لَا لِاَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَاَمَّا عَدَمُ الْوَطْىِ فَلِئَلَّا يَكُوْنَ شُبْهَةُ الْعُلُوْقِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় ঃ তালাক

আহসান তালাক হল, শুধু এক তালাক প্রদান করা এমন তুহুরে, যাতে সঙ্গম করা হয় নি। হাসান তালাক হল –একে আবার সুন্নী তালাকও বলা হয়– সহবাস করা হয় নি এমন স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করা, যদিও তা ঋতুকালে হয়। তদ্রুপ সহবাসকৃতা স্ত্রীকে পৃথক পৃথক তিন তালাক দেওয়া এমন তুহুরসমূহে, যাতে সঙ্গম করা হয় নি। এটা সে স্ত্রীর বেলায়, যে ঋতুবর্তী হয়। আর হায়েয বন্ধ মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও গর্ভবতীকে তিন মাসের প্রতি মাসে পৃথক পৃথক তিন তালাক দেওয়া অর্থাৎ সুন্নত নিয়ম অনুসারে তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা। গ্রন্থকারের উক্তি اَشْهُر শব্দটি اَطْهُر এর উপর আতফ হয়েছে। **এসব স্ত্রীদেরকে সহবাসের পর তালাক দেওয়াও বৈধ। বিদয়ী তালাক হল, তিন তালাক বা দু'তালাক এক সাথে অথবা দু'বারে এমন তুহুরে তালাক দেওয়া, যাতে রাজাআত করা হয় নি অথবা এক তালাক দেওয়া এমন তুহুরে, যাতে সহবাস করা হয়েছে কিংবা সহবাসকৃত স্ত্রীকে ঋতুকালে তালাক দেওয়া। এ সূরতে স্ত্রীকে রাজাআত করা বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ওয়াজিব।** আর আমাদের কতক মাশায়েখের নিকটে রাজাআত করা মুস্তাহাব। জেনে রাখ, তালাক মুবাহ কার্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত। জরুরি হল , তালাক প্রয়োজন অনুপাতে কার্যকর হওয়া। তাই আহসান তালাক হল, এমন তুহুরে এক তালাক প্রদান করা, যাতে সহবাস করা হয় নি। এক তালাক উত্তম এ কারণে যে, তা-ই সবচেয়ে কম। আর তুহুরের মধ্যে তালাক উত্তম এজন্যে যে, যদি ঋতুস্রাব চলাকালে তালাক দেওয়া হয়, তবে হতে পারে এ তালাক কোনো কল্যাণের কারণে নয়, স্বভাবসূলভ ঘৃণার কারণে দেওয়া হয়েছে। আর সহবাসবিহীন তুহুরে তালাক দেওয়া উত্তম এজন্যে যে, যাতে গর্ভে সন্তান ধারণের সন্দেহ না থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نِكَاح এর পর طَلَاق এর আলোচনার কারণ

نِكَاح অর্থ– স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধন, যা মিলকে মুতআর জন্যে গঠিত হয়েছে। আর طَلَاق এর অর্থ হল, বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করা। কোনো বস্তু ছিন্ন করার জন্যে আগে গঠিত হওয়া জরুরি। তাই نِكَاح এর পরে তালাকের আলোচনা করা হয়েছে।

طَلَاق এর পরিচয়

طَلَاق শব্দটি فَعَال এর ওজনে بَاب تَفْعِيل এর ক্রিয়ামূল। অভিধানে এর অর্থ– رَفْعُ الْقَيْدِ তথা বন্ধন ওঠিয়ে নেওয়া, إِزَالَةُ الْقَيْدِ তথা বন্ধন ছিন্ন করা, اَلتَّرْكُ তথা ছেড়ে দেওয়া। আর শরী'অতের পরিভাষায় طَلَاق বলা হয়– هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতিপয় শব্দের দ্বারা বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করে দেওয়া।

কেউ কেউ তালাকের সংজ্ঞা দিয়েছেন– رَفْعُ قَيْدِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوْصَةِ অর্থাৎ বিবাহ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা তুলে নেওয়া।

طَلَاق এর প্রকরণ

হুকুমের দিকে থেকে তালাক তিন প্রকার। যথা :

১. طَلَاق رَجْعِى তথা যে তালাকের পর স্ত্রীকে স্বামীর পুনরায় ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকে।

২. طَلَاق بَائِن তথা যে তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে বিবাহ নবায়ন করার সুযোগ থাকে।

৩. طَلَاق مُغَلَّظَة তথা পরপর তিন তালাক প্রদান করা, যদ্দরুন বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়।

গুণের দিক থেকে তালাক তিন প্রকার। যথা :

১. আহসান তালাক। ২. হাসান তালাক, একে সুন্নী তালাকও বলা হয়। এ দু'প্রকার সুন্নতসম্মত তালাক। ৩. বিদয়ী তালাক, এটা সুন্নতের পরিপন্থী তালাক।

শব্দের বিবেচনায় তালাক দু'প্রকার। যথা :

১. طَلَاق صَرِيْح তথা স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদান করা।

২. طَلَاق كِنَايَة তথা ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া।

قَوْلُهُ : اَحْسَنُهُ طَلْقَةٌ الخ এর আলোচনা

ফকীহগণ তালাককে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। ১. আহসান। ২. হাসান। ৩. বিদয়ী। প্রথম দু'প্রকার তালাক পদ্ধতিগত সুন্নত। এখানে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ নিয়মে তালাক প্রদান করা সুন্নত তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এতে কোনো গোনাহ হবে না এবং কোনো পুণ্যও লাভ হবে না। কেননা তালাক সত্তাগত ইবাদত নয়, তাতে সওয়াব পাওয়া যাবে বরং তা ঘৃণ্যতম মুবাহ কাজের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, কেউ যদি বিদয়ী তালাক পরিহার করে সুন্নী তালাক দেওয়ার চেষ্ট করে, তা হলে নিজেকে গোনাহ থেকে বিরত রাখার কারণে সওয়াবের অধিকারী হবে। তালাক প্রদানের কারণে নয়।

قَوْلُهُ : وَهُوَ السُّنِّيُّ এর আলোচনা

سُنِّى শব্দটি سُنَّةٌ এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বাহ্যিক ইবারত থেকে বুঝা যায়, আহসান তালাক সুন্নতভুক্ত নয়; কেবল হাসান তালাক সুন্নত। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা ফকীহগণ হাসান ও আহসান উভয়কেই সুন্নতের প্রকারভুক্ত মনে করেন? এর জবাব হচ্ছে- বিশেষ করে তালাকে হাসানকে সুন্নত বলার উদ্দেশ্য হল, ইমাম মালেক রহ. এর মতামতকে রদ করা। কেননা তিনি তালাকে হাসানকে সুন্নত বলেন না বরং তিনি একে বিদআত বলেন। অন্যথায় হাসান তালাক সুন্নী হলে আহসান তালাক অতি উত্তমরূপেই সুন্নী হবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ فِىْ حَيْضٍ الخ

সুন্নত তালাকের মধ্যে দু'টি বিষয় বিবেচ্য। ১. তালাকের সংখ্যা। ২. তালাকের সময় অর্থাৎ একই শব্দ দ্বারা একাধিক তালাক না দেওয়া। এ হুকুমে সঙ্গমকৃতা ও অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর বেলায় শর্ত হল এমন তুহুরে তালাক দেওয়া, যাতে সহবাস করা হয় নি। আর অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর বেলায় এটা শর্ত নয় বরং তাকে হায়েয ও তুহুর সর্বাবস্থায় তালাক দেওয়া যায়। এ মাসআলায় মূল হল, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. এর ঘটনা। তিনি যখন হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : সুন্নত পদ্ধতি ছিল তুহুরের অপেক্ষা করা এবং প্রত্যক তুহুরে তালাক দেওয়া। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন : এর পর যখন তুহুর আসবে, তখন ইচ্ছা করলে তালাক দিবে অথবা স্ত্রীকে রেখে দিবে।

قَوْلُهُ : لَا رَجْعَةَ فِيْهِ الخ

এক তালাক প্রদান করার পর ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা সহবাসের দিকে আহবানকারী কাজ করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়াকে পরিভাষায় رجعة বলা হয়। উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল- এক তুহুরে এক তালাক প্রদান করে চুমা ইত্যাদি দ্বারা রাজাআত করে নিল, এরপর ওই তুহুরেই দ্বিতীয়বার তালাক দিল, তবে তা বিদয়ী তালাক হবে না। কিন্তু যদি সহবাস-এর মাধ্যমে রজাআত করে, তবে তা বিদআত তালাক হবে। কেননা এখন এমন তুহুরে তালাক পাওয়া গেছে, যাতে সহবাস করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَجِبُ رَجْعَتُهَا الخ

হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে স্বামীর উপর ওয়াজিব হল, ঋতুস্রাব সমাপ্ত হওয়ার পর সহবাসের দ্বারা অথবা ঋতকালেই কথার দ্বারা স্ত্রীকে রাজআত করা ; যাতে গোনাহ থেকে বেঁচে যায়। রাসূল ﷺ ইবনে উমর রাযি. কে এ হুকুমই দিয়েছিলেন, যখন তিনি স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেছিলেন।

فَاِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا اِنْ شَاءَ فَاِنْ قَالَ لِمَوْطُوْءَتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثٌ لِلسُّنَّةِ بِلَا نِيَّةٍ يَقَعُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ لِاَنَّ الطَّلَاقَ السُّنِّيَّ هٰذَا **وَاِنْ نَوَى الْكُلَّ السَّاعَةَ صَحَّتْ** اَيِ النِّيَّةُ حَتّٰى يَقَعَ الثَّلٰثُ فِى الْحَالِ خِلَافًا لِزُفَرَ لِاَنَّهٗ بِدْعِيٌّ وَهُوَ ضِدُّ السُّنِّيِّ وَعِنْدَنَا اَلثَّلٰثُ دَفْعَةً سُنِّيُّ الْوُقُوْعِ اَىْ وُقُوْعُهَا مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَعِنْدَ الرَّوَافِضِ لَا يَقَعُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ اَلْاٰيَةَ فَالثَّلٰثُ لَا يَقَعُ اِلَّا بِثَلٰثِ مَرَّاتٍ **وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ وَلَوْ سَكْرَانَ** اَىْ وَاِنْ كَانَ الزَّوْجُ سَكْرَانَ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ **وَاَخْرَسَ بِاِشَارَتِهِ الْمَعْهُوْدَةِ لَا طَلَاقُ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ وَنَائِمٍ وَسَيِّدٍ عَلٰى زَوْجَةِ عَبْدِهٖ وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ ثَلٰثَةٌ وَاثْنَانِ** اَىْ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلٰثَةٌ وَطَلَاقُ الْاَمَةِ اِثْنَانِ **وَلَوْ زَوْجُهُمَا خِلَافُهُمَا** فَاِنَّ اِعْتِبَارَ الطَّلَاقِ عِنْدَنَا بِالنِّسَاءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ بِالرِّجَالِ فَاِذَا كَانَ زَوْجُ الْاَمَةِ حُرًّا فَالطَّلَاقُ عِنْدَنَا اِثْنَانِ وَعِنْدَهٗ ثَلٰثَةٌ وَاِنْ كَانَ زَوْجُ الْحُرَّةِ عَبْدًا فَالطَّلَاقُ عِنْدَنَا ثَلٰثَةٌ وَعِنْدَهٗ اِثْنَانِ ـ

সহজ তরজমা

যখন স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে যদি চায়। যদি কেউ তার সঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে কোনো নিয়ত ব্যতীত বলে : তুমি সুন্নত অনুসারে তিন তালাক, তা হলে প্রত্যেক তুহুরে এক তালাক পতিত হবে। কেননা এটাই সুন্নতসম্মত তালাক। **আর যদি তাৎক্ষণিক সব ক'টি তালাকের নিয়ত করে, তা-ও শুদ্ধ হবে** অর্থাৎ এ নিয়ত ধর্তব্য হবে, এমনকি বর্তমানেই তিন তালাক পতিত হবে। এতে ইমাম যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে। কেননা এটা (এক মাসে তিন তালাক প্রদান) বিদআত তালাক, যা সুন্নী তালাকের বিপরীত। (আর সে সুন্নত অনুযায়ী তিন তালাকের কথা বলেছিল, এজন্যে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না)। আর আমাদের নিকট এক সাথে তিন তালাক দিলেও তালাকের কার্যকারিতা সুন্নতের আলোকে হয় অর্থাৎ তিন তালাক একসাথে পতিত হওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। রাফেযীদের মতে তিন তালাক পতিত হবে না। তারা আল্লাহর এ বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...الخ (তালাক হল দু'বার)। সুতরাং তিনবার ব্যতীত তিন তালাক পতিত হবে না। **প্রত্যেক বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর তালাক কার্যকর হবে, চাই সে স্বাধীন হোক অথবা ক্রীতদাস হোক, যদি মাতালও হয়** অর্থাৎ যদিও স্বামী মদ পান করে মাতাল হয়। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। **আর বোবার তালাক কার্যকর হবে তার ইশারা দ্বারা, যা তালাকের জন্যে নির্ধারিত। শিশু, উম্মাদ, ঘুমন্ত ব্যক্তির ও নিজ দাসের স্ত্রীকে মনিবের তালাক কার্যকর হবে না। স্বাধীনা ও দাসীর তালাক যথাক্রমে তিন ও দুই** অর্থাৎ স্বাধীন স্ত্রীর তালাক তিনটি ও দাসীর তালাক দুটি;

যদিও তাদের স্বামী তাদের বিপরীত হয়। কেননা আমাদের নিকটে তালাকের সংখ্যার বিবেচনা হয় মহিলার অনুপাতে। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে পুরুষের অনুপাতে হয়। সুতরাং দাসীর স্বামী স্বাধীন হলে আমাদের নিকট তালাক দুটি হবে আর তার মতে তিন তালাক হবে। এমনিভাবে যদি আযাদ স্ত্রীর স্বামী দাস হয়, তা হলে আমাদের নিকট তিন তালাক ও তার নিকট দু'তালাক হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ لِمَوْطُوءَ تِهِ الخ

কেউ যদি কোনো প্রকার নিয়ত ব্যতীত তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে : তুমি সুন্নত অনুযায়ী তিন তালাক, তবে প্রত্যেক তুহুরে একটি করে তালাক পতিত হবে। এখানে مَوْطُوءَة শব্দ দ্বারা অসঙ্গমকৃতা স্ত্রী বের হয়ে গেছে। কেননা অসঙ্গমকৃতা স্ত্রী এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যায়। তার জন্যে ইদ্দত পালনের বিধান নেই, যাতে ইদ্দতের মধ্যে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেওয়া যেতে পারে। সহবাসকৃতা স্ত্রী এর বিপরীত; তার ইদ্দতের মধ্যে দ্বিতীয় তালাক দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। সারকথা হল, সহবাসকৃতা স্ত্রীর বেলায় পৃথক পৃথক তিন তালাক পতিত হতে পারে। আর অসঙ্গমকৃতা স্ত্রী এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যায়। তাই সহবাসকৃতা স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا لِلسُّنَّةِ বলার দ্বারা তার উপর পর্যায়ক্রমে তিন তালাক পতিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ করতঃ সহবাস না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্যে সে স্ত্রী হালাল হবে না।

উল্লেখ্য, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا لِلسُّنَّةِ এর স্থলে فِى السُّنَّةِ বা عَلَى السُّنَّةِ বা مَعَ السُّنَّةِ শব্দ ব্যক্ত করে, তা হলে এর হুকুম একই হবে অর্থাৎ প্রত্যেক তুহুরে একটি করে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : عِنْدَنَا الثَّلٰثُ الخ

কেউ যদি لِلسُّنَّةِ দ্বারা একসাথে তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে এবং তিন তালাক একবারে পতিত হবে। যদিও এটা বিদআত, তথাপি তার কার্যকারিতা সুন্নত অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর মতে একবারে তিন তালাক কার্যকর হবে না। কারণ, সে সুন্নতসম্মত তালাক প্রদান করেছে। আর একসাথে তিন তালাক সুন্নতসম্মত নয় বরং সুন্নত পরিপন্থী, যা বিদআত বলে গণ্য।

শারেহ রহ. এর উক্তি عِنْدَنَا الثَّلٰثُ دَفْعَةً ... الخ এর দ্বারা ইমাম যুফার রহ. এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জবাবের সার কথা হল, সুন্নতসম্মত তালাকের দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। ১. রাসুল ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত মাসনূন পদ্ধতি অনুসারে তালাক প্রদান। ২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব অনুযায়ী তালাক প্রদান। অতএব একবারে তিন তালাক দেওয়া যদিও বিদ'আত, তবুও তা আহলে সুন্নাতের নিকট কার্যকর হয়ে যায়। সুতরাং لِلسُّنَّةِ শব্দ দ্বারা এই অর্থ উদ্দেশ্য নিলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে এবং একত্রে তিন তালাক পতিত হবে, যা সুন্নাতসম্মতভাবে কার্যকর হয়েছে।

قَوْلُهُ : مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ الخ

জমহূর আহলে সুন্নতের মাযহাব হল, একবারে একত্রে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন তা জমহূরের বিপক্ষে গ্রাহ্য নয়। এ মাসআলায় তিন রকমের উক্তি পাওয়া যায়। যথা :

১। এক সাথে তিন তালাক দিলে কোনো তালাক পতিত হবে না। তা বাতিল গণ্য হবে এবং সে গোনাহগার হবে। রাফেয়ী ও শাফেয়ীদের অভিমত এটাই।

২। একবারে তিন তালাক দেওয়া হলে তাতে এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে। কতক সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। এটা দাউদে যাহেরী এর মত।

৩। একবারে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকর হবে। তা-ই আইম্মায়ে আরবা'আর মাযহাব। আর একেই আহলে সুন্নতের মাযহাব গণ্য করা হয়েছে।

রাফিযীদের দলীল

শারেহ রহ. تَمَسَّكَا بِقَوْلِهِ... الخ বাক্য দ্বারা রাফিযীদের দলীল বর্ণনা করেছেন। দলীলের সারমর্ম হল, আল্লাহর বাণী– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ তালাক দু'বার। এতে مَرَّتَانِ শব্দটি এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, তালাক দু'টি দু'বারে কার্যকর হবে, একবারে নয়। অনুরূপ তিন তালাকও তিনবারে কর্যকর হবে; একবারে নয়। এ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে, একবার একত্রে তিন তালাক দেওয়া হলে তাতে কোনো তালাক কার্যকর হবে না বরং তা অহেতুক উক্তি বলে বিবেচিত হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে : উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল, শুধু দু'বার তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে রাজআত তথা ফিরিয়ে আনা দূরস্ত হবে। এরপর তৃতীয় তালাক প্রদান করলে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে আর রাজআত করা যাবে না। এতে ভিন্ন ভিন্ন তালাক দেওয়ার হুকুম বিবৃত হয় নি। সুতরাং একসাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত না হওয়ার বিধান উক্ত আয়াতে উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ : يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ الخ

জ্ঞানসম্পন্ন, সাবালক স্বামী তালাক দিলে তার তালাক পতিত হবে, চাই সে আযাদ হোক বা গোলাম। যেমন, হাদীসে এসেছে– كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلَّا الْمَعْتُوْهِ অর্থাৎ নির্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত সকলের তালাকই বৈধ। এ ছাড়া শরী'অতের মূলনীতি হল, যোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কোনো লেনদেন সিদ্ধ হয় না। আর এ যোগ্যতার সর্বনিম্ন স্তর হল, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও সাবালক হওয়া। طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ উক্তি থেকে অনুমিত হয়, কৌতুক করে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা শরী'অতে তিনটি বস্তু এমন, সেগুলোতে ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কৌতুক উভয়ই বাস্তব সংকল্প রূপে বিবেচিত হয়। তা হচ্ছে তালাক, বিবাহ ও দাস আযাদকরণ। যেমন, হাদীসে আছে–

ثَلٰثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلطَّلَاقُ وَ النِّكَاحُ وَ الْعِتَاقُ

অতএব কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কৌতুক করে খেলাবশত তালাক দিলেও তার তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ سَكْرَانَ الخ

স্বামী যদি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে তালাক দেয়, তবু তার তালাক পতিত হবে; যেন তার উপর শাসন ও ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত হয় আর কখনো সে মদ পানের সাহস না পায়। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে মাতালের তালাক পতিত হবে না । কেননা হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তি থেকে আল্লাহর কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে : ১. পাগল থেকে। ২. ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে। ৩. শিশু থেকে। আর মাতাল ব্যক্তির অবস্থা ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থা থেকে নিকৃষ্টতর। তাই ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত না হলে মাতালের তালাক আরও দৃঢ়ভাবে পতিত হবে না।

হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম কারখী ও ইমাম তহাভী রহ.-ও এ মত পোষণ করেছেন।

بَابُ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ

صَرِيْحُهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِهِ مِثْلُ اَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَاِنْ نَوٰى ضِدَّهَا اَىْ ضِدَّ الْوَاحِدَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ الْبَائِنَةُ اَوْ اَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدَةِ وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَيَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيَّةُ اَبَدًا اَىْ سَوَاءٌ لَمْ يَنْوِا وَنَوٰى وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً اَوْ بَائِنَةً اَوْ اَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ اَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا **وَفِىْ اَنْتِ الطَّلَاقُ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقِ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا يَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ اِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً اَوِ اثْنَتَيْنِ وَاِنْ نَوٰى ثَلٰثًا فَثَلٰثٌ** هٰذَا فِى الْحُرَّةِ اَمَّا فِى الْاَمَةِ فَثِنْتَانِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلٰثِ فِى الْحُرَّةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ اَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ وَاحِدٌ لَايَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ فَالثَّلٰثُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِىٌّ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَجْمُوْعٌ فَتَصِحُّ نِيَّتُهٗ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ يَقَعُ الْوَاحِدُ الْحَقِيْقِىُّ اَمَّا الْاِثْنَانِ فِى الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ مَحْضٌ لَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْمُفْرَدِ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : তালাক কার্যকর করার বর্ণনা

সরীহ তালাক বলা হয়, এরূপ শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে যা শুধু তালাকের অর্থে ব্যবহৃত হয়; অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক), اَنْتِ مُطَلَّقَةٌ (তুমি তালাকপ্রাপ্তা) ও طَلَّقْتُكِ (আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি)। এসব শব্দ দ্বারা এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে, যদিও এর বিপরীত নিয়ত করে থাকে অর্থাৎ এক তালাকে রাজয়ীর বিপরীত নিয়ত করা। আর তা হচ্ছে, এক তালাকে বায়েন অথবা এক থেকে অধিক (দই বা তিন) তালাকের নিয়ত করা। মুখতাসার বেকায়ার ভাষ্য এরূপ– وَيَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيَّةُ اَبَدًا সরীহ শব্দ দ্বারা সর্বদা এক তালাকে রাজয়ীই পতিত হয়ে থাকে অর্থাৎ চাই নিয়ত না করুক বা এক তালাকে রাজয়ীর নিয়ত করুক বা এক তালাকে বায়েনের নিয়ত করুক বা এক থেকে অধিক তালাকের নিয়ত করুক বা কোনো নিয়তই না করুক। **আর যদি বলে– اِنْتِ الطَّلَاقُ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا অথবা اَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقِ তা হলে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে, যদি কিছুই নিয়ত না করে অথবা এক তালাক বা দুই তালাকের নিয়ত করে। আর যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাকই কার্যকর হবে।** এ হুকুম আযাদ স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে দাসীর ক্ষেত্রে দু'তালাকই আযাদ স্ত্রীর তিন তালাকের স্থলবর্তী হবে। উসূলে ফিকহে (এতদুভয়ের মাঝে পার্থকের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে) উল্লেখ করা হয়েছে, মাসদার (طَلَاق) শব্দটি একবচন। এটি একের অধিক সংখ্যার প্রতি নির্দেশ করে না। আর তিন তালাক সমষ্টিগতভাবে وَاحِد اِعْتِبَارِىْ বা বিবেচনামূলক একবচনের

পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এর (তিন তালাকের) নিয়ত সহীহ হবে। আর যদি কোনো কিছুর নিয়ত না করে, তবে প্রকৃত এক তালাকই পতিত হবে। আর স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে দু'তালাক তা নিরেট একটি সংখ্যা। এক অর্থবোধক শব্দের দ্বারা তা বুঝায় না (এ জন্য দু'তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে মূল তালাক ও তার প্রাথমিক প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এখানে তালাক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এ অধ্যায়টি যেন পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তাফসীল স্বরূপ। এ মিল থাকায় كِتَابُ الطَّلَاقِ এর পর بَابُ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ কে উল্লেখ করা হয়েছে। اِيْقَاع শব্দটি بَاب اِفْعَال এর মাসদার। তবে এখানে اِيْقَاع এর مَعْنٰى مَصْدَرِىْ তথা মূলধাতুগত অর্থ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং সে সব বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যদ্বারা তালাক সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ : صَرِيْحُهُ

ফকীহগণ শব্দগত দিক থেকে তালাক দু'প্রকার বলেছেন। যথা : ১. সারীহ ২. কেনায়া। সারীহ এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে বলা হয়, যা কেবল তালাকের অর্থেই ব্যবহৃত; অন্য কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয় না। চাই তা প্রকৃতগত হোক বা রূপক হোক। আর কেনায়া বলা হয় এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে যা তালাকের জন্যে গঠিত নয় বরং তা তালাক ও অন্য অর্থের উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

قَوْلُهُ : مَا اسْتُعْمِلَ فِيْهِ الخ

এখানে مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল শব্দ। কেননা তালাকের রোকন হল, এমন শব্দ বলা যা তালাকের প্রতি নির্দেশ করে। তাই শুধু তালাকের মনস্থ করলেই তালাক হবে না। طَلَاق শব্দটি মুতলাক শর্তহীন উল্লেখ করার দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, তালাক আরবী ভাষার সাথে বিশিষ্ট নয় বরং আরবী, ফারর্সি, হিন্দী ও বাংলা যে কোনো ভাষায় তালাক দিলে কার্যকর হয়ে যাবে। আর اِسْتِعْمَال শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, শব্দটি তালাকের অর্থে গঠিত হওয়া আবশ্যক নয়; তাতে শুধু প্রচলনগত প্রয়োগ বিবেচিত হবে। এজন্য কেউ যদি طَلَاق শব্দের স্থলে طَلَاع অথবা طَلَاك অথবা تَلَاق ইত্যাদি উচ্চারণ করে, তথাপি তালাক পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের বর্ণ উচ্চারণ করে বলে- الف، نون، تاء، طا، لام، قاف তা হলে এটা তালাকে কেনায়ার অধ্যায়ভুক্ত হবে। নিয়ত করলে তালাক হবে, অন্যথায় তলাক হবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ نَوٰى ضِدَّهَا الخ

এখানে সারকথা হল- সরীহ শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তা পতিত হওয়ার জন্যে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। এর দ্বারা সর্বদা এক তালাকে রজয়ী পতিত হয়। সুতরাং যদি কেউ এক তালাকে রজয়ীর বিপরীত নিয়ত করে, যেমন- বায়েন তালাক বা একাধিক তালাকের নিয়ত করল, তা হলে তার নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে আর এক তালাকে রজয়ীই কার্যকর হবে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ اَنْتِ الطَّلَاقُ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে اَنْتِ الطَّلَاقُ (তুমি তালাক) অথবা اَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ (তুমি তালাকপ্রাপ্তা) অথবা اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا (তুমি এক তালাক) বলে, তা হলে এক তালাকে রজয়ী কার্যকর হবে। এসব সূরতে মাসদারসহ

তালাকের উল্লেখ রয়েছে, মাসদার معرف হোক বা نَكِرَه হোক বা اسم فاعل এর পরে হোক- এ সকল বাক্যের হুকুম আর যে-সব সূরতে শুধু مشتق তথা মাসদার থেকে নির্গত বিশেষ্য উল্লেখ থাকে, এগুলোর হুকুম এক নয় বরং মাসদার বিহীন বাক্য দ্বারা এক তালাকে রজয়ী সংঘটিত হবে, চাই কিছুই নিয়ত না করুক বা এক তালাকের নিয়ত করুক অথবা দুই বা তিন তালাকের নিয়ত করুক।

কিন্তু যে-সব বাক্যে মাসদার উল্লেখ থাকে, তাতে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তিন তালাক কার্যকর হবে। তবে প্রথম সূরতে তিন তালাকের নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ الخ

শারেহ রহ. তানকীহ নামক গ্রন্থে اَمْر এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, মাসদার একক হয়ে থাকে। এটা প্রকৃত এককের উপর প্রয়োগ হয়; একের অধিক বুঝায় না। আবার মাসদার সমষ্টিগত এককের উপরও প্রয়োগ হয়। কেননা তা সমষ্টিগতভাবে একবচনের পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু এটা তার সম্ভাব্য অর্থ, এজন্য তা নিয়ত ব্যতীত উদ্দেশ্য হতে পারে না। যেমন : طَلِّقِىْ نَفْسَكِ দ্বারা আমাদের নিকট এক তালাক সংঘটিত হবে। তবে তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে। কারণ, তিন তালাক সমষ্টিগতভাবে এককের মর্যাদা রাখে। এজন্যে তালাকের বেলায় তিনকেও বিবেচনামূলক এক ধরা হয়। তবে দু'তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। কেননা দুই কেবল একটি সংখ্যা মাত্র আর মাসদার সংখ্যা বুঝায় না।

اَلسُّوَالُ : كَمْ قِسْمًا لِلطَّلَاقِ بِاعْتِبَارِ اَلْفَاظِ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ عَرِّفْ كُلَّ قِسْمٍ مُوْضِحًا مُمَثِّلًا

প্রশ্ন : তালাক প্রকার করার শব্দের বিবেচনায় তালাক কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : শব্দের ব্যবহার অনুপাতে তালাকের প্রকারভেদ ঃ শব্দের ব্যবহার অনুযায়ী তালাক দুই প্রকার। যথা- (১) اَلطَّلَاقُ الصَّرِيْحُ (২) اَلطَّلَاقُ الْكِنَائِىُّ

(১) اَلطَّلَاقُ الصَّرِيْحُ ঃ صَرِيْح শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ, পরিষ্কার, স্পষ্ট, প্রকাশিত।

شَرْحُ الْوِقَايَة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে طَلَاق صَرِيْح গ্রন্থকার বলেন- هُوَ مَا اسْتُعْمِلَ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِه অর্থাৎ طَلَاق صَرِيْح বলা হয় এমন শব্দ দিয়ে তালাক প্রদান করাকেই, যা কেবল তালাকের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়; অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না।

شَارِحُ الْهِدَايَة এর মতে هُوَ مَا ظَهَرَ مُرَادُهٗ بِدُوْنِ الْبَيَانِ অর্থাৎ এমন শব্দ দিয়ে তালাক প্রদান করা যার অর্থ বর্ণনা ছাড়াই প্রকাশ পায়।

(২) اَلطَّلَاقُ الْكِنَائِىُّ ঃ كِنَايَة শব্দের অর্থ ইঙ্গিত, রূপক, চিহ্ন। আর طَلَاق كِنَائِى এর বর্ণনা প্রসঙ্গে شَرْحُ الْوِقَايَة গ্রন্থকার বলেন- وَالْكِنَايَةُ مَا لَمْ يُوْضَعْ وَاحْتَمَلَهٗ وَغَيْرَهٗ অর্থাৎ তালাকে কেনায়ী বলা হয় এমন শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করাকে, যে শব্দ মূলত তালাকের জন্য গঠিত নয় এবং তালাক ও অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

কেউ কেউ বলেন- اَلْكِنَايَةُ مَا اسْتُعْمِلَ فِيْهِ وَفِىْ غَيْرِه অর্থাৎ طَلَاق كِنَائِى বলা হয়, এমন শব্দ দিয়ে তালাক প্রদান করাকে, যা তালাকের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

شَارِحُ الْهِدَايَة এর মতে هُوَ مَا خَفِىَ مُرَادُهٗ وَلَمْ يَظْهَرْ بِدُوْنِ الْبَيَانِ অর্থাৎ এমন শব্দ দিয়ে তালাক প্রদান করা, যার অর্থ অস্পষ্ট এবং বর্ণনা ছাড়া তা প্রকাশ পায় না।

✪ مِثَالُ الصَّرِيْحِ (তালাকে সরীহ এর উদাহরণ) ঃ যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল- (১) اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক), (২) اَنْتِ مُطَلَّقَةٌ (তুমি তালাকপ্রাপ্তা নারী), (৩) طلقتك (আমি তোমাকে তালাক প্রদান করেছি)।

✪ مِثَالُ الْكِنَائِى (তালাকে কেনায়ী এর উদাহরণ) যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল- (১) اِعْتَدِّىْ (তুমি গণনা কর), (২) اِسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ (তুমি তোমার জরায়ু পরিষ্কার কর) (৩) اَنْتِ وَاحِدَةٌ (তুমি এক/একক)

وَبِاضَافَةِ الطَّلَاقِ اِلٰى كُلِّهَا اَوْ اِلٰى مَا يُعَبَّرُبِهٖ عَنِ الْكُلِّ كَانْتِ طَالِقٌ اَوْ رَاْسُكِ اَوْ رَقَبَتُكِ اَوْ عُنُقُكِ اَوْ رُوْحُكِ اَوْ بَدَنُكِ اَوْ جَسَدُكِ اَوْ وَجْهُكِ اَوْ فَرْجُكِ اَوْ اِلٰى جُزْءٍ شَائِعٍ كَنِصْفُكِ اَوْ ثُلُثُكِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاِلٰى يَدِهَا اَوْ رِجْلِهَا لَا وَكَذَا الظَّهْرُ وَالْبَطْنُ هُوَ الْاَظْهَرُ لِاَنَّهٗ لَا يُعَبَّرُبِهِمَا عَنِ الْكُلِّ وَ عِنْدَ الْبَعْضِ يَقَعُ **وَ بِنِصْفِ طَلْقَةٍ اَوْ ثُلُثِهَا اَوْ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثِنْتَيْنِ اَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ** فَقَوْلُهٗ وَاحِدَةٌ مُبْتَدأٌ وَخَبَرُهٗ بِنِصْفِ طَلْقَةٍ **وَفِيْ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثَلٰثٍ اَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثَلٰثٍ ثِنْتَانِ وَبِثَلٰثَةِ اَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ ثَلٰثٌ وَ بِثَلٰثَةِ اَنْصَافِ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ وَقِيْلَ ثَلٰثٌ** وَجْهُ الْاَوَّلِ اَنَّ ثَلٰثَةَ اَنْصَافِ طَلْقَةٍ يَكُوْنُ طَلْقَةً وَ نِصْفًا فَيَتَكَامَلُ النِّصْفُ فَحَصَلَ طَلْقَتَانِ وَجْهُ الثَّانِىْ اَنَّ كُلَّ نِصْفٍ يَتَكَامَلُ فَحَصَلَ ثَلٰثٌ۔

সহজ তরজমা

তালাকের সম্বন্ধ স্ত্রীর সমস্ত শরীরের দিকে করা কিংবা এমন অঙ্গের দিকে করা, যাতে পূর্ণ দেহ ব্যক্ত করা যায়। যেমন, اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক) বা رَاسُكِ (তোমার মাথা) বা رَقَبَتُكِ (তোমার ঘাড়) বা عُنُقُكِ (তোমার কাঁধ) বা رُوْحُكِ (তোমার আত্মা) বা بَدَنُكِ (তোমার দেহ) বা جَسَدُكِ (তোমার শরীর) বা وَجْهُكِ (তোমার চেহারা) فَرْجُكِ (তোমার যৌনাঙ্গ) অথবা সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত এমন কোনো দেহাংশের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করা, যেমন– نِصْفُكِ (তোমার অর্ধেক) বা ثُلُثُكِ (তোমার এক-তৃতীয়াংশ) তালাক; এ সকল অবস্থায় এক তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রীর হাতের অথবা পায়ের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করলে কোনো তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীর পিঠ ও পেটের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করলেও তালাক হবে না। এটাই প্রকাশ্য উক্তি। কেননা এ দুটি অঙ্গ দ্বারা সমস্ত শরীর ব্যক্ত করা যায় না। কারো কারো মতে এ দুটি দ্বারাও তালাক পতিত হবে। **এমনিভাবে যদি বলে : তোমাকে এক তালাকের অর্ধেক অথবা এক তালাকের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক তালাক থেকে দু'তালাক পর্যন্ত তালাক, অথবা এক থেকে দু'য়ের মধ্যবর্তী তালাক, তা হলে এক তালাক পতিত হবে।** গ্রন্থকারের শব্দ وَاحِدَة হল মুবতাদা আর بِنِصْفِ طَلْقَةٍ হল তার খবর। **কিন্তু যদি বলে : এক থেকে তিন পর্যন্ত অথবা এক থেকে তিনের মধ্যবর্তী তালাক তা হলে দু'তালাক পতিত হবে। আর দু'তালাকের তিন অর্ধাংশ তালাক বললে তিন তালাক কার্যকর হবে। আর এক তালাকের তিন অর্ধাংশ তালাক দিলে দু'তালাক কার্যকর হবে।**

প্রথম উক্তির (অর্থাৎ بِثَلٰثَةِ اَنْصَافِ طَلْقَةٍ বললে দু'তালাক পতিত হওয়ার) কারণ হচ্ছে, এক তালাকের তিন অর্ধেক দেড় তালাক হবে। অতএব অর্ধেক তালাক পূর্ণ এক তালাক গণ্য হবে। সুতরাং দু'তালাক হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় উক্তির কারণ হল– তিন অর্ধেকের প্রত্যেক অর্ধাংশ তালাককে পূর্ণ এক তালাক গণ্য করা হবে। সুতরাং তিন তালাক স্থির হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَوْ اِلٰى مَا يُعَبَّرُ بِهٖ عَنِ الْكُلِّ الخ

শরীরের যে সকল অঙ্গ দ্বারা প্রচলনগতভাবে পূর্ণ শরীর বুঝায়, এমন অঙ্গের দিকে সম্বন্ধ করে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন– মাথা দ্বারা পূর্ণ শরীর উদ্দেশ্য হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ قُمْحٌ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ

এতে رَأْسٌ দ্বারা ব্যক্তি সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। ঘাড় দ্বারা সমস্ত শরীর বুঝায়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ এতে رَقَبَة দ্বারা গোলামের সত্তা উদ্দেশ্য। অদ্রূপ رُوْح এর সম্বন্ধে বলা হয়, هَلَكَ رُوْحُهٗ –লোকটি মারা গেছে। এমনিভাবে وَجْه দ্বারা সমস্ত শরীর বুঝায়। যেমন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ এতে وَجْهَهٗ দ্বারা আল্লাহর স্বকীয় সত্তা উদ্দেশ্য। অদ্রূপ فَرْج দ্বারাও সত্তা বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, হাদীসে রয়েছে : لَعَنَ اللّٰهُ الْفُرُوْجَ عَلَى السُّرُوْجِ এতে فُرُوْج দ্বারা নারীসত্তা উদ্দেশ্য। এসব অঙ্গের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করলে তালাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَ اِلٰى يَدِهَا اَوْ رِجْلِهَا الخ

যে-সব অঙ্গ দ্বারা সাধারণ প্রচলনে সমস্ত শরীর বুঝায় না– যেমন : হাত, পা, পিঠ, পেট, চুল, কান, নাক, দাঁত ইত্যাদি– সেসব অঙ্গের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করলে তালাক পতিত হবে না। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কখনো কখনো হাত বলে সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়ে থাকে, যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ –সুতরাং হাতের দিকে তালাকের সম্বন্ধ করা হলে তালাক কার্যকর হওয়া উচিত। এর জবাব হল– এ ব্যাপারে সাধারণ প্রচলনই বিবেচ্য; কেবল দাচিত ব্যবহার হওয়াই যথেষ্ট নয়। সুতরাং শব্দের প্রয়োগ সত্তার উপর সাধারণত প্রচলিত নয়, তার দিকে তালাকের সম্বন্ধ করার দ্বারা তালাক পতিত হবে না। হাঁ, যদি রূপকার্থে সেই অঙ্গ দ্বারা পূর্ণ সত্তা নিয়ত করা হয়, তা হলে তালাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَبِنِصْفِ طَلْقَةٍ اَوْ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে : এক তালাকের অর্ধেক তালাক অথবা এক-তৃতীয়াংশ তালাক ইত্যাদি তালাকের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে, তা হলে এক তালাক কার্যকর হবে। কেননা তালাক খণ্ডনযোগ্য নয়, বিধায় তালাক পতিত হওয়ার মধ্যে ভগ্নাংশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যখন অংশ উল্লেখ করে তালাক দিবে, তখন পূর্ণ এক তালাক দেওয়াই উদ্দেশ্য হবে, যাতে জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কথা বাতিল না হয়।

قَوْلُهُ : وَثَلٰثَةِ اَنْصَافِ الخ

যদি বলে : তুমি দু'তালাকের তিন অর্ধেক তালাক, তবে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা দু'তালাকের প্রতিটি অর্ধাংশ পূর্ণ এক তালাক গণ্য হয়। অতএব তিন অর্ধেক দ্বারা তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে : তুমি এক তালাকের তিন অর্ধেক তালাক, তবে দু'তালাক পতিত হবে। কেননা এক তালাকের তিন অর্ধাংশ দ্বারা এক তালাক ও অর্ধেক তালাক পতিত হবে।

وَفِىْ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ فِىْ ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ نَوَى الضَّرْبَ اَوْلَا قَالُوْا لِاَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِىْ تَكْثِيْرِ الْاَجْزَاءِ لَا فِىْ زِيَادَةِ الْمَضْرُوْبِ **وَاِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَثَلٰثٌ فِى الْمَوْطُوْءَةِ وَ فِىْ غَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ وَاحِدَةٌ مِثْلُ وَاحِدَةٍ وَ ثِنْتَيْنِ** اَىْ اِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ فِىْ ثِنْتَيْنِ وَنَوٰى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَمَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَثِنْتَيْنِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ **وَاِنْ نَوٰى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلٰثٌ وَفِىْ ثِنْتَيْنِ فِىْ ثِنْتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ ثِنْتَانِ وَفِىْ مِنْ هُنَا اِلَى الشَّامِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَيُنَجَّزُ الطَّلَاقُ فِىْ بِمَكَّةَ اَوْ فِىْ مَكَّةَ اَوْ فِى الدَّارِ** اَىْ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ اَوْ فِىْ مَكَّةَ فَهُوَ تَنْجِيْزٌ **وَ عُلِّقَ فِىْ اِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ اَوْ فِىْ دُخُوْلِكِ الدَّارَ۔**

সহজ তরজমা

আর যদি বলে : তুমি দু'য়ের মধ্যে এক তালাক, তা হলে এক তালাক পতিত হবে গুণের নিয়ত করুক বা না করুক। আলেমগণ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন, গুণের কাজ হল অংশ বৃদ্ধি করা, মূল مَضْرُوْب (যাকে পূরণ করা হয়) এর বৃদ্ধির জন্য নয়। **আর যদি এক ও দু'য়ের নিয়ত করে, তবে সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হবে। আর অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এক তালাক হবে। যেমন– এক ও দু'তালাক বললে হয়ে থাকে।** অর্থাৎ যদি অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে বলে– তুমি দু'য়ের মধ্যে এক তালাক আর সে এক ও দু'য়ের নিয়ত করে, তা হলে এক তালাক পতিত হবে। যেমন– যখন কেউ অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে বলে : তুমি এক ও দু'তালাক, তখন এক তালাকই কার্যকর হয়। **আর যদি দু'য়ের সাথে এক তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক হবে। যদি বলে, তুমি দু'য়ের মধ্যে দু'তালাক এবং সে গুণের নিয়ত করে, তবে দু'তালাক হবে। যদি বলে, তুমি এখান থেকে শাম পর্যন্ত তালাক, তবে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। আর যদি বলে, তুমি মক্কা থেকে বা মক্কার মধ্যে বা ঘরের মধ্যে তালাক, তখন তাৎক্ষণিক এক তালাক পতিত হবে** অর্থাৎ যখন স্বামী স্ত্রীকে বলল : তুমি মক্কা থেকে কিংবা মক্কার মধ্যে তালাক, তখন এটা তাৎক্ষণিক তালাক গণ্য হবে। **কিন্তু যদি বলে, যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে বা তুমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে তালাক, তখন তালাক পতিত হওয়া প্রবেশের সাথে সংযুক্ত হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَفِىْ اَنْتِ طَالِقٌ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে : তোমাকে তালাক দুয়ের মধ্যে এক, তখন এক তালাক কার্যকর হবে। চাই فِىْ ثِنْتَيْنِ বলার দ্বারা একেকে দুয়ের মধ্যে গুণ দেওয়ার নিয়ত করুক বা না করুক। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এবং আইম্মায়ে ছালাছা-এর মতে গণিতবিদদের নীতি অনুসারে দু'তালাক কার্যকর হবে। কারণ, গণিতবিদগণ এ রকমের শব্দ দ্বারা একেকে দুই দ্বারা পূরণ করা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যার গুণফল হবে দুই। কাজেই দুই তালাক পতিত হবে। আমাদের দলীলের সারকথা হল– এ গুণ দ্বারা এক তালাকের অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, মূল এক তালাকের মধ্যে কোনো বৃদ্ধি ঘটে নি।

قَوْلُهُ : فَثَلٰثٌ فِى الْمَوْطُوْءَةِ الخ : যদি স্বামী "তুমি দু'য়ের মধ্যে এক তালাক" বলে এক ও দু'তালাক নিয়ত করে, তা হলে সহবাসকৃতা স্ত্রীর বেলায় তিন তালাক পতিত হবে। কেননা সে এখানে এমন একটি বিষয়ের নিয়ত করেছে, যার সম্ভাবনা বাক্যে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, فِىْ অব্যয়টি যদিও ظَرْفِيَّتْ এর জন্যে ব্যবহার হয়; কিন্তু কখনো কখনো রূপক হিসেবে واو এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা مُطْلَقْ جَمْع তথা নিছক একত্রীকরণের জন্যে আসে। এ সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে যে, ظَرْف ও مَظْرُوْف কে একত্র করে। সুতরাং যদি সে جمع অর্থাৎ এক ও দু'য়ের নিয়ত করে এবং স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হয়, তা হলে তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী অসঙ্গমকৃতা হয়, তখন দু'তালাকের অবকাশ না থাকায় তা কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ نَوٰى مَعَ ثِنْتَيْنِ الخ : যদি স্বামী وَاحِدَةٌ فِىْ ثِنْتَيْنِ বলে مَعَ ثِنْتَيْنِ তথা দু'য়ের সাথে এক তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা কখনো কখনো فِىْ অব্যয়টি مَعَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এতে مَعَ عِبَادِىْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হুকুমের ক্ষেত্রে সহবাসকৃতা ও অসহবাসকৃতা উভয় স্ত্রী সমান। তবে অসহবাসকৃতা স্ত্রী এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যায়। যখন পৃথক পৃথক তিন তালাক প্রদান করা হয়। আর একবারে তিন তালাক দিলে তিন তালাকের সমষ্টি দ্বারা বায়েন তালাক উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ : فِىْ ثِنْتَيْنِ فِىْ ثِنْتَيْنِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– তুমি দু'য়ের মধ্যে দু'তালাক এবং এর দ্বারা সে গুণের নিয়ত করে তা হলে হানাফীদের মতে দু'তালাক কার্যকর হবে। কেননা গুণের দ্বারা অংশের বৃদ্ধি হয়, মূল গুণ সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। তবে ইমাম যুফার রহ. এর মতে গুণের নিয়ত দ্বারা তিন তালাক পতিত হবে। কেননা গণিতবিদদের মতে এ রকমের গুণ দ্বারা গুণফল চার হবে। আর যেহেতু তালাকের সংখ্যাই মাত্র তিন, বিধায় তিন তালাক কার্যকর হবে। অপর এক তালাক বাতিল হবে।

قَوْلُهُ : مِنْ هُنَا اِلَى الشَّامِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে : 'তুমি এখান থেকে শাম পর্যন্ত তালাক', তা হলে এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে। ইমাম যুফার রহ. এর মতে এক তালাকে বায়িন কার্যকর হবে। কেননা এখানে তালাককে দীর্ঘ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তালাককে সুদৃঢ় করে তোলে। তাই সুদৃঢ় তালাক হিসেবে বায়েন তালাক পতিত হবে। অন্যান্য ইমামদের দলীল হল– এখানে তালাককে নির্দিষ্ট স্থানের সাথে উল্লেখ করার কারণে তালাকের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে। তাই দুর্বল তালাক হিসেবে রজয়ী তালাক কার্যকর হবে।

قَوْلُهُ : وَيُنَجَّزُ الطَّلَاقُ الخ : يُنَجَّزُ ক্রিয়াপদটি باب تَفْعِيْل থেকে مضارع مجهول এর সীগাহ। এর অর্থ, তাৎক্ষণিক হওয়া। মর্মার্থ হচ্ছে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– 'তুমি মক্কায় তালাক অথবা মক্কার মধ্যে অথবা ঘরের মধ্যে', তা হলে তালাক তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। কেননা তালাক কোনো স্থান কিংবা অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং এই নির্দিষ্টকরণ অনর্থক হবে। অবশ্য যদি শর্তের সাথে সংযুক্ত করার নিয়ত করে, তবে তা বিবেচ্য হবে। যেমন– 'তুমি মক্কায় তালাক' বলে স্বামী নিয়ত করল, তুমি যদি মক্কায় প্রবেশ কর, তবে তালাক। সুতরাং তা শর্তরূপে বিবেচিত হবে এবং মক্কায় প্রবেশ করলে তালাক হবে, অন্যথায় তালাক হবে না। অনুরূপ একই হুকুম হবে যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি ছায়াতে বা রৌদ্রে বা অসুস্থতায় বা নামাযরত অবস্থায় তালাক, তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। কিন্তু যদি শর্তের নিয়ত করে, যেমন– তুমি রৌদ্রে তালাক বলে নিয়ত করল, তুমি রৌদ্রে গেলে তালাক; তবে তা শর্ত হিসেবে বিবেচ্য হবে এবং রৌদ্রে গেলে তালাক হবে, অন্যথায় তালাক হবে না।

وَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ فِى اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ فِىْ غَدٍ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْعَصْرِ فِى الثَّانِىْ فَقَطْ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا يَقْتَضِىْ اَنْ تَكُوْنَ مَوْصُوْفَةً بِالطَّلَاقِ فِىْ كُلِّ الْغَدِ فَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْعَصْرِ كَمَا اِذَا قَالَ صُمْتُ السَّنَةَ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ صَامَ كُلَّهَا بِخِلَافِ صُمْتُ فِى السَّنَةِ وَفِىْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ يَقْتَضِىْ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ فِىْ جُزْءٍ مِنَ الْغَدِ وَلَيْسَ جُزْءٌ مِنْهُ اَوْلٰى مِنَ الْجُزْءِ الْآخَرِ فَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ اَمَّا اِذَا نَوٰى جُزْءً مُعَيَّنًا تَصِحُّ نِيَّتُهُ **وَعِنْدَ اَوَّلِهِمَا فِى الْيَوْمَ غَدًا اَوْ اَلْيَوْمَ** اَىْ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَلْيَوْمَ غَدًا يَقَعُ فِى الْيَوْمِ وَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَلْيَوْمَ يَقَعُ فِى الْغَدِ ـ

সহজ তরজমা

যদি বলে, তুমি আগামীকাল অথবা আগামীকালের মধ্যে তালাক, তা হলে ফজরের সময়ই তালাক পতিত হবে। অবশ্য শুধু দ্বিতীয় সূরতে আছরের নিয়ত সহীহ হবে। কেননা যখন স্বামী বলল, 'তুমি আগামীকাল তালাক' কাল শব্দটি দাবি করে আগামী সমস্ত দিনরটিই স্ত্রী তালাকের সাথে গুণান্বিত হবে। কাজেই ফজরের সময়ই তালাক পতিত হবে এবং আছরে নিয়ত করা দুরস্ত হবে না। যেমন– যখন কেউ বলে, صُمْتُ السَّنَةَ (আমি এ বছর রোযা রেখেছি,) –এটা এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, সে পূর্ণ বছর রোযা পালন করেছে। এটা صُمْتُ فِى السَّنَةِ (আমি বছরের মধ্যে রোযা রেখেছি) এর বিপরীত। (কেননা এ উক্তি বছরের কোনো এক অংশে রোযা রাখা বুঝায়) আর স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ –এটা আগামীকলের যে কোনো এক অংশে তালাক পতিত হওয়ার দাবি করে। আর দিনের এক অংশ অপর অংশ থেকে উত্তম নয়। সুতরাং ফজর হওয়ার সাথে সাথে তালাক কার্যকর হবে; যাতে প্রাধান্য দানকারী দলীল ব্যতীত প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক না হয়। তবে যদি দিনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের নিয়ত করে, তা হলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে। **যদি স্বামী বলে– فِىْ اَلْيَوْمَ غَدًا اَوْ غَدًا اَلْيَوْمَ –তুমি কাল তালাক বা আজকের পরের দিন তালাক, তা হলে উভয় শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দানুসারে তালাক কার্যকর হবে** অর্থাৎ যদি বলে : তুমি কাল তালাক, তা হলে আজই তালাক পতিত হয়ে যাবে আর যদি বলে : তুমি আজকের পরের দিনে তালাক, তা হলে আগামীকল তালাক পতিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : يَقَعُ فِى الْفَجْرِ فِىْ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে : اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا (তুমি আগামী কাল তালাক,) অথবা বলে, اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ (তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক), তা হলে আগামীকাল ফজর হওয়ার সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে। তবে উক্ত দু' বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হল, اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا এর সূরতে আগামীকালের শুরুতেই তালাক পতিত হবে। এতে দিনের কোনো অংশের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে না। কারণ, غَدًا শব্দটি ظَرْف এর পরিপূর্ণতা বুঝায়।

এটা দিনের কোনো সময়কে নির্দিষ্ট করার অবকাশ রাখে না। আর أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ এর সূরতে আগামীকালের যে কোনো অংশের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে। কেননা فِيْ غَدٍ দ্বারা পূর্ণ আগামী দিন বুঝায় না বরং তাতে দিনের যে কোনো সময়কে উদ্দেশ্য নেওয়ার অবকাশ আছে। এ জন্য فِيْ অব্যয় উল্লেখ করার প্রক্রিয়ায় আগামীকালের যে কোনো সময়ের নিয়ত করা সহীহ হবে। আর নিয়ত না করলে غَدًا এর মতো ফজর হওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : وَلَيْسَ جُزْءٌ مِنْهُ الخ

উক্ত বাক্যে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছ। প্রশ্নটি হল- যখন أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ এর দাবি, আগামীকালের যে কোনো অংশে তালাক পতিত হওয়া, তা হলে আগামীকালের প্রথম অংশকে তালাক পতিত হওয়ার জন্যে বিশেষিত করার কারণ কী?

এর জবাব হচ্ছে- আগামীকালের প্রথম অংশে তালাক কার্যকর হওয়া বাক্যের দাবি নয় বরং কোনো এক অংশে তালাক পতিত হওয়ার দাবি রয়েছে। আর দিনের সমস্ত অংশ পরস্পর মার্যদাগত সমান। এখন যদি দিনের নির্দিষ্ট কোনো অংশে তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়, তা হলে যুক্তি ছাড়া প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হবে। কারণ, দিনের কোনো অংশ অপর অংশ থেকে উত্তম নয়। তবে দিনের প্রথমাংশের أَوَّلِيَّت তথা প্রাথমিকতার মর্যাদা রয়েছে। সেই সাথে তাতে অন্য কোনো অংশের ভিড়াভিড়ি নেই। তাই দিনের প্রথমাংশে তালাক কার্যকর হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্ট অংশের নিয়ত করে, তা হলে নির্দিষ্ট সময়েই তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ أَوَّلِهِمَا الخ

যখন স্বামী তালাকের দু'টি সময় উল্লেখ করে, একটি বর্তমান কাল অন্যটি ভবিষ্যৎ কাল, তা হলে প্রথম যে শব্দ উল্লেখ করবে, সে শব্দের চাহিদানুযায়ী তালাক পতিত হবে। কেননা যদি বর্তমান কালের শব্দ প্রথমে উল্লেখ করা হয়, তা হলে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হয়ে গেল। এখন ভবিষ্যৎ কালের শব্দ বলার দ্বারা হুকুমে পরিবর্তিত হবে না। আর যদি ভবিষ্যৎ কালের শব্দ প্রথমে উল্লেখ করা হয়, তা হলে তালাক مُعَلَّق হয়ে গেল। এখন বর্তমান কালের শব্দ বলার দ্বারা تَعْلِيْق বাতিল হবে না।

যেমন- أَنْتِ طَالِقٌ فِى الْيَوْمِ غَدًا এতে আজই তালাক পতিত হবে আর غَدًا اَلْيَوْمَ এতে আগামীকাল তালাক পতিত হবে।

وَلَغَا اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكَ وَاَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ لِمَنْ نَكَحَهَا الْيَوْمَ وَيَقَعُ الْاٰنَ فِيْمَنْ نَكَحَ قَبْلَ اَمْسِ اَىْ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ لِاِمْرَأَةٍ نَكَحَهَا قَبْلَ الْاَمْسِ يَقَعُ فِى الْحَالِ اِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْاِ يْقَاعِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ وَ **فِىْ اَنْتِ كَذَا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتٰى مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ وَسَكَتَ يَقَعُ حَالًا وَفِىْ اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ يَقَعُ فِىْ اٰخِرِ عُمُرِهٖ ـ**

সহজ তরজমা

আর যদি বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তুমি তালাক অথবা আজ যে মহিলাকে বিবাহ করল তাকে বলল, তুমি গতকাল তালাক, তা হলে এ বাক্য অনর্থক হবে। আর যাকে গতকালের আগে বিবাহ করেছে, তার বেলায় এখন তালাক পতিত হবে অর্থাৎ যখন স্বামী তুমি গতকাল তালাক বলে এমন স্ত্রীকে, যাকে সে গতকালের পূর্বে বিবাহ করেছে, তা হলে তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকর হবে। কেননা অতীতকালে তালাক পতিত করার তার ক্ষমতা নেই। **আর যদি বলে, যখন আমি তোমাকে তালাক প্রদান না করি তখন তুমি তালাক অথবা বলে, مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ যেদিন আমি তোমাকে তালাক না দিই, তখন তুমি তালাক অথবা বলে, مَتٰى مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ যে সময় আমি তোমাকে তালাক না দিই, তখন তুমি তালাক, এরপর সে চুপ থাকে তা হলে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ যদি আমি তোমাকে তালাক না দিই, তখন তুমি তালাক, তা হলে স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক কার্যকর হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَ لَغَا اَنْتِ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তুমি তালাক, তা হলে তার উক্তি অনর্থক হবে। কেননা সে এমন অবস্থার দিকে তালাকের সম্বন্ধ করেছে, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থী। কারণ, সে বিয়ের পূর্বে তালাকের মালিক নয়। এ জন্যে তার এ উক্তি অনর্থক হবে। যেমন : হাদীসে এসেছে– لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

قَوْلُهٗ : وَسَكَتَ يَقَعُ حَالًا

যদি স্বামী اَنْتِ كَذَا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ الخ বলে নিশ্চুপ থাকে এবং সে তালাকের কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে, তবুও তাৎক্ষণিক তালাক হয়ে যাবে। এখন যদি সে তিন তালাকের উল্লেখ করে, তা হলে স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যদি দু'তালাকের উল্লেখ করে, তবে দু'তালাক কার্যকর হবে। আর যদি মুতলাক রাখে, তবে এক তালাক পতিত হবে। এরপর এ উক্তি দ্বারা আর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি اَنْتِ كَذَا كُلَّمَا لَمْ اُطَلِّقْكِ বলে চুপ থাকে, তা হলে পরপর তিন তালাক পতিত হবে, যদি স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হয়।

وَاذَا وَاذَا مَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلُ اِنْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ عِنْدَهُمَا كَمَتٰى وَ مَعَ نِيَّةِ الْوَقْتِ اَوِ الشَّرْطِ فَكَنِيَّتِهٖ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ اِذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْطِ وَعِنْدَهُمَا حَقِيْقَةٌ فِي الظَّرْفِ وَقَدْ يَجِيْءُ لِلشَّرْطِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ فَقَوْلُهٗ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ كَمَا اِذَا قَالَ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اِذَا شِئْتِ فَاِنَّهٗ بِمَعْنٰى مَتٰى شِئْتِ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لَمَّا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَفِيْ قَوْلِهٖ اِذَالَمْ اُطَلِّقْكِ اِنْ كَانَ بِمَعْنٰى مَتٰى يَقَعُ فِي الْحَالِ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنٰى اِنْ يَقَعُ فِيْ اٰخِرِ الْعُمُرِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِيْ وُقُوْعِهٖ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَاَمَّا مَسْاَلَةُ الْمَشِيَّةِ فَاِنَّ الطَّلَاقَ تَعَلَّقَ بِمَشِيَّتِهَا فَاِنْ كَانَ اِذَا بِمَعْنٰى اِنْ اِنْقَطَعَ تَعْلِيْقُهٗ بِمَشِيَّتِهَا بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ وَ اِنْ كَانَ بِمَعْنٰى مَتٰى لَمْ يَنْقَطِعْ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ ـ

সহজ তরজমা

اِذَا ও اِذَامَا কোনো নিয়ত ব্যতীত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে اِنْ এর অনুরূপ। আর সাহেবাইনের মতে مَتٰى এর অনুরূপ। তদ্রূপ সময় অথবা শর্তের নিয়ত করলে নিয়তের অনুরূপ হবে। এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হল, اِذَا অব্যয়টি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট شرط ও ظرف উভয়ের অর্থে মুশতারাক; সাহেবাইনের নিকট اِذَا যরফের অর্থে হাকীকত, তবে কখনো রূপক হিসেবে শর্তের অর্থেও আসে। সুতরাং তার اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ উক্তিটা مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ এর অর্থে প্রযোজ্য হবে। যেমন– যখন স্বামী স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اِذَا شِئْتِ (তুমি যখন চাও নিজেকে তালাক দাও) এতে اِذَا অব্যয়টি উভয় অর্থের মধ্যে মুশতারাক, তাই اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ উক্তির মধ্যে যদি তা مَتٰى এর অর্থে হয়, তবে তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু যদি اِنْ এর অর্থে হয়, তবে জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক পতিত হবে। অতএব তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সংশয়ের সাথে তালাক কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে مَشِيَّت এর মাসআলায় (اِذَا শব্দটি مَتٰى -এর অর্থে সুনির্দিষ্ট)। কেননা তাতে তালাক স্ত্রীর مَشِيَّت এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি اِذَا শব্দটি اِنْ এর অর্থে হয়, তা হলে মজলিস শেষ হতেই স্ত্রীর مَشِيَّت-এর সাথে তালাক সম্পৃক্ত হওয়া ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি اِذَا টি مَتٰى এর অর্থে হয়, তা হলে (মজলিস শেষ হলেও স্ত্রীর مَشِيَّت-এর সাথে তালাকের সম্পৃক্ততা) ছিন্ন হবে না। সুতরাং সন্দেহের দ্বারা তা ছিন্ন হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِذَا وَاِذَامَا بِلَا نِيَّةٍ الخ

ইমাম আবূ হানীফা রহ, এর মতে اِذَا ও اِذَامَا শব্দদ্বয় নিয়ত ব্যতীত اِنْ এর অনুরূপ অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে اِنْ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ বলে, তা হলে স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্তে এ তালাক পতিত হবে। যেমন–

إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ বলার ক্ষেত্রে জীবনের শেষ মুহূর্তে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে إِذَا ও إِذَامَا শব্দ দু'টি নিয়ত ব্যতীত مَتٰى এর অনুরূপ অর্থাৎ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ বলার পর যদি স্বামী চুপ থাকে, তখনই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন : مَتٰى لَمْ أُطَلِّقْكِ বলার ক্ষেত্রে এ হুকুম হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফার দলীল হচ্ছে– উক্ত শব্দ দু'টি ظرف তথা مَتٰى এর অর্থে এবং شرط তথা إِنْ এর অর্থে মুশতারাক। এটা কূফী নাহুবিদদের মাযহাব। এজন্যে إِذَا ও إِذَامَا কে مَتٰى এর অর্থে ধরা হলে তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকর হবে আর إِنْ এর অর্থে গ্রহণ করলে স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক পতিত হবে। কাজেই তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল। সুতরাং সন্দেহের কারণে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হবে না বরং জীবনের শেষ মুহূর্তে পতিত হবে। সাহেবাইনের দলীল হচ্ছে– إِذَا ও إِذَامَا শব্দ দু'টি ظرف তথা مَتٰى এর অর্থে হাকীকত। সুতরাং إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ বলে চুপ করলেই তালাক হয়ে যাবে। তবে কখনো কখনো রূপকার্থে শব্দ দু'টি শর্তের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তাই শর্তের নিয়ত করলে জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : كَمَا إِذَا قَالَ طَلِّقِىْ الخ

এ বাক্যে إِذَا শব্দটি مَتٰى এর অর্থে ব্যবহার হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– যদি স্বামী তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ إِذَا شِئْتِ, এখানে إِذَا শব্দটি সর্বসম্মতভাবে مَتٰى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যেই স্ত্রীর ইচ্ছা বৈঠকের সাথে সংযুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَسْئَلَةُ الْمَشِيَّةِ

إِذَا শব্দটি مَتٰى এর অর্থে হওয়ার যে দৃষ্টান্ত সাহেবাইন উপস্থাপন করেছেন, শারেহ রহ. এ বাক্যে তার উত্তর প্রদান করেছেন। এর সারকথা হচ্ছে, দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণিত বস্তু সন্দেহের দ্বারা রহিত হয় না। আর মতনের আলোচ্য মাসআলায় তাৎক্ষণিক তালাক পতিত না হওয়াই হল আসল ও প্রমাণিত বস্তু। কাজেই إِذَا কে مَتٰى এর অর্থে গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকর করা হবে না। পক্ষান্তরে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ إِذَا شِئْتِ দ্বারা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আসল হল, সে ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকা। কাজেই إِذَا কে مَتٰى এর অর্থে গ্রহণ করে স্ত্রীর ইচ্ছাকে মজলিস সমাপ্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। মোটকথা, তালাকের ক্ষেত্রে إِذَا কে إِنْ এর অর্থে এবং স্ত্রীর ইচ্ছা ক্ষমতার ক্ষেত্রে إِذَا কে مَتٰى এর অর্থে ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং সাহেবাইনের কিয়াস বিশুদ্ধ নয়।

وَفِىْ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ بِالْاَخِيْرَةِ اَىْ اِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ بِالْاَخِيْرَةِ وَهِىَ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ حَتّٰى لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ تَقَعُ وَاحِدَةٌ **وَالْيَوْمُ لِلنَّهَارِ مَعَ فِعْلٍ مُمْتَدٍّ وَلِلْوَقْتِ الْمُطْلَقِ مَعَ فِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ فَعِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ لَيْلًا لَا يُتَخَيَّرُ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ وَتُطَلَّقُ فِىْ يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ ـ**

সহজ তরজমা

আর যদি বলে, তুমি তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক দিব না, তুমি তালাক, তা হলে শেষেরটি দ্বারা স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে অর্থাৎ যদি স্বামী اَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ اُطَلِّقْكِ বলার পর পুনরায় اَنْتِ طَالِقٌ বলে, তা হলে শেষ উক্তি দ্বারা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর তা হল তার উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ (এবং তার প্রথম উক্তি প্রভাবহীন থাকবে)। অনন্তর যদি সে বলে, তুমি তিন তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক দিব না তুমি তালাক, তা হলে এক তালাক পতিত হবে। **আর يَوْم শব্দটি দিন-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন فِعْل مُمْتَد এর সাথে সম্পৃক্ত হবে। এবং সাধারণ সময়ের অর্থে আসে, যখন فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। (যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে,) اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ** অর্থাৎ যে দিন যায়েদ আসবে, সেদিন তোমার অধিকার তোমার হতে। **এরপর এ শর্ত রাতে পাওয়া গেলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। আর যদি বলে, يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ** অর্থাৎ যেদিন আমি তোমাকে বিবাহ করব, সেদিন তুমি তালাক– **এ শর্ত রাতে পাওয়া গেলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَ فِىْ اَنْتِ طَالِقٌ الخ

যদি স্বামী اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ বলার পর চুপ না থাকে বরং সে ওই জুমলার সাথে মিলিয়ে اَنْتِ طَالِقٌ বলে দেয়, তা হলে শেষ বাক্য দ্বারা তখনই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে এবং প্রথম বাক্য দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কেননা সে বলেছিল, যখন আমি তালাক দিব না তুমি তালাক, এখন যখন তাৎক্ষণিক সে তালাক দিয়ে দিল, তখন সে শর্ত পাওয়া যায় নি। কাজেই তার মাশরূতও পতিত হবে না।

অদ্রুপ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ অর্থাৎ তোমার উপর তিন তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক দিব না, তুমি তালাক। তা হলে বাক্য দ্বারা এক তালাকই পতিত হবে; চাই প্রথম বাক্যের মধ্যে তিন তালাকের উল্লেখ হোক বা না হোক। অবশ্য যদি শেষের বাক্যের সাথে দুই বা তিন তালাকের উল্লেখ থাকে, তা হলে দুই বা তিন তালাকই পতিত হবে।

قَوْلُهُ : مَعَ فِعْلٍ مُمْتَدٍّ الخ

بَحْرُ الرَّائِق গ্রন্থে আছে : فِعْل مُمْتَد দ্বারা এমন কাজ উদ্দেশ্য, যা সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। যেমন– ভ্রমণ করা, সওয়ার হওয়া, রোযা রাখা, স্ত্রীকে তালাকের খেয়ার দেওয়া ও তালাকের ক্ষমতা অর্পণ

করা ইত্যাদি। আর فِعْل غَيْر مُمْتَد হল তার বিপরীত, যা তাৎক্ষণিক সংঘটিত হয়ে যায়, তা সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন– তালাক, বিবাহ, দাসমুক্তি, ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়া ইত্যাদি। ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হল : يَوْم শব্দটি فِعْل مُمْتَد এর সাথে যুক্ত হলে يَوْم এর প্রকৃত অর্থ তথা দিন উদ্দেশ্য হয়। আর فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে ব্যবহার হলে يَوْم এর রূপক অর্থ তথা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং যদি স্বামী তার স্ত্রীকে اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ বলে খেয়ার প্রদান করে, এরপর যায়েদ রাতে আগমন করে, তা হলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা খেয়ার প্রদান فِعْل مُمْتَد-এর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই মূলনীতি অনুযায়ী এখানে يَوْم দিনের অর্থে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং যায়েদের দিনে আগমন –শর্তটি পাওয়া না যাওয়াই স্ত্রীর খেয়ার থাকবে না। আর যদি স্ত্রীকে বলে, يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ আর সে রাতে বিবাহ করে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কেননা তালাক فِعْل غَيْر مُمْتَد এর অন্তর্ভুক্ত। কজেই এখানে يَوْم সাধারণ সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ এর মধ্যে রাত শামিল হওয়াই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

اَلسُّوَالُ : لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ فَقَالَ مُتَّصِلاً بِلَا تَاخِيْرٍ اَنْتِ طَالِقٌ فَبِاَيِّ كَلِمَةٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ (অর্থাৎ তুমি ঐ সময় তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক দেব না।) অতঃপর সাথে সাথেই বলে যে, তুমি তালাক, তাহলে এমতাবস্থায় কোন বাক্যের দ্বারা তালাক কার্যকর হবে?

উত্তর : যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ (অর্থাৎ তুমি ঐ সময় তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক দেব না।) অতঃপর সাথে সাথেই বলে যে, তুমি তালাক, তাহলে এমতাবস্থায় শেষ বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে এবং প্রথম বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না।

দলিল ঃ শেষ বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে প্রথম বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না এর কারণ হচ্ছে সে প্রথম বাক্যে তালাক না দেওয়ার ভিত্তিতে তালাক পতিত হওয়াকে সম্পৃক্ত করেছে। আর এখন যেহেতু সাথে সাথেই সে তালাক দিয়ে দিল, তখন সে শর্ত পাওয়া যায় নি। বিধায় তার মাশরূতও কার্যকর হবে না বরং শেষ বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে। আর শেষ বাক্য দ্বারা তালাক কার্যকর হওয়ার কারণে তালাকটি طَلَاق رَجْعِيْ হবে।

اِعْلَمْ اَنَّ الْيَوْمَ اِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ النَّهَارُ وَاِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ وَذٰلِكَ لِاَنَّ ظَرْفَ الزَّمَانِ اِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ بِلَا لَفْظِ فِىْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ كَقَوْلِنَا صُمْتُ السَّنَةَ بِخِلَافِ قَوْلِنَا صُمْتُ فِى السَّنَةِ فَاِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُمْتَدًّا كَالْاَمْرِ بِالْيَدِ كَانَ الْمِعْيَارُ مُمْتَدًّا فَيُرَادُ بِالْيَوْمِ اَلنَّهَارُ هٰهُنَا وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ مُمْتَدٍّ كَوُقُوْعِ الطَّلَاقِ كَانَ الْمِعْيَارُ غَيْرَ مُمْتَدٍّ فَيُرَادُ بِالْيَوْمِ اَلْوَقْتُ وَاعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ وَقَعَ خَبْطٌ وَاضْطِرَابٌ فِىْ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِى الْاِمْتِدَادِ وَ عَدَمِهِ اَلْفِعْلُ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ اَوِ الْفِعْلُ الَّذِىْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ اَلْيَوْمُ فَالْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ فِىْ هٰذَا الْفَصْلِ اَنَّ الْيَوْمَ يُحْمَلُ عَلَى الْوَقْتِ اِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ وَالطَّلَاقُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فَهٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَلْفِعْلُ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِىْ قَوْلِهٖ يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَالْمَذْكُوْرُ فِىْ اَيْمَانِ الْهِدَايَةِ اَنَّهُ اِذَا قَالَ يَوْمَ اُكَلِّمُ فُلَانًا فَاَنْتِ طَالِقٌ يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِاَنَّ الْيَوْمَ اِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ يُرَادُ بِهٖ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَالْكَلَامُ لَايَمْتَدُّ فَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَلْفِعْلُ الَّذِىْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ الْيَوْمُ ـ

সহজ তরজমা

জেনে রাখ, يَوْم শব্দটি যদি فِعْل مُمْتَد এর সাথে মিলিত হয়, তখন তা দ্বারা দিন উদ্দেশ্য হবে। আর يَوْم শব্দটি যদি فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে মিলিত হয়, তখন তা দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হবে। এটা এ কারণে যে, ظَرْف زَمَان যখন فِىْ অব্যয় ছাড়া ফেল-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন তা (পূর্ণ যমানা) ফে'লের জন্যে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– আমাদের বক্তব্য صُمْتُ السَّنَةَ (আমি পূর্ণ বছর রোযা রেখেছি)। এটা আমাদের উক্তি صُمْتُ فِى السَّنَةِ (আমি বছরের মধ্যে রোযা রেখেছি)-এর বিপরীত। সুতরাং فِعْل যখন মুমতাদ হবে, যেমন– اَمْر بِالْيَد তা হলে মাপকাঠি ও مُمْتَد হবে, তখন يَوْم দ্বারা এখানে দিন উদ্দেশ্য হবে আর যদি ফে'লটি غَيْر مُمْتَد হয়, যেমন– তালাক পতিত হওয়া, তা হলে. যমানার মাপকাঠি ও غَيْر مُمْتَد হবে, তখন يَوْم দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য নেওয়া হবে।

আরো জেনে রাখ, ফকীহগণের বক্তব্যের মধ্যে এ ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে, কাজটি দীর্ঘায়িত হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য কি ওই فِعْل হবে, যার সাথে يَوْم শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে না-কি বিবেচ্য ওই فِعْل হবে, যার দিকে يَوْم শব্দটি সম্বন্ধ হয়েছে। হেদায়া গ্রন্থে এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে : يَوْم শব্দটি সাধারণ সময়ের উপর প্রয়োগ হবে যখন তা فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে মিলিত হয়। আর তালাক এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে তা (طَلَاق بِالْيَوْم) রাত ও দিন উভয়কে শামিল করবে। সুতরাং হেদায়া গ্রন্থকারের এ উক্তি এর উপর দলীল হল, (مُمْتَد হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে) বিবেচ্য হচ্ছে ওই ফে'ল যার সাথে يَوْم শব্দটি সম্পৃক্ত হয়। আর তা হল তালাক يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ এ উক্তির মধ্যে। অদ্রুপ

হেদায়া গ্রন্থের শপথ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে : যদি কেউ বলে, يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ অর্থাৎ যে দিন আমি অমুকের সাথে কথা বলি, তখন তুমি তালাক– এটা রাত ও দিন উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা يَوْم যখন فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে মিলিত হয়, তখন তা দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য নেওয়া হয় আর কথা বলা তো فِعْل مُمْتَد তথা দীর্ঘায়িত কর্ম নয়। অতএব হেদায়া গ্রন্থকারের এ উক্তি এ কথার উপর দলীল হল, বিবেচ্য হচ্ছে ওই ফে'ল যার দিকে يَوْم শব্দটিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ الخ

مِعْيَار এর অর্থ হল, ফে'লের জন্যে পরিমাপ হওয়া। আর ظَرْف এর مِعْيَار হওয়ার উদ্দেশ্য হল, ظَرْف টি مَظْرُوْف থেকে বাড়বে না বরং তা مَظْرُوْف দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং কোনো পরিমাণ শূন্য থাকবে না। যেমন– দিন রোযার জন্যে مِعْيَار বা মাপকাঠি এজন্যে দিনের সমস্ত সময় রোযা দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে।

قَوْلُهُ : فَالْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ الخ

হেদায়া গ্রন্থের পূর্ণ ইবারত এরূপ– যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বলে : যেদিন আমি তোমাকে বিবাহ করব, সেদিন তুমি তালাক। তারপর সে তাকে রাত্রে বিবাহ করল, তা হলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা يَوْم শব্দটি فِعْل غَيْر مُمْتَد এর সাথে মিলিত হলে তা দ্বারা মুতলাক [নিঃশর্ত সাধারণ] সময় উদ্দেশ্য হয়। আর তালাক فِعْل غَيْر مُمْتَد এর পর্যায়ভুক্ত কারণ, তালাক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। এর জন্যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ উক্তিটি দিন-রাত উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। কাজেই রাতে বিবাহ করলেও তালাক পতিত হবে। হেদায়ার এ ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, غَيْر مُمْتَد ও مُمْتَد হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হল ওই ফে'ল যা يَوْم শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অপরদিকে হেদায়ার كِتَابُ الْأَيْمَانِ-এ উল্লেখ আছে, যদি স্বামী বলে : যেদিন আমি অমুকের সাথে কথা বলব, সে দিন তুমি তালাক, তা হলে এ উক্তি দিন রাত উভয়কে শামিল করবে। কেননা كَلَام হল فِعْل غَيْر مُمْتَد যার দিকে يَوْم শব্দটি সম্বোধিত হয়েছে। তাই يَوْم দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং দিন-রাতের যে কোনো অংশে অমুকের সাথে কথা বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এ ইবারত থেকে বুঝা যায়, غَيْر مُمْتَد ও مُمْتَد হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হল ওই ফে'ল যা يَوْم শব্দের দিকে সম্পৃক্ত হয়। উক্ত আলোচনার সারকথা হচ্ছে– عَدَم اِمْتِدَاد ও اِمْتِدَاد এর ব্যাপারে বিবেচ্য فِعْل কোনোটি, তা নিয়ে ফকীহগণের মতানৈক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَالْكَلَامُ لَا يَمْتَدُّ الخ

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সময়ের অনুমান দ্বারা তো কালাম বা কথার সময়সীমাও নিরূপণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও একে غَيْر مُمْتَد তথা অদীর্ঘায়িত কর্ম বলা কিভাবে দুরস্ত হবে?

এর জবাব হল– কালাম أَعْرَاض এর প্রকারভুক্ত আর أَعْرَاض স্থায়িত্ব ও দীর্ঘত নতুনভাবে বারংবার অস্তিত্বশীল হওয়া দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন– বসা, মারা, সওয়ার হওয়া ইত্যাদি যেগুলো দ্বিতীয়বারও হুবহু প্রথম বারের মতো নতুনভাবে অস্তিত্ব দ্বারা বিদ্যমান হয়। কিন্তু কালাম এর বিপরীত। তার দ্বিতীয়বারের অস্তিত্ব প্রথমবারের সদৃশ্য নয়। এজন্যে কালামের মধ্যে নতুনভাবে অস্তিত্বশীল হওয়ার বিবেচনা চলে না। কাজেই কালামকে فِعْل غَيْر مُمْتَد গণ্য করা হয়েছে।

اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَاِنْ كَانَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ مُمْتَدٍّ كَقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدِمُ زَيْدٌ يُرَادُ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَاِنْ كَانَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمْتَدًّا نَحْوُ اَمْرُكِ بِيَدِكَ يَوْمَ اَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ يُرَادُ بِالْيَوْمِ اَلنَّهَارُ وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمُ غَيْرَ مُمْتَدٍّ وَالْفِعْلُ الَّذِىْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ الْيَوْمُ مُمْتَدًّا نَحْوُ اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ اَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ اَوْ بِالْعَكْسِ نَحْوُ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدِمُ زَيْدٌ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّرَادَ بِالْيَوْمِ اَلنَّهَارُ تَرْجِيْحًا لِجَانِبِ الْحَقِيْقَةِ وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ مُمْتَدٍّ لِاَنَّ الْمُرَادَ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقَالُ اِنَّ كَوْنَ الْمَرْأَةِ طَالِقًا مُمْتَدٌّ لِاَنَّ الطَّلَاقَ اِذَا وَقَعَ فَكَوْنُ الْمَرْأَةِ طَالِقًا اَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ فَالْفَائِدَةُ فِىْ تَعْلِيْقِ الْيَوْمِ بِهِ فَيَكُوْنُ الْيَوْمُ مُتَعَلِّقًا بِاِيْقَاعِ الطَّلَاقِ لَا بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ طَالِقًا وَاعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِمْتِدَادِ اِمْتِدَادٌ يُمْكِنُ اَنْ يَّسْتَوْعِبَ النَّهَارَ لَا مُطْلَقُ الْاِمْتِدَادِ لِاَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّكَلُّمَ مِنْ قَبِيْلِ غَيْرِ الْمُمْتَدِّ وَلَا شَكَّ اَنَّ التَّكَلُّمَ مُمْتَدٌّ زَمَانًا طَوِيْلًا لٰكِنْ لَا يَمْتَدُّ بِحَيْثُ يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ عَادَةً ـ

সহজ তরজমা

যখন তুমি তা বুঝতে পেরেছ (এবার তার সমন্বয় বিধানের প্রক্রিয়া এই হতে পারে), যদি يَوْم-এর সাথে সম্পর্কিত ফে'ল ও যার দিকে يَوْم কে সম্বন্ধ করা হয়েছে উভয়টি غَيْر مُمْتَد হয়, যেমন– তার উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدِمُ زَيْدٌ (এতে طَلَاق ও قُدُوْم দুটোই অদীর্ঘায়িত কর্ম), তখন يَوْم দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। আর যদি দু'টোর প্রত্যেকটি مُمْتَد তথা দীর্ঘায়িত কর্ম হয়, যেমন– اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ اَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ তথা তোমার বিষয়টি তোমার হাতে যেদিন আমি এ ঘরে বাস করব। (এতে خِيَار طَلَاق ও سُكُوْنَت دَار (مُمْتَد) উভয়টি مُمْتَد) তখন يَوْم দ্বারা দিন উদ্দেশ্য হবে। আর যদি ওই ফে'ল যা يَوْم এর সাথে যুক্ত হয়েছে, তা غَيْر مُمْتَد হয় এবং ওই فِعْل যার দিকে يَوْم সম্বোধিত হয়েছে, তা مُمْتَد হয়, যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ اَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ –তুমি তালাক যেদিন আমি এ ঘরে অবস্থান করব। (এতে طَلَاق হল غَيْر مُمْتَد আর سُكُوْنَت হল مُمْتَد) অথবা এর বিপরীত হলে, যেমন– اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدِمُ زَيْدٌ –তোমার বিষয় তোমার হাতে, যেদিন যায়েদ আগমন করবে।" (এতে خِيَار طَلَاق হল مُمْتَد আর قُدُوْم হল غَيْر مُمْتَد) তখন يَوْم দ্বারা দিন উদ্দেশ্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়; যাতে প্রকৃত অর্থের দিকটির প্রাধান্যতা হাসিল হয়। আর আমরা তালাককে غَيْر مُمْتَد তথা অদীর্ঘায়িত কর্ম বলেছি এ জন্যে, এখানে তালাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল তালাক পতিত করা। (যা এক মুহূর্তে কার্যকর হয়ে যায়)। অতএব এ প্রশ্ন করা যাবে না, স্ত্রী

তালাকপ্রাপ্তা হওয়া مُمْتَدّ (এ সিফাত স্ত্রীর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাকি থাকে)। কেননা তালাক যখন পতিত হয়, তখন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়া একটি চিরন্তন বিষয়। সুতরাং يَوْم শব্দকে তার সাথে সম্পৃক্ত করার কোনো ফায়েদা নেই। কাজেই يَوْم শব্দটি তালাক পতিত করার সাথে সম্পৃক্ত হবে, স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

এটাও জেনে রাখ, এখানে مُمْتَدّ হওয়ার উদ্দেশ্য হল এমন দীর্ঘায়িত হওয়া, যাতে সমস্ত দিনকে বেষ্টন করে নেওয়া সম্ভব হবে, সাধারণ দীর্ঘায়ণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা ফকীহগণ কথা বলাকে فِعْل غَيْر مُمْتَدّ প্রকারভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন । অথচ এতে সন্দেহ নেই, কথা বলাও এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ দীর্ঘায়িত নয়, কথা বলা অভ্যাসগতভাবে পূর্ণ দিনকে বেষ্টন করে রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَنْبَغِيْ اَنْ يُّرَادَ بِالْيَوْمِ الخ

يَوْم এর ব্যাপারে মূলনীতি হল يَوْم শব্দটি فِعْل مُمْتَدّ এর সাথে যুক্ত হলে يَوْم এর হাকীকী অর্থ তথা দিন উদ্দেশ্য হয়। আর فِعْل غَيْر مُمْتَدّ এর সাথে যুক্ত হলে يَوْم এর মাজাযী অর্থ তথা মুতলাক সময় উদ্দেশ্য হয়। এখন যদি যে ফে'লের সাথে يَوْم সম্পর্কিত হয়েছে, তা غَيْر مُمْتَدّ হয় এবং যে ফে'লের দিকে يَوْم ধাবিত হয়েছে, তা مُمْتَدّ হয় অথবা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ يَوْم এর সাথে সম্পর্কিত ফে'ল مُمْتَدّ হয় এবং يَوْم এর দিকে সম্বোধিত ফে'ল غَيْر مُمْتَدّ হয়, তা হলে এখানে হাকীকী ও মাজাযী উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়ার যৌক্তিকতা বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও হাকীকী অর্থের দিকটিকে প্রাধাণ্য দেওয়ার জন্যে يَوْم দ্বারা তার প্রকৃত অর্থ দিন উদ্দেশ্য করা হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ الطَّلَاقَ الخ

এ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে– স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়া দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। এ অবস্থা স্ত্রীর জীবনে সর্বদা থাকে। সুতরাং তালাককে فِعْل مُمْتَدّ এর শ্রেণীভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

শারেহ রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এখানে তালাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তালাক কার্যকর করা। আর তালাক কার্যকর করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। এজন্যে তালাককে আমরা فِعْل غَيْر مُمْتَدّ বলেছি। তবে তালাক পতিত হওয়ার পর স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্তা হওয়া فِعْل مُمْتَدّ এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার অবশিষ্ট জীবন পুরোটাই এভাবে কাটায়। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় এটি উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ : اَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ الخ

এখানে কারো এ সন্দেহ হতে পারে, স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়া স্থায়ী ব্যাপার বলা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? অথচ যদি স্বামী ওই স্ত্রীকে পুনঃবিবাহ করে নেয় অথবা ইদ্দতের ভিতরে রাজাআত করে নেয়, তখন আর তার উপর তালাকের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। তা হলে তালাকপ্রাপ্তা হওয়া স্থায়ী কিভাবে হল?

এর জবাব হল– বিবাহ নবায়ন এবং রজা'আত [প্রত্যাহার] করার পরও বলা যাবে যে, এ স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হয়েছিল বিধায় সে তালাকপ্রাপ্তা সিফাতে ভূষিত থাকবে, চাই অন্য কোনো কারণে তালাকের প্রভাব বহাল না থাকুক।

قَوْلُهُ : اِعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِمْتِدَاد الخ

উক্ত বাক্য দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হল– যদি ক্রিয়া দীর্ঘয়িত হওয়া ও অদীর্ঘায়িত হওয়া দ্বারা اِمْتِدَاد مُطْلَق তথা সাধারণ দীর্ঘায়ণ উদ্দেশ্য হয়, তা হলে কালামকে غَيْر مُمْتَد বা অদীর্ঘায়িত কর্ম বলা ঠিক হবে না। কেননা কখনো কখনো কথা এক–দু'ঘণ্টা একাধারে চলতে থাকে। আর যদি اِمْتِدَاد দ্বারা دَوَام وَاسْتِمْرَار তথা স্থায়ী ও চিরন্তন দীর্ঘায়ণ উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ভ্রমণ, আরোহণ, রোযা ও স্ত্রীকে তালাকের খেয়ার প্রদান ইত্যাদি কাজগুলো غَيْر مُمْتَد হয়ে যাবে। অথচ এগুলোকে ফকীহগণ فِعْل مُمْتَد-এর শ্রেণীভুক্ত গণ্য করেছেন।

উক্ত প্রশ্নের জবাবের সারমর্ম হল– এখানে اِمْتِدَاد দ্বারা সাধারণ দীর্ঘায়ণ উদ্দেশ্য নয়, আবার স্থায়ী দীর্ঘায়ণও উদ্দেশ্য নয় বরং اِمْتِدَاد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– ক্রিয়ার এমন দীর্ঘায়ণ যা অভ্যাসমূলক পূর্ণ দিনকে বেষ্টন করে নিবে। সুতরাং যে فِعْل পূর্ণ দিনকে শামিল করে নিবে, তাকে فِعْل مُمْتَد বলা হবে। আর যে فِعْل পূর্ণ দিনকে শামিল করে না, তাকে فِعْل غَيْر مُمْتَد বলা হবে। আর কথা বলা যদিও এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, তবে তা সাধারণত দিনের পূর্ণ সময়কে বেষ্টন করে না। এজন্যে كَلَام কে غَيْر مُمْتَد এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

وَرَاجَعَ فِىْ اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ سَيِّدِكِ لَكِ لَوْ اَعْتَقَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اَمَةَ غَيْرِهٖ فَقَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ اِعْتَاقِ مَوْلَاكِ اِيَّاكِ فَاَعْتَقَهَا الْمَوْلٰى فَطُلِّقَتْ ثِنْتَيْنِ فَالزَّوْجُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِاَنَّ اِعْتَاقَ الْمَوْلٰى جَعَلَ شَرْطًا لِلتَّطْلِيْقِ فَيَكُوْنُ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا فَالْعِتْقُ يَكُوْنُ مُقَدَّمًا عَلٰى وُقُوْعِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهِىَ حُرَّةٌ فَيَصِيْرُ طَلَاقُهَا ثَلٰثًا فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فَاِنْ قِيْلَ كَلِمَةُ مَعَ لِلْقِرَانِ قُلْنَا جَاءَتْ لِلتَّاخِيْرِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

সহজ তরজমা

(যদি কেউ তার দাসী স্ত্রীকে) বলে, তুমি দু'তালাক তোমার মনিব তোমাকে মুক্ত করলে। তখন যদি মনিব দাসীকে মুক্ত করে, তা হলে স্বামী রাজাআত করতে পারবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্যের দাসীকে বিবাহ করল, তারপর সে তাকে বলল– তুমি দু'তালাক মনিব তোমাকে আযাদ করলে, তখন মনিব তাকে মুক্ত করে দিল, তা হলে স্ত্রী দু'তালাক হয়ে যাবে এবং স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকারী হবে। কেননা মনিবের মুক্তকরণ স্বামীর তালাক কার্যকর হওয়ার জন্যে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং মুক্তকরণ তালাকের উপর অগ্রগামী হবে। অতএব আযাদ হওয়া তালাক পতিত হওয়ার আগে হবে। কাজেই তালাক কার্যকর হল এমতাবস্থায়, যখন স্ত্রী স্বাধীন হয়ে গেছে। সুতরাং তার তালাক তিনটি হয়ে গেল। ফলে স্বামী তাকে রাজাআত করার অধিকারী হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, مَعَ শব্দটি قِرَان তথা মিলিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় (সুতরাং এতে বিলম্বের অর্থ কোথায় থেকে সৃষ্টি হল)। আমরা বলব, مَعَ শব্দটি تَاخِيْر বা বিলম্বের অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ নিশ্চই কষ্টের পরে স্বস্তি রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : رَاجَعَ فِىْ اَنْتِ الخ

উক্ত বাক্যের মার্মার্থ হচ্ছে– যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের দাসীকে বিবাহ করে, এরপর মনিবের মুক্ত করার শর্ত সাপেক্ষে তাকে দু'তালাক প্রদান করে, তা হলে তাকে মনিব মুক্ত করলে সে দু'তালাক হয়ে যাবে এবং স্বামী রাজাআত করার মালিক হবে। কেননা স্ত্রী দাসী হওয়ার দরুন যদিও দু'তালাক দ্বারা বায়েন তালাক হয়ে যাওয়ারই বিধান ছিল, কিন্তু স্বামীর প্রদানকৃত তালাকটি মনিব কর্তৃক (স্ত্রী) বাদীকে আযাদ করার সাথে শর্তযুক্ত ছিল তাই তালাক পতিত হওয়ার সময় স্ত্রী স্বাধীন ছিল। আর স্বাধীন মহিলার তালাক তিনটি। এ জন্যে দু'তালাকের পর স্বামীর জন্যে রাজাআত করার অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ قِيْلَ كَلِمَةُ مَعَ الخ

উক্ত প্রশ্নের জবাবের সারকথা হচ্ছে– যদিও مَعَ শব্দটি মূল গঠনে مُقَارَنَت তথা মিলিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথাপি কখনো তার পরবর্তী বস্তু পূর্ববর্তী বস্তু থেকে বিলম্বিত হওয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এতে مَعَ শব্দটি বিলম্বের অর্থে এসেছে। কেননা এটা তো সুস্পষ্ট কথা, স্বস্তি দুঃখের সাথে হয় না। অদ্রুপ স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ سَيِّدِكِ لَكِ এতেও مَعَ শব্দটি বিলম্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং স্ত্রী আগে আযাদ হবে। তারপর তালাকপ্রাপ্তা হবে।

وَعِنْدَ مَجِيْءِ غَدٍ بَعْدَ تَعْلِيْقِ عِتْقِهَا وَتَطْلِيْقِهَا بِمَجِيْئِهِ لَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ يَعْنِىْ قَالَ الْمَوْلٰى اِذَا جَاءَ الْغَدُ فَاَنْتِ حُرَّةٌ وَقَالَ الزَّوْجُ اِذَا جَاءَ الْغَدُ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَجَاءَ الْغَدُ وَقَعَ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ لِاَنَّ وُقُوْعَ الْعِتْقِ وَهِىَ اَمَةٌ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى فَاِنَّ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ مُتَوَقِّفٌ عَلٰى وُقُوْعِ الْعِتْقِ فَاعْتُبِرَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ بِالرُّتْبَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِاَنَّ الْعِتْقَ اَسْرَعُ وُقُوْعًا لِاَنَّهُ رُجُوْعٌ اِلَى الْحَالَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَهُوَ اَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَاِنَّهُ اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ فَيَكُوْنُ فِىْ وُقُوْعِهِ بُطُوْءٌ وَتَاخِيْرٌ وَ تَعْتَدُّ كَالْحُرَّةِ بِالْاِتِّفَاقِ اَخْذًا بِالْاِحْتِيَاطِ ـ

সহজ তরজমা

আগামীকল আসার সাথে স্ত্রীর আযাদ হওয়া ও তার তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করার পর আগামীকাল এলে স্বামী রাজাআত করতে পারবে না। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতভেদ হয়েছে অর্থাৎ মনিব তার দাসীকে বলল, যখন আগামীকাল আসবে তখন তুমি মুক্ত। আর দাসীর স্বামী বলল, যখন আগামীকাল আসবে তখন তুমি দু'তালাক। এরপর আগামীকাল এল, তখন সে আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর দু'তালাকও পতিত হবে এবং স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাবান হবে না। কেননা দাসত্ব মুক্তি কার্যকর হওয়া তালাক পতিত হওয়ার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং স্ত্রী দাসী থাকা অবস্থায় তার উপর তালাক কার্যকর হবে। প্রথম মাসআলাটি এর বিপরীত। কেননা তাতে তালাক পতিত হওয়া আযাদ হওয়ার ওপর। সুতরাং এখানে মর্যাদাগত দিক থেকে অগ্র-পশ্চাত হওয়ার বিবেচনা করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট এ অবস্থায়ও স্বামী রাজাআত করার অধিকারী হবে। কেননা আযাদী (তালাকের তুলনায়) পতিত হওয়ার দিক থেকে দ্রুততর। কারণ, এতে মানুষ মূল অবস্থার দিকে ফিরে যায় এবং আযাদ করা একটি পছন্দীয় কাজ। (এজন্যে এতে সার্বিক বিবেচনায় শীঘ্র পতিত হওয়ার দাবি রয়েছে)। তালাক এর বিপরীত। কেননা তা ঘৃণ্যতম মুবাহ কর্ম। সুতরাং তা পতিত হওয়ার মধ্যে ধীরতা ও বিলম্ব হবে। আর সে স্ত্রী স্বাধীন নারীর মতো ইদ্দত পালন করবে। এটা সর্বসম্মত মত সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ مَجِئْ غَدٍ الخ

এখানে غَدٌ শব্দটি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় ভবিষ্যৎকালের যে কোনো সময়ের সাথে তালাক ও মুক্ত করাকে সম্পৃক্ত করার হুকুম একই। মতনে উল্লেখিত بَعْدَ تَعْلِيْقِ عِتْقِهَا বাক্যাংশটি মনিবের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ মনিব তার বিবাহিতা দাসীকে বলল, আগামীকাল এলে তুমি স্বাধীন। আর تَطْلِيْقُهَا বাক্যাংশটি স্বামীর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ স্বামী তার দাসী স্ত্রীকে বলল, আগামীকাল এলে তুমি তালাক। চাই মনিবের আগে এমন শর্ত করুক বা পরে করুক অথবা স্বামী ও মনিব একই সাথে এ শর্ত করুক, সর্বাবস্থায় হুকুম একই হবে।

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمَسْئَلَةِ الْاُوْلٰى الخ

উক্ত মাসআলাটি প্রথম মাসআলার বিপরীত। প্রথম মাসআলা হল– যখন স্বামী বলল, তোমার মনিব তোমাকে আযাদ করলে তুমি দু'তালাক। এরপর মনিব তাকে আযাদ করাকে তালাকের জন্যে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য আযাদীকে মানগত দৃষ্টিতে অগ্রগামী এবং তালাককে পরবর্তী ধরা হয়েছে। সুতরাং তালাক পতিত হওয়ার সময় স্ত্রী আযাদ হওয়াই দু'তালাক দ্বারা বায়েনা হয় নি। কাজেই স্বামীর জন্যে রাজাআত করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ মাসআলা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে স্বামী তালাককে আগামীকাল আসার সাথে শর্ত করেছে এবং মনিবও তার দাসীর আযাদ হওয়াকে আগামীকাল আসার সাথে শর্ত করেছে। সুতরাং আগামীকাল আসলে তালাক ও আযাদ উভয়টি আগে-পরে হওয়া ব্যতীত একসাথে পতিত হবে। সুতরাং তালাক পতিত হওয়ার সময় স্ত্রী আযাদ ছিল না বরং সে দাসী থাকা অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। কাজেই সে দু'তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যাওয়ার দরুন স্বামীর জন্যে রাজাআতের ক্ষমতা থাকবে না।

وَ يَقَعُ بِاَنَا مِنْكِ بَائِنٌ اَوْ عَلَيْكِ حَرَامٌ اِنْ نَوٰى لَا بِاَنَا مِنْكِ طَلَاقٌ وَاِنْ نَوٰى وَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ اَوْلَا اَوْ مَعَ مَوْتِىْ اَوْ مَعَ مَوْتِكِ وَلَا طَلَاقَ بَعْدَ مَامَلَكَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ اَوْ شِقْصَهٗ لِاَنَّهٗ وُقُوْعُ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالطَّلَاقِ يَسْتَدْعِىْ قِيَامَ النِّكَاحِ **وَبِاَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا يُشِيْرُ بِالْاِصْبَعِ يَقَعُ بِعَدَدِهٖ** اَىْ بِعَدَدِ الْاِصْبَعِ وَالْاِصْبَعُ يُذَكَّرُ وَ يُؤَنَّثُ **وَيُعْتَبَرُ الْمَنْشُوْرَةُ لَوْ اَشَارَ بِبُطُوْنِهَا وَلَوْ اَشَارَ بِظُهُوْرِهَا فَالْمَضْمُوْمَةُ** لِاَنَّهٗ اِذَا اُشِيْرَ بِالْاَصَابِعِ الْمَنْشُوْرَةِ فَالْعَادَةُ اَنْ يَكُوْنَ بَطْنُ الْكَفِّ فِىْ جَانِبِ الْمُخَاطَبِ وَاِذَا عَقَدَ بِالْاَصَابِعِ يَكُوْنُ بَطْنُ الْكَفِّ فِىْ جَانِبِ الْعَاقِدِ **وَبِاَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ اَشَدُّ الطَّلَاقِ اَوْ اَفْحَشُهٗ اَوْ اَخْبَثُهٗ اَوْ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ اَوِ الْبِدْعَةِ اَوْ كَالْجَبَلِ اَوْ كَالْاَلْفِ اَوْ مِلْأَ الْبَيْتِ اَوْ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً اَوْ طَوِيْلَةً اَوْ عَرِيْضَةً بِلَا نِيَّةِ ثَلٰثٍ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ مَعَهَا ثَلٰثٌ** قَوْلُهٗ بِلَا نِيَّةِ ثَلٰثٍ يَشْمُلُ مَا اِذَا لَمْ يَنْوِ عَدَدًا اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ وَهٰذَا فِى الْحُرَّةِ وَاَمَّا فِى الْاَمَةِ فَثِنْتَانِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلٰثِ فِى الْحُرَّةِ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা বলে, আমি তোমার উপর হারাম আর সে তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্তা, যদিও সে তালাকের নিয়ত করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি বলে, তুমি এক তালাক অথবা তালাক নয় অথবা আমার মৃত্যুর সাথে অথবা তোমার মৃত্যুর সাথে তুমি তালাক, তা হলেও তালাক পতিত হবে না। অদ্রুপ তালাক পতিত হবে না যদি স্বামী ও স্ত্রী থেকে একজন অপরজনের মালিক হয় অথবা অপরজনের অংশের মালিক হয়। কেননা সত্তার মালিকানা অর্জন হওয়ার সাথে সাথে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে (এবং বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে) এবং তালাক বিবাহ অটুট থাকার দাবি করে। আর যদি বলে, তুমি এরূপ তালাক এবং সে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে, তা হলে তার সংখ্যা অর্থাৎ আঙ্গুলের সংখ্যা অনুপাতে তালাক পতিত হবে। اِصْبَع শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। আর উন্মুক্ত আঙ্গুলের সংখ্যাই বিবেচিত হবে যদি আঙ্গুলের অভ্যন্তর দ্বারা ইশারা করে আর যদি আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ইশারা করে, তা হলে বন্ধকৃত আঙ্গুলের সংখ্যা বিবেচিত হবে। কেননা যখন উন্মুক্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হয়, তখন স্বভাবত হাতের অভ্যন্তর সম্বোধিত ব্যক্তির দিকে থাকে। আর যখন আঙ্গুলগুলো বন্ধ করা হয়, তখন হাতের অভ্যন্তর আঙ্গুল ইঙ্গিতদাতার (ইশারাকারীর) দিকে থাকে। আর যদি বলে, তুমি বায়েন তালাক অথবা তুমি কঠিনতম তালাক অথবা নির্লজ্জ তালাক অথবা নিকৃষ্টতর তালাক অথবা তুমি শয়তানের তালাক অথবা তুমি বিদয়ী তালাক অথবা তুমি পাহাড়সম তালাক অথবা তুমি সহস্রের মতো তালাক অথবা তুমি ঘরভর্তি

তালাক অথবা জোরদার তালাক অথবা লম্বা তালাক অথবা চওড়া তালাক, (এ সকল অবস্থায়) যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে, তা হলে এক তালাক বায়েন পতিত হবে আর তিনের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে। গ্রন্থকারের উক্তি بِلَا نِيَّةِ ثَلْثٍ –এটা এ সকল সূরতকে অন্তর্ভুক্ত করে, কোনো সংখ্যার নিয়ত না করুক অথবা এক বা দু'তালাকের নিয়ত করুক। এ হুকুম আযাদ স্ত্রীর বেলায় প্রযোজ্য। আর দাসীর বেলায় দু'তালাক আযাদ মহিলার জন্যে তিন তালাকের স্থলবর্তী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَقَعُ بِاَنَا مِنْكِ بَائِنٌ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে اَنَا مِنْكِ بَائِنٌ বলে, তা হলে এর দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা اِبَانَة শব্দটি بَوْن থেকে নির্গত, এর অর্থ পৃথকতা, বিচ্ছিন্নতা। তাই اِبَانَة এর উদ্দেশ্য হল– বিবাহের দ্বারা প্রমাণিত সম্পর্ক দূরীভূত করে দেওয়া। আর تَحْرِيْم শব্দেরও এই অর্থ। আর যেহেতু সম্পর্ক ও হুরমত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মুশতারাক; এ জন্যে এ সব শব্দের সম্বন্ধ উভয়ের দিকে করা দুরস্ত হবে। কাজেই اَنَا مِنْكِ بَائِنٌ অথবা اَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ দ্বারা তালাক পতিত হবে, যেমন– اَنْتِ بَائِنٌ দ্বারা তালাক পতিত হয়। কিন্তু طَلَاق এর বিপরীত। কেননা তালাকের স্থান পুরুষ নয় বরং কেবল মহিলা। এ জন্যে স্বামীর উক্তি اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : اِنْ نَوٰى الخ : এখানে তালাকের নিয়ত জরুরি এ জন্যে, এগুলো তালাকের সুস্পষ্ট–সরীহ শব্দ নয় বরং তা কেনায়া শব্দ। আর তালাক পতিত হওয়ার জন্যে কেনায়া শব্দ নিয়তের মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ : يَقَعُ بِعَدَدِهٖ الخ : যে ক'টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে, সে অনুপাতে তালাক পতিত হবে। যদি এক আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করে, তা হলে এক তালাক, দু'আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলে দু'তালাক আর তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলে তিন তালাক কার্যকর হবে। কেননা সমাজে আঙ্গুলে ইশারা দ্বারা কোনো বস্তুর সংখ্যা বর্ণনা করার প্রচলন রয়েছে। যখন সংখ্যা উল্লেখ না করে আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করে বলে : এত বা এ পরিমাণ তালাক, তা হলে সে অনুপাতে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : فَالْمَضْمُوْمَةُ الخ : শরম্বুলালী রহ. বলেছেন, মুষ্ঠিবন্ধ আঙ্গুলের ইশারার ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব নেই, সর্বাবস্থায় শুধু খোলা আঙ্গুলের বিবেচনা হবে। তবে যদি আবদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা ইশারার নিয়ত করে, তা হলে তা دِيَانَةً বিবেচিত হবে এবং সে অনুপাতে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ الخ : তালাক শব্দের সাথে بَائِن ، اَخْبَثُ . اَفْحَشُ . اَشَدُّ . شَيْطَان، بِدْعَة ও ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে মিলিত করলে তিন তালাকের নিয়ত ছাড়া এক তালাক বায়েন পতিত হবে। কেননা তালাক শব্দের মধ্যে বায়েন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– অসঙ্গমকৃতা স্ত্রী শুধু اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা বায়েনা হয়ে যায় আর সঙ্গমকৃতা স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর বায়েনা হয়ে যায়। সুতরাং এখানে بَائِن শব্দ উল্লেখপূর্বক তালাকটি বায়েন হওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর اَفْحَشُ الطَّلَاقِ ইত্যাদি সিফাতটি এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বায়েন হওয়া দ্রুতলয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। আর শয়তানের তালাকও বিদ'আত তালাক। এ দু'টো সুন্নত তালাকের বিপরীত। এজন্যে এসব শব্দ দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা বায়েন হওয়ার মধ্যে مُغَلَّظَة ও غَيْر مُغَلَّظَة উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শব্দের চাহিদা হিসেবে এ নিয়ত বিবেচিত হবে।

وَمَنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا قَبْلَ الْوَطْيِ وَقَعْنَ فَاِنْ فَرَّقَ بَانَتْ بِالْاُوْلٰى وَلَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ وَ الثَّالِثَةُ

فَفِىْ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَّوَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَ يَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِالطَّلَاقِ لَا بِهٖ فَيَلْغُوْ اَنْتِ

طَالِقٌ لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَ بَانَتْ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ اَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ

لِاَنَّ الْوَاحِدَةَ الْاُوْلٰى وُصِفَتْ بِالْقَبْلِيَّةِ فَلَمَّا وَقَعَتْ لَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ مَحَلٌّ **وَ بَانَتْ طَالِقٌ**

وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ اَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ ثِنْتَانِ اَمَّا فِىْ قَبْلِهَا وَ

بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَلِاَنَّ الْوَاحِدَةَ الْاُوْلٰى وَهِىَ الَّتِىْ يُوْقِعُهَا فِى الْحَالِ وُصِفَتْ بِالْبُعْدِيَّةِ

فَاقْتَضَتْ وُقُوْعَ وَاحِدَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَيْهَا لٰكِنْ لَا قُدْرَةَ لَهٗ عَلَى الْاِيْقَاعِ فِى الزَّمَانِ

الْمَاضِىْ فَيَقَعُ فِى الْحَالِ فَتَكُوْنُ الْوَاحِدَةُ الْاُوْلٰى وَ الثَّانِيَةُ مُتَقَارِنَتَيْنِ وَاَمَّا فِىْ مَعَ

وَمَعَهَا فَظَاهِرٌ ـ

সহজ তরজমা

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তিন তালাক দিল, তিন তালাকই পতিত হবে। কিন্তু যদি পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়, তা হলে প্রথম তালাক দ্বারা স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, তুমি এক তালাক এবং এক তালাক; তা হলে এক তালাক পতিত হবে। আর তালাকের সাথে সংখ্যা মিলালে সেই সংখ্যা অনুপাতে তালাকই পতিত হবে। তালাক শব্দ দ্বারা নয়। সুতরাং যদি স্বামী তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ বলে এবং সংখ্যা উল্লেখ করার পূর্বে স্ত্রী মারা যায়, তবে এ বাক্য অনর্থক হবে। যদি স্বামী বলে, তুমি এক তালাক এক তালাকের পূর্বে অথবা বলে, এক তালাকের পরে এক তালাক, তা হলে এক তালাক হবে। কেননা প্রথম وَاحِدَة শব্দটি পূর্ববর্তীতার গুণে বিশেষিত হয়েছে। সুতরাং যখন প্রথম তালাক পতিত হল, তখন আর দ্বিতীয় তালাকের জন্যে কোনো স্থান বাকি রইল না। **আর যদি বলে, তুমি এক তালাক তার পূর্বে এক তালাক অথবা এক তালাকের পর অথবা এক তালাকের সাথে অথবা তার সাথে এক তালাক, তা হলে দু'তালাক কার্যকর হবে।** পক্ষান্তরে তার পূর্বে এক তালাক এবং তালাকের পর এক তালাক এর মধ্যে দু'তালাক হবে, এজন্যে প্রথম যে এক তালাক সে তাৎক্ষণিক পতিত করেছে, তা পরবর্তী গুণে বিশেষিত। সুতরাং এটা তার উপর অগ্রগামী এক তালাক পতিত হওয়ার দাবি করে। কিন্তু অতীতকালে তালাক কার্যকর করার ক্ষমতা স্বামীর নেই। কাজেই তা-ও বর্তমানে পতিত হবে। এখন প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক মিলিতভাবে সংঘটিত হবে। আর এক তালাকের সাথে এক তালাক এবং তার সাথে এক তালাক এর মধ্যে দু'তালাক পতিত হওয়া প্রকাশ্য ব্যাপার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَقَعُ بَعْدِ قَرْنِ الخ

এ বাক্যের সারকথা হল– যদি তালাকের সাথে কোনো সংখ্যা না মিলায়, তা হলে তালাক সীগাহ দ্বারা তালাক কার্যকর হবে। আর যদি কোনো সংখ্যা উল্লেখ করে, যেমন– স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এক বা দু' বা তিন তালাক, তা হলে সংখ্যা অনুপাতে তালাক সংঘটিত হবে। মূল তালাক শব্দ দ্বারা কার্যকর হবে না। সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে اَنْتِ طَالِقٌ বলার পর তালাকের সংখ্যা উল্লেখ করার পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে, এ বাক্য নিরর্থক সাব্যস্ত হবে। তা দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কেননা বাক্যের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর কারণে তালাকের স্থান শেষ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : لَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ مَحَلٌّ الخ

এখানে মূলনীতি হচ্ছে, যরফ– যেমন, قَبْل ও بَعْد ইত্যাদি যদি দু' জিনিসের মাঝে উল্লেখিত হয় আর তা إِسْم ظَاهِر এর দিকে إِضَافَت হয়, তখন ظَرْف প্রথমটির সিফাত হবে। যেমন–جَاءَنِيْ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو অথবা جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَعْدَ عَمْرٍو এতে قَبْل ও بَعْد যায়েদের সিফত। আর যদি ظَرْف এমন যমীরের দিকে إِضَافَت হয়, যা প্রথমটির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তখন قَبْل ও بَعْد দ্বিতীয়টির সিফাতে মা'নবী হবে। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو অথবা جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَعْدَهُ عَمْرٌو এতে قَبْل ও بَعْد আমরের সিফাত যায়েদের সিফাত নয়। যখন এ কায়েদা পরিজ্ঞাত হল, তখন আলোচ্য মাসআলায় স্বামী যদি তার অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে বলে, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَاحِدَةٍ তবে এখানে قَبْل মূলত প্রথম وَاحِدَة এর সিফাত হবে এবং তা দ্বিতীয় وَاحِدَة এর উপর মুকাদ্দাম হওয়ার গুণে বিশেষিত হবে। সুতরাং প্রথম তালাকটি আগে পতিত হবে এবং দ্বিতীয় তালাকের স্থান অবশিষ্ট না থাকায় তা পতিত হবে না। আর যদি বলে, اَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ তবে এখানে بَعْد দ্বিতীয় وَاحِدَة এর সিফাত হবে। সুতরাং প্রথমটি পতিত হবে আর দ্বিতীয়টি পতিত হওয়ার স্থান বাকি নেই বিধায় তা পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ الخ

যদি স্বামী তার অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে বলে,اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ তবে দু'তালাক পতিত হবে। কেননা এখান قَبْل যরফটি দ্বিতীয় وَاحِدَة এর সিফাত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, প্রথম তালাকের পূর্বে আরও এক তালাক কার্যকর হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় তালাকটি অতীত সময়ে এবং প্রথম তালাকটি বর্তমান সময়ে পতিত হওয়ার দাবি করে। কিন্তু অতীত সময়ে তালাক কার্যকর করা সম্ভব নয়, এজন্যে একে বর্তমান সময়ে তালাক প্রদান গণ্য করা হবে। এখন দু'টো তালাক একসাথে পতিত হবে। অনুরূপ যদি একথা বলে, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ তবে এখানে بَعْد প্রথম وَاحِدَة এর সিফাত হবে। এটা প্রথম তালাকটি বর্তমান সময়ে এবং এর পূর্বে অপর আরেকটি তালাক পতিত হওয়ার দাবি করে। সুতরাং উভয় তালাক একত্রে কার্যকর হবে। আর যদি مَعَ وَاحِدَة অথবা مَعَهَا وَاحِدَة বলে, তবে দু'তালাক পতিত হওয়া সুস্পষ্ট ব্যাপার। কেননা مَعَ শব্দটি একত্রীকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় তালাক একত্রে পতিত হবে।

وَفِى الْمَوْطُوءَةِ ثِنْتَانِ فِى كُلِّهَا وَفِى اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ثِنْتَانِ لَوْ دَخَلَتْ وَوَاحِدَةٌ اِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ اَىْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً فَعِنْدَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَ هٰذَا فِى غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ فَاِنَّ الْوَاحِدَةَ الثَّانِيَةَ تَعَلَّقَتْ بِالشَّرْطِ بِوَاسِطَةِ الْاُوْلٰى فَاِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ يَقَعُ بِهٰذَا التَّرْتِيْبِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَتَحْقِيْقُهُ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ فِىْ حُرُوْفِ الْمَعَانِىْ ـ

সহজ তরজমা

আর সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর বেলায় উল্লেখিত সকল অবস্থায় দু'তালাক পতিত হবে (কেননা সঙ্গমকৃতা মহিলা এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয় না, তাই দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার স্থান বাকি রয়েছে)। **আর যদি বলে, তুমি এক তালাক এবং এক তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তা হলে স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলে দু'তালাক পতিত হবে। আর যদি শর্তকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়, তা হলে এক তালাক পতিত হবে** অর্থাৎ স্বামী বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তা হলে তুমি এক তালাক এবং এক তালাক, তখন শর্ত আগে উল্লেখ করলে এক তালাক পতিত হবে। এ হুকুম অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা দ্বিতীয় এক তালাক প্রথম এক তালাকের মাধ্যমে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতএব যখন শর্ত পাওয়া যাবে, তখন এ ধারাবাহিকতায় তালাক পতিত হবে (আর অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর উপর প্রথম এক তালাক পতিত হওয়ার পর আর তালাকের স্থান অবশিষ্ট থাকে না, তাই দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না)। এটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। আর সাহেবাইনের নিকট দু'তালাক পতিত হবে। এ মাসআলার পূর্ণ বিশ্লেষণ উসূলে ফিকার হুরুফে মা'আনীর আলোচনায় রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : ثِنْتَانِ لَوْ دَخَلَتْ الخ : যদি শর্ত পরে উল্লেখ করে, চাই স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হোক বা অসঙ্গমকৃতা হোক, তখন তার উপর দু'তালাক পতিত হবে। আর যদি শর্ত আগে উল্লেখ করে, তা হলে স্ত্রী অসঙ্গমকৃতা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে এক তালাক পতিত হবে এবং সাহেবাইনের মতে দু'তালাক পতিত হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকটে জাযার সম্পর্ক শর্তের সাথে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক হয়ে থাকে। কারণ, اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً এটা একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য, যা তার পরবর্তী বাক্যাংশের মুখাপেক্ষী নয়। এ উক্তি দ্বারা শর্তের সাথে এক তালাকের সংশ্লিষ্টতা হাসিল হয়েছে। কাজেই তার উক্তি وَوَاحِدَة একটি বাক্যাংশ মাত্র, যা অর্থবোধক হওয়ার জন্যে প্রথম বাক্যের মুখাপেক্ষী। সুতরাং প্রথম বাক্য শর্তের সাথে যুক্ত হওয়ার পর এ দ্বিতীয় আংশিক বাক্যও শর্তের সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্যে যখন ধারাবাহিকতা পাওয়া গেল, তখন তালাক কার্যকর হওয়ার মধ্যেও ধারাবাহিকতা সাব্যস্ত হবে। আর ধারাবাহিকভাবে তালাক পতিত হলে অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর প্রথম তালাকের পর আর দ্বিতীয় তালাকের স্থানে থাকে না। কাজেই তার উপর এক তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু যদি শর্তকে مُؤَخَّرْ করা হয়, যেমন– বলল, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তা হলে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্যে জাযার বিভিন্ন অংশের মধ্যে তারতীব হয় না বরং পূর্ণ জাযা একসাথে শর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। এজন্যে তালাক পতিত হওয়ার মধ্যেও ধারাবাহিকতা সাব্যস্ত হয় না। বিধায় শর্ত পাওয়া গেলে একত্রে দু'তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে শর্ত مُقَدَّمْ হোক বা مُؤَخَّرْ হোক, পূর্ণ জাযা তারতীববিহীন একত্রে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ জন্যে পূর্ণ জাযা তথা দু'তালাক একসাথে কার্যকর হবে।

وَكِنَايَتُهُ مَا لَمْ يُوْضَعْ لَهُ وَاحْتَمَلَهُ وَ غَيْرَهُ فَلَا تُطَلَّقُ إِلَّا بِنِيَّتِهِ اَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ وَمِنْهَا

إِعْتَدِّىْ وَاسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ وَاَنْتِ وَاحِدَةٌ وَ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَبِبَاقِيْهَا كَانَتْ بَائِنٌ

بَتَّةٌ بَتْلَةٌ حَرَامٌ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ اَلْحِقِىْ بِاَهْلِكِ وَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ سَرَّحْتُكِ

فَارَقْتُكِ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَنْتِ حُرَّةٌ تُقَنِّعِىْ تُخَمِّرِىْ إِسْتَتِرِىْ اَغْرِبِىْ اُخْرُجِىْ إِذْهَبِىْ قُوْمِىْ

اِبْتَغِىْ الْاَزْوَاجَ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِنْ نَوَاهَا اَوْ ثِنْتَيْنِ وَثَلٰثٌ إِنْ نَوَاهُ وَ فِىْ إِعْتَدِّىْ ثَلٰثَ

مَرَّاتٍ لَوْ نَوٰى بِالْاَوَّلِ طَلَاقًا وَ بِغَيْرِهِ حَيْضًا صُدِّقَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِغَيْرِهِ شَيْئًا فَثَلٰثٌ ـ

সহজ তরজমা

কেনায়া তালাক হল, এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া, যা মূলত তালাকের জন্যে গঠিত হয় নি বরং তা তালাক ও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তালাকের নিয়ত অথবা অবস্থার দালালাত ব্যতীত এরূপ শব্দ দ্বারা তালাক সংঘটিত হবে না। তন্মধ্য থেকে কতক এই- তুমি ইদ্দত পালন কর, তুমি তোমার গর্ভাশিয় মুক্ত কর, তুমি এক, এসব শব্দ দ্বারা এক তালাক রজয়ী পতিত হবে। আর কেনায়া তালাকের অন্যান্য শব্দ, যেমন- তুমি বিচ্ছিন্ন, তুমি সম্পর্কমুক্ত, তুমি ভিন্ন, তুমি হারাম, তুমি শূন্য, তুমি মুক্ত, তোমার রশি তোমার কাঁধে, তুমি তোমার পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হও, আমি তোমাকে তোমার পরিবারের জন্যে হেবা-দান করলাম, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, তোমার বিষয় তোমার হাতে, তুমি আযাদ, তুমি ঘোমটা পর, তুমি ওড়না দ্বারা নিজেকে আবৃত করে নাও, তুমি আড়াল হও, তুমি বিদূরিত হও, তুমি বের হয়ে যাও, তুমি চলে যাও, তুমি দণ্ডায়মান হও, তুমি অন্য স্বামী খোঁজ- এসব শব্দ দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হবে যদি এক তালাক বা দু'তালাকের নিয়ত করে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে তিনবার إِعْتَدِّىْ (তুমি ইদ্দত পালন কর) বলে এবং সে প্রথম إِعْتَدِّىْ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় إِعْتَدِّىْ দ্বারা ঋতুস্রাবের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে শেষ দুটি إِعْتَدِّىْ দ্বারা কোনো নিয়ত করেনি, তাহলে তিন তালাক হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَلَا تُطَلَّقُ إِلَّا الخ

তালাকের কেনায়া শব্দ, যা মূলত তালাকের জন্যে গঠিত নয় বরং তাতে অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে, তা দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার হুকুম সুনির্দিষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের নিয়ত না হবে বা এমন কোনো প্রকাশ্য قَرِيْنَةٌ না হবে, যা তালাকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এটা বিচারগত হুকুম। কিন্তু دِيَانَةٌ কেনায়া শব্দ দ্বারা নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না, যদিও অবস্থার দালালত পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ : بِبَاقِيْهَا الخ

এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায়, কেনায়া শব্দ দ্বারা তালাকে রজয়ী হওয়া উল্লেখিত তিন শব্দের সাথে খাস। তা ছাড়া অন্য কোন কেনায়া শব্দ দ্বারা তালাকে রজয়ী পতিত হবে না বরং তালাকে বায়েন পতিত হবে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয়। ফতহুল কাদীর ও বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এমন অনেক কেনায়া শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা নিয়তের শর্তে তালাকে রজয়ী পতিত হবে।

قَوْلُهُ : تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ الخ

উপরিউক্ত শব্দগুলো দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হবে যদি তালাকের নিয়ত করে। কেননা এসব শব্দে তালাক উদ্দেশ্য না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্যে নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। এ মাসআলার দলীল হাদীস শরীফ– তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রোকানা বিন ইয়াযীদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে আরয করলেন, আমি আমার স্ত্রীকে অকাট্য তালাক দিয়েছি। আর আল্লাহর কসম, আমার উদ্দেশ্য ছিল এক তালাক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২. হযরত উমর রাযি. এর কাছে এক ব্যক্তি আসল, সে তার স্ত্রীকে বলেছিল, حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ –তোমার রশি তোমার কাঁধে। আর সে বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ত করেছিল, তখন উমর রাযি. বললেন : তুমি যেরূপ ইচ্ছা করেছ, তেমনি হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৩. বুখারী ও মুসলিমে কা'ব বিন মালেক রাযি. ঘটনা বর্ণিত আছে : তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, اِلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ –তুমি তোমার পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হয়ে যাও এবং তিনি তালাকের নিয়ত করেন নি, এজন্যে একে তালাক গণ্য করা হয় নি।

৪. বায়হাকী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, حَرَام শব্দে নিয়তের বিবেচনা করা হবে। যদি তা দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে, তা হলে এটা শপথ হবে।

قَوْلُهُ : صُدِّقَ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তিনবার বলে, اِعْتَدِّىْ তুমি গণনা কর। আর সে প্রথম اِعْتَدِّىْ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় اِعْتَدِّىْ দ্বারা ঋতুস্রাব গণনার নিয়ত করে, তা হলে قَضَاءً তার সততা স্বীকৃত হবে। কেননা সে শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে। আর যদি শেষ দু'টি اِعْتَدَّ দ্বারা কোনো নিয়ত না করে, তা হলে তালাক পতিত হবে। কেননা যখন একবার তালাকের নিয়ত করেছে, তখন এটা এ কথার উপর দলীল হবে, পরবর্তী শব্দেও তাই উদ্দেশ্য হবে।

وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰكَذَا وَنَحْوُ اُخْرُجِىْ وَ اِذْهَبِىْ وَ قُوْمِىْ يَحْتَمِلُ رَدًّا وَ نَحْوُ خَلِيَّةٌ بَرِيْئَةٌ بَتَّةٌ حَرَامٌ بَائِنٌ يَصْلُحُ سَبًّا وَ نَحْوُ اِعْتَدِّىْ وَاسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ اَنْتِ وَاحِدَةٌ اَنْتِ حُرَّةٌ اِخْتَارِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ سَرَّحْتُكِ فَارَقْتُكِ لَايَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَ السَّبَّ فَفِى الرِّضَاءِ يَتَوَقَّفُ الْكُلُّ عَلَى النِّيَّةِ وَ فِى الْغَضَبِ الْاَوَّلَانِ وَفِىْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ الْاَوَّلُ فَقَطْ وَالْمُرَادُ بِحَالَةِ الرِّضَاءِ اِنْ لَايَكُنْ حَالَةَ غَضَبٍ وَلَا مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَحِ تَتَوَقَّفُ الْاَقْسَامُ الثَّلٰثَةُ عَلٰى النِّيَّةِ وَ فِىْ حَالِ الْغَضَبِ يَتَوَقَّفُ الْاَوَّلَانِ اَىْ مَا يَصْلُحُ رَدًّا وَمَا يَصْلُحُ سَبًّا عَلَى النِّيَّةِ اِنْ نَوٰى الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَقَعُ وَاَمَّا الْقِسْمُ الْاَخِيْرُ وَ هُوَ مَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا اَوْ لَا سَبًّا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ وَفِىْ حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ يَتَوَقَّفُ الْاَوَّلُ اَىْ مَا يَصْلُحُ رَدًّا عَلَى النِّيَّةِ اَمَّا الْاَخِيْرَانِ وَهُمَا مَا يَصْلُحُ سَبًّا وَ مَا لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَ السَّبَّ فَيَقَعُ بِهِمَا الطَّلَاقُ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ ـ

সহজ তরজমা

মুখতাসার বেকায়ার ইবারত এরূপ : "এবং যেমন- قُوْمِىْ ও اِذْهَبِىْ اُخْرُجِىْ যেগুলো মহিলার কথার জবাব হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং যেমন- بَائِن، حَرَام، بَتَّة، بَرِيْئَة، خَلِيَّة، যেগুলো গালির জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ততা রাখে এবং যেমন- اَنْتِ وَاحِدَةٌ، اِعْتَدِّىْ، اِسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ، حُرَّة، اِخْتَارِىْ، اَمْرُكِ بِيَدِكِ، سَرَّحْتُكِ، فَارَقْتُكِ، যেগুলো মহিলার কথার জবাব এবং গালির জন্যে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং সন্তুষ্টির অবস্থায় সকল শব্দ নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে আর রাগের অবস্থায় প্রথম দু'প্রকারের শব্দসমূহ এবং তালাকের আলোচনার অবস্থায় শুধু প্রথম প্রকারের শব্দ (তালাক পতিত হওয়ার জন্যে) নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। আর رِضَاء এর অবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য হল- ক্রোধ ও তালাকের পর্যালোচনার অবস্থা না হওয়া। এমতাবস্থায় তিনও প্রকারের শব্দাবলী নিয়তের উপর ভিত্তিশীল হবে। আর ক্রোধের অবস্থায় প্রথম দু'প্রকারের শব্দ অর্থাৎ যেগুলো উত্তর হওয়ার যোগ্য এবং গালির জন্যে ব্যবহার হওয়ারও যোগ্য, সেগুলো নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি তালাকের নিয়ত করে তবে তা দ্বারা তালাক পতিত হবে আর যদি নিয়ত না করে, তবে তালাক পতিত হবে না। আর শেষ প্রকারটি, যা উত্তর হওয়ার যোগ্য নয় এবং গালির জন্যে ব্যবহার হওয়ারও যোগ্য নয়, তা দ্বারা তালাক পতিত হবে যদিও নিয়ত না করে আর তালাকের আলোচনার অবস্থায় প্রথম প্রকারের শব্দ অর্থাৎ যা মহিলার কথার

উত্তর হওয়ার যোগ্য তা নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। আর শেষ দু'প্রকারের শব্দাবলী, যা গালি হওয়ার যোগ্য এবং যা উত্তর ও গালি কোনোটার সম্ভাবনা রাখে না, এগুলো দ্বারা নিয়ত ব্যতীতই তালাক পতিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَفِى الرِّضَاءِ يَتَوَقَّفُ الخ

উক্ত বাক্যের খোলাসা কথা হল– কেনায়া তালাকের শব্দ তিন প্রকার। যথা : ১. এমন শব্দ, যা স্ত্রীর কথার জবাব হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। ২. যা গালির জন্যে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। ৩. যা জবাব ও গালি কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে না।

আবার তালাক প্রদানেরও তিন অবস্থা হতে পারে– ১. ক্রোধের অবস্থায়। ২. তালাকের আলোচনার অবস্থায়। ৩. সন্তুষ্টির অবস্থায়। এখন সন্তুষ্টির অবস্থায় সকল কেনায়া শব্দ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কেননা এসব শব্দ তালাক ব্যতীত অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে, এজন্যে তালাকের অর্থ নির্ধারিত হওয়ার জন্যে নিয়ত অথবা অবস্থার দালালত আবশ্যক। যখন দ্বিতীয়টি পাওয়া গেল না, তখন প্রথমটি বিদ্যমান হওয়া জরুরি।

আর ক্রোধ ও তালাকের আলোচনার অবস্থায় সে সকল শব্দের মধ্যে তালাক ব্যতীত অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে নিয়ত আবশ্যক নতুবা নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানে رِضَاء দ্বারা খুশি ও আনন্দের অবস্থা উদ্দেশ্য নয় কেননা এটা উদ্দেশ্য নেওয়া দ্বারা অবস্থা তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং উদ্দেশ্য হল ক্রোধ ও রাগ ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থা।

بَابُ التَّفْوِيْضِ

وَلِمَنْ قِيلَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ اَوْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَوْ اِخْتَارِىْ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ تَطْلِيْقُهَا فِىْ مَجْلِسٍ عَلِمَتْ بِهِ وَاِنْ طَالَ قَوْلُهُ تَطْلِيْقُهَا مُبْتَدأٌ وَلِمَنْ قِيلَ خَبَرُهُ ثُمَّ فَسَّرَ الْمَجْلِسَ بِقَوْلِهِ **مَالَمْ تَقَعْ اَوْ تَعْمَلْ مَايَقْطَعُهُ لَا بَعْدَهُ** اَىْ لَا يَكُوْنُ لَهَا الْاِخْتِيَارُ بَعْدَ قِيَامِهَا عَنِ الْمَجْلِسِ وَلَا بَعْدَ عَمَلٍ يَقْطَعُهُ فَاِنَّ الْمَجْلِسَ يَتَبَدَّلُ بِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ اِمَّا بِالْقِيَامِ اَوْ بِعَمَلٍ لَا يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ مَا مَضٰى **وَجُلُوْسُ الْقَائِمَةِ وَاِتِّكَاءُ الْقَاعِدَةِ وَقُعُوْدُ الْمُتَّكِئَةِ وَدُعَاءُ الْاَبِ لِلْشُّوْرٰى وَ شُهُوْدٍ تَشْهَدُ هُمْ وَوَقْفُ دَابَّةٍ هِىَ رَاكِبَتُهَا لَا يَقْطَعُ وَ فُلْكُهَا كَبَيْتِهَا وَسَيْرُ دَابَّتِهَا كَسَيْرِهَا** حَتّٰى لَا يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِجَرْىِ الْفُلْكِ وَيَتَبَدَّلُ بِسَيْرِ الدَّابَّةِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ

যে মহিলাকে তার স্বামীর পক্ষ থেকে বলা হল, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও অথবা তালাকের নিয়তে বলা হল, তোমার বিষয় তোমার হাতে বা তুমি তোমার জন্যে যা চাও গ্রহণ কর, তা হলে স্ত্রীরজন্য নিজেকে সে মজলিসে তালাক দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে– যে মজলিসে তার তালাকের ক্ষমতা অর্পণের অবগতি লাভ হল, যদিও মজলিস দীর্ঘ হোক। গ্রন্থকারের উক্তি تَطْلِيْقُهَا পদটি مُبْتَدأٌ এবং لِمَنْ قِيلَ তার অগ্র-খবর এরপর গ্রন্থকার তার এ উক্তি দ্বারা মজলিসের বিশ্লেষণ করেছেন **যতক্ষণ পর্যন্ত সে মজলিস থেকে ওঠে নি অথবা এমন কোনো কাজ সম্পাদন করে নি যা মজলিসকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবে এর পর, নয়** অর্থাৎ তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর থাকবে না মজলিস থেকে ওঠে দাঁড়ানোর পর এবং এমন কাজ শুরু করার পর, যা মজলিসের ধারাবাহিকতা কেটে দেয়। কেননা দু'টি বিষয়ের একটি দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়, হয়ত মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা এমন কাজ শুরু করা, যা পূর্ব কাজের স্বজাতীয় নয়। **আর দণ্ডায়মান মহিলার বসে যাওয়া, উপবিষ্টার টেক লাগানো, ঠেস দাতা মহিলার বসে পড়া, পরামর্শের জন্যে পিতাকে ডাকা, সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আহবান করা এবং যে পশুর উপর আরোহী ছিল, তাকে দাঁড় করানো– এসব বস্তু মজলিসকে বিচ্ছিন্ন করে না। স্ত্রীর নৌকা তার ঘরের অনুরূপ এবং তার পশুবাহন চলা তার নিজের চলার মতো।** অনন্তর নৌকা চলার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হবে না এবং পশুবাহন চলার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ التَّفْوِيْضِ الخ

تَفْوِيْض শব্দটি باب تَفْعِيْل এর মাসদার। فَوَّض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– অর্পণ করা, সঁপে দেওয়া। শরী'অতের পরিভষায় تَفْوِيْض বলা হয়– هُوَ تَمْلِيْكُ الزَّوْجَةِ الطَّلَاقَ অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দান করা।

কেউ কেউ আবার تَفْوِيْض এর সংজ্ঞা দিয়েছেন– هُوَ اَنْ يُّفَوِّضَ الزَّوْجُ اِلَى الزَّوْجَةِ اَمْرَ طَلَاقِهَا مِنْ جِهَتِهِ অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি তালাকের বিষয়টি সোপর্দ করা।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে গ্রন্থকার ওই তালাকের আহকাম বর্ণনা করেছেন, যা সরীহ বা কেনায়া শব্দে স্বামী নিজে প্রদান করবে, এখন এ অধ্যায়ে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বাপর দু'অধ্যায়ের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلِمَنْ قِيْلَ لَهَا الخ

এখানে مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্ত্রী, এজন্যে لَهَا এর মধ্যে مؤنث যমীর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার تَفْوِيْض এর তিনটি বাক্য উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, تَفْوِيْض এর তিনটি অবস্থা হতে পারে। ১. تَخْيِيْر যেমন– اِخْتَارِىْ বলা।২. اَمْر بِالْيَدِ যেমন– اَمْرُكِ بِيَدِكِ বলা । ৩. مَشِيَّت যেমন– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ বলা।

কখনো কখনো تَفْوِيْض সরীহ ও কেনায়া-এর দিকে বিভক্ত হয়। تَفْوِيْض صَرِيْح বলা হয়, সুস্পষ্ট তালাক শব্দ অথবা তার স্থলবর্তী কোনো শব্দ– যাতে তালাক ব্যতীত অন্য অর্থের সম্ভাবনা নেই– তা দ্বারা স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা। যেমন– স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এজন্যেই এরূপ শব্দ দ্বারা তালাকে রজয়ী পতিত হবে, তাতে নিয়তের প্রয়োজন নেই। আর تَفْوِيْض كِنَايَة বলা হয়, এমন শব্দ দ্বারা স্ত্রীকে তালাকের تَفْوِيْض করা, যাতে তালাক ব্যতীত অন্য বিষয়ের ক্ষমতা প্রদানেরও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– اِخْتَارِىْ এবং اَمْرُكِ بِيَدِكِ এর মধ্যে তালাক ব্যতীত অন্য বিষয়ের ইখতিয়ার দানের সম্ভাবনাও আছে। এজন্যে এতে নিয়তের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

قَوْلُهُ : فِىْ مَجْلِسٍ عَلِمَتْ بِهِ الخ

عَلِمَتْ بِهِ ক্রিয়াপদটি مَجْلِس এর সিফাত অর্থাৎ ওই মজলিসের মধ্যে নিজেকে তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে, যে মজলিসে সে সরাসরি বা সংবাদের মাধ্যেমে বা চিঠির মাধ্যমে تَفْوِيْض সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, মহিলার অবগত হওয়ার মজলিস বিবেচ্য; পুরুষের ক্ষমতা প্রদানের মজলিস বিবেচ্য নয়। তাই تَفْوِيْض এর পরে যদি পুরুষের মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়, তা হলে মহিলার খেয়ার বাতিল হবে না। তবে মহিলার মজলিস পরিবর্তন হলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এর উপর সাহাবীদের ইজমা রয়েছে।

قَوْلُهُ : اَوْ تَعْمَلُ مَا يَقْطَعُهُ الخ

এ বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, মজলিস পরিবর্তন দু'প্রকার। ১. حَقِيْقِىْ অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। ২. حُكْمِىْ অর্থাৎ প্রথম কাজ ছেড়ে অন্য কাজ আরম্ভ করা, যার দ্বারা সেই ইখতিয়ার থেকে উপেক্ষা প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ : لَا يَقْطَعُ الخ

এ সকল বিষয়ের মধ্যে উপেক্ষার লক্ষণ না থাকার কারণে প্রকৃত ও বিধানগত কোনোভাবেই মজলিস পরিবর্তন হবে না। যেমন : স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। এরপর সে تَفْوِيْض এর কথা শুনে বসে গেল, তা হলে তার খেয়ার থাকবে। কেননা এটা গ্রহণ করার নির্দশন। কারণ, বসার মধ্যে মতামতের প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। অনুরূপ বসা অবস্থায় টেক দেওয়া, পরামর্শের জন্যে আপন পিতাকে ডাকা বা সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আহবান করা উপেক্ষার প্রতি নির্দেশ করে না বরং তা অস্বীকার থেকে বাঁচা এবং উত্তম রায় চিন্তা করার প্রচেষ্টা মাত্র। তদ্রুপ সওয়ারী পশু থামানোও উপেক্ষার দলীল নয়। তবে পশু হাঁকিয়ে আগে বেড়ে যাওয়া উপেক্ষা বুঝায়। যেমন– মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালে উপেক্ষা গণ্য হয়।

قَوْلُهُ : وَفُلْكُهَا كَبَيْتِهَا الخ

فُلْك শব্দের فاء বর্ণ পেশ বিশিষ্ট। এটা নদীতে চলন্ত বা তীরে নোঙ্গরকৃত নৌকা বা জাহাজকে বলা হয়। নৌকা ঘরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হওয়ার দ্বারা খেয়ার বাতিল হবে না। আর নৌকার নড়াচড়াও বিবেচ্য নয়। কেননা তা আরোহী ব্যক্তির অধীনে নেই। এজন্যে নৌকার চলা ও নড়াচড়া তার দিকে সম্বন্ধ হবে না। এর বিপরীত হল পশুবাহন। কেননা সওয়ার ব্যক্তি বাহনকে থামাতেও পারে এবং তাকে চালাতেও পারে।

وَفِىْ اِخْتَارِىْ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ بَلْ تَبِيْنُ اِنْ قَالَتْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ اَوْ اَخْتَارُ نَفْسِىْ وَشُرِطَ ذِكْرُ النَّفْسِ مِنْ اَحَدِهِمَا وَفِىْ اِخْتَارِىْ اِخْتِيَارَةً لَوْ قَالَتْ اِخْتَرْتُ تَبِيْنُ اَىْ اِنْ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدُهُمَا النَّفْسَ بَلْ قَالَ الزَّوْجُ اِخْتَارِىْ اِخْتِيَارَةً تَقَعُ اِنْ قَالَتْ اِخْتَرْتُ **وَلَوْ كَرَّرَ اِخْتَارِىْ ثَلٰثًا فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ اِخْتِيَارَةً اَوْ اِخْتَرْتُ الْاُوْلٰى اَوِ الْوُسْطٰى اَوِ الْاَخِيْرَةَ يَقَعُ ثَلٰثٌ بِلَا نِيَّةٍ** وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهٗ اِجْتَمَعَ فِىْ مِلْكِهَا الطَّلَقَاتِ الثَّلٰثُ بِلَا تَرْتِيْبٍ كَالْمُجْتَمَعِ فِى الْمَكَانِ فَاِذَا بَطَلَ الْاَوَّلِيَّةُ وَالْاَوْسَطِيَّةُ وَالْاٰخِرِيَّةُ بَقِىَ مُطْلَقُ الْاِخْتِيَارِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَتْ اِخْتَرْتُ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী বলে– اِخْتَارِىْ (তুমি নিজেকে গ্রহণ কর!) তা হলে তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে না বরং স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েনা হবে। যদি সে প্রতিত্তরে বলে, اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ (আমি নিজেকে গ্রহণ করেছি অথবা বলে, اَخْتَارُ نَفْسِىْ (আমি নিজেকে গ্রহণ করছি) আর এ শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্যে শর্ত হল, স্বামী বা স্ত্রী তাদের দু'জনের কারো শব্দের মধ্যে نَفْس শব্দটি উল্লেখ থাকা। যদি স্বামী বলে, اِخْتَارِىْ اِخْتِيَارَةً আর স্ত্রী প্রতিত্তরে اِخْتَرْتُ বলে, তা হলে এক তালাক বায়েন পতিত হবে অর্থাৎ যদি তাদের দু'জনের কেউ نَفْس শব্দটি উল্লেখ না করে বরং স্বামী বলে, اِخْتَارِىْ اِخْتِيَارَةً আর স্ত্রী তার উত্তরে اِخْتَرْتُ বলে, তা হলে এক তালাক পতিত হবে। **যদি স্বামী اِخْتَارِىْ শব্দটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে আর স্ত্রী উত্তরে বলল, اِخْتَرْتُ اِخْتِيَارَةً (আমি গ্রহণ করেছি গ্রহণ করার মতো) অথবা বলল, আমি প্রথমটি বা মধ্যমটি বা শেষটি গ্রহণ করেছি, তা হলে নিয়ত ব্যতীত তিন তালাক পতিত হবে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। কেননা স্বামীর ক্ষমতা অর্পণ সূত্রে স্ত্রীর মালিকানায় ক্রমবিন্যাস ব্যতীত তিন তালাক একত্রিত হয়েছে। যেমন– এক জায়গায় একত্রিত বস্তুর মাঝে বিন্যাস থাকে না। সুতরাং যখন প্রথম, মধ্যম এবং শেষ উল্লেখ করা বাতিল হয়ে গেল, তখন সাধারণ ইখতিয়ার বাকি রয়ে গেল। কাজেই এটা এমন হয়ে গেল। যেমন– স্ত্রী উত্তরে বলল, اِخْتَرْتُ (যদ্দারা তিন তালাক পতিত হয়)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ الخ

যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের উদ্দেশ্যে اِخْتَارِىْ বলে, তা হলে এ শব্দ দ্বারা স্বামীর তিন তালাকের নিয়ত করা দুরস্ত হবে না। হেদায়া গ্রন্থকার : এর কারণস্বরূপ বলেছেন, ইখতিয়ার এর প্রকারভেদ হয় না। এজন্যে তা একের উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর প্রতিত্তরে اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ বললে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এ ছাড়া ইখতিয়ার শব্দ দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হওয়া বাক্যের চাহিদা

অনুসারে সাব্যস্ত হয়। আর চাহিদা প্রয়োজনের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রয়োজন এক তালাক দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই প্রয়োজন অতিরিক্ত নিয়ত ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهٗ : ذِكْرُ النَّفْسِ الخ

اِخْتِيَار শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে– স্বামী বা স্ত্রী কারো কথার মধ্যে نَفْس বা তার অনুরূপ অর্থবোধক কোনো শব্দ উল্লেখ থাকা। সুতরাং যদি স্বামী বলে : اِخْتَارِىْ (তুমি নিজেকে গ্রহণ কর!)তবে তা দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। কেননা এ সকল শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়া اٰثَار صَحَابَة দ্বারা কিয়াসের বিপরীত প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যে এ হুকুম শরী'অতের বাণীর নির্দেশিত স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর শরীয়তের বাণীতে نَفْس শব্দ এসেছে। কাজেই اِخْتَرْتُ এর সাথে نَفْس শব্দ উল্লেখ ব্যতীত তালাক পতিত হবে না।

قَوْلُهٗ : يَقَعُ ثَلٰثٌ بِلَا نِيَّةٍ الخ

যদি স্বামী তিনবার اِخْتَارِىْ ـ اِخْتَارِىْ ـ اِخْتَارِىْ বলে আর স্ত্রী তার জবাবে বলল, اِخْتَرْتُ اِخْتِيَارَةً তা হলে তিন তালাক পতিত হবে। এটা সর্বসম্মত মত। কেননা اِخْتَارِىْ শব্দের পুনরুক্তি তালাক উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। এজন্যে نَفْس এর উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে নি। অনুরূপ যদি স্ত্রী তার স্বামীর জবাবে বলে, اِخْتَرْتُ الْاُوْلٰى اَوِ الْوُسْطٰى اَوِ الْاٰخِيْرَةَ তা হলে তিন তালাক পতিত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। কিন্তু এতে সাহেবাইনের মতানৈক্য আছে। তাদের মতে এখানে এক তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী যদিও স্ত্রীকে তিন তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে, তবে স্ত্রী এক তালাকই গ্রহণ করেছে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলীল হল– স্বামীর ক্ষমতা অর্পণ সূত্রে মালিকানায় অধারাবাহিক তিন তালাক একত্রিত হয়েছে। এখানে একথা বলা যায় না যে, এ তালাকটি প্রথম আর এ তালাকটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়। যেমন : যখন কোনো সম্প্রদায় এক বাড়িতে একত্রিত হয়, তখন তাদের মধ্যে তারতীব সাব্যস্ত হয় না– এ ব্যক্তি প্রথম আর ওই ব্যক্তি দ্বিতীয়। সুতরাং যে ব্যাপারে ধারাবাহিকতা নেই, তাতে তারতীবের শব্দ ব্যবহার করা নিরর্থক হবে।

একটি প্রশ্ন ও তারা উত্তর

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে : এ ধরনের শব্দের মধ্যে স্বামীর নিয়ত শর্ত, অথচ এ মাসআলায় বলা হয়েছে, নিয়ত ব্যতীতই তিন তালাক পতিত হবে, সুতরাং দুটি কথায় তো আমল হয়ে গেল।

এর জবাব হল– নিয়তের শর্ত তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কোনো قَرِيْنَة বা লক্ষণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোনো লক্ষণ পাওয়া গেলে সেখানে উক্ত লক্ষণ নিয়তের স্থলবর্তী হবে। এখানে اِخْتَارِىْ শব্দের তিনবার পুনরুক্তি দ্বারা তালাকের উপর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এতে নিয়তের আর প্রয়োজন হয় নি।

وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ اَوِ اخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَذُكِرَ فِى الْهِدَايَةِ اَنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَ قِيْلَ هٰذَا غَلَطٌ وَقَعَ مِنَ الْكَاتِبِ وَ الصَّوَابُ اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقِيْلَ فِيْهِ رِوَايَتَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ لِاَنَّ لَفْظَهَا صَرِيْحٌ وَالْاُخْرٰى اَنَّهَا بَائِنَةٌ وَهٰذَا اَصَحُّ **وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِىْ تَطْلِيْقَةٍ اَوِ اخْتَارِىْ تَطْلِيْقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ وَنَوَى الثَّلٰثَ فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ اَوْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ يَقَعْنَ ـ**

সহজ তরজমা

আর যদি বলে, আমি আমার নিজেকে তালাক প্রদান করলাম অথবা বলে, আমি আমার নিজেকে এক তালাকের সাথে গ্রহণ করলাম, তা হলে সে এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যাবে। আর হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে : এক তালাক পতিত হবে এবং স্বামী রাজাআতের অধিকারী হবে। কেউ কেউ বলেছে, এটা নুসখা লেখক থেকে ভুলক্রমে হয়েছে। আর সঠিক হল– স্বামী রাজাআতের মালিক হবে না। কারো কারো মতে এতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে এক বর্ণনা হল– এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে। কেননা স্ত্রী তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছে। আর অপর বর্ণনা হল– বায়েন তালাক পতিত হবে এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমার বিষয় তোমার হাতে এক তালাকের ব্যাপারে অথবা বলে, তুমি এক তালাক গ্রহণ কর, তখন স্ত্রী তার নিজেকে গ্রহণ করল, তা হলে এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে। **আর যদি বলে, তোমার বিষয় তোমার হাতে এবং তা দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে, তখন স্ত্রী তার উত্তরে বলল : আমি আমার নিজেকে এক তালাকের সাথে গ্রহণ করলাম অথবা বলল, একবার গ্রহণ করলাম, তা হলে তিন তালাক পতিত হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে اِخْتَارِىْ বলার পর স্ত্রী طَلَّقْتُ نَفْسِىْ অথবা اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ বলে, তা হলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এক তালাক পতিত হওয়া তো প্রকাশ্য, উক্ত শব্দ থেকে তা-ই অনুমিত হয়ে থাকে। তবে স্ত্রীর বাক্যের মধ্যে তালাকের সরীহ শব্দ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বায়েন তালাক পতিত হওয়ার কারণ হল– এটা এমন এক বাক্যের জবাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে রজআতের কোনো নির্দেশ নেই বরং স্ত্রীকে তালাকের ইখতিয়ার প্রদানের দাবি হল, পুনরায় স্বামীর রজআতের অধিকার থাকবে না। এজন্যে স্ত্রী যদি সরীহ শব্দ দ্বারাও তালাক দেয়, তবুও বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামী যে শব্দের মাধ্যমে তাকে ইখতিয়ার দিয়েছে, তা সরীহ শব্দ নয় বরং তার কেনায়া শব্দ। আর কেনায়া শব্দ দ্বারা বায়েন তালাক হয়।

قَوْلُهُ : وَنَوَى الثَّلٰثَ الخ : اَمْرٌ بِالْيَدِ এর মধ্যে তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে, এর কারণ হচ্ছে– اَمْر শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক যা সকল বস্তুকে শামিল করে। যেমন– আল্লাহর বাণী– وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ অর্থাৎ সেদিন সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে। সুতরাং اَمْر যখন عَام এখন যদি তা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তা হলে সে যেন এরূপ বলল– طَلَاقُكِ بِيَدِكِ আর طَلَاق শব্দটি মাসদার হিসেবে عَامْ ও خَاصْ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। এজন্যে তিন তালাকের নিয়ত প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাপকতার নিয়ত। কিন্তু اِخْتَارِىْ শব্দের মধ্যে তিন তালাকের নিয়ত দুরস্ত হবে না। কেননা তাতে ব্যাপক অর্থের সম্ভাবনা নেই। যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

وَ لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَلْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ لاَ يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِيْهِ وَ بَطَلَ اَمْرُ الْيَوْمِ اِنْ رَدَّتْهُ وَ بَقِىَ الْاَمْرُ بَعْدَ غَدٍ وَ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَلْيَوْمَ وَ غَدًا دَخَلَ اللَّيْلُ وَ لاَ يَبْقَى الْاَمْرُ فِىْ غَدٍ اِنْ رَدَّتْهُ فِىْ يَوْمِهَا لِاَنَّ اللَّيْلَ يَصِيْرُ تَابِعًا هُنَا فَيَصِيْرُ الْمَجْمُوْعُ تَفْوِيْضًا وَاحِدًا فَاِذَا رَدَّتْهُ فِى الْبَعْضِ بَطَلَ الْمَجْمُوْعُ بِخِلاَفِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ تَفْوِيْضَيْنِ فَاِذَا رَدَّتْ اَحَدَهُمَا بَقِىَ الْاٰخَرُ **وَ لَوْ قَالَ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَ لَمْ يَنْوِ اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ رَجْعِيَّةً**

সহজ তরজমা

যদি স্ত্রী তার উত্তরে বলে, আমি আমার নিজেকে এক তালাক দিলাম অথবা বলে, আমি আমাকে এক তালাকের সাথে গ্রহণ করলাম, তা হলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি স্বামী বলে, আজ এবং আগামীকালের পরে তোমার বিষয় তোমার হাতে, তা হলে এতে রাত প্রবিষ্ট হবে না। আর আজকের খেয়ার বাতিল হবে যদি স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আগামীকালের পরের (পরশুর) খেয়ার বাকি থাকবে।

আর যদি স্বামী বলে, আজ এবং আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে, তা হলে এতে রাত প্রবেশ করবে এবং আগামীকালের খেয়ার বাকি থাকবে না, যদি আজ স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা রাত দিনের অনুগামী হবে। সুতরাং আজ এবং কাল মিলে সমষ্টিগতভাবে একই ক্ষমতা অর্পণ গণ্য হবে। অতএব যখন স্ত্রী কোনো অংশে খেয়ারকে রদ করবে, তখন আজ ও কালের সমষ্টি বাদ হয়ে যাবে। প্রথম পরিচ্ছেদ (সূরত) এর বিপরীত। কেননা তাতে দুটি تَفْوِيْض হয়েছে। সুতরাং সে একটিকে রদ করলে অপরটি অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও এবং সে কিছুরই নিয়ত করে নি অথবা এক তালাকের নিয়ত করেছে, এরপর স্ত্রী নিজেকে তালাক প্রদান করল, তা হলে এক তালাকে রজয়ী কার্যকর হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ الخ

যদিও স্ত্রী সরীহ শব্দ দ্বারা নিজেকে তালাক দিয়েছে, তথাপি বায়েন তালাক হওয়ার করণ হল– তালাক পতিত হওয়ার মধ্যে স্বামীর তাকবীয বিবেচ্য। আর এখানে বায়েন তালাকের তাকবীয করা হয়েছে। কেননা স্বামী স্ত্রীকে তার ইখতিয়ারের পূর্ণ মালিক বানিয়েছে, তবে রজআতের অধিকারী করে নি। আর এক তালাক হওয়ার কারণ হল– স্ত্রীর জবাবের মধ্যে وَاحِدَة শব্দটি طَلْقَة উহ্য মাসদারের সিফাত এবং تَطْلِيْقَة শব্দের تا বর্ণটি وَحْدَت-এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং যখন সে এক তালাককে গ্রহণ করল, তখন একই তালাক পতিত হবে। এটা পূর্বে উল্লেখিত اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ اَوْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ এর বিপরীত। এতে واحدة শব্দটি

إِخْتِيَارَة এর সিফাত হয়েছে, تَطْلِيْقَة এর সিফাত নয়। তাই এখানে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ : لَايَدْخُلُ اللَّيْلُ فِيْهِ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আজ এবং পরশু তোমার ব্যাপার তোমার হাতে তা হলে এ أَمْر بِالْيَدِ এর মধ্যে রাত অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে لَيْل দ্বারা جِنْس لَيْل উদ্দেশ্য, যার মধ্যে আজকের রাত ও আগামীকালের রাত শামিল রয়েছে। সুতরাং রাতে স্ত্রীর খেয়ার থাকবে না বরং আজকের দিন ও পরশু খেয়ার থাকবে। অনুরূপ আজ এবং পরশু এর মধ্যে ব্যবধানকারী আগামী দিন ও এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন রাতে বা আগামীকাল দিনে স্ত্রী খেয়ার গ্রহণ করলে তালাক পতিত হবে না। কেননা যখন দু'সময়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে, তখন ওই দু'সময়ের সাথে পৃথক পৃথক হুকুম আরোপ করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং স্ত্রী যেন দু'টি তাফবীযের মালিক হয়েছে। একটি أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ ও অপরটি أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ غَدٍ এর দ্বারা। আর শুধু اَلْيَوْم ওয়ালা বাক্যের মধ্যে রাত অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্যে এখানেও অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর وَبَعْدَ غَدٍ দ্বিতীয় তাফবীযের হুকুমভুক্ত। এজন্যে প্রথমটি প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা দ্বিতীয়টি প্রত্যাখ্যাত হবে না। কিন্তু যদি বলে, أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا অর্থাৎ আজ ও আগামীকাল তোমার ব্যাপার তোমার হাতে, এতে দু'সময়ের মধ্যে ব্যবধান না থাকার দরুন يَوْم এর মধ্যে রাত অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রাত দিন মিলে সমষ্টিগত এক تَفْوِيْض হবে। সুতরাং এ অবস্থায় রাতে স্ত্রীর থাকবে এবং আজকের দিন খেয়ারকে রদ করলে আগামী দিনের খেয়ারও রদ হয়ে যাবে।

وَإنْ طَلَّقَتْ ثَلْثًا وَنَوَاهُ صَحَّ وَنِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ لَا إلَّا إذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ أمَةً لِأنَّهُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِيٌّ فِيْ حَقِّهَا لِأنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِيْ مَعْنَاهُ اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ مَصْدَرٌ وَهُوَ لَفْظُ فَرْدٍ يَحْتَمِلُ الْوَاحِدَ الْإعْتِبَارِيَّ وَهُوَ الثَّلْثُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ **وَيَقَعُ بِأبَنْتُ نَفْسِيْ رَجْعِيَّةٌ** لِأنَّهَا قَالَتْ فِيْ جَوَابِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهَا اِيْقَاعُ الْبَائِنِ بَلْ مُطْلَقُ الطَّلَاقِ فَفِيْ قَوْلِهِ اَبَنْتُ نَفْسِيْ بَطَلَتْ صِفَةُ الْإبَانَةِ وَ بَقِيَ مُطْلَقُ الطَّلَاقِ وَهُوَ رَجْعِيٌّ **وَ بِاخْتَرْتُ نَفْسِيْ لَا يَقَعُ** لِأنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْفَاظِ الطَّلَاقِ **وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ عَنْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَ فِيْ طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ وَطَلِّقْ اِمْرَأتِيْ خِلَافُهُمَا** اَيْ يَصِحُّ عَنْهُ الرُّجُوْعُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ لِأنَّ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لَيْسَ بِتَوْكِيْلٍ بَلْ هُوَ يَمِيْنٌ لِأنَّهُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيْقِهَا وَ الْيَمِيْنُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ فَلَا يَقْبَلُ الرُّجُوْعَ ثُمَّ هُوَ تَمْلِيْكٌ لِأنَّهَا تَعْمَلُ لِنَفْسِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَاَمَّا طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ وَطَلِّقْ اِمْرَأتِيْ فَتَوْكِيْلٌ فَيَقْبَلُ الرُّجُوْعَ وَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ .

সহজ তরজমা

যদি স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক দেয় আর স্বামীও তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর দু'তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যখন স্ত্রী দাসী নয়। কেননা তার ব্যাপারে দু'তালাক وَاحِد اِعْتِبَارِي তথা বিবেচনাগত একক বিধায় স্বামীর উক্তি طَلِّقِيْ এর অর্থ হচ্ছে, اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ তুমি তালাক কাজ সম্পাদন কর। আর طَلَاق শব্দটি মাসদার এবং মাসদার প্রকৃত একক শব্দ, তবে তা বিবেচনাগত এক বুঝানোরও সম্ভাবনা রাখে। আর وَاحِد اِعْتِبَارِي হল, (স্বাধীন স্ত্রীর ব্যাপারে) তিন তালাক। সুতরাং মাসদার শুধু সংখ্যা (দু'তালাক) এর প্রতি নির্দেশ করে না। **আর যদি স্ত্রী তার জবাবে বলে, আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম, তখন রাজয়ী তালাক পতিত হবে।** কেননা এটা স্ত্রী বলেছে স্বামীর উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ এর উত্তরে। সুতরাং স্ত্রীর জন্যে নিজের উপর বায়েন তালাক কার্যকর করার অধিকার নেই বরং সাধারণ তালাক কার্যকরণের অধিকার আছে। কাজেই স্ত্রীর উক্তি اَبَنْتُ نَفْسِيْ এর মধ্যে বায়েনের সিফাত বাতিল হয়ে যাবে এবং সাধারণ তালাক বাকি থাকবে। আর তা হল রাজয়ী তালাক। **কিন্তু যদি স্ত্রী তার জবাবে বলে, اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ আমি আমার নিজেকে গ্রহণ করলাম, তবে তালাক কার্যকর হবে না।** কেননা এটা তালাকের শব্দাবলী থেকে নয়। **স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ বলার পর তা থেকে স্বামীর ফিরে আসা সহীহ হবে না এবং এ অধিকার মজলিসের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও**

অথবা কাউকে বলে, طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে এ দুটি উপর্যুক্ত হুকুমের বিপরীত হবে। অর্থাৎ স্বামী তার উক্তি থেকে ফিরে আসতে পারবে এবং এ অধিকার মজলিসের সাথে নির্ধারিত হবে না। কেননা প্রথম সূরতে স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ نَفْسَكِ দ্বারা উকিল বানানো উদ্দেশ্য নয় বরং তা কসমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে স্ত্রীর তালাক প্রদানের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর কসম একটি আবশ্যিক যা ফিরে নেওয়াকে গ্রহণ করে না। এরপর এতে স্ত্রীকে তালাকের মালিক বানানো হয়েছে। কেননা সে অধিকার পেয়ে তার নিজের জন্যে কর্ম বাস্তবায়ন করে। কাজেই এ খেয়ার মজলিসের সাথে নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ ضَرَّتَكِ এবং طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ তা তালাকের উকিল বানানো মাত্র। কাজেই তা খেয়ার ফিরিয়ে নেওয়াকে গ্রহণ করবে এবং মজলিসের সাথে নির্ধারিতও থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَيَقَعُ بِاَبَنْتُ نَفْسِىْ الخ

স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর উত্তরে যদি স্ত্রী বলে, اَبَنْتُ نَفْسِىْ তা হলে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা اِبَانَة শব্দটিও তালাকের শব্দ। যেমন– স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে اَبَنْتُكِ বলে অথবা স্ত্রী বলল, اَبَنْتُ نَفْسِىْ আর স্বামী বলল, আমি তা বাস্তবায়িত করছি, তখন স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। তবে মতনের মাসআলায় তালাকে বায়েন হওয়ার বিশেষণ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা تَفْوِيْض তথা তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণের মধ্যে এ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। যেমন– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর উত্তরে যদি স্ত্রী বলে, طَلَّقْتُ نَفْسِىْ طَلْقَةً بَائِنَةً তখন তা দ্বারা এক তালাকে রাজয়ী পতিত হয় এবং تَفْوِيْض থেকে অতিরিক্ত সিফাত বাতিল হয়ে যায়। আর اِخْتِيَار শব্দ এর বিপরীত তা মূলত তালাকেরই শব্দ নয়। সুতরাং স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর উত্তর স্ত্রী যদি اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ বলে, তখন তালাক পতিত হবে না। তবে স্বামী যদি اِخْتَارِىْ বলে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করে আর স্ত্রী তার জবাবে اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ বলে, তখন তালাক পতিত হবে। এ ব্যাপারে ইমামদের ইজমা রয়েছে। কিন্তু طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর জবাবে اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ বলার দ্বারা কিছুই সংঘটিত হবে না।

قَوْلُهٗ : وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ عَنْ الخ

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ তখন স্বামীর এ উক্তি থেকে রুজু করা সহীহ হবে না এবং এ খেয়ার মজলিসের সাথেই নির্ধারিত থাকবে। ফতহুল কাদীর গ্রন্থে স্বামীর রুজু সহীহ না হওয়ার কারণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তালাকের ক্ষমতা অর্পণ মূলত تَعْلِيْق এর শামিল। কেননা طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর অনুরূপ উক্তির মধ্যে স্ত্রীর তালাক প্রদানের সাথে তালাক কার্যকরী হওয়ার تَعْلِيْق পাওয়া যায়। আর تَعْلِيْق بِالشَّرْطِ এমন অত্যাবশ্যকীয় বন্ধন, যা থেকে রুজু দুরস্ত নয়। যেমন– যদি স্বামী বলে, اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ তখন এ উক্তি থেকে ফিরে যাওয়া জায়েয নেই। সুতরাং طَلِّقِىْ نَفْسَكِ উক্তিটি শপথের পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়া تَفْوِيْض এর মধ্যে تَمْلِيْك পাওয়া যায়। স্বামী তা দ্বারা স্ত্রীকে তালাকের মালিক বানিয়ে থাকে। আর যে تَمْلِيْك পূর্ণ হওয়া অন্যের সম্মতির উপর নির্ভরশীল না হয়, তা আবশ্যিক হয়। তা থেকে

ফিরে যাওয়ার অধিকার থাকে না। আর تَفْوِيْض এর মধ্যে স্বত্বদানের অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে অন্যান্য تَمْلِيْكَات এর মতো মজলিসের সাথে নির্ধারিত হবে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ الخ

এখানে উক্ত দু'টি মাসআলার মধ্যকার পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা হচ্ছে– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ উক্তি থেকে স্বামীর رُجُوْع সহীহ হবে না। কেননা طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর দ্বারা উকিল বানানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা উকিল তাকে বলে, যে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে অন্যের কাজ করে। আর যে নিজের কাজ করে সে উকিল নয়। এখানে স্ত্রী তালাকের ক্ষমতা অর্পণ সূত্রে নিজের জন্যে কাজ সম্পাদন করছে। কাজেই এটা تَوْكِيْل নয় বরং تَعْلِيْق ও تَمْلِيْك এর প্রক্রিয়া। এজন্যে এ উক্তি থেকে স্বামীর রুজু জায়েয নেই এবং তা মজলিসের সাথে সংযুক্ত থাকবে। তাই মজলিস শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর তালাক দেওয়ার হক থাকবে না। কিন্তু স্বামী যদি তার কোনো স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِىْ ضَرَّتَكِ অথবা কোনো পুরুষকে বলে, طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ তবে এ উক্তি থেকে স্বামীর رُجُوْع সহীহ হবে এবং এটা মজলিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে না। কেননা এর দ্বারা তালাক পতিত করার জন্যে উকিল বানানো হয়েছে। আর ওকালত মজলিসের সাথে নির্ধারিত হয় না এবং তা থেকে رُجُوْع করাও সহীহ হয়। সুতরাং স্ত্রী তার সতীনকে মজলিস শেষ হওয়ার পরও তালাক দিতে পারবে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি মজলিস শেষ হওয়ার পরও মক্কেলের স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে।

وَفِىْ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ مَتٰى شِئْتِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهٖ اَىْ بِالْمَجْلِسِ وَ **فِىْ طَلِّقْهَا اِنْ شِئْتَ يَتَقَيَّدُ وَلَا يَرْجِعُ** اَىْ لَوْ قَالَ لِاَحَدٍ طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ اِنْ شِئْتَ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ لِاَنَّهٗ عَلَّقَهٗ بِمَشِيَّتِهٖ فَصَارَ تَمْلِيْكًا لَا تَوْكِيْلًا فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ كَمَا فِىْ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ **وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَلَايَقَعُ شَئٌ فِىْ عَكْسِهٖ** اَىْ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلٰثًا لَا يَقَعُ شَئٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهٗ فَوَّضَ اِلَيْهَا اِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ قَصْدًا لَا فِىْ ضِمْنِ الثَّلٰثِ وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ **وَلَوْ اَمَرَتْ بِالْبَائِنِ اَوِ الرَّجْعِىِّ فَعَكَسَتْ وَقَعَ مَا اَمَرَ بِهٖ وَلَايَقَعُ شَئٌ فِىْ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا اِنْ شِئْتِ لَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَعَكْسِهٖ** اَىْ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً اِنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ ثَلٰثًا لَا يَقَعُ شَئٌ فَفِى الْاَوَّلِ لَا يَقَعُ شَئٌ لِاَنَّ الْمُرَادَ اِنْ شِئْتِ الثَّلٰثَ وَلَمْ تُوْجَدْ مَشِيَّةُ الثَّلٰثِ وَفِى الثَّانِيَةِ لَايَقَعُ شَئٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّ الْمُرَادَ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً قَصْدِيَّةً اِنْ شِئْتِ وَلَمْ تَوْجَدْ مَشِيَّةُ الْوَاحِدَةِ قَصْدًا وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ ـ

সহজ তরজমা

যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি চাও নিজেকে তালাক দাও, তা হলে এটা মজলিসের সাথে সংযুক্ত হবে না। যদি বলে, তুমি চাইলে তাকে তালাক দাও, তা হলে এটা মজলিসের সাথে সংযুক্ত হবে এবং স্বামী তা থেকে ফিরে যেতে পারবে না অর্থাৎ স্বামী যদি কাউকে বলে, তুমি চাইলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তা হলে তা মজলিসের সাথে নির্ধারিত থাকবে। কেননা স্বামী তালাককে ওই ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তা تَمْلِيْك হল, শুধু تَوْكِيْل নয় (অর্থাৎ তাকে তালাকের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তালাকের শুধু উকিল বানানো হয় নি)। ফলে তা মজলিসের সাথে নির্ধারিত থাকবে এবং স্বামী তা থেকে ফিরে যেতে পারবে না। যেমন- طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর সূরতে হয়ে থাকে। **যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا তুমি তোমার নিজেকে তিন তালাক দাও, তখন সে এক তালাক প্রদান করল, তা হলে এক তালাক পতিত হবে। আর এর বিপরীত অবস্থায় কিছুই পতিত হবে না** অর্থাৎ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً এরপর সে নিজের উপর তিন তালাক দিল, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে কিছুই সংঘটিত হবে না। কেননা স্বামী উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার প্রতি এক তালাক পতিত করার অধিকার অর্পণ করেছে; তিনের অধীনে একের খেয়ার নয়। আর সাহেবাইনের মতে এক তালাক পতিত হবে। **যদি স্ত্রীকে বায়েন অথবা রাজয়ী তালাক দেওয়ার আদেশ করা হয় আর সে এর বিপরীত করে, তা হলে স্বামী যার আদেশ করেছিল, তা-ই পতিত হবে। যদি স্বামী বলে, তুমি চাইলে তোমাকে তিন তালাক দাও! এরপর স্ত্রী যদি নিজের উপর এক তালাক প্রদান করে, তা হলে এতে কিছুই সংঘটিত হবে না। তদ্রূপ এর বিপরীত সূরতেও কিছুই পতিত হবে না** অর্থাৎ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ইচ্ছে করলে তোমাকে এক তালাক দাও! এরপর

স্ত্রী তিন তালাক প্রদান করল, তা হলে কিছুই পতিত হবে না। প্রথম সূরতে কোনো তালাক পতিত হবে না এজন্যে, এই تَفْوِيْض এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– যদি তুমি তিন তালাক দেওয়ার ইচ্ছা কর আর (এক তালাক দেওয়া দ্বারা) তিন তালাকের ইচ্ছা পাওয়া যায় নি। আর দ্বিতীয় সূরতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে কোনো তালাক পতিত হবে না এ জন্যে যে, تَفْوِيْض এর উদ্দেশ্য ছিল– তুমি চাইলে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে এক তালাক দাও! আর (তিন তালাক দেওয়া দ্বারা) ইচ্ছাকৃতভাবে এক তালাকের ইচ্ছা পাওয়া যায় নি। তবে সাহেবাইনের মতে এক তালাক কার্যকর হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مَتٰى شِئْتِ তা হলে তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না। কেননা তাফবীযের শব্দাবলী যদিও মালিককরণের অর্থে সন্নেবেশিত হওয়ার কারণে অধিকার মজলিসের সাথে مُقَيَّد হয়, যেমনি আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি, কিন্তু যদি تَفْوِيْض এর সাথে সুস্পষ্টত এমন শব্দ মিলিত হয়, যা সাধারণ সময়ের প্রতি নির্দেশ করে। যেমন– أَيَّ وَقْتَ ـ حَيْثُمَا ـ كُلَّمَا ـ إِذَا ـ مَتٰى ـ إِذَامَا ـ مَتٰى مَا ইত্যাদি তা হলে ইখতিয়ারও মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অনুরূপভাবে ওকালতও যদিও মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু যদি তার সাথে এমন শব্দ মিলিত হয়, যা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকার প্রতি নির্দেশ করে, যেমন– ইচ্ছার শর্তের সাথে উকিল বানানো, তা হলে এটাও মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ হবে যাব। সুতরাং স্বামী যদি কোনো পুরুষকে লক্ষ্য করে বলে– طَلِّقْ إِمْرَأَتِيْ إِنْ شِئْتَ তা হলে উকিলের তালাক প্রদান ক্ষমতা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ হবে এবং স্বামী তা رُجُوْع করতে পারবে না। কেননা তা যদিও শব্দগতভাবে تَوْكِيْل বা উকিল বানানো, কিন্তু স্বামী তালাককে উকিলের ইচ্ছার শর্তের সাথে যুক্ত করার কারণে তা تَمْلِيْك বা মালিককরণের অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। আর তামলীক মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা থেকে রুজু সহীহ হয় না।

قَوْلُهُ : فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে আর স্ত্রী নিজের উপর এক তালাক প্রদান করে, তা হলে এক তালাকই কার্যকর হবে। এই একই হুকুম হবে যখন স্ত্রী নিজেকে দু'তালাক দিবে অর্থাৎ তবে দু'তালাক পতিত হবে। অনুরূপ যদি স্বামী দু'তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে এবং স্ত্রী নিজেকে এক তালাক দেয়, তা হলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা تَفْوِيْض এর সময় যদি স্বামী কোনো সংখ্যা উল্লেখ করে এবং স্ত্রী তা থেকে কম তালাক দেয়, তা হলে তালাক পতিত হবে। কারণ, বেশি কম সংখ্যাকে শামিল করে। কিন্তু এর বিপরীত সূরত অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে এক তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করলে এবং স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক বা দু'তালাক দিলে স্ত্রীর উপর কোনো তালাকই কার্যকর হবে না। এটা তাফবীযের ব্যতিক্রম, যা স্ত্রীর অধিকার বহির্ভূত।

قَوْلُهُ : وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الخ : অর্থাৎ স্বামী যা আদেশ করেছিল তা পতিত হবে। উদাহরণস্বরূপ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি নিজেকে এক তালাকে রাজয়ী দাও, এরপর স্ত্রী তার বিপরীত নিজেকে এক তালাকে বায়েন প্রদান করল, তা হলে তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা স্ত্রী মূলের সাথে অতিরিক্ত বায়েন তালাকের কথা বলল এবং স্ত্রী তার বিপরীত নিজেকে রাজয়ী তালাক দিল তা হলে বায়েন তালাকই পতিত হবে এবং স্ত্রীর রাজয়ী শব্দ নিরর্থক হবে।

قَوْلُهُ : وَلَمْ تُوجَدْ مَشِيَّةٌ الخ : ইনায়া গ্রন্থে আছে, শর্তের জন্যে جَزَاء থাকা আবশ্যক। হয়তো جَزَاء টি শর্ত থেকে অগ্রগামী হবে অথবা বাক্যের শেষে অনুরূপ জাযা উহ্য ধরা হবে। উভয় অবস্থাতেই আলোচ্য মাসআলায় তিন তালাকের ইচ্ছার সাথে তালাক সম্পৃক্ত হবে। তো যখন স্ত্রী এক তালাকের ইচ্ছা করল, তখন তিন তালাকের ইচ্ছার শর্ত পাওয়া যায় নি। অথচ স্বামী তিন তালাকের ইচ্ছার শর্তে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সুতরাং যখন শর্ত ফওত হয়ে গেল, তখন মাশরুতও ফওত হয়ে যাবে।

وَلَا فِى انْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ اِنْ شِئْتَ فَقَالَ شِئْتُ لِاَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيَّتِهَا الْمَوْجُوْدَةِ فِى الْحَالِ وَلَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ لِاَنَّهَا عَلَّقَتْ وُجُوْدَ مَشِيَّتِهَا بِوُجُوْدِ مَشِيَّتِهِ وَلَا عِلْمَ لَهَا بِوُجُوْدِ مَشِيَّتِهِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ قَوْلَهُ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْشَاءٌ فَهُوَ اِيْقَاعٌ فِى الْحَالِ لٰكِنْ بِشَرْطِ مَشِيَّتِهَا فَمَشِيَّتُهَا لَا بُدَّ مِنْ وُجُوْدِهَا فِي الْحَالِ وَلَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ **وَاِنْ نَوَى الطَّلَاقَ** اَىْ اِنْ نَوَى الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ شِئْتُ قَالَ فِى الْهِدَايَةِ لِاَنَّهُ لَيْسَ فِىْ كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيْرَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلَاقَهَا وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِيْ غَيْرِ الْمَذْكُوْرِ حَتّٰى لَوْ قَالَ شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ اِذَا نَوٰى لِاَنَّهُ اِيْقَاعٌ مُبْتَدَاٌ لِاَنَّ الْمَشِيَّةَ تُنْبِئُ عَنِ الْوُجُوْدِ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি চাইলে তুমি তালাকপ্রাপ্তা এরপর স্ত্রী বলল, যদি তুমি চাও তবে আমিও চাইলাম, তখন স্বামী বলল, আমি চাইলাম, তা হলে তালাক পতিত হবে না। কেননা সে তালাককে স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। আর তা পাওয়া যায় নি। কেননা স্ত্রী তার ইচ্ছার অস্তিত্বকে স্বামীর ইচ্ছার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর স্বামীর ইচ্ছার বিদ্যমানতা সম্পর্কে স্ত্রীর জ্ঞান নেই। এটা এজন্যে, স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ তা ইনশা যা তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হওয়ার দাবি করে, কিন্তু স্ত্রীর শর্ত অনুসারে। সুতরাং স্ত্রীর ইচ্ছা তাৎক্ষণিক বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক। আর তা পাওয়া যায় নি। **যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে,** অর্থাৎ যদি স্বামী তার উক্তি شِئْتُ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে। হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে– তা এজন্যে, স্ত্রীর বাক্যের মধ্যে তালাক প্রসঙ্গ উল্লেখ নেই যাতে স্বামী তার তালাকের ইচ্ছাকারী হতে পারে। আর অনুল্লেখিত বিষয়ে তালাক পতিত হবে যখন সে নিয়ত করবে। কেননা এটা স্বতন্ত্র তালাক কার্যকরী করা। কারণ, কোনো বস্তুর ইচ্ছা তার অস্তিত্বের সংবাদ দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا فِىْ اَنْتِ طَالِقٌ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীর তালাককে স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে বলে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ এরপর স্ত্রীও তদুত্তরে তার ইচ্ছাকে স্বামীর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে বলে شِئْتُ اِنْ شِئْتَ তখন স্বামী বলে شِئْتُ তবে এ সূরতে তালাক পতিত হবে না । কেননা স্বামী তালাককে স্ত্রীর বর্তমান ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর স্ত্রী তার ইচ্ছাকে পুনরায় স্বামীর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে স্ত্রীর বর্তমান ইচ্ছা পাওয়া যায় নি, ফলে শর্ত অনুপস্থিত থাকায় তালাক পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : قَالَ فِىْ هِدَايَة الخ

স্বামীর উক্তি شِئْتُ দ্বারা তালাকের নিয়ত করা সত্ত্বেও তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হেদায়া গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবে এই বর্ণনা করেছেন, شِئْتُ তালাকের সারীহ শব্দ নয়, আর স্ত্রীর বাক্যের মধ্যে তালাকের শব্দ উল্লেখ নেই এবং উহ্যও নেই। কেননা شِئْتُ শব্দটি স্ত্রীর উক্তি شِئْتُ اِنْ شِئْتَ এর প্রতিত্তরে এসেছে। আর স্ত্রীর এ বক্তব্যে তালাকের কোনো আলোচনা নেই। আর অনুল্লেখ্য বিষয়ে নিয়ত কোনো কাজে আসে না। তাই স্বামীর উক্তি شِئْتُ দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর কথার উত্তরে شِئْتُ طَلَاقَكِ বলে এবং তা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে তা হলে তালাক পতিত হবে। কেননা এতে স্বতন্ত্রভাবে তালাক কার্যকর করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, যখন স্বামী বলল, شِئْتُ طَلَاقَكِ আমি তোমার তালাক ইচ্ছা করেছি, এখানে সে তালাকের সরীহ শব্দ ব্যবহার করেছে, এজন্যে নিয়তের প্রয়োজন না হওয়া উচিত।

এর উত্তর হল– شِئْتُ طَلَاقَكِ দ্বারা কখনো কখনো তালাক প্রদানের অধিকার অর্পণ ইচ্ছা করা হয় অথবা কখনো তালাক বাস্তবে কার্যকরী করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং তালাক পতিত করার দিকটি নির্দিষ্ট করার জন্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে।

اَقُوْلُ اِذَا قَالَ الزَّوْجُ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ فَمَعْنَاهُ اِنْ شِئْتِ طَلَاقَكِ فَقَالَتْ شِئْتُ اِنْ شِئْتَ اَىْ شِئْتُ طَلَاقِىْ اِنْ شِئْتَ طَلَاقِىْ فَقَالَ الزَّوْجُ شِئْتُ اَىْ شِئْتُ طَلَاقَكِ فَلَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ مِقْدَرًا تَعْمَلُ النِّيَّةُ فِيْهِ فَيُمْكِنُ اَنْ يُّجَابَ عَنْهُ بِاَنَّ الْمُقَدَّرَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ هُوَ مَفْعُوْلُ الْمَشِيَّةِ وَاِذَا قَالَ الزَّوْجُ شِئْتُ قُدِّرَ لَهُ مَفْعُوْلٌ وَ هُوَ الطَّلَاقُ فَهٰذَا هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ جُعِلَ مَفْعُوْلًا لِلْمَشِيَّةِ لَا الطَّلَاقُ الَّذِىْ جُعِلَ جَزَاءً لِلْمَشِيَّةِ وَ تَقْدِيْرُ ذٰلِكَ الطَّلَاقِ لَايُوْجِبُ الْوُقُوْعَ لِاَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيَّتِهَا الطَّلَاقَ مَشِيَّةً مَوْجُوْدَةً وَ لَمْ تُوْجَدْ تِلْكَ الْمَشِيَّةُ بَلْ عَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ وُجُوْدَهَا بِوُجُوْدِهَا بِوُجُوْدِ مَشِيَّتِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ لَهَا اَمَّا اِذَا قَالَ شِئْتُ الطَّلَاقَ وَنَوٰى يَقَعُ لِاَنَّ هٰذَا اِنْشَاءٌ مُبْتَدَأٌ وَاِنَّمَا احْتَاجَ اِلَى النِّيَّةِ لِاَنَّهُ يُمْكِنُ اَنْ يُّرَادَ بِالطَّلَاقِ مَا هُوَ مَفْعُوْلُ الْمَشِيَّةِ فَاِنْ نَوٰى هٰذَا لَا يَقَعُ وَاِنْ نَوٰى طَلَاقًا اِبْتِدَائِيًّا يَقَعُ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ ـ

সহজ তরজমা

আমি বলব, যখন স্বামী বলল, যদি তুমি চাও তা হলে তুমি তালাকপ্রাপ্তা এর অর্থ এই, যদি তুমি তোমার তালাক চাও; তখন স্ত্রী বলল, তুমি চাইলে আমি চাই । অর্থাৎ আমি আমার তালাক চাই যদি তুমি আমার তালাক চাও। এরপর স্বামী বলল, আমি চাইলাম অর্থাৎ আমি তোমার তালাক চাইলাম। সুতরাং যখন তালাক শব্দটি বাক্যে উহ্য রয়েছে, তখন নিয়ত তাতে কার্যকরী হবে। এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া সম্ভব, উহ্য তালাক শব্দটি مَشِيَّة ফে'লের মাফউল তথা কর্মবাচক বিশেষ্য হয়েছে। যখন স্বামী বলল, شِئْتُ আমি চাইলাম, তখন তার জন্যে একটি مَفْعُوْل উহ্য ধরে নেওয়া হল। আর তা হল, তালাক। এটা সেই তালাক যাকে مَشِيَّة ফেলের مَفْعُوْل হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই তালাক নয় যাকে مَشِيَّة এর জাযা গণ্য করা হয়েছে। আর ঐ তালাক শব্দটি উহ্য হওয়া তালাক পতিত হওয়াকে আবশ্যক করে না। কেননা স্বামী তালাককে স্ত্রীর তালাকের এমন ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ বিদ্যমান ইচ্ছা পাওয়া যায় নি, বরং স্ত্রী তার ইচ্ছার অস্তিত্বকে স্বামীর ইচ্ছার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আর তা স্ত্রীর জানা নেই। পক্ষান্তরে যদি স্বামী স্ত্রীর উত্তরে شِئْتُ الطَّلَاقَ বলে এবং তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তালাক পতিত হবে। কেননা এটা স্বতন্ত্র ভাবে তালাক সৃষ্টিকরণ। আর এ অবস্থায় নিয়তের প্রয়োজন পড়বে এজন্যে, এখানে তালাক দ্বারা مَشِيَّة ফেলের مَفْعُوْل উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং যদি এ অর্থের নিয়ত করে, তা হলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্বতন্ত্র তালাকের নিয়ত করে, তা হলে তালাক পতিত হবে। কাজেই নিয়তের বাধ্যবাদকতা আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَقُوْلُ اِذَا قَالَ الخ

এখানে শারেহ রহ.-এর হেদায়া গ্রন্থকারের বিশ্লেষণের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে– হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, স্ত্রীর উক্তি شِئْتُ اِنْ شِئْتَ এর উত্তরে শুধু شِئْتُ বললে তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না। এর কারণ হল, এখানে স্ত্রীর উক্তির মধ্যে তালাক শব্দের উল্লেখ নেই। এবার প্রশ্নের সারকথা হল– যদিও এতে لَفْظًا তালাক শব্দের উল্লেখ নেই, কিন্তু حُكْمًا অর্থগত দিক থেকে তালাক শব্দটি উহ্য রয়েছে। কেননা شِئْتُ اِنْ شِئْتَ এর উদ্দেশ্য হল شِئْتُ طَلَاقِيْ اِنْ شِئْتَ طَلَاقِيْ, অনুরূপ شِئْتُ এর উদ্দেশ্য হল شِئْتُ طَلَاقَكِ সুতরাং যখন তালাক শব্দটি শাব্দিকভাবে উল্লেখ না থাকলেও উহ্য ধরে নেয় হয়েছে, তখন তালাকের নিয়ত কার্যকর হওয়া উচিৎ?

قَوْلُهُ : فَيُمْكِنُ اَنْ يُّجَابَ الخ

শারেহ রহ. এ বাক্য দ্বারা হেদায়া গ্রন্থকারের উপর আরোপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরের সারমর্ম এই, আমরা স্বীকার করছি, شِئْتُ এর মধ্যে তালাক শব্দ উহ্য রয়েছে। কিন্তু এটা সেই তালাক নয় যা, مَشِيَّت এর جَزَاء পতিত হয়েছে। তালাকটি مَشِيَّت এর জাযা, তা স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ এর مَشِيَّت মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। কেননা মূলত বাক্যটি এমন ছিল, اِنْ شِئْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ এখানে তালাক مَشِيَّت এর জাযা হয়েছে। এজন্যে স্ত্রী যদি তার উত্তরে বলে شِئْتُ طَلَاقِيْ তো এটাও مَشِيَّت এর জাযা হবে এবং তাৎক্ষণিক مَشِيَّت পাওয়া যাওয়ার কারণে তালাক পতিত হবে। কিন্তু স্ত্রীর উক্তি شِئْتُ اِنْ شِئْتَ এবং স্বামীর উক্তি شِئْتُ এর মধ্যে তালাকটি উহ্য রয়েছে তা مَشِيَّت এর মাফউল, জাযা নয়। এজন্যে এতে তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا احْتَاجَ اِلَى النِّيَّةِ الخ

এখানে একটি সন্দেহ হয়, যখন شِئْتُ الطَّلَاقَ বাক্যটি নতুনভাবে তালাক কার্যকরণের জন্যে ব্যবহৃত হয়, তলাকের নিয়ত জরুরি না হওয়া উচিত। কেননা এটা তালাকের সরীহ শব্দ এবং সরীহ তালাকের মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন পড়ে না। অথচ ফকীহগণ আলোচ্য মাসআলায় নিয়তকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে।

এর উত্তর হল– এখানে তালাক দ্বারা ঐ তালাকের সম্ভাবনা রয়েছে যা مَشِيَّت ফেলের মাফউল কর্ম এবং নতুনভাবে তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই উভয়বিদ সম্ভাবনা থেকে নতুনভাবে তালাক দেওয়ার দিকটি নির্দিষ্ট করার জন্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে।

وَكَذَا كُلُّ تَعْلِيْقٍ بِمَعْدُوْمٍ وَيَقَعُ لَوْ عَلَّقَتْ بِمَوْجُوْدٍ كَمَا لَوْ قَالَتْ شِئْتُ اِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ فَوْقَ الْاَرْضِ **وَفِيْ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ اَوْ اِذَا مَا شِئْتِ اَوْ مَتٰى شِئْتِ اَوْ مَتٰى مَا شِئْتِ لَايَرْتَدُّ الْاَمْرُ بِرَدِّهَا** لِاَنَّهُ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فِى الْوَقْتِ الَّذِىْ شَاءَتْ فَلَمْ يُمْكِنْ تَمْلِيْكًا قَبْلَ الْمَشِيَّةِ حَتّٰى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ **وَتُطَلِّقُ مَتٰى شَاءَتْ وَاحِدَةً لَا غَيْرَ وَفِىْ كُلَّمَا شِئْتِ لَهَا اِيْقَاعُ وَاحِدَةٍ ثُمَّ وَثُمَّ** لِاَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا تَعُمُّ الْاَفْعَالَ كَمَا تَعُمُّ الْاَزْمَانَ **لَا الثَّلٰثُ جَمِيْعًا وَلَا التَّطْلِيْقُ بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ** فَقَوْلُهُ وَلَا التَّطْلِيْقُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْاِيْقَاعِ الْمُضَافِ بِالثَّلٰثِ تَقْدِيْرُهُ لَيْسَ لَهَا اِيْقَاعُ الثَّلٰثِ جَمِيْعًا وَلَا التَّطْلِيْقُ ـ

সহজ তরজমা

তদ্রুপ অস্তিত্বহীন বস্তুর সাথে তালাকের সম্পৃক্ত করলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্ত্রী তালাককে বিদ্যমান জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে, তবে তালাক পতিত হবে। যেমন- স্ত্রী যদি স্বামীর জবাবে বলে, যদি আকাশ জমিনের উপর হয়, তবে আমি চাইলাম। **যদি স্বামী বলে,- اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا مَتٰى شِئْتِ তুমি তালাক যখন তুমি ইচ্ছা কর অথবা বলে, اَنْتِ طَالِقٌ اِذَامَا شِئْتِ অথবা شِئْتِ অথবা مَتٰى مَا شِئْتِ বলে, তা হলে স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করলেও খেয়ার রদ হবে না।** কেননা স্বামী তাকে এমন সময়ের মধ্যে তালাকের মালিক বানিয়েছে যখন সে তালাকের ইচ্ছা করে। সুতরাং ইচ্ছা করার পূর্বে মালিককরণ সম্ভব নয় এমনকি তার প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা নয়। **আর যদি স্বামী বলে, اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ তুমি যখন ইচ্ছা কর তখনই তালাক, তা হলে স্ত্রীর জন্যে এক তালাক কার্যকর করার অধিকার হবে, তারপর এক তালাক, এরপর এক তালাক।** কেননা كُلَّمَا পদটি ক্রিয়ার ব্যাপকতার উপর দালালাত করে যেমন-সময়ের ব্যাপকতাকে বুঝায়। **তবে একত্রে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার হবে না এবং অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে তালাক প্রাপ্তা হয়ে আবার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এলে তার জন্যে নিজের উপর তালাক প্রদানের অধিকার থাকবে না।** গ্রন্থকারের উক্তি وَلَا التَّطْلِيْقُ। শব্দটি পেশ যুক্ত যা ঐ اِيْقَاعٌ এর উপর আতফ হয়েছে, যা ثَلٰثٌ এর প্রতি সম্বোধিত হয়েছে। সুতরাং বাক্যের উহ্যরূপ হল-لَيْسَ لَهَا اِيْقَاعُ الثَّلٰثِ جَمِيْعًا وَالتَّطْلِيْقِ অর্থাৎ স্ত্রীর জন্যে একত্রে তিন তালাক পতিত করার এবং অন্য স্বামীর পরে পুনঃপ্রথম স্বামীর বিবাহে এলে নিজের উপর তালাক দেওয়ার অধিকার নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : كَذَا كُلُّ تَعْلِيْقٍ الخ

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ এবং তার উত্তরে স্ত্রী নিজের ইচ্ছাকে কোনো অস্তিত্বহীন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তা হলে তালাক পতিত হবে না। কেননা স্বামী তালাককে স্ত্রীর

বিদ্যমান ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, আর তা পাওয়া যায় নি। কিন্তু স্ত্রী যদি তার ইচ্ছাকে বর্তমান বা অতীতের কোনো অস্তিত্বশীল জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে যেমন সে বলল, شِئْتُ اِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ فَوْقَنَا আকাশ যদি আমাদের উপরে হয়, তবে আমি ইচ্ছা করলাম, তা হলে তালাক পতিত হবে। কেননা অস্তিত্বশীল বস্তুর সাথে শর্তযুক্ত করার অর্থ এই, বর্তমানে বিদ্যমান ইচ্ছা পাওয়া গেছে। বিধায় শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হবে।

قَوْلُهُ : تُطَلِّقُ مَتٰى شَاءَتْ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যখন চাও তখন তুমি তালাক, তা হলে স্ত্রী যখনই ইচ্ছা করবে, তখনই তালাক পতিত হবে। এ অধিকার মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এজন্যে স্ত্রী যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তা রদ হবে না, বরং প্রত্যাখ্যান করার পরও তার খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে। কেননা স্বামী তাকে সে সময়ের মধ্যে তালাকের মালিক বানিয়েছে, যখন সে ইচ্ছা করবে। কেননা مَتٰى ও مَتٰى مَا শব্দ দু'টি সময়ের ব্যাপকতা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়; আর সাহেবাইনের মতে اِذَا ও اِذَا مَا শব্দ দু'টিও مَتٰى এর মতো সময়ের উমূম জ্ঞাপন করে। কাজেই যে কোনো সময় স্ত্রীর খেয়ার গ্রহণের অধিকার থাকবে এবং তার مَشِيَّتْ এর পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু এ সকল অবস্থা স্ত্রী তালাকের ইচ্ছা করলে শুধু এক তালাক পতিত হবে, এক থেকে অধিক তালাক পতিত হবে না। কেননা এ সকল শব্দ সময়ের ব্যাপকতার জন্যে গঠিত হয়েছে, ক্রিয়ার ব্যাপকতার প্রতি নির্দেশ করে না। এজন্যে স্ত্রী যে কোনো সময় চাইলে নিজেকে তালাক দেওয়ার মালিক কিন্তু এক তালাকের পর অপর তালাক দেওয়ার মালিক হবে না। তবে হাঁ স্বামী যদি বলে كُلَّمَا شِئْتِ তা হলে স্ত্রী একাধিক তালাক কার্যকর করার মালিক হবে না। কেননা كُلَّمَا শব্দটি সময়ের ব্যাপকতার সাথে সাথে ক্রিয়ার উমূমের প্রতি দালালত করে। এজন্যে স্ত্রী নিজের উপর একের পর এক তিন তালাক পতিত করার অধিকারিণী হবে।

قَوْلُهُ : لَا الثَّلٰثَ جَمِيْعًا وَلَا التَّطْلِيْقَ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ তা হলে স্ত্রী এ ক্ষমতা অর্পণ সূত্রে একত্রে তিন তালাক দিতে পারবে না। কেননা كُلَّمَا শব্দটি একত্রে একাধিক বস্তু শামিল হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না, বরং পৃথক পৃথকভাবে অনেক সংখ্যার অন্তর্ভুক্তির উপর দালালত করে। এজন্যে একসঙ্গে তিন তালাক দিতে পারবে না, বরং বিভিন্ন সময় পৃথক পৃথক তিন তালাক দিতে পারবে। অনুরূপভাবে স্বামীর উক্ত উক্তির পর স্ত্রী যদি নিজেকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সে স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে অথবা তার মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করে পুনরায় প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করে, তা হলে পূর্বতন ক্ষমতা অর্পণ সূত্রে সে নিজেকে তালাক দিতে পারবে না। কেননা তা'লীক বিদ্যমান মালিকানার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর দ্বিতীয় স্বামীর পর প্রথম স্বামীর যে মালিকানা অর্জন হয়েছে তা একটি নতুন মালিকানা। প্রথম মালিকানার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

وَفِىْ حَيْثُ شِئْتِ وَاَيْنَ شِئْتِ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَفِىْ كَيْفَ شِئْتِ تَقَعُ رَجْعِيَّةٌ وَاِنْ لَمْ تَشَأْ

فَاِنْ شَاءَتْ كَالزَّوْجِ بَائِنَةً اَوْ ثَلٰثًا وَقَعَ وَاِنْ نَوَتْ ثَلٰثًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَةً بَائِنَةً اَوْ بِالْقَلْبِ

فَرَجْعِيَّةٌ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَمَا شَاءَتْ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَحَاصِلُهُ اَنَّ الْكَيْفِيَّةَ مُفَوَّضَةٌ اِلَيْهَا لَا اَصْلَ الطَّلَاقِ فَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ اِنْ لَمْ تَشَأِ الْمَرْأَةُ اَمَّا اِنْ شَاءَتْ فَاِنْ وَافَقَ مَشِيَّتُهُ مَشِيَّتَهَا فِى الْبَائِنِ اَوِ الثَّلٰثِ وَقَعَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَاِنْ خَالَفَهَا تَقَعُ رَجْعِيَّةٌ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ مَشِيَّتِهَا لِاَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ اِلَيْهَا وَ لَابُدَّ اَيْضًا مِنْ اِعْتِبَارِ مَشِيَّتِهِ لِاَنَّ مَشِيَّتَهَا مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الزَّوْجِ فَاِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا فَبَقِىَ الْاَصْلُ اَىِ الْوَاحِدَةُ الرَّجْعِيَّةُ وَاِنْ لَمْ تُوْجَدْ مَشِيَّةُ الزَّوْجِ تُعْتَبَرُ مَشِيَّةُ الْمَرْأَةِ فِى الْكَيْفِيَّةِ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَكَمَا اَنَّ الْكَيْفِيَّةَ مُفَوَّضَةٌ اِلَيْهَا فَاَصْلُ الطَّلَاقِ مُفَوَّضٌ اِلَيْهَا اَيْضًا ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী বলে, اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ তুমি তালাক যে জায়গায় ইচ্ছা কর, অথবা বলে اَيْنَ شِئْتِ তুমি তালাক যথায় ইচ্ছা কর, তা হলে তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি বলে, كَيْفَ شِئْتِ অর্থাৎ তুমি তালাক যেভাবে চাও, তা হলে তালাকে রাজয়ী পতিত হবে, যদিও স্ত্রী ইচ্ছা না করে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর অনুরূপ বায়েন তালাক অথবা তিন তালাক ইচ্ছা করে, তা হলে তা পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী তিন তালাকের নিয়ত করে এবং স্বামী এক তালাকে বায়েনের নিয়ত করে অথবা এর উল্টো নিয়ত করে, তা হলে তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। আর যদি স্বামী কিছুরই নিয়ত না করে, তখন স্ত্রী যা চাবে সে অনুসারে তালাক হবে। এ-ই হল ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। এর সারাংশ হল স্ত্রীর প্রতি তালাকের অবস্থা-ধরণ অর্পণ করা হয়েছে, মূল তালাক অর্পণ করা হয় নি। তাই তালাকে রাজয়ী পতিত হবে যদি স্ত্রী তালাকের ইচ্ছা নাও করে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী তালাকের ইচ্ছা করে, তা হলে তালাকে বায়েন অথবা তিন তালাকের ব্যাপারে যদি স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর ইচ্ছার মোতাবেক হয়, তখন তারা উভয়ে যার উপর একমত হয়েছে সে তালাকই পতিত হবে। আর যদি স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর ইচ্ছা থেকে ভিন্ন হয়, তবে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা এতে স্ত্রীর ইচ্ছার বিবেচনা অপরিহার্য। কারণ, স্বামী তালাকের ধরণ স্ত্রীর প্রতি সোর্পদ করেছে। আর স্বামীর ইচ্ছার বিবেচনাও আবশ্যক। কারণ, স্ত্রীর ইচ্ছা স্বামী থেকেই অর্জিত হয়েছে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছা যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে গেল, তখন উভয়টি রহিত হয়ে যাবে। এখন শুধু মূল তালাক অর্থাৎ এক তালাকে রাজয়ী অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি স্বামীর ইচ্ছা পাওয়া না যায়, তা হলে তালাকের ধরণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইচ্ছাই বিবেচিত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের নিকটে যেরূপ তালাকের ধরণ স্ত্রীর প্রতি অর্পিত হয়েছে, তেমনি মূল

তালাকও স্ত্রীর প্রতি সোর্পদ হয়েছে। (এজন্যে স্ত্রী যদি তালাকের ইচ্ছা না করে, তবে তালাকে রাজয়ী ও পতিত হবে না)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَفِىْ حَيْثُ شِئْتِ الخ

স্বামী যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ اَيْنَ شِئْتِ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ তা হলে এ ইখতিয়ার মজলিসের সাথে মুকায়্যাদ হবে। এর কারণ, اَيْنَ ও حَيْثُ শব্দ দু'টি ظرف مكان তথা স্থান বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়, আর তালাক এর স্থানের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এজন্যে اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ مَكَّةَ অথবা بِمَكَّةَ বলার দ্বারা তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হয়। আর যেহেতু اَيْنَ ও حَيْثُ এর ব্যবহার কখনো কখনো রূপকার্থে শর্তের জন্যে হয়ে থাকে এবং اِنْ এর স্থলবর্তী হয়। তাই এখানে اِنْ شَرْطِيَّة এর স্থলে মেনে এসব শব্দের দ্বারা ক্ষমতা অর্পণকে মজলিসের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কেননা اَيْنَ ও حَيْثُ কে যদি শর্তের অর্থে মানা না হয়, তা হলে এ সকল শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। কাজেই বাক্যকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষার জন্যে রূপক হিসেবে শর্তের অর্থের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ كَيْفَ شِئْتِ تَقَعُ الخ

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ এরপর স্ত্রী যদি কোনো ধরণের তালাকই ইচ্ছা না করে, তখন এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা এখানে স্ত্রীকে মূল তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখন এ ব্যাপারে স্ত্রীর কোনো ইচ্ছা পাওয়া যায় নি, তখন ন্যূনতম অবস্থায় মূল তালাক পতিত হবে। আর তা হল এক তালাক। কিন্তু স্ত্রী যদি কোনো ধরণের তালাক ইচ্ছা করে এবং তা স্বামীর নিয়তের অনুযায়ী হয়, তখন তাই পতিত হবে। আর উভয়ের ইচ্ছা ভিন্নতর হয়, তা হলে বৈপরিত্যের কারণে উভয়ের ইচ্ছা রহিত হয়ে যাবে এবং মূল তালাক বাকি থাকবে।

وَفِيْ كَمْ شِئْتِ اَوْ مَا شِئْتِ طَلَّقَتْ مَا شَاءَتْ فِيْ مَجْلِسِهَا لَا بَعْدَهُ وَاِنْ رَدَّتْ اِرْتَدَّ وَفِيْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلٰثٍ مَا شِئْتِ لَهَا اَنْ تُطَلِّقَ مَا دُوْنَهَا لَا ثَلٰثًا هٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ وَعِنْدَهُمَا لَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلٰثًا فَتَكُوْنُ مِنْ لِلْبَيَانِ قُلْنَا اَلْكُلُّ مُحْتَمَلٌ وَ الْبَعْضُ مُتَيَقَّنٌ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, **اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ** তুমি তালাকপ্রাপ্তা যে পরিমাণ চাও অথবা বলে **مَاشِئْتِ** **যত ইচ্ছা কর, তা হলে স্ত্রী যত ইচ্ছা সে মজলিসে তালাক দিতে পারবে। তবে ঐ বৈঠকের পর তালাকের অধিকার থাকবে না। আর যদি স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তবে ইখতিয়ার প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী বলে, তুমি নিজেকে তিন তালাক থেকে যত ইচ্ছা কর তালাক দাও, তা হলে স্ত্রীর অধিকার আছে, তিন থেকে কম তালাক প্রদান করার। তবে তিন তালাক প্রদানের অধিকার হবে না।** এ–ই হল ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। কেননা مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْض আংশিক বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সাহেবাইনের মতে, স্ত্রীর নিজের উপর তিন তালাক প্রদানের অধিকার রয়েছে। তখন مِنْ অব্যয় بَيَان এর জন্যে হবে। আমরা বলব, সমস্ত তালাক উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভাব্যময়, আর কতক তালাক উদ্দেশ্য হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং এর উপরই বাক্যকে প্রয়োগ করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : طَلَّقَتْ مَاشَاءَتْ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, তুমি তালাক যত ইচ্ছা কর বা যা ইচ্ছা কর, তাহলে স্ত্রী সে মজলিসে এক বা দু বা তিন তালাক যা ইচ্ছা করে তা পতিত হবে। আর যদি কিছুই ইচ্ছা না করে, তবে সর্বসম্মতমতে কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা كَمْ শব্দটি অস্পষ্ট সংখ্যা বুঝায়, আর مَاشِئْتِ পদটিও সংখ্যার উমূমের জন্যে আসে। সুতরাং স্বামী যেন এরূপ বলেছে, যে সংখ্যা তুমি চাও নিজেকে তালাক দাও। আর ফকীহগণের পরিভাষায় "এক"ও সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই শুধু সংখ্যার মধ্যেই তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ পাওয়া গেছে। এজন্যে স্ত্রীর ইখতিয়ার ব্যতীত এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা এতে সংখ্যার এখতিয়ার অর্পণ করা হয় নি, বরং তালাকের অবস্থার অধিকার অর্পিত হয়েছে। ফলে স্ত্রীর ইচ্ছা ছাড়াই এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। তবে كَمْ شِئْتِ এর অবস্থায় স্বামীর তালাকের নিয়ত শর্ত নয়। কেননা এখানে স্ত্রীর প্রতি তালাকের পরিমাণের অধিকার অর্পণ করা হয়েছে যার কিছু সংখ্যা রয়েছে, এখন সে যে সংখ্যা ইচ্ছা তাফবীয এর সূত্রে গ্রহণ করতে পারে। তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে নিয়তের প্রয়োজন হবে। কিন্তু كَيْفَ এর বিপরীত। তাতে স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন হবে। কেননা তালাকের অবস্থার প্রকারভেদে এতে রাজয়ী ও বায়েন হওয়া অস্পষ্টতা রয়েছে। স্বামীর নিয়ত শর্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : قُلْنَا اَلْكُلُّ مُحْتَمَلٌ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে–طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلٰثٍ مَا شِئْتِ তা হলে স্ত্রী তিন তালাকের কম এক তালাক বা দু'তালাক প্রয়োগ করার অধিকারী হবে। কেননা مِنْ অব্যয় অংশ বিশেষ অর্থে আসে। আর এটাই তার প্রকৃত অর্থ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে مِنْ ثَلٰثٍ مَا شِئْتِ এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি বয়ানের অর্থে এসেছে। সুতরাং مِنْ ثَلٰثٍ বিশেষ্যটি مَا شِئْتِ এর জন্যে অগ্রজ বয়ান হবে। এজন্যে স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক দেওয়ার অধিকারী হবে। আমরা এর উত্তরে বলি, যদি مِنْ শব্দটি বয়ানের জন্যে হয়, তা হলে স্ত্রী তিন তালাকের মালিক হবে, আর যদি مِنْ শব্দটি তাবঈযের জন্যে হয়, তা হলে স্ত্রী তিন তালাক থেকে কমের মালিক হবে। এখানে সমস্ত তালাক পতিত হওয়া শুধু সম্ভাব্য এবং তিন থেকে কম তালাক পতিত হওয়া নিশ্চিত। অতএব নিশ্চত বিষয়কে গ্রহণ করে সম্ভাব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করা অধিক উত্তম হবে।

بَابُ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ

شَرْطُ صِحَّتِهِ اَلْمِلْكُ اَوِ الْاِضَافَةُ اِلَيْهِ فَلَا تُطَلَّقُ اَجْنَبِيَّةٌ قَالَ لَهَا اِنْ كَلَّمْتُكِ فَاَنْتِ كَذَا فَنَكَحَهَا فَكَلَّمَهَا وَ تُطَلَّقُ بَعْدَ الشَّرْطِ اِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فَكَلَّمَهَا لِوُجُوْدِ الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيْقِ **اَوْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ كَذَا فَنَكَحَهَا** لِوُجُوْدِ الْاِضَافَةِ اِلَى الْمِلْكِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَقَعُ وَالْمُرَادُ بِالْاِضَافَةِ اِلَى الْمِلْكِ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِالْمِلْكِ **وَاَلْفَاظُ الشَّرْطِ اِنْ وَ اِذَا وَاِذَامَا وَ كُلٌّ** نَحْوُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِيْ تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ **وَ كُلَّمَا وَ مَتٰى وَ مَتٰى مَافَفِيْهَا تَنْحَلُّ الْيَمِيْنُ اِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ مَرَّةً اِلَّا فِيْ كُلَّمَا فَاِنَّهُ تَنْحَلُّ بَعْدَ الثَّلٰثِ** اَلْمُرَادُ بِانْحِلَالِ الْيَمِيْنِ بُطْلَانُ الْيَمِيْنِ بِبُطْلَانِ التَّعْلِيْقِ **فَلَا يَقَعُ اِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ اِلَّا اِذَا اُدْخِلَتْ عَلَى التَّزَوُّجِ نَحْوُ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ كَذَا** فَاِنَّهُ كُلَّمَا تَزَوَّجَهَا تُطَلَّقُ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : তালাকের শপথ

তালাকের শপথ শুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত হল, তালাক সম্পৃক্ত করার সময় স্ত্রী তার মালিকানাধীন হওয়া অথবা মালিকানার দিকে সম্বন্ধ হওয়া। সুতরাং ঐ অপরিচিতা মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হবে না যাকে কেউ বলেছে, যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি তা হলে তুমি এমন (তালাক) এরপর সে তাকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে কথা বলেছে। আর শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হবে যদি নিজ স্ত্রীকে এরূপ বলে, এরপর তার সাথে কথা বলে। কেননা তালাক সম্পৃক্ত করার সময় মালিকানা বিদ্যমান ছিল। **অথবা যদি কোনো অপরিচিতা মহিলাকে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তা হলে তুমি তালাক, এরপর সে তাকে বিবাহ করল, তা হলে তালাক পতিত হবে।** কেননা মালিকানার দিকে তালাকের সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে তালাক কার্যকর হবে না। আর اِضَافَةِ اِلَى الْمِلْكِ এর উদ্দেশ্য হল তালাককে মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করা। **শর্তের শব্দগুলো এই اِنْ - اِذَا - اِذَمَا- ও كُلٌّ** যেমন- কেউ বলল, আমার প্রত্যেক স্ত্রী যে ঘরে প্রবেশ করবে সে তালাকপ্রাপ্তা। **আর كُلَّمَا -مَتٰى ও مَتٰىمَا এ সকল শব্দের ব্যবহার দ্বারা যখন একবার শর্ত পাওয়া যাবে, তখন শপথ শেষ হয়ে যাবে, كُلَّمَا শব্দ ব্যতীত, কেননা এতে তিন তালাক পতিত হওয়ার পর শপথ শেষ হবে।** يَمِيْن শেষ হওয়ার উদ্দেশ্য হল- তালীক বাতিল হওয়ার কারণে শপথও বাতিল হয়ে যাবে। **অতএব অন্য স্বামী গ্রহণ করার পর যদি প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে, তা হলে আর**

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করবে; ফলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে يَمِيْن বাতিল হয়ে যাবে এবং তিন তালাকও পতিত হবে না। (কেননা عَدَم مِلْك এর কারণে তালাকের মহল বাকি নেই)। এরপর সে তাকে পুনঃ বিবাহ করবে। এখন যদি স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে, তবে يَمِيْن বাতিল হওয়ার কারণে কিছুই পতিত হবে না। **আর যদি স্বামী–স্ত্রী উভয়ে শর্ত পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে, তা হলে স্বামীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু স্ত্রী তার দাবির উপর প্রমাণ পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যে শর্ত এমন হয়, স্ত্রীর বিবরণ ছাড়া তা জানা যায় না, তা হলে খাস করে স্ত্রীকে তার ব্যাপারে সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যদি স্বামী বলে, যদি তোমার ঋতুস্রাব আসে তা হলে তুমি এবং অমুক স্ত্রী তালাক, অথবা বলে, যদি তুমি আল্লাহর আযাবকে পছন্দ কর, তা হলে তুমি এবং আমার অমুক দাস আযাদ। তখন স্ত্রী বলল, আমি ঋতুবতী হয়েছি অথবা আমি আল্লাহর আযাবকে পছন্দ করি, তা হলে শুধু সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যদি তোমার হায়েয আসে তা হলে তুমি তালাক, তা হলে তিন দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব দেখার পর প্রথমদিন থেকে جَزَاء এর হুকুম প্রদান করা হবে।** অর্থাৎ যদি বলে, যদি তুমি ঋতুবতী হও, তা হলে তুমি তালাক, তখন তিন দিন রক্ত দেখার পর জাযা তথা তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে রক্তপাতের প্রথম দিন থেকে। কেননা তিন দিন রক্ত দেখার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, এটা বাস্তবিকই হায়েয। সুতরাং তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুকুম দেওয়া হবে, তার প্রথম দিনই তালাক পতিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَزَوَالُ الْمِلْكِ الخ

অর্থাৎ তালাককে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার পর যদি শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদান করে, তা হলে তা'লীক অবশিষ্ট থেকে যাবে। এরপর যদি দ্বিতীয়বার তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং শর্ত পাওয়া যায়, তা হলে তালাক পতিত হবে না। কেননা তা'লীক সমাপ্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : فَحِيْلَتُهُ اَنْ يُّطَلِّقَهَا الخ

যদি কেনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তা হলে তিন তালাক, এরপর স্বামী ইচ্ছা করল, স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করুক এবং তার উপর তিন তালাক পতিত না হোক; তা হলে এর কৌশল হলো সে স্ত্রীকে এক তালাক দিবে এবং এমতাবস্থায় ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাবে, তার পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানাহীন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করবে। এখন শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে يَمِيْن বাতিল হয়ে গেল। কেননা ইতোঃপূর্বে উল্লেখ হয়েছে, عَدَم مِلْك অবস্থায় শর্ত পাওয়া গেলেও তা'লীক শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন স্বামী উক্ত স্ত্রীকে পুনঃবিবাহ করে ঘরে নিয়ে এল তখন তার উপর কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা স্বামীর উক্তি اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এতে এমন কোনো শব্দ নেই যা تَكْرَار এর প্রতি নির্দেশ করে। কিন্তু যদি স্বামী এরূপ বলে, كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ তা হলে এই কৌশল ফলপ্রসু হবে না। কারণ, كُلَّمَا শব্দটি ক্রিয়ার পুনরুক্ত হওয়ার উপর দালালত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, اَنْ يُّطَلِّقَهَا وَاحِدَةً কয়েদটি اِتِّفَاقِىْ বা ঘটনাক্রমিক, কেননা দু'তালাক দেওয়ার হুকুমও এটাই।

قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ لَهُ الخ

যদি স্বামী–স্ত্রী শর্ত পাওয়া ও না পাওয়ার সম্পর্কে মতবিরোধ করে, তা হলে স্বামীর উক্তি শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা স্বামী তালাক পতিত হওয়ার অস্বীকারকারী। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, مُنْكِر এর কথা শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়। তবে যদি স্ত্রী তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তা হলে স্ত্রীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : فِيْ شَرْطٍ لَايُعْلَمُ الخ

এটা পূর্বোক্ত উক্তি থেকে ইসতিছনা এর স্থলে অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু যে শর্তের অস্তিত্বের সংবাদ শুধু স্ত্রীর বিবরণের উপর নির্ভরশীল হয়, তাতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে বিশেষত তার নিজের ব্যাপারে এবং তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। যেমন– যদি স্বামী বলে– إِنْ حِضْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ এবং স্ত্রী তার প্রতিত্তরে বলল, আমি ঋতুবতী হয়েছি, তা হলে শুধু স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে, কিন্তু স্বামীর অমুক স্ত্রী তালাক হবে না। তদ্রূপ স্বামী যদি বলে– إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ عَذَابَ اللّٰهِ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِيْ حُرٌّ এবং স্ত্রী তদুত্তরে বলল, আমি আল্লাহর আযাবকে ভালবাসি, তা হলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে বটে, কিন্তু স্বামীর গোলাম আযাদ হবে না। কেননা এ সকল বিষয়ের অস্তিত্বের সংবাদ শুধু স্ত্রীর বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কাজেই তাতে স্ত্রীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : بَعْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, إِنْ حِضْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ তা হলে অনবরত তিন দিন রক্ত দেখার পর তালাকের হুকুম দেওয়া হবে। কেননা তিন দিনের পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তিন দিনের পূর্বে যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তা হায়েয নয়, বরং ইস্তেহাযা যা রোগের কারণে নির্গত হয়ে থাকে। তাই তিন দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তালাকের হুকুম দেওয়া যেতে পারে না। তবে রক্তস্রাব শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই তালাক কার্যকরী হবে, রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় থেকে নয়।

وَفِىْ اِنْ حِضْتِ حَيْضَةً لَا يَقَعُ حَتّٰى تَطْهُرَ فَاِنَّ الْحَيْضَةَ هِىَ الْكَامِلَةُ **وَفِىْ اِنْ صُمْتِ يَوْمًا فَاَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ حِيْنَ غَرَبَتْ مِنْ يَوْمٍ صَامَتْ بِخِلَافِ اِنْ صُمْتِ** فَاِنَّهُ يَقَعُ عَلٰى صَوْمِ سَاعَةٍ **وَلَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً بِوِلَادَةِ ذَكَرٍ وَطَلْقَتَيْنِ بِاُنْثٰى فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يُدْرَ الْاَوَّلُ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً قَضَاءً وَثِنْتَيْنِ تَنَزُّهًا** اَىْ دِيَانَةً يَعْنِىْ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى **وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ** اَىْ بِالْوَضْعِ الثَّانِىْ وَ اِنَّمَا لَايَقَعُ بِهٖ طَلَاقٌ اٰخَرُ لِاَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِىْ بِالْوَضْعِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ثُمَّ الْوَضْعُ شَرْطٌ لِوُقُوْعِ الطَّلَاقِ فَهُوَ مُؤَخَّرٌ عَنِ الْوَضْعِ فَتَنْقَضِى الْعِدَّةُ بِالْوَضْعِ فَلَا يَقَعُ بَعْدَهُ طَلَاقٌ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি বলে, যদি তোমার এক হায়েয আসে তা হলে তুমি তালাক, তখন স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। কেননা এক হায়েয পূর্ণ হায়েযকেই বলে। **আর যদি বলে, যদি তুমি একদিন রোযা রাখ তা হলে তুমি তালাক, তখন যেদিন সে রোযা রেখেছে ঐ দিনের সূর্যাস্তের সময় তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর اِنْ صُمْتِ যদি তুমি রোযা রাখ তা হলে তুমি তালাক এর বিপরীত** এতে এক মুহূর্ত রোযা রাখলেও তালাক পতিত হবে। **আর যদি স্বামী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের সাথে এক তালাককে এবং কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের সাথে দু'তালাককে সম্পৃক্ত করে, তারপর স্ত্রী পুত্র-কন্যা উভয় সন্তান জন্ম দান করেছে এবং এটা জানা যায় নি, কোনোটি প্রথম ভুমিষ্ট হয়েছে, তা হলে قَضَاءً তথা বিচার দৃষ্টিতে এক তালাক পতিত হবে, আর সতর্কতাবশত দু'তালাক পতিত হবে।** অর্থাৎ ধার্মিকতার দৃষ্টিতে তথা তার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্কের ভিত্তিতে। **আর গর্ভপাতের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে** অর্থাৎ দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করার দ্বারা, আর তা দ্বারা অপর তালাক পতিত হবে না। কেননা দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হল তাদের সন্তান প্রসব করা। এরপর সন্তান প্রসব তালাক পতিত হওয়ার জন্যে শর্ত। সুতরাং তালাক সন্তান প্রসব থেকে مؤخر হবে এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। অতএব তার পরে অপর কোনো তালাক পতিত হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِنْ حِضْتِ حَيْضَةً الخ

حَيْضَةً শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। ১. بِفَتْحِ الْحَاءِ এর অর্থ একবার হয়েয, ২. بِكَسْرِ الْحَاءِ এর অর্থ হয়েয যার বহুবচন حِيَضٌ আসে। মোট কথা, حَيْضَةً শব্দটি যখন একবার হায়েযের জন্যে ব্যবহৃত হয়, আর এক

এর প্রয়োগ পরিপূর্ণ হায়েয ব্যতীত হতে পারে না। এজন্যে হায়েয শেষ হয়ে যখন স্ত্রী পাক হয়ে যাবে তখনই তালাক কার্যকরী হবে।

قَوْلُهُ : فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يُدْرَالخ

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি ছেলে সন্তান জন্ম দাও, তা হলে তুমি এক তালাক, আর যদি মেয়ে সন্তান জন্ম দাও তা হলে তুমি দু'তালাক। এরপর একই গর্ভ থেকে পরপর যমজ ছেলে ও মেয়ে জন্ম গ্রহণ করল, তবে প্রথমে কোনোটি প্রসব হল তা জানা যায় নি, তা হলে قضاء এক তালাক পতিত হবে। কেননা এক তালাক হওয়া নিশ্চিত এবং একের অধিকের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কিন্তু ديانة সতকর্তাশত দু'তালাক পতিত হবে। তাই স্বামী যদি ইতিপূর্বে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে থাকে, তা হলে এখন হালালা ব্যতীত তার সাথে পুনঃবিবাহ না করা উচিৎ। কেননা তার উপর তিন তালাক পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ الخ

এখানে একটি সন্দেহ হতে পারে, যখন স্বামী ছেলের জন্মের সাথে এক তালাক এবং মেয়ের জন্মের সাথে দু'তালাক পতিত হওয়া সম্পৃক্ত করেছে। এখন তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে এক এক করে উভয়টি ভূমিষ্ট হল। সুতরাং প্রথম বাচ্চার সাথে সম্পৃক্ত তালাক প্রথমে এবং দ্বিতীয় বাচ্চার সাথে সম্পৃক্ত তালাক দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যকর হওয়া উচিৎ ছিল। এভাবে স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে যেত। যেমন স্ত্রী যদি এক সাথে উভয় বাচ্চাকে জন্ম দেয় তবে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে।

এর উত্তরে সারকথা হলো, যখন স্ত্রী প্রথম বাচ্চা জন্ম দিল তখন সে ইদ্দতের অবস্থায় এসে গেল। কেননা তালাক পতিত হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শুরু হয়ে যায়। আর এ স্ত্রী দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভবতী ছিল। কারণ, দ্বিতীয় সন্তানকে সে এখনও প্রসব করে নি। আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত হচ্ছে বাচ্চা প্রসব করা এজন্যে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের সময় ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তালাক পতিত হয় না। কিন্তু এক সঙ্গে উভয়টি ভূমিষ্ট হলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা তখন স্ত্রী গর্ভবতী না হওয়ায় হায়েযের দ্বারা ইদ্দত হবে।

وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَيْأَيْنِ يَقَعُ اِنْ وُجِدَ الثَّانِى فِى الْمِلْكِ وَاِلَّافَلَا فَقَوْلُهُ اِنْ وُجِدَ الثَّانِىْ فِى الْمِلْكِ يَشْمُلُ مَا اِذَا وُجِدَا فِى الْمِلْكِ اَوْ وُجِدَ الثَّانِىْ فَقَطْ فِى الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ وَاِلَّا فَلَا يَشْمُلُ مَا اِذَا لَمْ يُوْجَدْ شَيْئٌ مِنْهَا فِى الْمِلْكِ اَوْ وُجِدَ الْاَوَّلُ فِى الْمِلْكِ دُوْنَ الثَّانِىْ **وَالتَّنْجِيْزُ يَبْطُلُ التَّعْلِيْقَ فَلَوْ عَلَّقَ الثَّلٰثَ بِشَرْطٍ ثُمَّ نَجَزَ الثَّلٰثَ ثُمَّ عَادَتْ اِلَيْهِ بَعْدَ التَّحْلِيْلِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَقَعُ شَيْئٌ وَمَنْ عَلَّقَ الثَّلٰثَ بِوَطْىِ زَوْجَتِهٖ فَاَوْلَجَ** اَىْ اَدْخَلَ حَشْفَتَهٗ حَتّٰى الْتَقَى الْخَتَانَانِ **وَلَبِثَ فَلَا عُقْرَعَلَيْهِ** اَلْعُقْرُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيْلَ هُوَ مِقْدَارُ اُجْرَةِ الْوَطْىِ لَوْ كَانَ الزِّنَا حَلَا لًا ـ

সহজ তরজমা

আর যদি তালাককে দুটি জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে, তখন যদি দ্বিতীয়টি মালিকানায় পাওয়া যায়, তা হলে তালাক পতিত হবে, অন্যথা নয়। গ্রন্থকারের উক্তি اِنْ وُجِدَ الثَّانِىْ فِى الْمِلْكِ এ) দু'অবস্থাকে) অন্তর্ভূক্ত করে– যখন উভয় শর্ত মালিকানায় পাওয়া যাবে অথবা শুধু দ্বিতীয় শর্ত মালিকানায় পাওয়া যাবে। আর গ্রন্থকারের উক্তি وَاِلَّا فَلَا দু' অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে– যখন দুটি শর্তের কোনোটি মালিকানায় পাওয়া না যায় অথবা শুধু প্রথম শর্তটি মালিকানায় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিট নয়।

আর তাৎক্ষনিক তালাক প্রদান তালীক তথা সম্পৃক্তকরণকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং তিন তালাককে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে, অতঃপর সে তাৎক্ষণিক তিন তালাত দেয় তারপর ঐ স্ত্রী হালালার পর পুনরায় তার নিকট ফিরে আসে. অতঃপর শর্ত পাওয়া যায়, তবে কোনো তালাকই পতিত হবে না। যে ব্যক্তি তিন তালাককে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গমের সাথে সম্পৃক্ত করে, তারপর সে প্রবিষ্ট করল অর্থাৎ সে তার লিঙ্গের সুপারি অংশকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করাল এমনকি উভয় খতনাস্থল মিলিত হল, তা হলে তিনও তালাক পতিত হবে। **আর এ অবস্থায় যদি স্বামী বিলম্ব করে, তা হলে তার উপর عُقْر ওয়াজিব হবে না।** عُقْر মহরে মিছিলকে বলে। কারো কারো মতে, عُقْر হল সহবাসের বিনিময়ের সমান পরিমাণ যদি ব্যভিচার হালাল হতো (মেনে নেওয়া হিসেবে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الخ

যদি তালাককে দুটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং শেষে জাযা উল্লেখ করে, যেমন– স্বামী তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, اِنْ كَلَّمْتُ اَبَاعَمْرٍ و وَاَبَا يُوْسُفَ فَاَنْتِ طَالِقٌ অর্থাৎ যদি তুমি আবূ আমর ও আবূ ইউসুফ এর সাথে কথা বল তা হলে তুমি তিন তালাক। সে স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন প্রদান করল এবং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেল, তারপর ঐ স্ত্রী আবূ আমরের সাথে কথা বলার পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করল, অতঃপর সে আবূ ইউসুফের সাথে কথা বলল, তা হলে প্রথম তালাক ব্যতীত তার উপর অতিরিক্ত

তিন তালাক পতিত হবে। কেননা দ্বিতীয় শর্তটি স্বামীর মালিকানায় পাওয়া গেছে। তবে ইমাম যুফার রহ. এর মতে এ অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য, এ মাসআলার কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে।

১. উভয় শর্ত মালিকানায় পাওয়া যাবে। এতে সর্বসম্মতভাবে তালাক পতিত হবে।

২. উভয় শর্ত মালিকানাহীন অবস্থায় পাওয়া যাবে। এতে তালাক পতিত হবে না।

৩. প্রথম শর্ত মালিকানা এবং দ্বিতীয় শর্ত গায়রে মালিকানায় পাওয়া যাবে। তবুও তালাক পতিত হবে না।

৪. প্রথম শর্ত গায়রে মালিকানা পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় শর্ত মালিকানায় পাওয়া যাবে। এটা বিতর্কিত অবস্থা যা গ্রন্থকার মূল পাঠে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَالتَّنْجِيْزُ يُبْطِلُ الخ

تَنْجِيْر পদটি تَعْلِيْق এর বিপরীত শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষণিক তালাক দেওয়া। হেদায়া গ্রন্থে আছে, স্বাধীন স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক তিন তালাক এবং দাসীকে তাৎক্ষণিক দুতালাক দেওয়ার দ্বারা তিন তালাকের সাথে সংযুক্তি বা تَعْلِيْق বাতিল হয়ে যায়। এখন হালালার পরে স্বামী যদি তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তা হলে প্রাক্তন তা'লীক এর তালাক পতিত হবে না। কেননা এটা নতুন মালিকানা। কিন্তু যদি তাৎক্ষণিক তিন তালাক থেকে কম দেয়, তবে তালীক বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ فَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ الخ

যদি স্বামী তার স্ত্রীর সহবাসের সাথে তিন তালাককে সম্পৃক্ত করে। তারপর সে তার পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করাল এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করল, তা হলে শুধু লিঙ্গ প্রবেশ করানো দ্বারাই তালাক পতিত হবে এবং উক্ত স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে গেল। তবে এমতাবস্থায় সহবাসে বিলম্ব করলে উকর ওয়াজিব হবে না। কেননা শুধু বিলম্ব করাকে সহবাস বলা হয় না, বরং পুরুষাঙ্গ যোনির ভেতরে প্রবেশ ও বের করাকে সহবাস বলা হয়। আর সহবাসই عُقْر কে ওয়াজিব করে। তবে যদি পুরুষাঙ্গ বাইরে বের করে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করায়, তাহলে عُقْر ওয়াজিব হবে এবং এ সহবাস দ্বারা রাজাআত সাব্যস্ত হবে।

عُقْر এর সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। জমহুর উলামার মতে, عُقْر বলতে মহরে মিছিলকে বুঝায়। আর কোনো কোনো ফকীহর মতে, যিনা যদি হালাল হত তার বিনিময়ের সমান পরিমাণ।

وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ اَمَتِهٖ بِوَطْيِهَا وَلَمْ يَصِرْ مُرَاجِعًا بِهٖ فِى الرَّجْعِىِّ فَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ اَوْلَجَ يَجِبُ الْعُقْرُ وَ كَانَ رَجْعَةً وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا اَوْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَقَعْ وَلَوْ مَاتَ هُوَ يَقَعُ اَىْ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فَاَخَذَ فِى التَّكَلُّمِ بِاِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهٖ **وَفِىْ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا اِلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَفِىْ اِلَّا وَاحِدَةً ثِنْتَانِ ـ**

সহজ তরজমা

অনুরূপভাবে যদি মনিব তার দাসীর আযাদ হওয়াকে তার সহবাসের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে পুরুষাঙ্গ দাসীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো দ্বারাই সে আযাদ হয়ে যাবে)। এবং এ সহবাস দ্বারা স্বামী তালাকে রজয়ীর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাজআতকারী হবে না। অতঃপর যদি পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায়, তা হলে **عُقْر** ওয়াজিব হবে এবং তা রজাআতও সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে **اَنْتِ طَالِقٌ** বলে মিলিতভাবে **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ** বলে অথবা স্বামী **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ** বলার পূর্বেই স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তবে তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ যদি স্বামী বলে اَنْتِ طَالِقٌ তারপর সে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলতে শুরু করে, অতঃপর তা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আর যদি বলে– তুমি তিন তালাক কিন্তু দু'তালাক তা হলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, তুমি তিন তালাক কিন্তু এক তালাক, তা হলে দু'তালাক পতিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ فَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ الخ

যদি স্বামী পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনি থেকে বের করে নেয় অতঃপর পুনরায় তা প্রবেশ করায়, তা হলে عُقْر ওয়াজিব হবে এবং স্ত্রী রজাআত হয়ে যাবে, যদি তালাকে রাজয়ীর সাথে تَعْلِيْق হয়। কেননা তালাকে রাজয়ী প্রাপ্তা মহিলার রজাআত সহবাস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তবে দ্বিতীয়বার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো দ্বারা ব্যভিচারের হদ কার্যকর হবে না। কেননা সন্দেহ দ্বারা হদ রহিত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ مُتَّصِلًا الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক ইনশাআল্লাহ অথবা সে ইনশাআল্লাহ বলে শেষ করার পূর্বে স্ত্রী মারা যায়, তা হলে তালাক পতিত হবে না। কেননা হাদীসে এসেছে, مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যদি কেউ শপথ করে অতঃপর সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলে, তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। এখানে مُتَّصِلًا এর কয়েদ এ জন্যে লাগানো হয়েছে, বাহ্যত এটা তা'লীক বা শর্তযুক্তকরণ। আর ব্যবধান হয়ে গেলে শর্তের তালীক গ্রহণযোগ্য হয় না। ব্যবধান হওয়ার উদ্দেশ্য হল, শ্বাস গ্রহণ করা অথবা কাশি বা ঢেকুর নেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই দু'শব্দের মাঝে দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করা। তদ্রূপ বাক্যের মাঝে অন্য কোনো অনর্থক কথায় লিপ্ত হওয়াও বিরতি গণ্য হয়। তবে আকীদামূলক শব্দ দ্বারা ব্যবধান হয় না। বলল, اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ এবং আহবানসূচক শব্দ বাড়ানো দ্বারা ব্যবধান হয় না যেমন– বলল, اِنْتِ طَالِقٌ يَا فُلَانَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيْضِ

اَلْمَرِيْضُ الَّذِىْ يَصِيْرُ فَارًّا بِالطَّلَاقِ وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ اِلَّا مِنَ الثُّلُثِ مَنْ غَالِبُ حَالِهِ اَلْهَلَاكُ بِمَرَضٍ اَوْ غَيْرِهِ فَمَنْ اَضْنَاهُ مَرَضٌ وَعَجِزَ عَنْ اِقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ وَقَدَرَ فِيْهِ اَىْ عَلٰى اِقَامَةِ مَصَالِحِهِ فِى الْبَيْتِ **وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِىْ قِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ مَرِيْضٌ** اَىْ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ مَرَّ **فَلَوْ اَبَانَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَمَاتَ بِذٰلِكَ السَّبَبِ اَوْ بِغَيْرِهِ تَرِثُ** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ وَاعْلَمْ اَنَّ الْخِلَافَ فِيْمَا اِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا لِاَنَّهُ اِنْ طَلَّقَهَا صَرِيْحًا تَرِثُ اِتِّفَاقًا وَكَذَا اِنْ طَلَّقَهَا بِالْكِنَايَاتِ اَمَّا عِنْدَنَا فَلِاَنَّ اِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ وَاَمَّا عِنْدَهُ فَلِاَنَّ الْكِنَايَاتِ رَوَاجِعُ وَاِنْ خَالَعَهَا لَا تَرِثُ اِتِّفَاقًا لِاَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْفُرْقَةِ فَبَقِىَ الثُّلُثُ فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : অসুস্থ ব্যক্তির তালাক

যে অসুস্থ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার মীরাসের অধিকার আদায় থেকে পলায়নকারী সাব্যস্ত হয় এবং যার স্বেচ্ছাকর্ম (হেবা-সদকা ইত্যাদি) এক-তৃতীয়াংশ মাল ব্যতীত সহীহ হয় না, সে ঐ ব্যক্তি অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে মৃত্যু যার অবস্থার উপর প্রবল হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তিকে অসুস্থতা এতটুকু দুর্বল করে দিয়েছে, সে তার মানবিক কল্যাণ পূর্ণ করার জন্যে ঘরের বাইরে যেতে অক্ষম, তবে তাতে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে তার কল্যাণ পূরণ করার উপর শক্তি রাখে **এবং যে ব্যক্তি শত্রুর লোকের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে অথবা যাকে খুনের বদলায় বা প্রস্তর ছুঁড়ে হত্যা করার জন্যে আনা হয়েছে সেই অসুস্থ।** অর্থাৎ সে হিসেবে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। **এখন যদি সে এ অবস্থায় তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয় এবং সে ঐ কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করে, তবে স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে।** এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। জেনে রাখ, এ মতভেদ শুধু তিন তালাক দেওয়ার অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। কেননা যদি অসুস্থ ব্যক্তি স্ত্রীকে (এক বা দু') সরীহ তালাক দেয়, তা হলে সর্বসম্মত মতে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। অনুরূপ যদি স্ত্রীকে কেনায়া তালাক দেয়, তবুও সে ওয়ারিশ হবে। তবে আমাদের নিকট এজন্যে ওয়ারিশ হবে, তালাক দিয়ে পলায়নকারী রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী ওয়ারিশ হয়। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে এজন্যে ওয়ারিশ হবে, তার নিকট কেনায়া তালাকও রাজয়ী হয়ে থাকে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খোলা করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ারিশ হবে না। কেননা স্ত্রী নিজেই বিচ্ছেদ হওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে গেছে। সুতরাং শুধু তিন তালাকের মাসআলা রয়ে গেল, আর সেটাই (আমাদের ও ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মধ্যে) বিতর্কের স্থান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ اَلْمَرِيْضُ الَّذِيْ يَصِيْرُ

যে অসুস্থ ব্যক্তি মারা যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, সে যদি তার মৃত্যু মুহূর্তে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাকে ওরফে فَارٌّ বা পলায়নকারী বলা হয়। কেননা সে এমতাবস্থায় তালাক দিয়ে স্ত্রীর মীরাসের অধিকার থেকে পালাতে চায়।

قَوْلُهُ عَجَزَ عَنْ اِقَامَةِ الخ

যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে নিজ কাজকর্ম এবং ঘরের বাইরের প্রয়োজনাদি আঞ্জাম দিতে অক্ষম সেই مَرِيْض বা অসুস্থ; যদিও সে ঘরের ভেতরে অযু -গোসল ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। হেদায়া গ্রন্থকার مَرِيْض এর ব্যাখ্যা صَاحِبِ فِرَاش দ্বারা করেছেন অর্থাৎ যে সুস্থ ব্যক্তির মতো নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, বরং মৃত্যুরোগে শয্যাশায়ী সেই مَرِيْض সাব্যস্ত হবে। তবে ফকীহ আবু লাইছ রহ. বলেন, শয্যাশায়ী হওয়া শর্ত নয়, বরং যে অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে এ ধারণা প্রবল হয়, এটা তার মৃত্যুরোগ, তাই ধর্তব্য হবে, চাই সে ঘরের বাইরে বের হতে পারুক।

মুজতাবা গ্রন্থে আছে, পক্ষাগাতগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত صَاحِبِ فِرَاش বা শয্যাশায়ী না হয় এবং একই অবস্থায় রোগ দীর্ঘদিন লেগে থাকে, তবে সে সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের শামিল হবে। আর যখন অসুস্থতা বাড়তে থাকবে তখন তা মৃত্যুরোগ ধরা হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا الخ

এখানে সে সব লোকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে যারা তালাক দিয়ে স্ত্রীর মীরাস দেওয়া থেকে পলায়নকারী হওয়ার ব্যাপারে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট; তারা ঐ সকল লোক যাদের ব্যাপারে অসুস্থতা ব্যতীতও তাদের মৃত্যুর ধারণা প্রবল হয়, চাই মৃত্যু না হোক। যেমন– যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে অথবা যাকে কিসাসের মধ্যে হত্যা করার জন্যে অথবা ব্যাভিচারের শাস্তির মধ্যে রজম করার জন্যে আনা হয়েছে, এ সকল ব্যক্তি مَرِيْض এর হুকুমভুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে সমুদ্রের মধ্যে যার নৌকা ভেঙ্গে যায় এবং সে এক কাঠের উপর রয়ে গেছে, অথবা হিংস্র জন্তু যাকে আক্রমণ করেছে এবং সে হিংস্র জন্তুর মুখে পড়েছে, অথবা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দরুন যার নিমজ্জিত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে, তা হলে এরাও অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমের শামিল হবে।

قَوْلُهُ تَرِثُ خِلَافًا الخ

যে অসুস্থতায় মৃত্যুর প্রবল ধারণা ছিল তাতে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তা হলে স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে। চাই স্বামী সেই রোগে মারা যাক অথবা অন্য কোনো কারণে মারা যাক। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। আর কিয়াসের চাহিদাও তা-ই। কেননা স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকার ভিত্তিতে স্ত্রীর মীরাসের অংশ লাভ হয়ে থাকে আর তালাকের কারণে এ দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। আমাদের দলীল হল ঐ হাদীস যা মালেক ও সাঈদ বিন মনসুর রহ. বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. যখন মৃত্যুরোগে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন হযরত উসমান রাযি. সাহাবীদের উপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে মীরাসের অংশ প্রদান করেছেন, তখন এ ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে।

وَكَذَا طَالِبَةُ رَجْعِيَّةٍ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا اَىْ طَلَبَتْ مِنَ الْمَرِيْضِ رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا تَرِثُ عِنْدَنَا **وَمُبَانَةٌ قَبَّلَتْ اِبْنَ زَوْجِهَا وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ** لِاَنَّهٗ وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بِاِبَانَتِهٖ لَابِتَقْبِيْلِهَا اِبْنَ الزَّوْجِ **وَمَنْ لَا عَنَهَا فِىْ مَرَضِهٖ** اَىْ قَذَفَهَا فِىْ مَرَضِهٖ فَتَلَاعَنَا فَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِاللِّعَانِ تَرِثُ فَاِنَّ هٰذَا مُلْحَقٌ بِتَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ اِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْخُصُوْمَةِ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ نَفْسِهَا **اَوْ اٰلٰى مِنْهَا مَرِيْضًا كَذٰلِكَ** اَىْ حَلَفَ فِىْ مَرَضِ مَوْتِهٖ اِنْ لَايَقْرَبُهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَلَمْ يَقْرَبُهَا حَتّٰى مَضَتِ الْمُدَّةُ وَوَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ ثُمَّ مَاتَ تَرِثُ ـ

সহজ তরজমা

অনুরূপ যদি অসুস্থ স্বামী থেকে রাজয়ী তালাক প্রার্থিনী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হয়, অর্থাৎ স্ত্রী তার অসুস্থ স্বামীর নিকট এক তালাকে রাজয়ীর আবেদন করল, অতঃপর সে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিল, তা হলে আমাদের নিকট স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। **আর মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বামী থেকে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তার স্বামীর ছেলেকে (কামোত্তেজনাসহ) চুমু দেয় আর সে ইদ্দত পালনরতা থাকে, তবুও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে।** কেননা তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছে স্বামীর বায়েন তালাক দেওয়ার কারণে, স্বামীর ছেলেকে স্ত্রীর চুমু দেওয়ার কারণে নয়। **আর যে ব্যক্তি তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীর সাথে লেআন করে** অর্থাৎ স্বামী তার مَرَضُ الْمَوْتِ এর অবস্থায় স্ত্রীর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিল, অতঃপর তারা উভয়ে লেআন করল এবং লেআনের মাধ্যমে তাদের পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল, তখনও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কেননা লেআন তালাকের শর্তযুক্তকরণের সাথে মিলিত এমন কাজের দ্বারা যাতে জড়িত হওয়া ব্যতীত মহিলার কোনো গত্যন্তর নেই। কেননা মহিলার নিজের থেকে যিনার অপবাদ দমনের জন্যে লেআনের মাধ্যমে বিবাহে লিপ্ত হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। **অথবা স্বামী অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে ইলা করল, তখনও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে।** অর্থাৎ স্বামী তার মৃত্যুরোগে শপথ করল, সে চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না, তারপর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সে স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় নি এবং বায়েন তালাক পতিত হল, অতঃপর স্বামী মারা গেল, তখনও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : طَالِبَةُ رَجْعِيَّةٍ الخ

যদি স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুরোগ তার নিকট তালাকের প্রার্থী হয় এবং স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কেননা যদিও স্ত্রী তালাকের প্রতি সম্মত ছিল; তবে রাজয়ী তালাকের প্রতি, বায়েন তালাকের প্রতি নয়। সুতরাং যখন স্বামী তাকে তিন তালাক দিল, তখন তার এ প্রদক্ষেপ স্ত্রীকে মীরাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যর উপর প্রয়োগ হবে। এজন্যে স্ত্রী ওয়ারিশ গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : مُبَانَةٌ قَبَّلَتْ الخ

مُبَانَةٌ পদটি اِبَانَةٌ ক্রিয়ামূল থেকে اسم مَفْعُول এর সীগাহ। উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল, যে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়া হয়েছে এবং সে ইদ্দত পালনরতা আছে। এরপর সে ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেকে কামভাবসহ চুমু দিয়েছে অথবা তার সাথে বদকারি করেছে, তবুও সে স্ত্রী মীরাসের অংশীদার হবে। কেননা তার বিবাহ বিচ্ছেদ এহেন কাজের কারণে হয় নি, বরং পূর্ববর্তী তালাকের কারণে বিচ্ছেদ হয়েছে। এজন্যে বিচ্ছেদের মধ্যে এ কাজের কোনো প্রভাব পড়ে নি। এতে مُبَانَة এর কয়েদ এজন্যে লাগানো হয়েছে যদি স্ত্রী তালাকে রাজয়ীর ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর ছেলেকে কামোত্তেজনাসহ চুমু দেয় তবে সে ওয়ারিস হবে না। কেননা এখন বিচ্ছেদ এ কাজের কারণে স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়েছে এবং তার সম্মতি ক্রমে হয়েছে। ফলে সে মীরাসের হিসসা থেকে বঞ্চিত হবে।

قَوْلُهُ : لَاعَنَهَا فِىْ مَرَضِهِ الخ

যদি স্বামী মৃত্যু শয্যায় তার স্ত্রীর সাথে লেআন করে এবং লেআনের কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবুও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। مَرَضِه এর কয়েদ এজন্যে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে মাসআলাটি সর্বসম্মত হয়ে যায়। কেননা যদি সে সুস্থাবস্থায় স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয় এবং মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর লেআনের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কেননা তালাক স্ত্রীর লেআনের কারণে হয়েছে, আর স্বামীর পক্ষ থেকে অসুস্থাবস্থায় এমন কোনো কাজ পাওয়া যায় নি যার উপর ভিত্তি করে তাকে পলাতক বলা যাবে, কারণ, অপবাদ আরোপের ঘটনা অসুস্থতার পূর্বেকার। আর শায়খাইনের মতে, সে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কেননা স্ত্রী অপবাদ দমন করার জন্যেই লেআনের উপর বাধ্য হয়েছে, তা হলে যেন অসুস্থতার মধ্যেই স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী বায়েনা হয়েছে।

وَمَنْ قَامَ بِهَا خَارِجَ الْبَيْتِ مُشْتَكِيًا اَوْحُمَّ وَمَنْ هُوَ مَحْصُوْرٌ اَوْ فِىْ صَفِّ الْقِتَالِ اَوْ حُبِسَ بِقِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ صَحِيْحٍ اِنْ طُلِّقَتْ اَىْ طَلَاقًا بَائِنًا وَ هُوَ كَذٰلِكَ لَا تَرِثُ وَ كَذَا الْمُخْتَلِعَةُ وَمُخَيَّرَةٌ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَمَنْ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا بِاَمْرِهَا اَوْ لَا بِاَمْرِهَا ثُمَّ صَحَّ اَىْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهٖ ثُمَّ مَاتَ لَا تَرِثُ وَ لَوْ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلٰى ثَلٰثٍ فِىْ صِحَّةٍ وَمَضَى الْعِدَّةِ اَىْ تَصَادَقَا فِىْ مَرَضِهٖ عَلٰى وُقُوْعِ الثَّلٰثِ فِىْ حَالَةِ الصِّحَّةِ وَمَضَى الْعِدَّةِ ـ

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঘরের বাইরের প্রয়োজন ব্যবস্থাপনা করতে পারে অথবা যে জ্বরাগ্রস্ত হয়েছে বা শত্রুর কবলে অবরুদ্ধ অথবা যুদ্ধের কাতারে উপস্থিত অথবা যাকে কিসাস বা রজমের জন্যে আটক করা হয়েছে, সে ব্যক্তি সুস্থের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় অর্থাৎ তালাকে বায়েনা দেওয়া হয় **আর সে এমতাবস্থায় থাকে, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। অনুরূপ ভাবে ওয়ারিশ হবে না স্বামীর সাথে খোলাকারিণী মহিলা এবং স্বামী থেকে তালাকের ইখতিয়ারপ্রাপ্তা মহিলা যে তার নিজেকে গ্রহণ করল এবং যে মহিলাকে তার নির্দেশে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে অথবা স্ত্রীর নির্দেশ ছাড়াই তালাক দেওয়া হয়েছে এরপর তার স্বামী সুস্থ হয়ে গেছে** অর্থাৎ সে তার অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে গেছে তারপর অন্য কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করছে, তখন স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। **আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এ কথার উপর মতৈক্য হয়, স্বামীর সুস্থাবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেছে** অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুরোগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুস্থাবস্থায় তিন তালাক কার্যকর করার এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সত্যায়ন করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَهُوَ كَذٰلِكَ الخ : যদি স্বামী উপরোক্ত অসুস্থতায় বা রোগকষ্টে বা প্রাণনাশের আশঙ্কায় থেকে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, তবে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কেননা এ সকল অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুর ধারণা প্রবল নয়। এজন্যে সে সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের মধ্যে শামিল হবে এবং এসব অবস্থায় তালাক দিলে তাকে মীরাস থেকে পলাতক সাব্যস্ত করা হবে না।

قَوْلُهٗ : وَكَذَا لْمُخْتَلِعَةُ الخ : যদি স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুশয্যায় তার সাথে খোলা করে অথবা স্বামী তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদান করে এবং স্ত্রী নিজেকে তালাক দেয় অথবা স্ত্রীর নির্দেশে তার অসুস্থ স্বামী তাকে তিন তালাক দিল, তবে স্ত্রী মীরাস পাবে না। কেননা এসব অবস্থয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার সন্তুষ্টিক্রমে বিচ্ছেদ হয়েছে। আর এখন বিচ্ছেদে স্বামীকে মীরাসের অধিকার থেকে পলায়নকারী রূপে ধরা যায় না।

قَوْلُهٗ :ثُمَّ صَحَّ اَىْ مِنْ مَرَضِهٖ الخ : এ কয়েদটি لَا بِاَمْرِهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যদি স্ত্রীর আদেশ এবং তার সম্মতি ছাড়া স্বামী তাকে তালাক দেয় এরপর সে ঐ রোগ থেকে সুস্থ হয়ে অন্য কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কেননা মধ্যবর্তী সুস্থতার কারণে মীরাস থেকে পলায়ন করার হুকুম শেষ হয়ে গেছে। তবে যদি স্বামী সে রোগেই মৃত্যুবরণ করে তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে এবং স্বামী তালাকের মাধ্যমে পলাতক গণ্য হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী নিজে তালাকের আবেদন করে, তা হলে স্বামী তালাক দেওয়ার পর চাই সুস্থ হোক বা সেই রোগেই মারা যাক, স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কেননা এতে স্ত্রীর সম্মতি পাওয়া গেছে। কাজেই তাকে পলাতক ধরা হবে না।

ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ اَوْ اَوْصٰى بِشَيْئٍ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْاِرْثِ اَىْ اِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهٖ اَوْ الْمُوْصٰى بِهٖ اَقَلَّ مِنَ الْاِرْثِ فَلَهَا ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ الْاِرْثُ اَقَلَّ فَلَهَا الْاِرْثُ وَاعْلَمْ اَنَّ حَرْفَ مِنْ فِىْ قَوْلِهٖ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْاِرْثِ لَيْسَتْ صِلَةً لِاَ فْعَلِ التَّفْضِيْلِ اِذْ لَوْ كَانَ يَجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ الْوَاجِبُ اَقَلَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ حَرْفُ مِنْ لِلْبَيَانِ وَ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ اُسْتُعْمِلَ بِاللَّامِ فَيَجِبُ اَنْ يُّقَالَ اَوْ مِنَ الْاِرْثِ لِاَنَّهٗ لَمَّا قَالَ الْاَقَلُّ بَيَّنَ الْاَقَلَّ بِاَحَدِهِمَا وَصِلَةُ الْاَقَلِّ مَحْذُوْفٌ مِنَ الْاٰخَرِ اَىْ فَلَهَا اَحَدُهُمَا الَّذِىْ هُوَ اَقَلُّ مِنَ الْاٰخَرِ فَيَكُوْنُ الْوَاوُ بِمَعْنٰى اَوْ اَوْ يَكُوْنُ الْوَاوُ عَلٰى مَعْنَاهَا لٰكِنْ لَا يُرَادُ بِهَا الْمَجْمُوْعُ بَلْ يُرَادُ الْاَقَلُّ الَّذِىْ هُوَ الْاِرْثُ تَارَةً وَالْمُوْصٰى بِهٖ اُخْرٰى فَيَكُوْنُ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ وَهُوَ اَنَّ الْاَقَلِّيَّةَ ثَابِتَةٌ لٰكِنْ بِحَسْبِ زَمَانَيْنِ

সহজ তরজমা

এরপর স্বামী স্ত্রীর জন্যে কিছু ঋণের স্বীকার করল অথবা তার জন্যে কিছু সম্পদের অসিয়ত করল, তখন স্ত্রী তা থেকে এবং মীরাস থেকে যা কম হবে তাই পাবে। অর্থাৎ স্বীকৃত ঋণ অথবা অসিয়তকৃত মাল যদি মীরাস থেকে কম হয়, তা হলে স্ত্রীর জন্যে তাই হবে। আর যদি মীরাস কম হয়, তা হলে স্ত্রী মীরাস পাবে। জেনে রাখ, গ্রন্থকারের বক্তব্য فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْهُ وَمِنَ الْاِرْثِ এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি اِسْم تَفْضِيْل (اَقَلُّ) এর সেলাহ নয়। কেননা যদি এমন হত তা হলে ঋণ–অসিয়ত এবং মীরাস এ দুটি থেকে প্রতিটির নিম্ন পরিমাণ ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক হত, অথচ এরূপ হয় না। বরং مِنْ অব্যয়টি بَيَان এর আর اِسْم تَفْضِيْل টি الف لام এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং اَوْ مِنَ الْاِرْثِ বলা জরুরি ছিল। কেননা যখন গ্রন্থকার اَلْاَقَلُّ বলেছেন তখন তিনি مِنْ এর মাধ্যমে দুটি থেকে যেটি কম তা দ্বারা اَقَل এর বর্ণনা করছেন, আর اَقَل এর صِلَة উহ্য রয়েছে তা হল مِنَ الْاٰخَر অর্থাৎ স্ত্রী পাবে এ দুটির মধ্যে একটি যা অপরটি থেকে কম। তখন واو বর্ণটি اَوْ এর অর্থে হবে অথবা وَاو তার নিজস্ব অর্থের (একত্রিকরণের) জন্যে হবে, কিন্তু তা দ্বারা একই সময় সমষ্টিগত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে না, বরং তা দ্বারা সাধারণ اَقَل নিম্নতম পরিমাণ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে যা একবার হবে মীরাস আর অপর সময় হবে অসিয়তকৃত মাল। তখন واو বর্ণটি جَمْع এর অর্থে হবে। তা হল উভয়টির اَقَلِّيَّت তথা নিম্ন পরিমাণ স্থির রয়েছে। তবে তা দু'সময়ের বিবেচনায় হবে (একসাথে নয়)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْهُ الخ

স্বামীর মৃত্যুরোগে যদি স্বামী-স্ত্রী এ কথার উপর একমত হয়, সুস্থাবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে এবং তার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেছে, এরপর স্বামী স্ত্রীর জন্যে স্বীকার করল, আমার উপর তার কিছু ঋণ রয়েছে অথবা স্ত্রীর জন্যে কিছু সম্পদের অসিয়ত করল, তখন স্ত্রী স্বীকৃতি বা অসিয়তের সমস্ত মালের অধিকারিণী হবে না, বরং স্বীকৃতি অসিয়ত এবং মীরাসের মধ্যে যেটি কম তাই পাবে। কেননা রোগের পূর্বে তালাক হওয়া এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার উপর উভয়ে একমত হওয়ার কারণে যদিও স্ত্রী অপরিচিতা হয়ে গেছে, আর অপরিচিত ব্যক্তির জন্যে স্বীকারোক্তি এবং অসিয়ত যে পরিমাণ মালের জন্যেই হোক তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু এখানে অপবাদের স্থান, সম্ভবত উভয়ে এ জন্যে মতৈক্য হয়েছে যাতে স্ত্রীর মীরাসের পরিমাণ থেকে বেশি সম্পত্তি লাভ হয়। কেননা উত্তরাধিকারীদের জন্যে অসিয়াত বিধেয় নয় এবং মৃত্যুশয্যায় তাদের জন্যে ঋণের স্বীকারোক্তিও দুরস্ত নেই। এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর এহেন ক্রিয়াকলাপ গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হাঁ মীরাস যদি স্বীকৃতি ও অসিয়ত থেকে কম হয়, তা হলে অপবাদ না থাকার কারণে তা বিবেচ্য হবে।

كَمَنْ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا بِاَمْرِهَا فِىْ مَرَضِهٖ ثُمَّ اَقَرَّ اَوْ اَوْصٰى فَاِنَّ لَهَا الْاَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ وَمِنَ الْاِرْثِ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَ لَوْ عَلَّقَ الثَّلٰثَ بِشَرْطٍ وَ وُجِدَ فِىْ مَرَضِهٖ اِنْ عَلَّقَهٗ بِمَجِئِ وَقْتٍ كَرَجَبَ اَوْ فِعْلِ اَجْنَبِىٍّ تَرِثُ اِلَّا اِذَا عَلَّقَ فِىْ صِحَّتِهٖ وَ اِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهٖ تَرِثُ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِىْ مَرَضِهٖ اَوْلَا وَ الْفِعْلُ لَهٗ مِنْهُ بُدٌّ كَا لْكَلَامِ مَعَ الْاَجْنَبِىِّ اَوْ لَا بُدَّ لَهٗ مِنْهُ كَاَكْلِ الطَّعَامِ وَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَ كَلَامِ الْاَبَوَيْنِ وَ اِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِهَا فَاِنْ كَانَا اَيِ التَّعْلِيْقُ وَ الشَّرْطُ فِىْ مَرَضِهٖ وَ الْفِعْلُ لَهَا مِنْهُ بُدًّا لَا تَرِثُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بُدٌّمِنْهُ تَرِثُ

সহজ তরজমা

যেমন ঐ মহিলা যাকে তার নির্দেশে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে স্বামীর অসুস্থতায় এরপর স্বামী তার জন্যে ঋণের স্বীকার করল অথবা কিছু অসিয়ত করল, তখন সকল ইমামের মতে তা এবং মীরাসের মধ্যে যা সর্বনিম্ন স্ত্রী তাই পাবে। যদি অসুস্থ স্বামী তিন তালাককে শর্তের সাথে সংযুক্ত করে এবং শর্ত তার অসুস্থতায় পাওয়া যায়, তো যদি তালাককে কোনো সময়ের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করে যেমন– রজব মাস আসার সাথে অথবা কোনো পরিচিত ব্যক্তির কাজের সাথে, তখন স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কিন্তু যদি সুস্থাবস্থায় তালাককে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে (আর শর্ত তার অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়) তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। আর যদি স্বামী তার নিজের কর্মের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে, চাই শর্তযুক্তকরণ তার অসুস্থাবস্থায় হোক বা তার সুস্থাবস্থায় হোক। আর চাই কাজটি স্বামীর জন্যে অনাবশ্যক হোক যেমন– অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলা, অথবা কাজটি তার জন্যে আবশ্যিক হোক যেমন– খাবার আহার করা, যোহরের নামায পড়া এবং মাতাপিতার সাথে কথা বলা। আর যদি তালাককে স্ত্রীর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, তবে যদি উভয়টি অর্থাৎ যুক্তকরণ এবং শর্তটি স্বামীর অসুস্থাবস্থায় হয়ে থাকে আর কাজটি এমন যা থেকে স্ত্রীর গত্যন্তর রয়েছে, তা হলে সে ওয়ারিশ হবে না। আর যদি স্ত্রীর তা থেকে বাঁচার কোনো গত্যন্তর না থাকে, তবে সে ওয়ারিশ হবে।

قَوْلُهٗ : كَمَنْ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا الخ : এটা দ্বিতীয় মাসআলার সাথে হুকুমের ভিত্তিতে প্রথম মাসআলার উপমা অর্থাৎ স্ত্রী দুটির মধ্যে যেটি পরিমাণে কম তার অধিকারী হবে আর যেহেতু প্রথম মাসআলাটি বিতর্কিত এবং এ মাসআলাটি সর্বসম্মত, এজন্যে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর এর বিপরীত উপমা এজন্যে দেওয়া হয় নি যে, مُشَبَّهٌ بِهٖ অধিক শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হওয়াই পছন্দনীয়। এ মাসআলার সারকথা হচ্ছে, যদি স্ত্রী স্বামীর কাছে তার অসুস্থাবস্থায় তিন তালাকের প্রার্থনা করে আর স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে দিল, তারপর স্বামী স্ত্রীর উপর কিছু ঋণ দাবী করল অথবা কিছু মালেব অসিয়ত করল, তবে এ সূরতে অকাট্যভাবে অপবাদ পাওয়া যায়। এজন্যে তাদের উভয়ের এ ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য ওয়ারিশগণের ব্যাপারে ধর্তব্য হবে না; বরং সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃতি– অসিয়ত এবং মীরাসের মধ্যে যা কম সেটাই স্ত্রীর মিলবে।

قَوْلُهٗ : اَوْ فِعْلِ اَجْنَبِىٍّ الخ : এখানে فِعْل দ্বারা ব্যাপকার্থ উদ্দেশ্য যা কাজ পরিহার করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর اَجْنَبِي শব্দ দ্বারা প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ যার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই, এটা উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য লোক উদ্দেশ্য, চাই তার সন্তানই হোক না কেন। উক্ত মাসআলার মূলকথা হচ্ছে যদি স্বামী অপরিচিত ব্যক্তির কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে এবং শর্তটি তার অসুস্থাবস্থায় পাওয়া যায়, তা হলে স্ত্রী মীরাসের হকদার হবে। কেননা স্বামী তালাকের মাধ্যমে মীরাস থেকে পলায়নকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

وَانْ كَانَ اَیِ التَّعْلِيْقُ **فِیْ صِحَّتِهٖ لَا تَرِثُ اِلَّا فِيْمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ عِنْدَ اَبِیْ حَنِيْفَةَ وَ اَبِیْ يُوْسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَ زُفَرَ** فَاِنَّهَا لَا تَرِثُ عِنْدَهُمَا لِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدْ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهٖ هٰذَا عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ وَ مَعْنَاهَا اَنَّ اِمْرَأَةَ الْفَارِّ اِنَّمَا تَرِثُ اِنْ وُجِدَ مِنَ الزَّوْجِ فِیْ مَرَضِ مَوْتِهٖ صُنْعٌ فِیْ اِبْطَالِ حَقِّهَا بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهٖ بِسَبَبِ الْمَرَضِ وَلَمْ يُوْجَدْ ذٰلِكَ الصُّنْعُ لِاَنَّ التَّعْلِيْقَ كَانَ فِیْ صِحَّتِهٖ بَلِ الْمَرْأَةُ اَبْطَلَتْ حَقَّهَا بِاِتْيَانِهَا بِذٰلِكَ الْفِعْلِ فَجَوَابُهُمَا اَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَهِیَ مُضْطَرَّةٌ اِلَى الْاِتْيَانِ بِهٖ فَصَارَ فِعْلُهَا مُضَافًا اِلَى الزَّوْجِ كَمَا فِی الْاِكْرَاهِ **وَفِی الرَّجْعِیِّ تَرِثُ فِی الْاَحْوَالِ اَجْمَعَ وَ خُصَّ اِرْثُهَا بِمَوْتِهٖ فِیْ عِدَّتِهَا** اَمَّا اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ لَا تَرِثُ اِجْمَاعًا وَ عِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰكَذَا وَ اِنْ عَلَّقَ بَيْنُوْنَتَهَا بِشَرْطٍ وَ وُجِدَ فِیْ مَرَضِهٖ تَرِثُ اِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِهٖ اَوْ بِفِعْلِهَا وَ لَابُدَّ لَهَا مِنْهُ اَوْ بِغَيْرِهِمَا وَقَدْ عَلَّقَ فِی الْمَرَضِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ التَّعْلِيْقَ اِنْ كَانَ بِفِعْلِهٖ تَرِثُ مُطْلَقًا وَاِنْ كَانَ بِفِعْلِهَا وَ لَابُدَّلَهَا مِنْهُ فَكَذٰلِكَ اِلَّا اَنَّهٗ اِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِی الصِّحَّةِ فَفِيْهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ وَ زُفَرَ وَ اِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لَا تَرِثُ وَ اِنْ عَلَّقَ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا فَاِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِی الْمَرَضِ تَرِثُ وَ اِلَّا فَلَا۔

সহজ তরজমা

আর যদি তা অর্থাৎ শর্তযুক্তকরণ **স্বামীর সুস্থাবস্থায় হয়, তবে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু কাজটি স্ত্রীর জন্যে আবশ্যিক হলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। এতে ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে।** তাদের মতে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। কেননা স্ত্রীর হক স্বামীর মালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো কার্যক্রম পাওয়া যায় নি (যাকে স্ত্রীর হক বাতিল করার অপচেষ্টা সাব্যস্ত করা যেতে পারে)। এটা হেদায়ার ইবারত। এর অর্থ হচ্ছে, তালাকের মাধ্যমে মীরাসের হক থেকে পলায়নকারীর স্ত্রী তখনই ওয়ারিশ হয়ে থাকে যখন অসুস্থতার কারণে স্বামীর মালের সাথে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কিত হওয়ার পর স্বামীর পক্ষ থেকে তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট করার ব্যাপারে কোনো কার্যক্রম পাওয়া যাবে। আর (এখানে স্বামীর) এমন কোনো কার্যক্রম পাওয়া যায় নি। কেননা শর্তসংযুক্তি স্বামীর সুস্থ অবস্থায় হয়েছে, বরং স্ত্রী সে কাজটি সম্পাদন করে নিজেই তার অধিকার বিপন্ন করেছে। তাদের উত্তর হলো, যেহেতু কাজটি স্ত্রীর জন্যে আবশ্যিক তা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই, তাই স্ত্রী সে কাজটি পরিপালন করতে নিরূপায়

ছিল। সুতরাং স্ত্রীর কাজটি স্বামীর দিকেই সম্বোধিত হবে, যেমন জোর জবরদস্তির ক্ষেত্রে (বাধ্য ব্যক্তির কাজটি বল প্রয়োগকারীর প্রতি) সম্পর্কিত হয়ে থাকে। আর তালাকে রাজয়ীর মধ্যে সর্বাবস্থায় স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। **আর মহিলার উত্তরাধিকারকে তার ইদ্দত কালে স্বামীর মৃত্যুবরণ করার সাথে বিশেষিত করা হয়েছে।** পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, এরপর স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। মুখতাসার বেকায়ার ইবারত এরূপ, আর যদি স্বামী স্ত্রীর বায়েন তালাককে কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং ঐ শর্তটি তার অসুস্থাবস্থায় পাওয়া যায়, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে, যদি স্বামী তালাককে তার কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে অথবা স্ত্রীর এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে যা তার জন্যে আবশ্যিক অথবা তারা উভয় ব্যতীত অন্যের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, আর অসুস্থাবস্থায় সম্পৃক্ত করেছে। সারাংশ কথা হল, শর্তযুক্তকরণ যদি স্বামীর কাজের সাথে হয়, তা হলে স্ত্রী সাধারণত ওয়ারিশ হবে। আর যদি তালীক স্ত্রীর কাজের সাথে হয় এবং সে কাজ থেকে স্ত্রীর পরিত্রাণের কোনো পথ না থাকে, তা হলে হুকুম একই, স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কিন্তু তালীক যদি সুস্থতায় হয়ে থাকে (আর শর্ত অসুস্থতায় পাওয়া যায়), তবে এতে ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। আর যদি কাজটি এমন হয় তা থেকে স্ত্রীর নিষ্কৃতির উপায় রয়েছে, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। আর যদি স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, তবে যদি তালীক অসুস্থাবস্থায় হয়, তা হলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে, অন্যথায় নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا الخ : উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মালের মধ্যে ওয়ারিশগণের অধিকার সম্পর্কিত হয়ে যায়। এরই ভিত্তিতে তখন এক তৃতীয়াংশ থেকে অধিক মালের অসিয়ত করা বা স্বেচ্ছাদান করা ওয়ারিশগণের অনুমতি ব্যতীত নিষিদ্ধ। সুতরাং স্বামী যদি তার সুস্থাবস্থায় তালাককে স্ত্রীর এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে যা থেকে বাঁচার স্ত্রীর কোনো উপায় নেই, এরপর স্ত্রী বাধ্য হয়ে সে কাজটি সম্পাদন করে তখন স্বামী অসুস্থ ছিল, তা হলে ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ. এর মতে স্ত্রী মীরাস পাবে না। কেননা মৃত্যুরোগের কারণে স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক সম্পর্কিত হওয়ার পর সে নিজেই তা বাতিল করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ : فَجَوَابُهُمَا الخ : শায়খাইনের পক্ষ থেকে তাদের দলীলের জবাব হচ্ছে, যদিও শর্তযুক্তকরণ স্বামীর সুস্থাতায় হয়েছে, কিন্তু স্বামী তালাককে এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা স্ত্রীর জন্যে আবশ্যিক ছিল। তাই স্ত্রী কাজটি বাস্তবায়ন করতে নিরূপায় ছিল। সুতরাং স্ত্রীর কাজকে স্বামীর দিকে সম্বন্ধ করে তাকে হক আদায় করা থেকে পলাতক রূপে গণ্য করা হবে এবং স্ত্রী তার সম্পদে ওয়ারিশ হবে। যেমন– বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে হুকুম বলপ্রয়োগকারীর সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমন যায়েদ আমরকে অন্যের সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করেছে, তা হলে তার জরিমানা যায়েদের উপর আবশ্যক হবে। কেননা সেই প্রকৃত অপরাধী আর আমর তার হাতিয়ার। যথা– ছুরি জবাই করলেও জবাই কর্মকে ছুরির দিকে সম্বন্ধ করা হয় না, বরং জবাইকারীর দিকেই এর সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَفِى الرَّجْعِيِّ تَرِثُ الخ

স্বামী যদি তার অসুস্থতায় স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দেয়, তবে উপরোল্লিখিত সকল অবস্থায় স্ত্রী মীরাস পাবে। فِى الْأَحْوَالِ اَجْمَعَ এতে اَجْمَع শব্দটি اَحْوَال এর তাকীদ হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তালাক চাই স্ত্রীর

সম্মতিক্রমে হোক বা তার সম্মতি ছাড়া হোক, চাই তালাককে স্ত্রীর কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুক অথবা স্বামীর কাজের সাথে, চাই কাজটি স্ত্রীর জন্যে আবশ্যিক হোক বা আবশ্যিক না হোক, এ সকল অবস্থায় স্বামী মৃত্যুরোগে তালাকে রজয়ী দিলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। কেননা রজয়ী তালাক বৈবাহিক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে না। এ জন্যেই ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে রমণে লিপ্ত হওয়া জায়েয এবং তা রজাআত হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং তালাকে রাজয়ীর পর বিবাহ অক্ষুন্ন থাকায় স্ত্রী ওয়ারিশ হবে।

قَوْلُهُ : لَا تَرِثُ اِجْمَاعًا الخ

স্ত্রীর ওয়ারিশ হওয়ার জন্যে শর্ত হল, তার ইদ্দতকালে স্বামীর মৃত্যুরবণ করা। সুতরাং যদি তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী মারা যায়, তা হলে ইজমায়ী মতে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। আহনাফ এবং ইমাম শাফিয়ী রহ. এর নিকট এর কারণ হচ্ছে– স্বামীর মৃত্যুর সময় বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন ছিল, আর এটাই এখানে উত্তরাধিকারী হওয়ার মূল কারণ ছিল। সুতরাং মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারের কারণ বিদ্যমান না থাকায় স্ত্রী মীরাস পাবে না। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও স্ত্রী ওয়ারিশ না হওয়ার ব্যাপারে এ কথা দ্বারাই দলিল পেশ করেছেন। কারণ, তার মতে অসুস্থ স্বামীর তালাকের পর স্ত্রী ওয়ারিশ হয় না। আমাদের মতে পার্থক্যের কারণ হল, ইদ্দতের মধ্যে কতিপয় বিধানের বিবেচনায় বিবাহ অটুট থাকে। যেমন– ইদ্দতকালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বোনের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। অদ্রুপ চতুর্থী স্ত্রীর ইদ্দতকালীন পঞ্চমী স্ত্রীকে বিবাহ জায়েয নেই। এ জন্যে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ অটুট থাকার হুকুম দেওয়া হবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে বিবাহ অবশিষ্ট থাকার হুকুম দেওয়া সম্ভাবপর নয়। কাজেই স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না।

بَابُ الرَّجْعَةِ

هِىَ فِى الْعِدَّةِ لاَ بَعْدَهَا لِمَنْ طُلِّقَتْ دُوْنَ ثَلٰثٍ اَىْ فِى الْحُرَّةِ اَمَّا فِى الْاَمَةِ فَلَا رَجْعَةَ اِلَّا فِى الْوَاحِدَةِ **وَاِنْ اَبَتْ بِنَحْوِ رَاجَعْتُكِ وَ بِوَطْيِهَا وَ مَسِّهَا بِشَهْوَةٍ وَبِنَظْرِهِ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ** هٰذَا عِنْدَنَا وَ اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىُّ فَلاَ تَصِحُّ اِلاَّ بِالْقَوْلِ **وَنُدِبَ اِشْهَادُهُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَاِعْلَامُهَا بِهَا** اَىْ اِعْلَامُ الزَّوْجِ اِيَّاهَا بِالرَّجْعَةِ **وَاَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتّٰى يَسْتَاْذِنَهَا اِنْ لَمْ يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا وَلَوِ ادَّعٰى بَعْدَ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ فِيْهَا وَصَدَّقَتْهُ فَهُوَ رَجْعَةٌ وَ اِنْ كَذَّبَتْهُ فَلاَ وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ** فَاِنَّ الرَّجْعَةَ مِنَ الْاَشْيَاءِ الَّتِىْ لاَ يَمِيْنَ فِيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ **وَ اِنْ قَالَ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِىْ فَلاَ رَجْعَةَ** اَىْ اِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ مُدَّةً تَحْتَمِلُ اِنْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَا لْمَرْأَةُ تُصَدَّقُ فِىْ اِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ لِاَنَّهَا لَمْ تُخْبِرْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : রজাআত

যে মহিলাকে তিনের কম তালাক দেওয়া হয়েছে তাকে ইদ্দতের মধ্যে রজাআত করার স্বামীর অধিকার আছে, ইদ্দতের পরে নয় অর্থাৎ আযাদ মহিলার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে দাসীর ব্যাপারে শুধু এক তালাকের মধ্যে র'জাআতের অধিকার আছে, **যদিও স্ত্রী অস্বীকার করে। আর (র'জাআত সাব্যস্ত হবে) এ উক্তি দ্বারা, رَاجَعْتُكِ আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম এবং স্ত্রী সাথে সঙ্গম করার দ্বারা এবং স্ত্রীকে কামভাবসহ ছোঁয়া দ্বারা এবং স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দিকে কামোত্তেজনার সাথে দৃষ্টি করার দ্বারা।** এটা আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর নিকট মুখে বলা ব্যতীত র'জাআত সহীহ হবে না। **আর রজাআতের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা এবং তৎসম্পর্কে স্ত্রীকে অবগতি দেওয়া মুস্তাহাব।** অর্থাৎ স্ত্রীকে র'জাআতের ব্যাপারে স্বামীর অবহিতকরণ মুস্থাহাব। **আর যদি স্বামী স্ত্রীর র'জাআতের ইচ্ছা না করে, তবে স্ত্রীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা ব্যতীত তার নিকট প্রবেশ করবে না। যদি স্বামী ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে র'জাআত করার দাবি করে আর স্ত্রী তাকে সত্যায়িত করে, তবে তা র'জাআত গণ্য হবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তা র'জাআত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে এমতাবস্থায় স্ত্রীর উপর কোনো শপথ আসবে না।** কেননা ইমাম আবূ

হানীফা রহ. এর মতে রাজআত সেসব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে শপথ নেই। **যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে রাজআত করেছি, তখন স্ত্রী বলল, আমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা হলে রাজআত সাব্যস্ত হবে না।** অর্থাৎ যদি তালাকের পর অতিক্রান্ত মুদ্দত এতটুকু হয়, তাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তখন স্ত্রীকে সত্যায়িত করা হবে ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ দানের ক্ষেত্রে। এই হল ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। তবে সাহেবাইনের মতে রাজআত শুদ্ধ হবে। কেননা স্ত্রী রাজআতের পূর্বে তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সংবাদ দেয় নি। সুতরাং ইদ্দত বাকি থাকাই প্রকাশ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

رَجْعَة এর পরিচয়

এটি বাবে ضَرَبَ এর ক্রিয়ামূল। এর শাব্দিক অর্থ ফিরিয়ে আনা, প্রত্যাহার করা। পরিভাষায় র'জাআত বলা হয়, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর প্রথম বিবাহের হুকুমের উপর পুনরায় গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন- هِىَ اِسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِى الْعِدَّةِ অর্থাৎ র'জাআত হল, তালাকের পর ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত মালিকানা অব্যাহত রাখা।

قَوْلُهُ : فِى الْعِدَّةِ الخ

র'জাআত ইদ্দতের মধ্যে জায়েয এবং কখনো তা ওয়াজিব হয়ে যায় যেমন- হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে স্ত্রীকে র'জাআত করা ওয়াজিব। আর এটা স্বামীর অধিকার যা নস দ্বারা প্রমাণিত। স্বামীর বাতিল করার দ্বারা র'জাআতের হক বাতিল হয় না, এমনকি যদি সে তালাক দেওয়ার সময় বলে, আমার র'জাতের ইচ্ছাধিকার থাকরে না। অথবা বলে, আমি র'জাতকে বাতিল করে দিলাম, তবুও সে র'জাআতের মালিক হবে। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরে র'জাআত বৈধ হবে না। কারণ, তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : طَلِّقَتْ دُوْنَ ثَلٰثٍ الخ

তিন তালাকের কম অর্থাৎ এক বা দু'তালাক দিরে স্ত্রীকে র'জাআত করা যাবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

অর্থাৎ তালাক দু'বার। তারপর হয়তো বিধি অনুসারে রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে ছাড়পত্র দিয়ে দিবে।

এরপর আল্লাহ বলেন -

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অথাৎ পুণরায় যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তা হলে ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে হালাল হবে না।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, দু'তালাকের পর স্ত্রীকে র'জাআত করার অধিকার আছে। তবে তিন তালাকের পর এর অবকাশ নেই। এ হুকুম শুধু আযাদ মহিলার ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর দাসীর বেলায় কেবল এক তালাকের পর রাজআত শুদ্ধ হবে। কেননা তার দু'তালাক স্বাধীন মহিলার তিন তালাকের স্থলবর্তী।

قَوْلُهُ : وَاِنْ اَبَتْ الخ

যদিও রাজআতের বিষয়টি অস্বীকার করে এবং তাতে অসম্মত হয় তদুপরি স্বামীর রাজআতের অধিকার থাকবে। কেননা রাজআতের জন্যে স্ত্রীর সম্মতি শর্ত নয় যেমনভাবে তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি শর্ত নয়। কিতাব ও সুন্নতের নসগুলোতে এ অধিকার মুতলাক বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَا تَصِحُّ اِلَّا بِالْقَوْلِ الخ

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে মৌখিক উক্তি ব্যতীত স্ত্রী সহবাস বা কামভাবসহ স্পর্শ বা গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দ্বারা রাজআত শুদ্ধ হবে না। তবে যদি স্বামী বোবা হয় অথবা মুখে জড়তা থাকে, তা হলে তার রাজআত ইশারা দ্বারাও হতে পারে। কেননা রাজআত বিবাহের প্রারম্ভিকতার স্থলাভিষিক্ত। এজন্যে তা কাজ দ্বারা দুরস্ত হবে না। আমরা বলি, রাজআত নতুন মালিকানা অর্জন করার জন্যে নয়, বরং তা বিবাহের মাধ্যমে মালিকানাকে অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্যে অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং কাজ যদিও নতুন মালিকানার জন্যে যথেষ্ঠ নয়, কিন্তু মালিকানার স্থায়িত্বের জন্যে অবশ্য যথেষ্ট হবে। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি তার দাসীকে তিন দিনরে খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করে, তারপর সে দাসীর সাথে সহবাস করে, তা হলে খেয়ার রহিত হয়ে যায় যেমনিভাবে উক্তি দ্বারা খেয়ার রহিত হয়।

قَوْلُهُ : اِشْهَادُهُ الخ

ন্যায় নিষ্ঠাবান দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলাকে স্বাক্ষী বানাবে চাই রাজআত কাজ দ্বারা হোক অথবা উক্তি দ্বারা। যাতে অস্বীকার করার অবকাশ না থাকে এবং অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা যায়। কেননা লোকেরা তালাক সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে সেই স্ত্রীর সাথে সংসার করার ব্যাপারে অপবাদ আসতে পারে। এজন্যে স্বাক্ষী রাখা মুস্তাহাব।

قَوْلُهُ : وَاِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَا الخ

ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী যদি দাবি করে যে, আমি ইদ্দতের মধ্যেই রাজআত করেছি, আর স্ত্রী তা স্বীকার করে, তবে রাজআত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অস্বীকার করে, তা হলে রাজআত সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী দলিল পেশ করতে না পারে। যদি স্বামী প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে স্ত্রীর উপর শপথ আবশ্যক হবে না। কেননা রাজআতের মধ্যে কোনো শপথ নেই। আর সাহেবাইনের মতে স্ত্রীর উপর শপথ জরুরি হবে।

قَوْلُهُ : اِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ مُدَّةً الخ

যদি তালাকের পর এ পরিমাণ মুদ্দত অতিবাহিত হয়, তাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেমন– তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি করল, তা হলে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ইদ্দত তথা তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাা রাখে যেমন– দেড় মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার দাবি করল, তবে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

كَمَا فِىْ زَوْجِ اَمَةٍ اَخْبَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالرَّجْعَةِ فِيْهَا لِسَيِّدِهَا فَصَدَّقَهُ وَكَذَّبَتْهُ فَاِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلٰى **اَوْ قَالَ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِىْ وَ اَنْكَرَا** اَىِ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ بِمَضِىِّ الْعِدَّةِ **وَاِنِ انْقَطَعَ دَمُ اٰخِرِ الْعِدَّةِ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ تَمَّتْ وَ لِاَقَلَّ مِنْهَا لَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِىَ عَلَيْهَا وَقْتُ فَرْضٍ اَوْ تَيَمَّمَ فَتُصَلِّىَ وَ لَوْ نَسِيَتْ غَسْلَ عُضْوٍ رَاجَعَ وَ فِيْمَا دُوْنَهُ لَا** اَىْ نَسِيَتْ غَسْلَ مَا دُوْنَ الْعُضْوِ فَحٍ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ لِاَنَّهُ لَا اِعْتِبَارَ لِمَا دُوْنَ الْعُضْوِ فَكَاَنَّهَا اغْتَسَلَتْ وَمَضَتْ عِدَّتُهَا **وَلَوْ طَلَّقَ حَامِلًا اَوْ مَنْ وَلَدَتْ مُنْكِرًا وَطْيَهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ** اَىْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَامِلٌ فَاَنْكَرَ وَطْيَهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ اَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهٖ فَلَهُ الرَّجْعَةُ تَسَاهُلٌ لِاَنَّ وُجُوْدَ الْحَمْلِ وَقْتَ الطَّلَاقِ اِنَّمَا يُعْرَفُ اِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَاِذَا وَلَدَتْ اِنْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ـ

সহজ তরজমা

যেমন– দাসীর স্বামী ইদ্দত সমাপ্তির পরে তার মনিবকে সংবাদ দিল, সে ইদ্দতের মধ্যে তাকে রাজআত করেছে, এরপর মনিব তাকে সত্যায়িত করল এবং দাসী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। সাহেবাইনের মতে, মনিবের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। **অথবা দাসীকে তার স্বামী বলল, আমি তোমাকে রাজআত করেছি, এরপর দাসী বলল, আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে এবং তারা উভয়ে তা অস্বীকার করল** অর্থাৎ স্বামী ও মনিব ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া অস্বীকার করল (তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট দাসীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে আর সাহেবাইনের নিকট স্বামী ও মনিবের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে)। **যদি ইদ্দতের শেষ হায়েযের রক্তস্রাব দশ দিনে সমাপ্ত হয়, তা হলে (পবিত্র হওয়া মাত্রই) ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি দশ দিনের কমে সমাপ্ত হয়, তা হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে না অনন্তর সে স্ত্রী গোসল করবে অথবা তার উপর এক ফরয নামাযের সময় অতিবাহিত হবে অথবা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। যদি স্ত্রী (গোসলের সময়) এক অঙ্গ ধৌত করা ভুলে যায় আর এমতাবস্থায় স্বামী রাজআত করে, তবে তা দুরস্ত হবে। আর এক অঙ্গের কম ধৌত করা ভুলে যায়, তখন রাজআত সহীহ হবে না** কেননা এক অঙ্গের কমের কোনো বিবেচনা নেই। সুতরাং যেন স্ত্রী গোসল করেছে এবং তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে। **যদি কেউ গর্ভবতী অথবা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রীকে তালাক দেয় এমতাবস্থায় সে তার সাথে সহবাস করে তা হলে স্বামী রাজআত করতে পারবে।** অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিল এবং সে তার সাথে সহবাস করাকে অস্বীকার করে তা হলে রাজআতের অধিকার থাকবে না। আমি বলব, মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فَلَهُ الرَّجْعَةُ এর মধ্যে অসতর্কতা রয়েছে। কেননা তালাকের সময় গর্ভের অস্তিত্ব

তখনই জানা যাবে, যখন স্ত্রী তালাকের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম দিবে। সুতরাং যখন স্ত্রী সন্তান প্রসব করবে তখন তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাবে। কাজেই স্বামী রাজআতের মালিক হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : كَمَا فِىْ زَوْجِ اَمَةٍ الخ : উক্ত মাসআলার সূরত এই, এক ব্যক্তি তার দাসীকে অন্যের সাথে বিবাহ দিল। তারপর স্বামী তাকে তালাক দিল এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীর মনিবকে এ মর্মে সংবাদ দিল, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়েছি। মনিব তা স্বীকার করল এবং দাসী অস্বীকার করল, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে দাসীর উক্তি বিবেচিত হবে আর সাহেবাইনের মতে মনিবের উক্তি বিবেচিত হবে। কেননা মনিব তার বিশেষ অধিকারের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করেছে, এজন্যে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন– দাসীর বিবাহ মনিবের স্বীকারোক্তি দ্বারা গৃহীত হয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ দলীল হল, রাজআত শুদ্ধ হওয়া এবং শুদ্ধ না হওয়া ইদ্দত পূর্ণ না হওয়ার উপর ভিত্তিশীল। আর ইদ্দত শেষ হওয়া না হওয়ার সংবাদের ক্ষেত্রে দাসীই বিশ্বস্ত। সুতরাং যদি তালাকের পর অতিবাহিত মুদ্দত এ পরিমাণ হয়, তাতে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তখন দাসীর উক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে। আর বিবাহের ব্যাপারে যেহেতু মনিবই স্বয়ং সত্তৃত্বকারী, কাজেই তার উক্তি গ্রহণযোগ্য। রাজাআত এর বিপরীত। এতে মনিব স্বয়ং কতৃত্বকারী নয়।

قَوْلُهٗ : دَمُ اٰخِرِ الْعِدَّةِ الخ : ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দ্বারা রাজআতের অধিকার বাতিল হয়ে যায়। আর ইদ্দত পূর্ণ হয় শেষ হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়া দ্বারা যখন তা দশ দিন হয়। কেননা দশ দিনের বেশি হায়েয হয় না। আর যদি দশ দিনের কমে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে পুনরায় হায়েয আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্যে হায়েযের সমাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আবশ্যক হল, হয়ত স্ত্রী গোসল করে ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তার উপর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিক্রান্ত হবে যাতে নামাযের ফরযিয়্যাতের বিধান দ্বারা তার পবিত্রতা দৃঢ় হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ইদ্দতের শেষ রক্তস্রাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে তৃতীয় হায়েযের রক্ত নির্গমণ আর দাসীর বেলায় দ্বিতীয় হায়েযের শেষ রক্ত।

قَوْلُهٗ : مَنْ وَلَدَتْ مُنْكِرًا الخ : অর্থাৎ স্ত্রী সন্তান প্রসব করল, তারপর স্বামী তাকে তালাক দিল এবং বলল, আমি তার সাথে কখনো সঙ্গম করি নি, তা হলে স্বামীর রাজআত করার অধিকার থাকবে। উল্লেখ্য, গ্রন্থকারের উক্তি مُنْكِرًا তা طَلَّقَ ক্রিয়াপদের فَاعِل থেকে হাল সংঘটিত হয়েছে এবং তা حَامِلًا ও مَنْ وَلَدَتْ উভয় সূরতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

قَوْلُهٗ : اَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهٖ الخ : এখানে মূলত শারেহ রহ. গ্রন্থকারের উক্তি فَلَهُ الرَّجْعَةُ মধ্যে অসঙ্গতির প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কেননা স্বামী তার গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে এবং সে তার সাথে সহবাস করার কথা অস্বীকার করল, তখন এর দাবি হল রাজাআত শুদ্ধ না হওয়া। কেননা রাজআত ইদ্দতের মধ্যে হয় এবং অসঙ্গমিতা স্ত্রীর ইদ্দত পালনের বিধান নেই। অনুরূপভাবে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর মিথ্যুক হওয়া প্রকাশ হয়ে যায় যেমন– তার স্ত্রী তালাকের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করল তখন স্বামীর এ দাবি, আমি সহবাস করি নি" এর অসত্যতা প্রকাশ হয়ে গেল, তা হলেও গর্ভপাতের পূর্বে রাজআত হতে পারে না। কেননা وَضْعِ حَمْل এর পূর্বে স্বামীর দাবির অসত্যতা প্রকাশ হবে না। আর গর্ভপাতের পরেও রাজআত করা শুদ্ধ হবে না। কেননা ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। কারণ, গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মোদ্দা কথা, এ মাসআলায় রাজআত শুদ্ধ হওয়ার হুকুম আরোপ করা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। এজন্যে শারেহ রহ. সামনে উক্ত বাক্যের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যদ্দারা এ প্রশ্ন অপসৃত হয়ে যায়।

فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ اَلرَّجْعَةَ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ اَنَّهُ اِنْ رَاجَعَ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ السَّابِقَةِ وَلَا يُرَادُ اَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لِاَنَّهُ لَمَّا اَنْكَرَ الْوَطْىَ وَ الشَّرْعُ لَايَحْكُمُ بِوُجُوْدِ الْحَمْلِ وَقْتَ الطَّلَاقِ بَلْ اِنَّمَا يَحْكُمُ اِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يُوْجَدْ تَكْذِيْبُ الشَّرْعِ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ فَالصَّوَابُ اَنْ يُّقَالَ وَمَنْ طَلَّقَ حَامِلًا مُنْكِرًا وَّطْيَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَاَمَّا مَسْأَلَةُ الْوِلَادَةِ فَصُوْرَتُهَا اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الَّتِىْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ مُنْكِرًا وُطْيَهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَاِنَّمَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِىْ مَسْأَلَتَىِ الْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ مَعَ اِنْكَارِهِ الْوَطْىَ لِاَنَّ الشَّرْعَ كَذَّبَهُ فِىْ اِنْكَارِهِ الْوَطْىَ لِاَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ **وَاِنْ خَلَا بِهَا فَاَنْكَرَ فَلَا** اَىْ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا لِاَنَّهُ اَنْكَرَ الْوَطْىَ وَلَمْ يُوْجَدْ تَكْذِيْبُ الشَّرْعِ اِنْكَارَهُ فَيَكُوْنُ اِنْكَارُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَاِنَّمَا يَتَاَكَّدُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ لِاَنَّهَا سَلَّمَتْ اِلَيْهِ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ لَا لِاَنَّهُ قَبَضَ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ بِاَنْ وَطِيَهَا **فَاِنْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ صَحَّتْ** هٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْخَلْوَةِ وَصُوْرَتُهَا اَنَّهُ خَلَا بِامْرَأَتِهِ وَاَنْكَرَ وَطْيَهَا ثُمَّ **طَلَّقَهَا** فَرَاجَعَهَا اِلَى أخِرِهِ فَاِنَّهَا اِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُ هٰذَا الْوَلَدِ مِنْهُ اِذْ هِىَ لَمْ تَقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقٰى فِى الْبَطْنِ فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يُّجْعَلَ الزَّوْجَ وَ اطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا بَعْدَهُ لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ قَبْلَ الطَّلَاقِ يَزُوْلُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ فَيَكُوْنُ الْوَطْىُ بَعْدَ الطَّلَاقِ حَرَامًا فَيَجِبُ صِيَانَةُ فِعْلِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ فَاِذَا جُعِلَ وَاطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ.

সহজ তরজমা

অতএব রাজআতের উদ্দেশ্য হবে গর্ভপাতের পূর্বে রাজআত করা। এর উদ্দেশ্য হলো, যদি স্বামী সন্তান প্রসবের পূর্বে রাজআত করে, আর স্ত্রী তালাকের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে স্বামীর পূর্ববর্তী রাজআত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হুকুম করা হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি فَلَهُ الرَّجْعَةُ) এর উদ্দেশ্য এটা হতে পারে না, সন্তান প্রসবের পূর্বেই তার জন্যে রাজআত করা বৈধ হয়ে

যাবে। কেননা যখন সে সহবাস থেকে অস্বীকার করল এবং শরীয়ত তালাকের সময় গর্ভ বিদ্যমান হওয়ার ব্যাপারে হুকুম করে নি, বরং তালাক দেওয়ার সময় থেকে ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করলে তখন শরীয়ত তালাকের সময় গর্ভ বিদ্যমান হওয়ার হুকুম করে। সুতরাং সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে স্বামীকে মিথ্যারোপ করা পাওয়া যায় নি। এজন্যে এভাবে বলা উচিত ছিল, যে ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিল এমতাবস্থায় সে তার সাথে সহবাস করা অস্বীকার করে, এরপর তাকে রাজআত করে নিল এবং সে স্ত্রী তালাকের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করল, তখন রাজআত শুদ্ধ হবে। আর সন্তান প্রসবের পর তালাক দেওয়ার মাসআলার স্বরূপ, সে তার এমন স্ত্রীকে তালাক দিল যে তালাকের পূর্বে সন্তান জন্ম দিয়েছে, এমতাবস্থায় তার সাথে সহবাস অস্বীকার করে, তা হলে তার জন্যে রাজআত করার অধিকার থাকবে। গর্ভ এবং সন্তান প্রসব উভয় মাসআলার মধ্যে স্বামীর সহবাস অস্বীকার করা সত্বেও রাজআত শুদ্ধ হবে এজন্যে, শরীয়ত স্বামীকে তার সহবাস অস্বীকার করার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কেননা সন্তান শয্যা মালিকের তথা স্বামীর। **যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনবাসের পর সহবাস অস্বীকার করে, তা হলে নয়** অর্থাৎ তার রাজআত শুদ্ধ হবে না। কেননা সে সহবাস থেকে অস্বীকার করেছে এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে তার অস্বীকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা পাওয়া যায় নি। সুতরাং তার অস্বীকৃতী দলিল হবে। তবে নির্জনবাস দ্বারা মোহর সুদৃঢ় হবে এজন্যে, স্ত্রী তার নিকট مَعْقُوْد عَلَيْهِ তথা যৌনাঙ্গকে অর্পণ করেছে। এজন্যে মোহর আবশ্যক নয়, স্বামী তার সাথে সহবাস করে যৌনাঙ্গ অধিগ্রহণ করেছে (কারণ নির্জনবাস প্রমাণিত হওয়া সত্বেও সহবাস অস্বীকৃতির অবকাশ রয়েছে)। **এখন যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে তাকে রাজআত করে নেয়, এরপর স্ত্রী দু'বছরের কমের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়। তবে রাজআত শুদ্ধ হবে।** এ মাসাআলাটি خَلْوَة এর মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর প্রক্রিয়া হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করল এবং তার সাথে সহবাসকে অস্বীকার করল, এরপর সে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং তাকে রাজআত করল মাসআলার শেষ পর্যন্ত (তা হলে রাজআত শুদ্ধ হবে না, তবে স্ত্রী দু'বছরের পূর্বে সন্তান প্রসব করলে তা শুদ্ধ হবে)। কেননা যখন স্ত্রী তালাকের সময় থেকে দু'বছরের কমের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তখন ঐ সন্তানের বংশ তার (স্বামী) থেকে সাব্যস্ত হবে। কেননা স্ত্রী ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার স্বীকার করে নি, আর সন্তান এ সময়সীমার মধ্যে পেটে থাকতে পারে। সুতরাং স্বামীকে তালাকের পূর্বে স্ত্রী সঙ্গমকারী গণ্য করা জরুরি তালাকের পরে নয়। কেননা যদি সে তালাকের পূর্বে সঙ্গম না করে থাকে তা হলে শুধু তালাকের দ্বারা মালিকানা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তালাকের পরের সহবাস হারাম হবে। আর হারাম থেকে মুসলমানের কর্মকে রক্ষা করা ওয়াজিব। এজন্যে যখন তাকে তালাকের পূর্বে সঙ্গমকারী ধরা হবে, তখন তার রাজআত শুদ্ধ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ الخ

এখানে গ্রন্থকারের অসর্কতা বিশ্লেষণের পরে তার উক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম হলো, যখন অনুমিত হল, রাজআত শুদ্ধ হওয়াকে সন্তান প্রসবের পরে অথবা পূর্বে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সুতরাং فَلَهُ الرَّجْعَةُ। এর উদ্দেশ্য এই, যদি স্বামী সন্তান প্রসবের পূর্বে রাজআত করে নেয়, তখন ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করলে তার রাজআত শুদ্ধ হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। কেননা এর দাবি স্বামীর এ দাবি,

আমি সহবাস করি নি, এর অসত্যতা প্রকাশ হয়ে গেল এবং এটা জানা হয়ে গেল, সহবাসের পরে স্ত্রীর তালাক হয়েছে। কাজেই তার পূর্ববর্তী রাজআত ইদ্দতের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এজন্যে তা সহীহ হবে।

قَوْلُهُ : فَصُوْرَتُهَا اَنَّهُ طَلَّقَ الخ

স্বামী সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রীকে এ বলে তালাক দিল, আমি তার সাথে সহবাস করি নি, অথচ তালাকের পূর্বে তার কাছে স্ত্রী সন্তান প্রসব করেছে, তবুও তাকে রাজআত করা বৈধ্য হবে। কেননা স্বামীর সহবাস না করার দাবির চাহিদা হল রাজআত শুদ্ধ না হওয়া। কারণ তার উক্তি অনুসারে স্ত্রী অসঙ্গমকৃতা। ফলে তার উপর ইদ্দত নেই এবং তার রাজআতও শুদ্ধ নয়। কিন্তু যখন শরীয়ত স্বামীকে তার দাবির ব্যাপারে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে, তখন যেন তার দাবি অস্তিত্বহীন বস্তুর মত হয়ে গেল। এজন্যে তাকে রুজু করা শুদ্ধ হবে। এ হুকুম তখনকার যখন স্ত্রী তার স্বামীর বিবাহে আসার পর অন্তত ছয় মাসের পরে সন্তান প্রসব করবে। আর যদি বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের কমের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তা হলে আবার রাজআত শুদ্ধ হবে না। কেননা এ মুদ্দত থেকে কমের মধ্যে নসব সাব্যস্ত হয় না। তাই শরীয়ত স্বামীকে মিথ্যুক গণ্য করবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ خَلَابِهَا الخ

উক্ত বাক্যের সারর্মম হচ্ছে, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করে তারপর সে তার সাথে সহবাস অস্বীকার করত তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে তার রাজআত শুদ্ধ হবে না। কেননা শরীয়ত অথবা প্রকাশ্য অবস্থা তার মিথ্যারোপ করে নি। আর রাজআত কেবল সঙ্গমিতা স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে শুদ্ধ হয়, নির্জনবাসের ইদ্দতের মধ্যে শুদ্ধ নয়। উপরে উল্লিখিত গর্ভ এবং সন্তান প্রসবের মাসআলা এর ব্যতিক্রম। উক্ত মাসআলাদ্বয়ে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের কারণে শরীয়তের নির্দেশে তার সহবাসের অস্বীকৃতি বাতিল গণ্য করা হয়েছে। আর এখানে এমন কোনো শরয়ী হুকুম নেই।

قَوْلُهُ : لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ الخ

তালাকের সময় থেকে দু'বছরের মধ্যে সন্তান প্রসবের কয়েদ এজন্যে লাগানো হয়েছে, যদি স্ত্রীর দু'বছরের পর সন্তান জন্ম হয়, তবে রাজআত শুদ্ধ হবে না এবং সন্তানের নসবও সাব্যস্ত হবে না। কেননা গর্ভের বেশি সময় হল দু'বছর। সুতরাং মাসআলার উদ্দেশ্য হল– স্ত্রী ছয় মাস ও দু'বছরের ভেতর সন্তান প্রসব করবে। কেননা যদি ছয় মাস কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয় তবে তা পূর্ববর্তী মাসআলা বনে যাবে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ قَبْلَ الخ

অর্থাৎ যদি স্বামীকে তালাকের পূর্বে সঙ্গমকারী গণ্য না করা হয়, তা হলে তার দিকে এবং তার স্ত্রীর দিকে একটি অযাছিত কর্ম তথা ব্যভিচারের সম্বন্ধ করা লাযেম আসবে। কেননা তালাকের পর স্বামীর মালিকানা স্ত্রী থেকে দূর হয়ে যায়। তাই তালাকের পর সঙ্গম হারাম। আর মুসলমানের কর্মকে হারাম থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল এহেব অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হওয়া। এজন্যে স্বামীকে তালাকের পূর্বে সঙ্গমকারী ধরে নেওয়া হবে।

وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أُخَرَ بِبَطْنَيْنِ فَهُوَ رَجْعَةٌ اَلْمُرَادُ بِبَطْنَيْنِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْوِلَادَةِ الْاُوْلٰى وَ الثَّانِيَةِ سِتَّةُ اَشْهُرٍ اَوْ اَكْثَرُ اَمَّا اِذَا كَانَ اَقَلَّ يَكُوْنُ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ وَ اِنَّمَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِاَنَّهَا طُلِّقَتْ بِالْوِلَادَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ الْوِلَادَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلٰى اَنَّهُ رَاجَعَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ الْاُوْلٰى لِيَكُوْنَ الْوَطْىُ حَلَالًا اَمَّا اِذَا كَانَتِ الْوِلَادَتَانِ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ لَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ لِاَنَّ عُلُوْقَ الْوَلَدِ الثَّانِىْ كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ الْاُوْلٰى **وَفِىْ كُلَّمَا وَلَدْتِ فَوَلَدَتْ ثَلٰثَةً بِبُطُوْنٍ يَقَعُ الثَّلٰثُ وَالْوَلَدُ الثَّانِىْ رَجْعَةٌ كَالثَّالِثِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْحَيْضِ** اَىْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ الَّذِىْ وَقَعَ بِالْوِلَادَةِ الثَّالِثَةِ **وَمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِىِّ تَتَزَيَّنُ** لِيَرْغَبَ الزَّوْجُ فِىْ رَجْعَتِهَا **وَلَا يُسَافِرُ بِهَا حَتّٰى يُشْهِدَ عَلٰى رَجْعَتِهَا وَلَهُ وَطْيُهَا** هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ لَا يَحِلُّ وَطْىُ مُطَلَّقَةِ الرَّجْعِىِّ حَتّٰى يُرَاجِعَ بِالْقَوْلِ وَ عِنْدَنَا اَلْوَطْىُ يَصِيْرُ رَجْعَةً **وَنِكَاحُ مُبَانَةٍ بِلَا ثَلٰثٍ فِىْ عِدَّتِهَا وَبَعْدَهَا وَلَا تَحِلُّ حُرَّةٌ بَعْدَ ثَلٰثٍ وَلَا اَمَةٌ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ حَتّٰى يَطَأَهَا غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَتَمْضِىَ عِدَّةُ طَلَاقِهِ اَوْ مَوْتِهِ** هٰذَا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَعِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَا يَشْتَرِطُ وَطْىُ الزَّوْجِ الثَّانِىْ بَلْ يَكْفِىْ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ اِسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَنَا حَدِيْثُ الْعُسَيْلَةِ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ تَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ فَيَكُوْنُ التَّحْلِيْلُ بِدُوْنِ الْوَطْىِ مُخَالِفًا لِلْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ حَتّٰى لَوْ قَضَى الْقَاضِىْ بِهِ لَا يَنْفُذُ

সহজ তরজমা

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি সন্তান জন্ম দিবে, তখন তুমি তালাক। এরপর সে স্ত্রী এক সন্তান জন্ম দিল, তারপর দু'গর্ভে অপর এক সন্তান জন্ম দিল, তা হলে তা রাজআত হবে। بِبَطْنَيْنِ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের মাঝে ছয় মাস অথবা তার অধিক সময় হবে। তবে যদি ছয় মাস থেকে কম হয়, তা হলে একই গর্ভ গণ্য হবে। আর এ অবস্থায় রাজআত সাব্যস্ত হবে এ কারণে, প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠের দ্বারা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে, এরপর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া এ কথার প্রতি নির্দেশ করে, স্বামী প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠের পর স্ত্রীকে রাজআত করেছে, যেন তার সহবাস করা হালাল সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে যখন উভয় সন্তান প্রসব একই গর্ভে হবে, তখন রাজআত সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ অবস্থায় দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভ সঞ্চারণ প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বে ছিল। **আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, যখনই তুমি সন্তান প্রসব করবে, তখন তুমি তালাক। তারপর স্ত্রী তিন গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করল, তা হলে তিন তালাক কার্যকর হবে এবং দ্বিতীয় সন্তানের দ্বারা রাজআত হবে, তদ্রুপ তৃতীয় সন্তানের দ্বারাও রাজআত হবে। আর তার উপর ইদ্দত হায়েয দ্বারা হবে।** অর্থাৎ তৃতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা যে তৃতীয় তালাক পতিত হয়েছে তার ইদ্দত হায়েয দ্বারা শুমার করা হবে। **রাজয়ী**

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সাজগোজ করবে, যাতে স্বামী তার রাজআতের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়। **আর স্বামী তাকে নিয়ে ভ্রমণে যাবে না। এমনকি তার রাজআতের উপর সাক্ষী রাখবে। তবে স্বামীর জন্যে তার সাথে সহবাস করা জায়েয।** এটা আমাদের মত। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না যতক্ষণ না উক্তি দ্বারা রাজআত করে নেয়। আমাদের মতে সহবাস রাজআত গণ্য হবে। **আর তিনের কম বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার ইদ্দতের মধ্যে অথবা ইদ্দতের পরে বিবাহ করা হালাল হবে। স্বাধীন মহিলাকে তিন তালাকের পর এবং দাসীকে দু'তালাকের পর বিবাহ করা হালাল হবে না, যতক্ষণ না অন্য স্বামী শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে সহবাস করে এবং তার (দ্বিতীয় স্বামীর) তালাকের ইদ্দত অথবা তার মৃত্যুর ইদ্দত অতিবাহিত হয়।** এটা জমহূর ফকীহগণের মাযহাব। আর সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রহ. এর মতে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস শর্ত নয়, বরং শুধু বিবাহ যথেষ্ট হবে। তিনি দলীল পেশ করেন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ অর্থাৎ ঐ মহিলা প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে। আর আমাদের দলীল হল, উসাইলা বিশিষ্ট হাদীস, তা মশহুর হাদীস, যাদ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বর্ধিত করা জায়েয আছে। সুতরাং সহবাস ব্যতীত হালাল সাব্যস্ত করা মশহুর হাদীসের পরিপন্থী হবে এমনকি যদি বিচারক এমন ফয়সালা করে তবে তা কার্যকারী হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : ثُمَّ اٰخَرَ بِبَطْنَيْنِ الخ

এতে بِبَطْنَيْنِ কয়েদ দ্বারা এ সূরত বাদ পড়ে গেল, যখন একই গর্ভে অপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে যাকে জময শিশু বলা হয়, তা হলে রাজআত সাব্যস্ত হবে না। কেননা যখন পরপর দু'সন্তান প্রসবের মাঝে ছয় মাস থেকে কম সময় অতিক্রান্ত হয় একে بَطْن وَاحِد বলে। যা থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে বিদ্যমান ছিল। কেননা ছয় মাসের কমে গর্ভ হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তান প্রসব প্রথম সন্তান প্রসবের পর নতুন সহবাসের প্রতি দালালত করে না যাতে রাজআত সাব্যস্ত হতে পারে। কিন্তু যদি ছয় মাস বা তার অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় একে بَطْنَيْن বলে যা এ কথার উপর নির্দেশ করে, দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভ তালাকের পর নতুন সহবাস দ্বারা হয়েছে। আর এ সহবাস ইদ্দতের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। ইদ্দতকালীন সময়ে সহবাস দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهٗ : كَالثَّالِثِ الخ : দ্বিতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে যেমন– তৃতীয় সন্তানের দ্বারা রাজআত হয়। কেননা যখন স্ত্রীর প্রথম সন্তান হবে, তখন তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রী ইদ্দতওয়ালী হবে। আর দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর রাজআত হবে। কেননা এ গর্ভ ইদ্দতের মধ্যে কৃত সহবাস দ্বারা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং ঐ দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠের দ্বারা দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। কেননা كلما শব্দ দ্বারা তালাককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা তাকরার তথা পুনরুক্তির উপর দালালত করবে। আর তৃতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা পুনরায় রাজআত হবে এবং তৃতীয় তালাকও পতিত হয়ে যাবে। এখন এ তালাকের পর স্ত্রীর উপর তিন হায়েয দ্বারা ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে যদি সে হায়েয থেকে নিরাশ না হয়। আর যদি নিরাশ হয় তা হলে তিন মাসের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। এ হুকুম ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে সন্তান প্রসবের সময় হবে। কিন্তু যদি তিনও সন্তান একই গর্ভে প্রসব হয়, তবে প্রথম দু'সন্তানের জন্ম দ্বারা দু'তালাক পড়ে যাবে এবং তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে। কারণ, সন্তান প্রসবের শর্তের সময় ইদ্দত শেষ

হওয়ার সময়ের সাথে মিলিত হয়ে গেছে, আর ইদ্দত শেষ হওয়ার দরুণ স্ত্রী তালাকের মহল রইর না, এজন্যে কিছুই পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : حَتَّى يُشْهِدَ الخ : অর্থাৎ এ কথার উপর সাক্ষী রাখবে, সে স্ত্রীকে রাজআত করেছে, আর এ হুকুম মুস্তাহাবের ভিত্তিতে যাতে সে অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে। নতুবা সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। যা ইতোঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। মোদ্দা কথা, রাজআত করার পূর্বে স্বামীর জন্যে এমন মহিলাকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না।

قَوْلُهُ : وَنِكَاحُ مُبَانَةٍ الخ : তা হয়ত গ্রন্থকারের উক্তি وَطْيُهَا এর উপর আতফ হয়েছে। এ অবস্থায় فِىْ عِدَّتِهَا বাক্যাংশটি نِكَاحٍ এর সাথে সম্পৃক্ত হবে অর্থাৎ স্বামীর জন্যে জায়েয আছে, তিন তালাকের কম বায়েন তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা। অথবা نِكَاحٍ হল مُبْتَدَأ এবং فِىْ عِدَّتِهَا হল তার خَبَر যা উহ্য ثَابِت বা جَائِز এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে- বায়েন তালাক প্রদত্তা মহিলাকে ইদ্দতের মধ্যে এবং ইদ্দতের পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা বৈধ।

قَوْلُهُ : هٰذَا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ الخ

জমহূর ফকীহগণের মাযহাব হচ্ছে- তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল ব্যতীত বৈধ হবে না। হালাল এর প্রক্রিয়া হল, দ্বিতীয় স্বামী সহীহ বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে সহবাস করা। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রী হালাল হবে না। কিন্তু ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রহ. এর মতে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস শর্ত নয়। কেননা আল্লাহর বাণী- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ তে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রী হালাল হওয়ার সীমানা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাতে সহবাসের উল্লেখ নেই। উক্ত আয়াতের ব্যাপারে জমহূর উলামার দুটি অভিমত রয়েছে। ১। কারো মতে এ আয়াতেই نِكَاح দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য কেননা نِكَاح এর আভিধানিক অর্থ হল- মিলানো, একত্র করা যা মূলত সহবাসের দ্বারা অর্জন হতে পারে। যেমন- স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ এর মধ্যে نِكَاح শব্দক সহবাসের অর্থে ব্যবহার করেছেন। ২। দ্বিতীয় অভিমত হল- আয়াতে نِكَاح দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য, তবে হালালার জন্যে সহবাসের শর্ত হাদীসে উসাইলা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : حَدِيْثُ الْعُسَيْلَةِ الخ

عُسَيْلَة শব্দটির ع বর্ণ পেশযুক্ত, عَسَلٌ এর ক্ষুদ্রার্থবোধক, অর্থ মধু। একে ফার্সী ভাষায় শহদ বলা হয়। উক্ত বাক্যের অর্থ হল- যে হাদীসে عُسَيْلَة এর উল্লেখ রয়েছে, তা আমাদের দলীল। অর্থাৎ রেফায়া কুরাযীর স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. এর এই অমোঘ বাণী- لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ অর্থাৎ তুমি কখনো প্রথম স্বামীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না এমনকি তুমি দ্বিতীয় স্বামীর মধু আস্বাদন করবে এবং সেও তোমার মধু অস্বাদন করবে। (বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী) এখানে عُسَيْلَة দ্বারা যৌন স্বদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর শব্দটি তাসগীর হওয়ার দ্বারা ফকীহগণ এ মাসআলা উৎসারণ করেছেন যে, এ সহবাসে বীর্যস্খলন এবং পূর্ণ সহবাস করা শর্ত নয়, বরং কামভাবসহ শুধু লিঙ্গ প্রবেশ করানো যথেষ্ট।

وَالْمُرَاهِقُ يُحَلِّلُ لَا سَيِّدُهَا اَلْمُرَاهِقُ هُوَ صَبِيٌّ قَارَبَ الْبُلُوْغَ وَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَتَحَرَّكَ اٰلَتُهٗ وَ يَشْتَهِىْ **وَكُرِهَ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيْلِ وَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ وَالزَّوْجُ الثَّانِىْ يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ فَمَنْ طُلِّقَتْ دُوْنَهَا وَعَادَتْ اِلَيْهِ بَعْدَ اٰخَرَ عَادَتْ اِلَيْهِ بِثَلٰثٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَالْمُبَانَةُ بِثَلٰثٍ لَوْ قَالَتْ حَلَلْتُ فِىْ مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ وَغَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ صِدْقُهَا حَلَّتْ لِلْاَوَّلِ** قِيْلَ اَقَلُّ تِلْكَ الْمُدَّةِ تِسْعَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ يَوْمًا لِاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنْ ثَلٰثِ حِيَضٍ وَ طُهْرَيْنِ فَاَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَ اَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ـ

সহজ তরজমা

বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী বালক হালাল করতে পারে, তালাকপ্রাপ্তা দাসীর মনিব হালাল করতে পারে না। مُرَاهِق এমন বালককে বলে, যে বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে এবং তার মত বালক সহবাস করতে পারে। আর জরুরি হল, তার পুরুষাঙ্গ বিস্তীর্ণ হবে এবং তার মধ্যে সহবাসের আসক্তি জাগে। **আর হালাল করার শর্তে বিবাহ করা মাকরূহ। তবে (এরূপ করলেও) স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্বামী তিনের কম তালাককেও বাতিল করে দেয়। সুতরাং সে স্ত্রীকে তিনের কম তালাক প্রদান করা হয়েছে, এবং সে অন্য স্বামীর পর পুনরায় তার (প্রথম স্বামীর) নিকট প্রত্যাবর্তন করেছে, তা হলে সে তার নিকট তিন তালাকের অধিকার নিয়ে ফিরে এসেছে। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। যে স্ত্রী তিন তালাকের দ্বারা বায়েনা হয়েছে সে যদি এমন মুদ্দতের মধ্যে বলে যে, আমাকে হালাল করা হয়েছে, যা হালাল করা সম্ভাবনা রাখে, আর তার সত্যবাদী হওয়া স্বামীর ধারণার উপর প্রবল হয়, তবে ঐ স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হবে।** কতকে বলেন, এর সর্বনিম্ন মুদ্দত উনচল্লিশ দিন। কেননা (প্রথম তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার জন্যে) তিন হায়েয এবং দু'তুহুর পাওয়া যাওয়া জরুরি। আর হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন এবং তুহুরের সর্বনিম্ন সময় পনের দিন (তো সব মিলে ৩৯ দিন হল)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْمُـرَاهِقُ يُحَلِّلُ الخ ঃ مُرَاهِق তথা বয়োঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী বালক স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল করতে পারে। কারণ, উসাইলা বিষয়ক হাদীসটি মুতলাক যা এ কথার প্রতি প্রমাণ বহন করে যে, দ্বিতীয় স্বামী স্ত্রী সঙ্গমের সময় স্বাদ পেতে হবে। আর তা মুরাহিক বালকের মধ্যেও পাওয়া যায়। কেননা তার নারীর প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পুরুসাঙ্গে স্পন্দন জাগ্রত হয়। সুতরাং হাল্লালার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়।

قَوْلُهٗ : وَكُرِهَ النِّكَاحُ الخ ঃ যদি কোনো পুরুষ তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে এ শর্তের ভিত্তিতে বিবাহ করে, সে তার সাথে সহবাস করে তাকে তালাক দিয়ে দিবে যাতে সে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারে, তবে এ বিবাহ মাকরূহ তাহরীমী হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হালালাকারী এবং যার জন্যে হালালা করা হয়েছে উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ইমাম চলপী রহ. তার টীকায় লিখেছেন, যদি তারা উভয়ে অন্তরের মধ্যে নিয়ত করে এবং মুখে শর্ত উল্লেখ না করে, তবে মাকরূহ হবে না, বরং সংশোধনের ইচ্ছার কারণে পূণ্য লাভের আশা করা যায়।

بَابُ الْاِيْلَاءِ

وَهُوَ حَلْفٌ يَمْنَعُ وَطْىَ الزَّوْجَةِ مُدَّتَهُ اَىْ مُدَّةَ الْاِيْلَاءِ فَلَا اِيْلَاءَ لَوْ حَلَفَ عَلٰى اَقَلِّ مِنْهَا وَ هِىَ لِلْحُرَّةِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَ لِلْاَمَةِ شَهْرَانِ وَحُكْمُهُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ اِنْ بَرَّوَ الْكَفَّارَةُ اَوِ الْجَزَاءُ اِنْ حَنَثَ فَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اُقَرِّبُكِ اَوْ لَا اُقَرِّبُكِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَلْاَوَّلُ مُؤَبَّدٌ وَالثَّانِى مُوَقَّتٌ بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ اَوْ اِنْ قَرَّبْتُكِ فَعَلَىَّ حَجٌّ اَوْ صَوْمٌ اَوْ صَدَقَةٌ اَوْ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْ عَبْدِىْ حُرٌّ فَقَدْ اٰلٰى اِنْ قَرَّبَهَا فِى الْمُدَّةِ حَنَثَ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِى الْحَلْفِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَ فِىْ غَيْرِ الْجَزَاءِ وَ سَقَطَ الْاِيْلَاءُ وَالْاَبَانَتُ بِوَاحِدَةٍ اَىْ اِنْ لَمْ يُقَرِّبْهَا بَانَتْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকার শপথ (ঈলা)

ঈলা এমন একটি শপথ যা তার সময় সীমার মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ করে অর্থাৎ ঈলার সময় সীমার মধ্যে। **সুতরাং যদি কেউ ঈলার মুদ্দত থেকে কমের শপথ করে, তা হলে ঈলা হবে না। ঈলার মুদ্দত হল** আযাদ মহিলার জন্যে চার মাস, **আর দাসীর জন্যে দু'মাস। আর ঈলার হুকুম হল এক তালাকে বায়েন, যদি সে শপথ পূর্ণ করে** (অর্থাৎ চার মাস পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম না করে)। **আর যদি শপথ ভঙ্গ করে, তা হলে কাফফারা অথবা জাযা আবশ্যক হবে। অতএব যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার নিকট গমন করব না, অথবা বলে, আমি চার মাস তোমার নিকটবর্তী হবো না;** প্রথম শপথটি চিরস্থায়ী এবং দ্বিতীয়টি চার মাসের সাথে নির্দিষ্ট। **অথবা যদি স্বামী বলে, যদি আমি তোমার নিকবর্তী হই, তা হলে আমার উপর হজ্ব পালন অথবা রোযা রাখা কিংবা সদকা করা আবশ্যক হবে অথবা তুমি তালাক বা আমার দাস আযাদ, তা হলে সে ঈলা করল। এখন যদি স্বামী ঈলার সময়কালের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, তা হলে সে হানেছ–শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর আল্লাহর নামের শপথের মধ্যে কাফফারা ওয়াজিব হবে এবং আল্লাহর নামের শপথ ব্যতীত অন্য সূরতে জাযা ওয়াজিব হবে, আর ঈলা রহিত হয়ে যাবে, নতুবা স্ত্রী এক তালাকের দ্বারা বায়েনা হয়ে যাবে।** অর্থাৎ যদি ঈলার মুদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয়, তা হলে সে এক তালাকে বায়েন প্রাপ্তা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ بَابُ الْاِيْلَاءِ الخ

اِيْلَاء শব্দটি اِفْعَال অধ্যায়ের মাসদার। অভিধানে এর অর্থ হল, اَلْحَلْفُ অর্থাৎ শপথ করা, দিব্য করা। সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিতে সাধারণ যে কোনো শপথকেই ঈলা বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈলা হল–

هُوَ عِبَارَةٌ مَنْعِ النَّفْسِ عَنْ قُرْبَانِ الْمَنْكُوحَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا

অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে চার মাস বা ততোধিক সময় নিজের বিরত রাখা।

কারো কারো মতে, هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِ الْمَرْءِ فِى مُدَّةِ الْإِيلَاءِ অর্থাৎ ঈলার সময়সীমার মধ্যে স্ত্রী সহবাস না করার উপর শপথ করা।

قَوْلُهُ : وَهُوَ حَلْفٌ يَمْنَعُ الخ

ঈলা বলা হয়, স্ত্রী সহবাস না করার শপথ করা। এখন যদি কেউ চার মাস বা ততোধিক সময় পর্যন্ত অলসতা বা রাগবশত শপথ ব্যতীত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তবে তা শরীয়তের আলোকে ঈলা হবে না। আর এখানে শপথের মধ্যে আল্লাহর নামের শপথ ও তালীক উভয়ই শামিল রয়েছে। যেমন বলল, যদি আমি তোমার নিকটবর্তী হই, তা হলে আমার উপর হজ্ব বা রোযা আবশ্যক হবে, তা হলে এটাও ঈলা হবে।

قَوْلُهُ : فَلَا إِيلَاءَ لَوْ حَلَفَ الخ

ঈলার মুদ্দত থেকে কম সময়ের শপথ করলে শরয়ী ঈলা হবে না। সুতরাং যদি কেউ নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে দু'মাস সহবাস না করার শপথ করে, তা হলে তা ঈলা হবে না এবং ঈলার হুকুম তার উপর প্রযোজ্য হবে না, বরং দু'মাস পর্যন্ত সহবাস না করলে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। আর যদি দু'মাসের ভেতরে স্ত্রী সহবাস করে তবে অন্যান্য কসমের মত এ কসম ভঙ্গ করার কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ঈলার শরয়ী হুকুম

قَوْلُهُ حُكْمُهُ طَلْقَةٌ

যদি স্বামী শপথ পূর্ণ করে অর্থাৎ ঈলার সময়কালের মধ্যে স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয়, তা হলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন প্রাপ্তা হবে। আর যদি শপথ ভঙ্গ করে, তবে কাফফারা বা জাযা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَفِى غَيْرِهِ الْجَزَاءُ الخ

অর্থাৎ যদি আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের নামে শপথ করে, তা হলে জাযা ওয়াজিব হবে। যেমন– হজ্ব বা রোযা করা বা স্ত্রীর তালাক বা দাসের আযাদী ইত্যাদি যে সকল বিষয়কে সে স্ত্রী সহবাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছে সেটাই আবশ্যক হবে। কেননা শর্ত পাওয়া গেছে।

وَسَقَطَ الْحَلْفُ الْمُؤَقَّتُ لَا الْمُؤَبَّدُ حَتّٰى لَوْ كَانَ الْحَلْفُ مُوَقَّتًا بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَلَمْ يُقَرِّبْهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ سَقَطَ الْحَلْفُ حَتّٰى لَوْ نَكَحَهَا فَلَمْ يُقَرِّبْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ لَا تَبِيْنُ اَمَّا فِى الْحَلْفِ الْمُؤَبَّدِ اِنْ نَكَحَهَا وَ لَمْ يُقَرِّبْهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ تَبِيْنُ ثَانِيًا ثُمَّ اِنْ نَكَحَهَا وَ لَمْ يُقَرِّبْهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ تَبِيْنُ ثَالِثًا وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ **فَتَبِيْنُ بِاُخْرٰى اِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ اُخْرٰى بَعْدَ نِكَاحٍ ثَانٍ بِلَا فَيْءٍ ثُمَّ اُخْرٰى كَذٰلِكَ بَعْدَ ثَالِثٍ** فَقَوْلُهٗ بِلَا فَيْءٍ اَىْ بِلَا قُرْبَانٍ **وَ بَقِىَ الْحَلْفُ بَعْدَ ثَالِثٍ لَا الْاِيْلَاءُ فَلَوْ قَرَّبَهَا كَفَّرَ وَلَا تَبِيْنُ بِالْاِيْلَاءِ** اَىْ فِى الْحَلْفِ الْمُؤَبَّدِ اِذَا وَقَعَ ثَلٰثُ تَطْلِيْقَاتٍ مِنْ غَيْرِ قِرْبَانٍ بَقِىَ الْحَلْفُ لِاَنَّهٗ لَمْ يَقْرُبْهَا فَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِيْنُ لٰكِنْ لَمْ يَبْقَ الْاِيْلَاءُ فَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ الزَّوْجِ الثَّانِىْ وَ قَرَّبَهَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِبَقَاءِ الْيَمِيْنِ وَلَوْ لَمْ يُقَرِّبْهَا لَا تَبِيْنُ بِالْاِيْلَاءِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ الْاِيْلَاءُ وَ قَوْلُهٗ وَبَقِىَ الْحَلْفُ بَعْدَ ثَلٰثٍ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ اِنْ كَانَ الْحَلْفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى يَبْقَى الْيَمِيْنُ حَتّٰى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ وَاِنْ كَانَ الْحَلْفُ بِغَيْرِ طَلَاقِهَا بَقِىَ الْحَلْفُ اَيْضًا وَ اِنْ كَانَ بِطَلَاقِهَا لَا يَبْقٰى لِاَنَّ التَّنْجِيْزَ يُبْطِلُ التَّعْلِيْقَ

সহজ তরজমা

সময়ের সাথে নির্ধারিত শপথ রহিত হয়ে যাবে, চিরস্থায়ী শপথ রহিত হবে না। অনন্তর যদি শপথ চার মাসের সাথে নির্দিষ্ট হয় এবং চার মাস স্ত্রী নিকটবর্তী না হয়, তা হলে স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েনা হয়ে যাবে এবং শপথ রহিত হয়ে যাবে। এমনকি যদি সে তাকে পুণঃ বিবাহ করে এবং এরপর স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয়, তা হলে স্ত্রী বায়েনা হবে না। পক্ষান্তরে চিরস্থায়ী শপথের মধ্যে যদি তাকে পুনরায় বিবাহ না করে এবং চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর নিকটবর্তী না হয়, তা হলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। তারপর যদি সে তাকে পুনঃ বিবাহ করে এবং চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট না যায়, তা হলে তৃতীয়বার স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। মুসান্নিফ রহ. এর আগত উক্তির অর্থ এটাই, **দ্বিতীয় বিবাহের পরে যদি স্ত্রীকে রাজআত করা ব্যতীত আরেকটি মুদ্দত (চার মাস) অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলে আরো একটি তালাকের দ্বারা স্ত্রী বায়েনা হবে। এরপর অদ্রুপ তৃতীয় বিবাহের পর আরেকটি তালাক পতিত হবে।** গ্রন্থকারের উক্তি بِلَا فَيْءٍ এর উদ্দেশ্য সহবাস না করা। **আর তৃতীয় তালাকের পর শপথ অবশিষ্ট থাকবে, তবে শরয়ী ঈলা থাকবে না। সুতরাং যদি সে (পুনঃবিবাহের পর) তার সাথে সহবাস করে, তা হলে কাফফারা দিবে। আর ঈলার কারণে স্ত্রী বায়েন হবে না।** অর্থাৎ চিরস্থায়ী শপথের মধ্যে যখন

স্ত্রী সঙ্গম ব্যতীত তিন তালাক পতিত হবে তখন শপথ বাকি থাকবে। কেননা সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নি, কাজেই শপথ ভঙ্গ হয় নি। কিন্তু (তিন তালাকের পর) ঈলা বাকি থাকবে না। অতএব যদি দ্বিতীয় স্বামীর মাধ্যমে হালালার পরে তাকে পুনঃ বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাস করে, তা হলে শপথ বাকি থাকার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তাকে ঈলার কারণে স্ত্রী বায়েনা হবে না। কেননা ঈলা বাকি থাকে নি। আর গ্রন্থকারের উক্তি بَقِىَ الْحَلْفُ بَعْدَ ثَلْثٍ এতে কিছু বিশ্লেষণ রয়েছে, যদি আল্লাহর নামে শপথ হয়ে থাকে, তা হলে শপথ বাকি থাকবে, অনন্তর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি তালাক ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে শপথ হয়ে থাকে, তা হলে ও শপথ বাকি থাকবে। আর যদি তালাক ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে শপথ হয়ে থাকে, তা হলে শপথ বাকি থাকবে না। কেননা তাৎক্ষণিক তালাক দেওয়া শর্তযুক্তকরণকে বাতিল করে দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَسَقَطَ الْحَلْفُ الخ

চার মাসের মুদ্দতের মধ্যে সহবাস করার কারণে সাধারণত ঈলা রহিত হয়ে যায়। আর যদি মুদ্দতের মধ্যে সহবাস না করে, তা হলে তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার পর চার মাসের সাথে নির্ধারিত ঈলাও শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু চিরস্থায়ী ঈলা অবশিষ্ট থাকবে।

قَوْلُهُ : تَبِيْنُ ثَانِيًا الخ

যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সাথে সহবাস করব না। এটা চিরস্থায়ী ঈলার উদাহরণ। তারপর সহবাসবিহীন ঈলার মুদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তা হলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। এরপর যদি সে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এবং সহবাস ব্যতীত চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। এরপর পুনরায় বিবাহ করলে এবং সহবাস ব্যতীত ঈলার সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে স্ত্রীর উপর তৃতীয় তালাক পতিত হবে। আর এ হুকুম এর ভিত্তিতে, তার শপথ শেষ হয় নি। কারণ, চিরস্থায়ী ঈলা শুধু শপথ ভঙ্গের দরুণ রহিত হয়। কিন্তু চার মাসের সীমিত শপথ দু'কারণে রহিত হয়ে যায়। (১) শপথ ভঙ্গ করা। (২) নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া। সুতরাং যদি স্বামী চার মাসের মধ্যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তা হলে স্ত্রী এক তালাকের দ্বারা বায়েনা হবে এবং তার শপথ শেষ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : بَقِىَ الْحَلْفُ الخ

চিরস্থায়ী শপথে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত তিনবার ঈলার মুদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে যখন তিন তালাক পতিত হয়ে গেল, তখন তার ঈলা শেষ হয়ে গেল। কেননা তিন তালাক পতিত হওয়ার দরুণ তার মালিকানা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তবে তার শপথ বাকি রয়েছে। কেননা এখন পর্যন্ত সে তার শপথ ভঙ্গ করে নি।

وَقَوْلُهٗ وَاللّٰهِ لَا أُقَرِّبُكِ شَهْرَيْنِ وَ شَهْرَيْنِ بَعْدَ هٰذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إِيلَاءٌ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ بَعْدَ يَوْمٍ وَاللّٰهِ لَا أُقَرِّبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اَىْ لَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أُقَرِّبُكِ شَهْرَيْنِ وَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أُقَرِّبُكِ الشَّهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا لِأَنَّ فِى الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَانَ حَلْفُهٗ عَلٰى شَهْرَيْنِ وَفِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ حَلْفُهٗ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا **وَقَوْلُهٗ وَاللّٰهِ لَا أُقَرِّبُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا وَقَوْلُهٗ بِالْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ لَا أَدْخُلُ الْكُوفَةَ وَامْرَأَتُهٗ بِهَا وَلَا إِيلَاءَ مِنْ مُبَانَةٍ وَأَجْنَبِيَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَمَّا مُطَلَّقَةُ الرَّجْعِىِّ فَكَالزَّوْجَةِ وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْفَيْءِ بِالْوَطْىِ لِمَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا أَوْ صِغَرِهَا أَوْ رَتْقِهَا أَوْ لِمَسِيرَةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَيْنَهُمَا فَفَيْئُهٗ قَوْلُهٗ فِئْتُ إِلَيْهَا فَلَا تُطَلَّقُ بَعْدَهٗ لَوْ مَضَتْ مُدَّتُهٗ وَهُوَ عَاجِزٌ فَإِنْ صَحَّ قَبْلَ مُدَّتِهٖ فَفَيْئُهٗ بِوَطْيِهٖ وَأَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ إِنْ نَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ فَبَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ أَوِ الثَّلٰثَ أَوِ الْكِذْبَ فَمَا نَوٰى وَإِنْ نَوَى التَّحْرِيْمَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِيلَاءٌ وَقِيلَ هُوَ وَ كُلُّ حِلٍّ عَلَىَّ حَرَامٌ × و هرچه بدست راست گيرم بروى حرام × طَلَاقٌ بِلَا نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ وَ بِهٖ يُفْتٰى**

সহজ তরজমা

স্বামীর উক্তি, আল্লাহর শপথ! আমি দু'মাস তোমার নিকটবর্তী হবো না এবং এ দু'মাস পর আরো দু'মাস তা হলে এটা ঈলা হবে। তা এর বিপরীত, যখন স্বামী একদিন পুনরায় বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার নিকট দু'মাস যাব না প্রথম দু'মাসের পরে, এটা ঈলা হবে না। অর্থাৎ যদি বলে, আল্লাহর শপথ! আমি দু'মাস তোমার নিকট যাব না প্রথম দু'মাসের পরে, তা হলে সে ঈলাকারী হবে না। কেননা প্রথম দিনে তার শপথ দু'মাসের উপর ছিল, আর দ্বিতীয় দিনে তার শপথ চার মাসের উপর ছিল কিন্তু একদিন কম। আর তার উক্তি, আল্লাহর শপথ! আমি একদিন কম এক বছর তোমার নিকটবর্তী হবো না এবং তার উক্তি বসরায় অবস্থানকালে, আল্লাহর শপথ! আমি কূফায় প্রবেশ করব না, অথচ তার স্ত্রী কূফায় রয়েছে (এ দু' অবস্থায়ও ঈলা হবে না)। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং অপরিচিতা মহিলা থেকে ঈলা সাব্যস্ত হবে না যদি ঈলার পরে তাকে বিবাহ করে। তবে যে স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দেওয়া হয়েছে সে স্বীয় স্ত্রীর অনুরূপ। যদি কোনো ব্যক্তি (স্বামী-স্ত্রীর) একজনের অসুস্থতার মাঝে চার মাসের ভ্রমণপথ থাকার কারণে সহবাসের দ্বারা ফিরিয়ে নিতে অপারগ হয়, তা হলে তার ফিরিয়ে নেওয়া উক্তি দ্বারা হবে অর্থাৎ সে স্ত্রীকে বলবে, আমি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার উপর হারাম" যদি তদ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তা হলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি যিহারের অথবা তিন তালাকের অথবা মিথ্যা বলার নিয়ত করে, তা হলে যেমন নিয়ত করেছে সে অনুযায়ী হুকুম হবে। আর যদি হারাম করার নিয়ত করে,

অথবা কিছুই নিয়ত না করে, তা হলে তা ঈলা হবে। কারো কারো মতে, এ উক্তি (তুমি আমার উপর হারাম) এবং প্রত্যেক হালাল আমার উপর হারাম ও যা আমার ডান হাতে ধরব তা আমার জন্যে হারাম. এ সকল সূরতে রীতি হিসেবে নিয়ত ব্যতীতই তালাক পতিত হবে। আর এর উপরই ফাতওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لِاَنَّ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ الخ : উক্ত বাক্যের সারকথা হল- প্রথম শপথে সহবাস থেকে বিরত থাকার মুদ্দত দু'মাস ছিল, আর দ্বিতীয় শপথেও দু'মাস ছিল। তবে উভয় শপথের মাঝে একদিনের ব্যবধান রয়েছে। তা হলে ঈলার মুদ্দত চার মাস পূর্ণ হয় নি। কেননা প্রথম দু'মাস থেকে একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় দু'মাস স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার শপথ করেছে। এজন্যে সমষ্টি একদিন কম চার মাস হল। কিন্তু প্রথম অবস্থা এর বিপরীত, তাতে সময়ের ব্যবধান নেই। কাজেই তা ঈলা গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : وَلَا اِيْلَاءَ مِنْ مُبَانَةٍ الخ : বায়েন তালাকের পরে ঈলা না হওয়ার কারণ হল- ঈলা সংঘটিত হয় নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে, আর বায়েন তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু রাজয়ী তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর থেকে ঈলা শুদ্ধ হবে। কেননা এতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির থাকে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْفَيْئِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী সঙ্গমে অক্ষম হয় যেমন – অসুস্থতা বা স্ত্রীর অল্প বয়স্কতা বা যৌনির মুখবন্ধ হওয়া বা তাদের মাঝে চার মাসের দূরত্ব থাকা ইত্যাদি কারণে সঙ্গম করতে না পারে? তা হলে উক্তি দ্বারা ঈলা প্রত্যাহার করে নিবে। তবে যদি স্ত্রী সঙ্গমে শরয়ী বাধা থাকে, তা হলে সে বিধানগত অক্ষম যেমন- স্ত্রী ইহরামরতা থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে ঈলা করে এবং হজ্বের এখনো চার মাস সময় বাকি রয়েছে, তা হলে সহবাস ব্যতীত ঈলা শুদ্ধ হবে না যদিও সে সহবাস করলে গোনাহগার হবে। কেননা তার ইচ্ছায় কারণ সংঘটিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَفَيْؤُهُ قَوْلُهُ الخ

উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঈলা থেকে ফিরে আসার জন্যে সহবাস জরুরি। কিন্তু প্রকৃত অক্ষম ব্যক্তির জন্যে মৌখিক রুজু যথেষ্ট। যেমন- স্বামী বলল, আমি তাকে প্রত্যাবর্তন করলাম। কেননা সহবাস থেকে বিরত থাকার কসম খেয়ে সে স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে। এখন তাকে খুশি করার জন্যে কমপক্ষে মৌখিক অঙ্গিকার করা যথেষ্ট হবে। কারণ, ঈলার সময় সে সহবাস থেকে অক্ষম ছিল, তাই ঈলার মাধ্যমে সহবাসের অধিকার থেকে বিরত থেকে কষ্ট পৌছানোর ইচ্ছা হতে পারে না। কেননা অক্ষম অবস্থায় স্ত্রীর সহবাসের অধিকার ছিল না। সুতরাং এমতাবস্থ্য় ঈলার উদ্দেশ্য শুধু মৌখিক কষ্ট দেওয়া। এজন্যে উক্তিগত রুজুই যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ : فَمَا نَوٰى الخ

অর্থাৎ তিন তালাক অথবা যিহারের নিয়ত করলে তাই গণ্য হবে। আর যদি মিথ্যা নিয়ত করে, তা হলে তাকে দীনদারীর দিক থেকে সত্যায়িত করা হবে, বিচারের দিক থেকে নয় বরং তা ঈলা বা তালাক হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা সামাজিক রীতি এমনই।

قَوْلُهُ : لِلْعُرْفِ الخ

অর্থাৎ হারাম সাব্যস্ত করার শব্দ চাই খাস হোক বা আম হোক যেমন- তুমি আমার উপর হারাম অথবা সমস্ত হালাল বস্তু আমার জন্যে হারাম। এ সকল উক্তি সামাজিক পরিভাষায় তালাকের জন্যেই হয়। এজন্যে এ সকল শব্দ দ্বারা নিয়ত ব্যতীতই তালাক কার্যকর হবে।

بَابُ الْخُلْعِ

لَا بَأسَ بِهٖ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَيَلْزَمُ بَدْلُهٗ وَكُرِهَ اَخْذُهٗ اِنْ نَشَزَ وَ اَخْذُ الْفَضْلِ اِنْ نَشَزَتْ اَىْ اَخْذُ الْفَضْلِ عَلٰى مَا دَفَعَ اِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ **وَلَوْ طَلَّقَهَا بِمَالٍ اَوْ عَلٰى مَالٍ وَقَعَ بَائِنٌ اِنْ قَبِلَتْ وَ لَزِمَهَا الْمَالُ وَلَوْ خَلَعَ اَوْ طَلَّقَ بِخَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَوَقَعَ بَائِنٌ فِى الْخُلْعِ وَ رَجْعِىٌّ فِى الطَّلَاقِ وَ اِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ اَوْ عَلٰى مَافِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ اَوْ مِنْ دَرَاهِمَ فَفَعَلَ وَلَا شَيْءَ فِىْ يَدِهَا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فِى الْاُوْلٰى وَ تُرَدُّمَا قَبَضَتْ فِى الثَّانِيَةِ وَثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ فِى الثَّالِثَةِ ـ**

সহজ তরজমা

অধ্যায় : খোলা প্রসঙ্গ

প্রয়োজনের সময় খোলা করতে কোনো অসুবিধা নেই মোহর হওয়ার যোগ্য এমন মাল দ্বারা। আর তা হল এক তালাকে বায়েন এবং খোলার বিনিময় আদায় করা আবশ্যক হবে। তবে যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করে তা হলে স্বামীর জন্যে খোলার বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহ। আর যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়, তা হলে অতিরিক্ত গ্রহণ করা মাকরূহ অর্থাৎ স্ত্রীকে মোহর হিসেবে যা প্রদান করা হয়েছে তা থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। **যদি স্বামী স্ত্রীকে মালের বিনিময় অথবা মালের শর্তে তালাক দান করে, তা হলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে যদি স্ত্রী তা গ্রহণ করে এবং স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক হবে আর যদি স্বামী খোলা করে বা তালাক দেয় মদের বিনিময়ে বা শূকরের বিনিময়ে, তা হলে কিছুই ওয়াজিব হবে না, তবে খোলার সূরতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং তালাকের সূরতে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী বলে, আমার হাতে যা আছে তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর, এরপর স্বামী খোলা করল, অথচ স্ত্রীর হাতে কিছুই নেই, তা হলে প্রথম অবস্থায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় স্ত্রী যা কিছু মোহর হিসেবে অধিগ্রহণ করেছিল তা ফিরিয়ে দিবে। আর তৃতীয় অবস্থায় তিন দিরহাম পরিশোধ করবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ الْخُلْعِ

খোলাকে ঈলার আগে উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। কেননা খোলা হল এক প্রকার তালাক, আর ঈলা তালাক নয়। কিন্তু গ্রন্থকার খোলাকে ঈলার পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন এজন্যে, ঈলা তালাক গণ্য হয় তবে বিনিময় ব্যতীত। আর খোলা বিনিময়সহ তালাক। সুতরাং ঈলা তালাকের কাছাকাছি। এ ছাড়া ঈলা স্বামীর পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি ও স্ত্রীর প্রতি অনিহার কারণে হয়, আর খোলা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সীমালংঘন ও স্বামীর প্রতি অনিহার কারণে হয়, অতএব ঈলার পরে খোলাকে উল্লেখ করাই সার্বিক বিবেচনায় যথার্থ হয়েছে বলে মনে হয়।

خُلَع এর পরিচয়

اَلْخُلَع শব্দটি দু'রকমে পড়া যায় যথা:

১। اَلْخَلَعُ - خاء বর্ণে যবর দিয়ে, তা فَتَحَ অধ্যায়ের মাসদার। এর অর্থ– খুলে ফেলা, দূর করা। যেমন– বলা হয়– خَلَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَدَنِهِ অর্থাৎ সে শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলেছে।

২। اَلْخُلْعُ - خاء বর্ণে পেশ দিয়ে, তা اسم হিসেবে ব্যাবহৃত হয়, এর অর্থ– স্ত্রী বিনিময় প্রদান করে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যেমন বলা হয়– خَالَعَتِ الْمَرْآةُ خُلْعًا অর্থাৎ স্ত্রী বিনিময় দিয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় خُلَع বলা হয়– هُوَ اِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ اَوْ فِيْ مَعْنَاهُ بِاَخْذِ مَالٍ مِنَ الْمَرْآةِ অর্থাৎ স্ত্রী থেকে সম্পদ গ্রহণের বিনিময়ে খোলা বা তার সমর্থবোধক অন্য কোনো শব্দ দ্বারা বিবাহের মালিকানা দূর করে দেওয়া।

خُلَع জায়েয হওয়ার মূল দলিল আল্লাহর এ বাণী – فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ অর্থাৎ যদি তোমরা আশঙ্কা কর, তারা উভয়ে আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না , তা হলে স্ত্রী ফিদিয়া দান করে স্বামী থেকে অব্যাহতি লাভ করলে তাদের কোনো পাপ নেই।

قَوْلُهُ : لَا بَأْسَ بِهِ الخ

প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে খোলা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর প্রয়োজন এই, স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টি হওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা এবং সুখকর জীবন যাপনের আশা করা যায় না। لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, বিনা প্রয়োজনে খোলা জায়েয হবে না। আর প্রয়োজনের সময়েও যথাসাধ্য তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। কেননা হাদীসে তালাককে ঘৃণ্যতম কাজ বলা হয়েছে। তদ্রুপ অন্য এক হাদীসে আছে, খোলাকারিণী মহিলাগণ মুনাফিক (তিরমিযী)। যে মহিলা প্রয়োজন ছাড়া তার স্বামীর কাছে তালাকের আবেদন করে, তার জন্যে জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।

قَوْلُهُ : اَوْ طَلَّقَ بِخَمْرٍ الخ

যদি কেউ মদ বা শূকরের বিনিময়ে খোলা করে অথবা তালাক প্রদান করে, তা হলে স্ত্রীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এমন জিনিসকে বিনিময় সাব্যস্ত করেছে যা শরীয়তে বিনিময় হওয়ার যোগ্য নয়। আর যখন বিনিময় বাতিল হয়ে গেল তখন খোলাও তালাক শব্দের কাজ অবশিষ্ট রয়ে গেল। সুতরাং খোলা এর সূরতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা خُلَع কেনায়া শব্দ। আর তালাকের সূরতে এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। কেননা طَلَاق সরীহ শব্দ।

قَوْلُهُ : فِى الثَّانِيَةِ الخ

দ্বিতীয় সূরত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– যখন স্ত্রী বলে, যে সম্পদ আমার হাতে রয়েছে তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর। অথচ স্ত্রীর হাতে কিছুই ছিল না, তা হলে স্ত্রী স্বামী থেকে মোহর হিসেবে যা গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দেবে। কেননা স্ত্রী যখন সম্পদের নাম নিয়েছে, তখন স্বামী বিনিময় ব্যতীত তালাকের উপর সন্তুষ্ট হবে না। এজন্যে কবযকৃত মোহর ওয়াজিব হবে। আর যদি মোহর থেকে কিছুই গ্রহণ না করে থাকে, তাহরে স্ত্রীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না।

وَاِنِ اخْتَلَعَتْ عَلٰى عَبْدٍ لَهَا اٰبِقٍ عَلٰى بَرَاءَتِهَا مِنْ ضَمَانِهٖ تُسَلِّمُهٗ اِنْ قَدَرَتْ وَقِيْمَتَهٗ اِنْ عَجَزَتْ وَاِنْ طَلَبَتْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً تَقَعُ فِى الْاُوْلٰى بَائِنَةً بِثُلُثِ الْاَلْفِ وَفِى الثَّانِيَةِ رَجْعِيَّةٌ بِلَا شَيْئٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَمَّا عِنْدَ هُمَا فَيَقَعُ بَائِنٌ بِثُلُثِ الْاَلْفِ فَاِنَّهَا اِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ جَعَلَتِ الْاَلْفَ عِوَضًا لِلثَّلٰثِ فَاِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً يَجِبُ ثُلُثُ الْاَلْفِ لِاَنَّ اَجْزَاءَ الْعِوَضِ مُنْقَسِمَةٌ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ اَمَّا اِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ فَكَلِمَةُ عَلٰى لِلشَّرْطِ وَ الطَّلَاقُ يَصِحُّ تَعْلِيْقُهٗ بِالشَّرْطِ فَاَبُوْ حَنِيْفَةَ يَحْمِلُهَا عَلَيْهِ وَاَجْزَاءُ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمَشْرُوْطِ وَاَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ حَمَلَاهُ عَلَى الْعِوَضِ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا فِىْ بِعْتُ عَبْدًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ فَالْجَوَابُ اَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُهٗ بِالشَّرْطِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعِوَضِ ضَرُوْرَةً وَ لَا ضَرُوْرَةَ فِى الطَّلَاقِ لِصِحَّةِ تَعْلِيْقِهٖ بِالشَّرْطِ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্ত্রী তার পলাতক গোলামের উপর এ শর্তে খোলা করে, সে ঐ গোলামকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত, তা হলে স্ত্রী সক্ষম হলে ঐ গোলামকে স্বামীর কাছে অর্পণ করবে, আর অক্ষম হলে গোলামের মূল্য স্বামীকে আদায় করবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর নিকট এক হাজার টাকার বিনিময়ে অথবা এক হাজার টাকার শর্তের উপর তিন তালাকের আবেদন করে, তারপর স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করল, তা হলে প্রথম সূরতে হাজারের এক- তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে কোনো বিনিময় ছাড়া এক তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। তবে সাহেবাইনের মতে, এ অবস্থায়ও এক হাজারের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা যখন স্ত্রী বলল, তুমি আমাকে হাজার টাকার বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান কর, তখন সে হাজারকে তিন তালাকের বিনিময়ে সাব্যস্ত করেছে। তারপর যখন স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করল, তা হলে স্ত্রীর উপর হাজারের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। কেননা বিনিময়ের অংশসমূহ مُعَوَّض (যার বিনিময় ধার্য করা হয়েছে) এর অংশের উপর বণ্টিত হবে। পক্ষান্তরে যখন স্ত্রী স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে এক হাজারের শর্তের উপর তিন তালাক দাও, এতে عَلٰى অব্যয়টি শর্তের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, আর তালাককে শর্তের সাথে সংযুক্তকরণ দুরস্ত আছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. একে শর্তের উপর প্রয়োগ করেছেন। আর শর্তের অংশসমূহ মাশরুত এর অংশের উপর বণ্টিত হয় না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. একে বিনিময়ের অর্থের উপর প্রয়োগ করেছেন بَاء এর অর্থে ব্যবহার করে যেমন– بِعْتُ عَبْدًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ এতে عَلٰى অব্যয়টি সর্বসম্মত

মতে ب ، এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার রহ. তারফ থেকে এর জবাব হল যেহেতু بَيْع কে শর্তের সাথে সংযুক্তকরণ দুরস্ত নয় এজন্য এখানে প্রয়োজনের পেক্ষিতে عَلٰى অব্যয়কে বিনিময়ের অর্থের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আর তালাকের মধ্যে এমন কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তালাককে শর্তের সাথে সংযুক্ত করা দুরস্ত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : تُسَلِّمُهٗ اِنْ قَدَرَتْ الخ

যদি স্ত্রী সক্ষম হয়, তবে তার উপর ওয়াজিব হল স্বামীর নিকট গোলামকে অর্পণ করা, আর যদি তা থেকে অক্ষম হয়, তবে স্ত্রীর উপর গোলামের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রীর ফাসেদ শর্তের কোনো ধর্তব্য হবে না। কেননা বিনিময়ের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্ত করা শর্তে ফাসেদ। তবে খোলা সহীহ হবে। কেননা তা শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয় না, বরং এমন শর্তই বাতিল হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : تَقَعُ فِى الْاَوَّلِ بَائِنَةٌ الخ

যদি স্ত্রী স্বামীর কাছে এক হাজার টাকার বিনিময়ে তালাকের আবেদন করে, তারপর স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে, তা হলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা এ তালাক মালের বিনিময়ে হয়েছে এবং বিনিময়ের তালাক খোলার মতো বায়েন হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর উপর হাজারের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে এজন্য, সে তিন তালাকের বিনিময়ে এক হাজারের ওয়াদা করেছে। আর স্বামী তিন তালাকের স্থলে এক তালাক দিয়েছে, তাই হাজারের তিন ভাগের এক অংশ ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় সূরত অর্থাৎ এক হাজারের শর্তে তিন তালাকের আবেদনের অবস্থায় এক তালাক দিলে কোনো বিনিময় ব্যতীত তালাকে রাজয়ী পতিত হবে। এর কারণ হচ্ছে– শর্তের অংশাবলি মাশরুতের অংশাবলির উপর বণ্টন হয় না। এজন্যে যখন কিছুই ওয়াজিব হল না, তখন বিনিময় ছাড়া তালাক অবশিষ্ট রয়ে গেল, ফলে তালাকে রাজয়ী কার্যকর হবে।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ اَجْزَاءَ الْعِوَضِ الخ

বিনিময়ের অংশাবলি مُعَوَّض বা বিনিময়কৃত বস্তুর অংশের উপর বণ্টন হয়। এরই ভিত্তিতে যদি কোনো ব্যক্তি দু'টি গোলামকে দু'হাজার টাকায় বিক্রয় করে এবং উভয়ের মূল্য সমান হয়। এরপর কবয করার পূর্বে একটির কোনো দাবিদার বের হয় অথবা ক্রেতা কবয করার পূর্বে বিক্রেতার হাতে একটি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে ক্রেতার উপর এক হাজার অর্থাৎ অর্ধেক বিনিময় আবশ্যক হবে। কিন্তু শর্ত এর বিপরীত। কেননা শর্ত বিনিময় হয় না। কাজেই শর্তের অংশাবলি মাশরুতের অংশের উপর ভাগ হবে না। যেমন– নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে অযু শর্ত কিন্তু অর্ধ অযু দ্বারা অর্ধেক নামায সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব নয়।

وَاِنْ قَالَ طَلِّقِیْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰی اَلْفٍ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَیْءٌ لِاَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْنُوْنَةِ اِلَّا اَنْ تُسَلِّمَ لَهُ الْاَلْفَ كُلَّهَا وَ لَمْ تُسَلِّمْ بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِیْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ لِاَنَّهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْبَيْنُوْنَةِ بِاَلْفٍ فَهِیَ اَرْضٰی بِالْبَيْنُوْنَةِ بِبَعْضِهَا **وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ اَلْفٌ اَوْ اَنْتِ حُرَّةٌ وَعَلَيْكِ اَلْفٌ فَقَبِلَتْهَا اَوْلَا طُلِّقَتْ وَعُتِقَتْ بِلَا شَیْءٍ** هٰذَا عِنْدَ اَبِیْ حَنِيْفَةَ وَ اَمَّا عِنْدَ هُمَا اِنْ قَبِلَتِ الْمَرْأَةُ طُلِّقَتْ بِاَلْفٍ وَاِنْ قَبِلَتِ الْاَمَةُ عُتِقَتْ بِاَلْفٍ وَاِنْ لَمْ تَقْبَلَا لَا يَقَعُ شَیْءٌ فَاِنَّهُمَا جَعَلَا الْوَاوَ فِیْ قَوْلِهٖ وَعَلَيْكِ لِلْحَالِ وَ الْحَالُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ جَعَلَ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ وَ تَنَاسُبُ الْجُمْلَتَيْنِ فِیْ كَوْنِهِمَا اِسْمِيَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَی الْعَطْفِ فَيَكُوْنُ اِخْبَارًا بِاَنَّ عَلَيْهِمَا الْاَلْفَ فَيَقَعُ بِلَا شَیْءٍ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি স্বামী বলে, তুমি (স্ত্রী) এক হাজার টাকার বিনিময়ে বা এক হাজার টাকার শর্তের উপর নিজেকে তিন তালাক দাও, তারপর স্ত্রী নিজেকে এক তালাক প্রদান করল, তা হলে কিছুই পতিত হবে না। কেননা স্বামী শুধু এমতাবস্থায় স্ত্রী বিচ্ছেদের উপর সম্মত হবে, স্ত্রী তাকে পূর্ণ এক হাজার সমর্পণ করবে। আর স্ত্রী তা অর্পণ করে নি। এটা স্ত্রীর উক্তি "তুমি আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাও" এর বিপরীত। কেননা স্ত্রী যখন এক হাজারের বিনিময়ে বিচ্ছেদের উপর সম্মত হয়েছে, তখন সে হাজারের কিয়দাংশের বিনিময়ে বিচ্ছেদের উপর উত্তমরূপেই সম্মত হবে। **আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক আর তোমার দায়িত্বে এক হাজার আবশ্যক অথবা মনিব তার দাসীকে বলল, তুমি মুক্ত আর তোমার দায়িত্বে এক হাজার আবশ্যক তা হলে কোনো বিনিময় ছাড়াই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, এবং দাসী মুক্ত হয়ে যাবে, চাই হাজারকে কবুল করুক বা না করুক।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, যদি স্ত্রী হাজারকে কবুল করে, তা হলে এক হাজারের বিনিময়ে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে, তদ্রুপ যদি দাসী হাজারকে কবুল করে, তা হলে হাজারের বিনিময়ে সে মুক্তিপ্রাপ্তা হবে। আর যদি তারা উভয়ে কবুল না করে, তা হলে কিছুই কার্যকর হবে না। সাহেবাইন পুরুষের উক্তি وَعَلَيْكِ এর وَاوْ বর্ণকে حَال এর জন্যে সাব্যস্ত করেছে, আর حَال শর্তের স্থলাবর্তী হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. وَاو কে عَطْف এর জন্যে সাব্যস্ত করেছে। উভয় বাক্য (وَعَلَيْكِ اَلْفٌ فِیْ اَنْتِ طَالِقٌ) ইসমিয়্যা হওয়ার কারণে উভয় কাজের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা وَاوْ আতফের জন্যে হওয়ার প্রতি দালালত করে। সুতরাং وَعَلَيْكِ اَلْفٌ একটি স্বতন্ত্র খবর হল, তাদের উভয়ের দায়িত্বে এক হাজার আবশ্যক হয়েছে (তা সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে তালাক পতিত হওয়ার সাথে এ খবরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই) তাই বিনিময় ব্যতীত তালাক পতিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الزَّوْجَ لَايَرْضَ الخ

উক্ত বাক্যের সারাংশ হল– স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাকের ইখতিয়ার দিয়েছে কিন্তু সাধারণভাবে নয়, বরং পূর্ণ এক হাজারের বিনিময়ে, তখন স্বামী বায়েন তালাকের উপর সম্মত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার পূর্ণ এক হাজার মিলবে না। এখন যদি স্ত্রী নিজেকে এক তালাক প্রদান করে, তখন স্ত্রীর উপর এক হাজারের এক–তৃতীয়াংশ দেওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামীর পূর্ণ এক হাজার অর্জন হবে না। আর এমন তালাকের অধিকার স্বামী দেয় নি। এজন্যে কোনো তালাকই পতিত হবে না।

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِىْ الخ

এ বাক্যে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব বিবৃত হয়েছে। প্রশ্নটি হল, এ মাসআলায় যেভাবে তিন থেকে কম তালাক দিলে কিছুই পতিত হয় না, অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী হাজারের বিনিময়ে তিন তালাকের আবেদন করে এবং স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে, তা হলে কিছুই পতিত না হওয়া উচিত। অথচ এতে এক তালাক পতিত হয় এবং হাজারের এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হয়।

এর উত্তর এখানে যেহেতু স্ত্রী হাজারের বিনিময়ে বায়েনা হওয়ার উপর রাজি রয়েছে, তা হলে সে হাজারের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়েও বায়েনা হওয়ার উপর অতি উত্তম রূপেই রাজি হবে।

قَوْلُهُ : جَعَلَ الْوَاوَ فِىْ قَوْلِهِ الخ

সাহেবাইনের মতে وَعَلَيْكِ اَلْفٌ এর وَاوْ টি حَالْ এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর حَال যুলহালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তা শর্তের স্থলাভিষিক্ত হয়। এজন্যে যদি স্ত্রী হাজারকে গ্রহণ করে, তা হলে তালাক কার্যকর হবে এবং তার উপর হাজার দিরহাম আবশ্যক হবে। আর যদি সে গ্রহণ না করে, তা হলে না তালাক পতিত হবে; না তার উপর সম্পদ ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে وَاوْ টি আতফের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং وَعَلَيْكِ اَلْفٌ বাক্যটি একটি স্বতন্ত্র খবর, যাকে اَنْتِ طَالِقٌ এর উপর আতফ করা হয়েছে। এ বাক্যটি হাজারের শর্তে বা হাজারের বিনিময়ে তালাক হওয়া বুঝাচ্ছে না। তাই কোনো বিনিময় ছাড়াই তালাক পতিত হবে। এ ছাড়া وَاوْ বর্ণের মূল অর্থ আতফের জন্যে হওয়া বিধায় বিনা প্রয়োজনে তা এড়িয়ে চলা যাবে না। যেমন– দু' বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে আতফ দুরস্ত নয় অথবা আতফ পছন্দনীয় নয়। কিন্তু এখানে উভয় বাক্য ইসমিয়্যা হওয়ার দরুন সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যে এতে তার মূল অর্থ 'আতফ'কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

وَالْخُلْعُ مُعَاوَضَةٌ فِىْ حَقِّهَا حَتّٰى يَصِحَّ رُجُوْعُهَا اَىْ اِذَا كَانَ الْاِيْجَابُ مِنْهَا فَقَبْلَ قُبُوْلِ الزَّوْجِ يَصِحُّ رُجُوْعُهَا **وَشَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لِاَحَدٍ فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَالْبَدَلُ وَاجِبٌ **وَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ** اَىْ اِذَا كَانَ الْاِيْجَابُ مِنْ قِبَلِهَا لَا بُدَّ مِنْ قُبُوْلِ الزَّوْجِ فِى الْمَجْلِسِ **وَيَمِيْنٌ فِىْ حَقِّهٖ حَتّٰى انْعَكَسَ الْاَحْكَامُ** اَىْ اِذَا كَانَ الْاِيْجَابُ مِنْ جِهَتِهٖ لَا يَصِحُّ رُجُوْعُهٗ قَبْلَ قُبُوْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهٗ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ اَىْ يَصِحُّ اِنْ قَبِلَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَاِنَّمَا كَانَ الْخُلْعُ كَذٰلِكَ لِاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ تَبْذُلُ مَالًا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسَهَا وَفِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ فَاِنَّ الْيَمِيْنَ بِغَيْرِ اللّٰهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَالْخُلْعُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِقُبُوْلِ الْمَرْأَةِ وَ هٰذَا مِنْ طَرَفِ الزَّوْجِ فَجُعِلَ مِنْ جَانِبِهٖ يَمِيْنًا وَ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ مُعَاوَضَةً۔

সহজ তরজমা

খোলা স্ত্রীর ব্যাপারে বিনিময় প্রদান– এজন্যে স্ত্রীর তা থেকে রুজু করা দুরস্ত আছে অর্থাৎ যখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলার প্রস্তাব হয়, তখন স্বামীর গ্রহণ করার পূর্বে স্ত্রীর তা প্রত্যাহার করা শুদ্ধ হবে এবং **স্ত্রীর জন্যে খেয়ারের শর্ত সহীহ হবে**। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। কিন্তু সাহেবাইনের মতে স্বামী-স্ত্রী কারো জন্যে খেয়ারের শর্ত সহীহ হবে না। সুতরাং তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর খোলার বিনিময় ওয়াজিব হবে। **তবে তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে** অর্থাৎ যখন প্রস্তাব স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে, তখন ওই মজলিসেই তা স্বামীর গ্রহণ করা আবশ্যিক হবে। **আর খোলা স্বামীর ব্যাপারে শপথ করা; এমনকি সমস্ত বিধান পাল্টে যাবে** অর্থাৎ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে খোলার প্রস্তাব হয়, তা হলে স্ত্রীর গ্রহণ করার পূর্বে স্বামীর তা প্রত্যাহার করা শুদ্ধ হবে না এবং স্বামীর জন্যে খেয়ারে শর্ত সহীহ হবে না। আর তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না অর্থাৎ মজলিস পরিবর্তনের পর যদি স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তবে শুদ্ধ হবে। খোলার হুকুমের মধ্যে এরূপ পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, এতে বিনিময়ের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা স্ত্রী সম্পদ ব্যয় করে যেন এর বদলায় নিজ সত্ত্বাকে স্বামীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে পারে। তদুপরি এতে শপথের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা আল্লাহর নাম ব্যতীত শর্ত ও জাযা-এর উল্লেখ করা শপথের হুকুমর্ভুক্ত। এমনিভাবে খোলা হল স্ত্রীর গ্রহণ করার সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা। এটা হয়ে থাকে স্বামীর পক্ষ থেকে। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে খোলাকে শপথ আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলাকে বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِذَا كَانَ الْاِيْجَابُ .... الخ

খোলার প্রস্তাব যখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, যেমন– স্ত্রী বলল: আমি এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে খোলা করছি, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তা কবুল না করে স্ত্রীর তার প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার অধিকার রয়েছে। কেননা খোলা করা স্ত্রীর বেলায় বিনিময়স্বরূপ। আর বিনিময়স্বরূপ লেনদেনের হুকুম হচ্ছে– তাতে প্রস্তাবকারীর রুজু করার অধিকার আছে, যতক্ষণ না অপরজনের কবুলের দ্বারা তার প্রস্তাব সুদৃঢ় হয়।

قَوْلُهُ : وَيَمِيْنٌ فِىْ حَقِّهِ ... الخ

এটি مُعَاوَضَة এর উপর আতফ হয়েছে অর্থাৎ খোলা করা স্বামীর বেলায় শপথের পর্যায়ভুক্ত। কেননা সে তালাককে স্ত্রীর কবুলের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর তালীক [এরূপ সম্পৃক্ত করণ] ফকীহগণের পরিভাষায় শপথ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ

খোলার মধ্যে বিনিময় ও শপথ উভয়বিদ অর্থ পাওয়া যায়। বিনিময়ের অর্থ এজন্যে যে, এখানে স্ত্রী তার মোহর অথবা অন্য কোনো সম্পদ স্বামীকে এ উদ্দেশ্যে প্রদান করে যেন সে নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করতে পারে। এ হিসেবে খোলা স্ত্রীর বেলায় বিনিময় হল। এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে, مِلْكِ نِكَاح তো সম্পদ নয়, তা হলে কিরূপে এর বিনিময় শুদ্ধ হতে পারে? এর জবাব হচ্ছে, কখনো এমন বস্তুরও বিনিময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, যা সম্পদ নয়। যেমন– কেসাস সম্পদ নয় বরং তা হত্যাকারীর উপর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের জন্যে সাব্যস্ত একটি অধিকার মাত্র। এতৎসত্ত্বেও কুরআনের নস দ্বারা সম্পদের মাধ্যমে তার বিনিময় হওয়া প্রমাণিত। আর খোলাটা শপথ এজন্যে যে, এতে স্বামী তালাককে স্ত্রীর গ্রহণে সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে তা تَعْلِيْق [বা ঝুলন্ত] হয়ে গেল আর তালীককে শপথ বলা হয়।

وَطَرْفُ الْعَبْدِ فِى الْعِتَاقِ كَطَرْفِهَا فِى الطَّلَاقِ فَيَكُوْنُ مِنْ طَرْفِ الْعَبْدِ مُعَاوَضَةً وَمِنْ جَانِبِ الْمَوْلٰى يَمِيْنًا وَهِىَ تَعْلِيْقُ الْعِتْقِ بِشَرْطِ قُبُوْلِ الْعَبْدِ فَيَتَرَتَّبُ اَحْكَامُ الْمُعَاوَضَةِ فِىْ جَانِبِ الْعَبْدِ لَا فِىْ جَانِبِ الْمَوْلٰى وَ **لَوْ قَالَ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ عَلٰى اَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِىْ وَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ لَهٗ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ كَذٰلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِىْ** اَىْ اِذَا قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ هٰذَا الْعَبْدَ مِنْكَ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ اَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ وَ قَالَ الْمُشْتَرِىْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِىْ وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ بِعْتُ اِقْرَارٌ بِقُبُوْلِ الْمُشْتَرِىْ لِاَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِالْاِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ فَقَوْلُهٗ فَلَمْ تَقْبَلْ يَكُوْنُ رُجُوْعًا عَنْ اِقْرَارِهٖ بِخِلَافِ الْخُلْعِ فَاِنَّهٗ يَمِيْنٌ فِىْ حَقِّهٖ فَيُمْكِنُ اِنْفِكَاكُهٗ عَنِ الْبَدْلِ فَلَا يَكُوْنُ اِقْرَارًا بِقُبُوْلِ الْمَرْأَةِ فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَهٗ لِاَنَّهٗ مُنْكِرٌ لِلْخُلْعِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ ـ

সহজ তরজমা

আযাদ করার ক্ষেত্রে গোলামের পক্ষ তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষের অনুরূপ। সুতরাং আযাদ করা গোলামের পক্ষ থেকে বিনিময় এবং মনিবের পক্ষ থেকে শপথ হবে। আর শপথ হচ্ছে, গোলামের কবুল করার শর্তের সাথে তার মুক্ত হওয়া সম্পৃক্ত করা। এজন্যে গোলামের পক্ষে বিনিময়ের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে, মনিবের পক্ষে নয়। **যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি গতকাল তোমাকে এক হাজার দিরহামের উপর তালাক দিয়েছিলাম, তুমি তা গ্রহণ কর নি; তখন স্ত্রী বলল, আমি গ্রহণ করেছিলাম, তা হলে স্বামীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বিক্রেতা এরূপ বলে, তা হলে ক্রেতার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে** অর্থাৎ যখন বিক্রেতা বলে, আমি গতকাল তোমার নিকট এ গোলামটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করেছিলাম, তুমি তা গ্রহণ কর নি; ক্রেতা বলল, আমি গ্রহণ করেছিলাম, তা হলে ক্রেতার উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ, বিক্রেতার উক্তি بِعْتُ প্রকৃতপক্ষে ক্রেতার কবুল করার স্বীকৃতিস্বরূপ। কেননা ইজাব ও কবুল ব্যতীত বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। এখন তার উক্তি "তুমি গ্রহণ কর নি" এটা তার স্বীকৃতি থেকে প্রত্যাবর্তন হবে। খোলা এর বিপরীত। এটা স্বামীর বেলায় শপথ, তাই তার প্রস্তাব স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা থেকে পৃথক হতে পারে। সুতরাং এ মাসআলায় স্বামীর উক্তি طَلَّقْتُكِ اَمْسِ عَلٰى اَلْفٍ উক্তিটিস্ত্রীর গ্রহণ করার স্বীকৃতি হবে না। কাজেই তার উক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে খোলার অস্বীকারকারী আর স্ত্রী তার দাবি করছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : طَرَفُ الْعَبْدِ الخ

যখন সম্পদের বিনিময়ে আযাদী হয়, তখন গোলাম সম্পদ ব্যয় করে এবং মনিবকে এই উদ্দেশ্যে প্রদান করে, যেন তার সত্তা তার জন্যে নিরঙ্কুশ হয় এবং মনিবের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং যেন মনিব যেন গোলামের আযাদীকে তার কবুল করার উপর সম্পৃক্ত করেছে। এজন্যে তা গোলামের পক্ষ থেকে مُعَاوَضَة বিনিময় হয়ে গেল। যেমন-স্ত্রীর পক্ষে খোলা বিনিময় ছিল। আর মনিবের পক্ষ থেকে তা يَمِيْن শপথ হয়ে গেল। যেমন– স্বামীর পক্ষে খোলা শপথ ছিল। এখন নিজ নিজ পক্ষে শপথ ও বিনিময়ের উপযোগী হুকুমসহ প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ لَهُ الخ

স্বামীর কথা শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে খোলার অস্বীকারকারী আর স্ত্রী দাবিদার। এজন্যে স্ত্রী যদি দলীলসহ দাবি সাব্যস্ত করতে পারে, তা হলে সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। আর যদি দলীল পেশ করতে না পারে, তা হলে স্বামী থেকে শপথের দাবি করবে; সে যদি শপথ করে, তবে স্ত্রীর দাবি বাতিল হয়ে যাবে। যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রীর দাবি প্রমাণিত হবে। যদি উভয়ে দলীল উপস্থাপন করে, তবে স্ত্রীর দলীল গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ : اَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ الخ

উক্ত বাক্যের সারকথা হচ্ছে, ইজাব ও কবুল ব্যতীত বেচাকেনা সাব্যস্ত হয় না। কেননা এ দুটো ক্রয় বিক্রয়ের রোকন, তাই শুধু ইজাবের দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয় না। এজন্যে বিক্রেতার উক্তি بعت মূলত ক্রেতার কবুল করার স্বীকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর তার "সে গ্রহণ করে নি" বলাটা প্রকৃত অর্থে তার পূর্বোক্তি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যাওয়া, এজন্যে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু খোলা স্বামীর পক্ষ থেকে শপথ আর শপথ একটি পূর্ণাঙ্গ আকদ, যা স্ত্রীর গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। এজন্যে স্বামীর কথা طلقتك امس على الف তে স্ত্রীর গ্রহণের স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই স্বামীর "স্ত্রী গ্রহণ করে নি" উক্তি করা তার স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন বুঝাবে না।

وَ يَسْقُطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَسْقُطُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ كَثَمَنِ مَا اشْتَرَتْ مِنَ الزَّوْجِ وَيَسْقُطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ اَمَّا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ فَلَا تَسْقُطُ اِلَّا بِالذِّكْرِ كَذَا فِى الذَّخِيْرَةِ وَ الْمَهْرُ يَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ **وَاِنْ خَلَعَ الْاَبُ صَبِيَّتَهُ بِمَا لِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ بَقِىَ مَهْرُهَا وَتُطَلَّقُ فِى الْاَصَحِّ فَاِنْ خَالَعَهَا عَلَى اَنَّهُ ضَامِنٌ صَحَّ وَ عَلَيْهِ الْمَالُ وَاِنْ شَرَطَ الْمَالَ عَلَيْهَا تُطَلَّقُ بِلَا شَيْءٍ وَاِنْ قَبِلَتْ ـ**

সহজ তরজমা

আর খোলা ও মুবারাত স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের অপরের উপর বিবাহ সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকারকে রহিত করে দেয়। সুতরাং যে-সব অধিকার বিবাহের সাথে সম্পর্কিত নয়, তা রহিত হবে না। যেমন– ওই বস্তুর মূল্য, যা স্ত্রী স্বামী থেকে ক্রয় করেছে। অবশ্য বিবাহের সাথে সম্পর্কিত হলে তা রহিত হয়ে যাবে, যেমন– মোহর ও অতীতের ভরণপোষণ; কিন্তু ইদ্দতের ভরণপোষণ উল্লেখ ব্যতীত রহিত হবে না। যখীরা গ্রন্থে এরূপই আছে। আর মোহর উল্লেখ ছাড়াও রহিত হয়ে যাবে। যদি পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার পক্ষ থেকে তার সম্পদ দ্বারা খোলা করে, তবে কন্যার উপর কিছুই আবশ্যিক হবে না; তার মোহর অবশিষ্ট থাকবে এবং বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কন্যা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। **আর যদি পিতা এ শর্তে কন্যার পক্ষ থেকে খোলা করে যে, সে খোলার বিনিময়ের দায়িত্বশীল, তবে তা শুদ্ধ হবে এবং পিতার উপর সম্পদ আবশ্যিক হবে। যদি স্বামী তার ছোট স্ত্রীর উপর খোলার সম্পদ আদায় করার শর্তারোপ করে, তা হলে কোনো বিনিময় ব্যতীত স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে, যদিও সে গ্রহণ করে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ الخ : مُبَارَأَة শব্দটি বাবে باب مُفَاعَلَة এর মাসদার। অর্থ, একে অপরকে দায়মুক্ত করা। যেমন বলা হয়– بارء شريكه অর্থাৎ সে তার অংশীদারকে দায়িত্বমুক্ত করেছে। সারকথা মুবারাত কাজটি খোলার স্থলাভিষিক্ত। যেমন– স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, بَارَأْتُكِ –আমি তোমাকে দায়দায়িত্ব মুক্ত করে দিলাম। স্ত্রীও তা গ্রহণ করল অথবা স্বামী বলল, بَرَأْتُ مِنْ نِكَاحِكِ بِاَلْفٍ অর্থাৎ আমি হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম আর স্ত্রী তা গ্রহণ করল, তবে তা খোলা গণ্য হবে। কিন্তু যদি বিনিময় উল্লেখ ব্যতীত بَرَأْتُ مِنْ نِكَاحِكِ বলে, তা খোলা হবে না। তবে তদ্বারা তালাকের নিয়ত করলে তালাক কার্যকর হবে। মুবারাতের হুকুম হচ্ছে, এটা বিবাহ সম্পর্কিত স্বামী-স্ত্রীর যাতীয় অধিকার রহিত করে দেয়। তবে যে সব অধিকার বিবাহের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন– স্বামী থেকে স্ত্রী কোনো বস্তু ক্রয় করলে তার মূল্য ইত্যাদি রহিত হবে না।

قَوْلُهُ : وَاِنْ خَالَعَهَا عَلَى ... الخ : যদি পিতা তার নাবালিকা কন্যার পক্ষ থেকে এ শর্তে খোলা করে, সে খোলার বিনিময়ের যিম্মাদার, তখন পিতার উপর খোলার বিনিময়ের মাল দেওয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ খোলা দ্বারা মোহর রহিত হবে না। কেননা পিতার কন্যার উপর মোহর রহিত করার অধিকার নেই।

بَابُ الظِّهَارِ

هُوَ تَشْبِيْهُ زَوْجَتِهِ اَوْ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا اَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ نَظْرُهُ اِلَيْهِ مِنْ اَعْضَاءِ مَحَارِمِهِ نَسَبًا اَوْ رِضَاعًا كَانْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ اَوْ رَاْسُكِ وَنَحْوُهُ اَوْ نِصْفُكِ كَظَهْرِ اُمِّىْ اَوْ كَبَطْنِهَا اَوْ كَفَخِذِهَا اَوْ كَفَرْجِهَا اَوْ كَظَهْرِ اُخْتِىْ اَوْ عَمَّتِىْ وَ يَصِيْرُ بِهِ مُظَاهِرًا وَ يَحْرُمُ وَطْيُهَا وَدَوَاعِيْهِ حَتّٰى يُكَفِّرَ فَاِنْ وَطِىَ قَبْلَهُ اَىْ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ **اِسْتَغْفَرَ وَكَفَّرَ لِلظِّهَارِ فَقَطْ** اَىْ تَجِبُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَلَا يَجِبُ شَىْءٌ اٰخَرُ لِلْوَطْيِ الْحَرَامِ **وَلَا يَعُوْدُ حَتّٰى يُكَفِّرَ** اَىْ لَا يَطَأُهَا ثَانِيًا حَتّٰى يُكَفِّرَ **وَالْعَوْدُ الْمُوْجِبُ لِلْكَفَّارَةِ هُوَ عَزْمَةٌ عَلٰى وَطْيِهَا وَلَيْسَ هٰذَا اِلَّا ظِهَارًا** اَىْ مَا ذُكِرَ لَيْسَ اِلَّا ظِهَارًا سَوَاءٌ نَوٰى اَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَ لَا يَكُوْنُ طَلَاقًا اَوْ اِيْلَاءً۔

সহজ তরজমা

অধ্যায় : যিহার প্রসঙ্গ

যিহার হল স্বামী তার স্ত্রীকে অথবা স্ত্রীর ওই অঙ্গকে, যদ্দ্বারা গোটা শরীর ব্যক্ত করা হয় অথবা স্ত্রীর কোনো অনির্দিষ্ট পরিব্যাপ্ত অঙ্গকে স্বামীর মাহরাম মহিলার এমন অঙ্গের সাথে উপমা দেওয়া ,যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত তার জন্যে হারাম, চাই মাহরাম মহিলা বংশগত হোক বা দুধপান সম্পর্কিত হোক, যেমন– কেউ বলল, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা বলল, তোমার মাথা ইত্যাদি অথবা তোমার অর্ধাংশ আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা তার পেটের মতো অথবা তার উরুর মতো অথবা তার যোনির মতো অথবা বলে, আমার বোনের বা আমার ফুফুর পিঠের মতো এরূপ উপমা দ্বারা স্বামী যিহারকারী হবে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস ও সহবাসের দিকে আহবানকারী ক্রিয়াকলাপ হারাম হবে যাবৎ না সে কাফফারা আদায় করবে। আর যদি তার পূর্বে অর্থাৎ কাফফারা আদায়ের পূর্বে **সহবাস করে, তা হলে ইস্তিগফার করবে এবং শুধু যিহারের কাফফারা আদায় করবে** অর্থাৎ যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হবে এবং হারাম সহবাসের জন্যে অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। **আর পুনরায় সহবাস করবে না এমনকি কাফফারা আদায় করবে।** অর্থাৎ সে স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয়বার সহবাস করবে না, যতক্ষণ না কাফফারা প্রদান করে। **আর স্ত্রীর কাছে যে প্রত্যাগমন কাফফারাকে আবশ্যক করে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার সাথে দ্বিতীয়বার সহবাসের দৃঢ় সংকল্প করা। এ সকল শব্দাবলি যিহার ব্যতীত অন্য কিছু হবে না।** অর্থাৎ উল্লেখিত শব্দাবলির দ্বারা শুধু যিহারই উদ্দেশ্য হবে, চাই যিহারের নিয়ত করুক বা কোনো কিছুর নিয়ত না করুক। আর এর দ্বারা তালাকও হবে না বা ঈলাও হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ظِهَار এর পরিচয়

ظِهَار শব্দের ظاء বর্ণে যের। এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার, তা ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ থেকে নিষ্পন্ন। অভিধানে এর বহু অর্থ রয়েছে।

১। لُبْسُ الثَّوْبَيْنِ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ অর্থাৎ দু'টি কাপড় একটি অপরটির উপর পরিধান করা।

২। اَلتَّعَاوُنُ অর্থাৎ পরস্পর সাহায্য করা।

৩। اَلتَّشْبِيْهُ অর্থাৎ মাহরাম মহিলার সাথে স্ত্রীর উপমা দেওয়া।

পরিভাষায় ظِهَار হল, স্বামী তার স্ত্রীকে মাহরাম মহিলার এমন অঙ্গের সাথে উপমা দেওয়া যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্যে হারাম। যেমন– স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলল, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ [আমার কাছে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো] একে শরী'আতে যিহার বলে।

ظِهَار এর হুকুম

যিহারের হুকুম হল, যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা অথবা সহবাসের দিকে আকৃষ্ট করে এমন কর্মকাণ্ড হারাম, যাবৎ না সে যিহারের কাফফারা প্রদান করবে। আর যদি কাফফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করে ফেলে, তবে সে তওবা-ইস্তিগফার করবে এবং শুধু যিহারের জন্যে কাফফারা আদায় করবে। সহবাসের কারণে দ্বিতীয় কাফফারা আবশ্যিক হবে না। এ ব্যাপারে উৎসমূল হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا ... الخ এ আয়াতখানা তখন অবতীর্ণ হয়, যখন হযরত আউস বিন সামেত রাযি. এর স্ত্রী খাওলা রাযি. সাথে যিহার করলেন। এরপর হযরত খাওলা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

قَوْلُهٗ : هُوَ تَشْبِيْهُ زَوْجَتِهٖ الخ

যিহার হল– স্ত্রীকে তুলনা করা... এর দ্বারা দাসী বাদ পড়ে গেছে। কেননা শরী'আতে দাসীর সাথে যিহারের কোনো বিধান নেই। আর يَحْرُمُ نَظْرُهٗ বাক্য দ্বারা হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ বাদ পড়ে গেছে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। সুতরাং এগুলোর সাথে তুলনা করলে যিহার হবে না। আর مُحَارَمَهٗ শব্দটি পুরুষ ও মহিলা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই স্বামী যদি স্ত্রীকে তার পিতার বিশেষ কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে, তবে সে যিহারকারী হবে। বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ আছে। কিন্তু "নাহর" নামক গ্রন্থে এর খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা যিহারের জন্যে শর্ত হল, যার সাথে তুলনা করা হবে, নিশ্চয় তার নারী হতে হবে। কারণ, শরী'আতে যিহারের নির্দেশিত স্থান হচ্ছে নারী। তাই স্ত্রীকে পিতা বা পুত্রের অঙ্গের সাথে তুলনা করলে তা যিহার হবে না।

قَوْلُهٗ : وَالْعَوْدُ الْمُوْجِبُ الخ

স্ত্রীর কাছে যে ফিরে আসার দ্বারা যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হয় এবং ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا আয়াতে যা উল্লেখিত হয়েছে, তা দ্বারা সহবাসের দৃঢ় সংকল্প উদ্দেশ্য। সুতরাং যিহারকারী প্রথমে কাফফারা আদায় করবে, তারপর স্ত্রীসঙ্গম করবে। এখানে عَوْد দ্বারা সরাসরি সহবাস উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কাফফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস হারাম।

وَفِىَ اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلُ اُمّ اَوْ كَاُمِّىَ اِنْ نَوٰى الْكَرَامَةَ اَوِ الظِّهَارَ صَحَّتْ اَىْ نِيَّتُهٗ وَاِنْ نَوٰى الطَّلَاقَ بَانَتْ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَغَا وَبِاَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَاُمِّىْ صَحَّ مَا نَوٰى مِنْ طَلَاقٍ اَوْ ظِهَارٍ وَاَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمّ ظِهَارٌ لَاغَيْرُ وَاِنْ نَوٰى طَلَاقًا اَوْ اِيْلَاءً وَخُصَّ الظِّهَارُ بِزَوْجَتِهٖ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ اَمَتِهٖ وَلَا مِمَّنْ نَكَحَهَا بِلَا اَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَجَازَتْ وَ بِاَنْتُنَّ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ لِنِسَائِهٖ تَجِبُ لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ وَهِىَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَجَازَ فِيْهَا الْمُسْلِمُ وَ الْكَافِرُ وَ فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ وَ تَحْقِيْقُهٗ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ فِىْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلٰى الْمُقَيَّدِ وَالذَّكَرُ وَ الْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرُ وَ الْكَبِيْرُ وَالْاَصَمُّ اَىْ مَنْ يَكُوْنُ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرٌ اَمَّا مَنْ لَا يَسْمَعُ اَصْلًا يَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَجُوْزَ لِاَنَّهٗ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ـ

সহজ তরজমা

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের তুল্য অথবা আমার মায়ের মতো- যদি এর দ্বারা সম্মানের নিয়ত করে অথবা যিহারের নিয়ত করে, তা হলে তার নিয়ত সহীহ হবে। যদি তালাকের নিয়ত করে, তা হলে স্ত্রী বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি কিছুরই নিয়ত না করে, তা হলে তা অনর্থক হবে। আর যদি স্বামী বলে, তুমি আমার জন্যে আমার মায়ের মতো হারাম, তা হলে তালাক অথবা যিহার থেকে যে কোনোটির নিয়ত করুক, তা শুদ্ধ হবে। আর যদি বলে, তুমি আমার জন্যে আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম, তা হলে তা যিহার হবে- অন্য কিছু হবে না; যদিও সে তালাক অথবা ঈলার নিয়ত করে। যিহার শুধু নিজ স্ত্রীর সাথে বিশেষিত। তাই তার দাসী থেকে যিহার সহীহ হবে না, অদ্রুপ ওই স্ত্রীর সাথে যিহার শুদ্ধ হবে না। যাকে সে তার নির্দেশ ব্যতীত বিবাহ করল, এরপর তার সাথে যিহার করল, এরপর স্ত্রী বিবাহের অনুমতি প্রদান করল। অদ্রুপ যদি স্বামী তার স্ত্রীদেরকে বলে, তোমরা আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো, তা হলে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যিহারের কাফফারা হচ্ছে, একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। এতে মুসলমান ও কাফের উভয় গোলাম মুক্ত করা বৈধ। কাফের গোলামের ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। আর এর বিশ্লেষণ উসূলে ফিকহের মধ্যে 'মুতলাককে মুকায়্যাদের উপর প্রয়োগ করা'র আলোচানায় উল্লেখিত রয়েছে। আর (এ গোলাম) পুরুষ হোক, মহিলা হোক বা ছোট হোক, বড় হোক কিংবা বধির হোক ইত্যাদি জায়েয অর্থাৎ اَصَمّ বলা হয়, যে ব্যক্তির কর্ণে বধিরত্ব রয়েছে। কিন্তু যে মূলত শুনতে পায় না, তা কাফফারায় জায়েয না হওয়া উচিত। কেননা সে উদ্দিষ্ট উপকারী বস্তু হারিয়ে ফেলেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِنْ نَوَى الْكَرَامَةَ الخ

যদি স্বামী اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ اُمِّيْ বাক্য দ্বারা স্ত্রীর সম্মানের নিয়ত করে অর্থাৎ তুমি আমার মায়ের মতো সম্মানিত ও প্রিয়, তা হলে এ নিয়ত শুদ্ধ হবে এবং এতে কিছুই পতিত হবে না। যদি তালাকের নিয়ত করে, তা হলে বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা এটা কেনায়ার শব্দ। যদি যিহারের নিয়ত করে, তা হলে যিহার হবে। কেননা মায়ের সাথে তুলনা তার অঙ্গের সাথে তুলনা করা। আর যদি কিছুরই নিয়ত না করে, তা হলে তার উক্তি অর্থহীন হবে। যেমন– তুমি আমার মা, তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার বোন ইত্যাদিতে তুলনা না থাকায় এগুলো অনর্থক বাক্য গণ্য হয়। তবে স্ত্রীর ব্যাপারে এ রকমের শব্দাবলি বলা মাকরূহ।

قَوْلُهُ : لَا غَيْرُ الخ

স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمِّيْ তবে এর দ্বারা শুধু যিহার সাব্যস্ত হবে; অন্য কিছু হবে না। কেননা এ উক্তিতে সুস্পষ্টত ظَهْر শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এজন্যে চাই সে তালাকের নিয়ত করুক বা ঈলার নিয়ত করুক বা কিছুই নিয়ত না করুক, সর্বাবস্থায় তা যিহার হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে যদি সে তালাক বা ঈলার নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ اَمَتِهِ الخ

যিহার সংক্রান্ত আয়াতে مِنْ نِسَائِهِمْ শব্দটি প্রমাণ করে যে, যিহার শুধু স্ত্রীর সাথে খাস। তা ছাড়া যিহার জাহেলী যুগে তালাক হিসেবে ছিল। এরপর শরী'আত তার মূল বহাল রেখেছে এবং তার হুকুমকে কাফফারার সাথে সাময়িক হুরমতের দিকে স্থানান্তরিত করেছে এখন তা বিবাহ দূরীভূতকারী হবে না। আর সুস্পষ্টত তালাক স্ত্রীর সাথে খাস। সুতরাং যিহারও স্ত্রীর সঙ্গেই খাস হবে।

قَوْلُهُ : فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ الخ

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে যিহারের কাফফারায় কাফের গোলাম আযাদ করা যথেষ্ট নয়। এ মতপার্থক্যের কারণ হল কোনো হুকুমের ব্যাপারে যখন একটি নস শর্তহীন এবং অপর একটি নস শর্তযুক্ত থাকে, তখন ইমাম শাফিয়ী রহ. মতে শর্তহীনকে শর্তযুক্ত বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন– কুরআনে যিহার এবং শপথের কাফফারার মধ্যে সাধারণ গোলাম আযাদ করার হুকুম রয়েছে; মুমিন গোলামের শর্ত নেই। কিন্তু হত্যার কাফফারায় মুমিন গোলামের শর্ত উল্লেখ রয়েছে। কাজেই তার মতে শর্তহীনকে এর মধ্যেও এ শর্ত বিবেচিত হবে। আর আমাদের মতে শর্তহীনের আমল তার শর্তহীনতার উপর এবং শর্তযুক্ত বিষয়ের আমল তার শর্তযুক্ত হওয়ার উপর বহাল থাকবে। একটিকে অপরটির উপর প্রয়োগ করা যাবে না। সুতরাং যেখানে মুমিনের শর্ত নেই, সেখানে যে কোনো গোলাম আযাদ করা যাবে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّهُ فَائِتُ جِنْسِ الخ

যে গোলাম সম্পূর্ণ বধির, মোটেও শুনতে পায় না, তাকে যিহারের কাফফারায় আযাদ করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে দৃষ্টিশক্তি, কথা বলা, চলা, ধরা ও জ্ঞান ইত্যাদি গুণ থেকে কোনো একটি যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এমন গোলাম আযাদ করা জায়েয নেই। কেননা এ সকল গুণ গোলামের মধ্যে কাম্য ও উদ্দেশ্য।

وَالْأَعْوَرُ وَمَقْطُوعُ اِحْدٰى يَدَيْهِ وَاِحْدٰى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ وَ مُكَاتَبٌ لَمْ يُوَدِّ شَيْئًا وَ شِرَاءُ قَرِيْبِهٖ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ وَاِعْتَاقِ نِصْفِ عَبْدِهٖ ثُمَّ بَاقِيْهِ لَا فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ كَالْأَعْمٰى وَ مَجْنُوْنٌ لَا يَعْقِلُ اِحْتِرَازٌ عَمَّنْ يَجُنُّ وَ يُفِيْقُ **وَ الْمَقْطُوْعُ يَدَاهُ اَوْ اِبْهَامَاهُ اَوْ رِجْلَاهُ اَوْ يَدٌ وَ رِجْلٌ مِنْ جَانِبٍ وَلَا مُدَبَّرٌ وَلَا مُكَاتَبٌ اَدّٰى بَعْضَ بَدَلِهٖ وَ اِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ثُمَّ بَاقِيْهِ بَعْدَ ضَمَانِهٖ** لِاَنَّهٗ اِنْتَقَصَ نَصِيْبُ صَاحِبِهٖ فِيْ مِلْكِهٖ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلٰى مِلْكِ الْمُعْتِقِ بِالضَّمَانِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوْزُ اِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوْسِرًا لِاَنَّهٗ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهٖ بِالضَّمَانِ فَكَاَنَّهٗ اَعْتَقَ كُلَّهٗ عَنِ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَاِنَّ عِنْدَهُمَا الْوَاجِبَ اَلسِّعَايَةُ فِيْ نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُوْنُ اِعْتَاقًا بِعِوَضٍ **وَنِصْفُ عَبْدِهٖ عَنْ تَكْفِيْرِهٖ ثُمَّ بَاقِيْهِ بَعْدَ وَطْئِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا** لِاَنَّ الْاِعْتَاقَ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَ عِنْدَهُمَا يَجُوْزُ لِاَنَّ اِعْتَاقَ الْبَعْضِ اِعْتَاقُ الْكُلِّ عِنْدَهُمَا **وَاِنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَاءً لَيْسَ فِيْهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَاخَمْسَةٌ نُهِيَ صَوْمُهَا وَاِنْ اَفْطَرَ بِعُذْرٍ اَوْ بِغَيْرِهٖ اَوْ وَطِئَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَمْدًا اَوْ نَهَارًا سَهْوًا اِسْتَانَفَ الصَّوْمَ لَا الْاِطْعَامَ اِنْ وَطِئَهَا فِيْ خِلَالِهٖ** هٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لَا يَسْتَانِفُ الصَّوْمَ لِاَنَّهٗ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَتَابِعًا مُقَدَّمًا عَلَى الْمَسِيْسِ فَالتَّتَابُعُ حَاصِلٌ بَقِيَ اَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَى الْمَسِيْسِ غَيْرُ حَاصِلٍ لٰكِنَّهٗ اِنْ اِسْتَانَفَ يَكُوْنُ الْكُلُّ مُؤَخَّرًا عَنِ الْمَسِيْسِ وَ لَوْ لَمْ يَسْتَانِفْ فَبَعْضُهٗ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَسِيْسِ فَهٰذَا اَوْلٰى وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ اَنَّهٗ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مُقَدَّمًا عَلَى الْمَسِيْسِ خَالِيًا عَنْهُ فَالتَّقَدُّمُ عَلَى الْمَسِيْسِ قَدْ فَاتَ لٰكِنَّ خُلُوَّهٗ عَنِ الْمَسِيْسِ مُمْكِنٌ فَتَجِبُ رِعَايَتُهٗ ـ

সহজ তরজমা

আর কাফফারাতে আদায় করা জায়েয আছে কানা গোলাম এবং যার এক হাত ও এক পা বিপরীত দিক থেকে কর্তিত আর যে মুকাতাব কিছুই পরিশোধ করে নি এবং কাফফারার নিয়তে নিজ নিকটাত্মীয় গোলামকে ক্রয় করা জায়েয আছে। আর নিজ গোলামের অর্ধেক মুক্ত করে পুনরায় তার অবশিষ্টাংশ মুক্ত করাও জায়েয। তবে যে গোলামের উদ্দিষ্ট উপকারিতার কোনোটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে, তা দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েয নেই। যেমন– অন্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিলুপ্ত উন্মাদ। لَا يَعْقِلُ কয়েদ দ্বারা ওই পাগল বাদ পড়ে গেছে, যে পাগল হয় এবং পরক্ষণে সংজ্ঞা ফিরে পায়। আর যে

গোলামের উভয় হাত বা তার উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী বা তার উভয় পা বা এক দিক থেকে এক হাত ও এক পা কর্তিত, এমন গোলাম দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েয নেই। আর মুদাব্বার ও যে মুকাতাব তার চুক্তির বিনিময়ের অংশ বিশেষ পরিশোধ করেছে এবং শরিকানা গোলামের অর্ধেক আযাদ করে পুনরায় তার জরিমানা আদায়ের পর অবশিষ্টাংশ আযাদ করা জায়েয নেই। কেননা তার শরীকের অংশ তার মালিকানায় থেকে ক্রটিময় হয়ে গেছে। তারপর ক্রটিযুক্ত ওই অংশ জরিমানার মাধ্যমে আযাদকারীর মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। (কেননা কাফফারায় অসম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করা জায়েয নেই)। সাহেবাইনের মতে আযাদকারী যদি বিত্তশালী হয়, তা হলে জায়েয হবে। কেননা সে জরিমানা প্রদান করে তার অংশীদারের অংশের মালিক হয়ে যাবে। ফলে সে যেন কাফফারায় সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করেছে। এটা এ প্রক্রিয়ার বিপরীত– যখন আযাদকারী দরিদ্র হবে। কেননা এ অবস্থায় সাহেবাইনের মতে শরীকের অংশের মূল্য পরিশোধ করার জন্যে গোলামের উপর চেষ্টা করা ওয়াজিব হবে। কাজেই এ অংশের আযাদি বিনিময়ের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে (অথচ কাফফারাতে বিনিময় ব্যতীত আযাদ করা বাঞ্ছনীয়)। **যে ব্যক্তি তার গোলামের অর্ধাংশ কাফফারার নিয়তে আযাদ করল, এরপর অবশিষ্ট গোলাম সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর আযাদ করল– যার সাথে যিহার করেছে, তা হলে জায়েয হবে না।** কেননা সহবাসের পূর্বে কাফফারা স্বরূপ গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব। আর সাহেবাইনের মতে তা জায়েয হবে। কেননা তাদের মতে কিছু অংশ আযাদ করা সম্পূর্ণ আযাদ করার **মধ্যে রমাযানের রোযা এবং যে পাঁচ দিন রোযা নিষিদ্ধ, তা থাকতে পারবে না। যদি কেউ এ দু'মাসে একটি রোযাও ভঙ্গ করে, ওযরবশত হোক অথবা বিনা ওযরে হোক কিংবা রাতের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করে অথবা দিনের বেলায় ভুলবশত সহবাস করে হোক, তা হলে সে নতুনভাবে রোযা আরম্ভ করবে। কিন্তু নতুনভাবে আহার্য দান ওয়াজিব হবে না যদি মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর মাঝে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে পুনরায় নতুনভাবে রোযা পালন আরম্ভ করবে না। কেননা তার উপর ওয়াজিব হল, লাগাতার রোযা রাখা এবং রোযা সহবাসের উপর অগ্রগামী হওয়া। আর এখানে রোযা অনবরত হওয়া অর্জিত হয়েছে, তবে সহবাসের পূর্বে রোযা অগ্রগামী হওয়া অর্জিত হয় নি। কিন্তু যদি নতুনভাবে রোযা পালন করে, তা হলে সমস্ত রোযাই সহবাস থেকে পরবর্তী হয়ে যাবে। আর যদি নতুনভাবে রোযা না রাখে, তা হলে কিছু রোযা সহবাসের উপর অগ্রগামী হচ্ছে। এজন্যে এটাই উত্তম হবে। আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর দলীল হচ্ছে, রোযা সহবাস থেকে অগ্রগামী হওয়া এবং রোযার এ ধারাবাহিকতা সহবাস মুক্ত হওয়া ওয়াজিব। আর এখানে রোযার মাঝখানে সহবাস করার কারণে রোযা অগ্রগামী হওয়ার শর্তটি ছুটে গেছে। কিন্তু রোযা সহবাস থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত পূর্ণ করা সম্ভব, তাই কমপক্ষে এর প্রতি লক্ষ্য করা ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَوْ اِبْهَامَاهُ الخ

এখানে اِبْهَامَاهُمَا বলা উচিত ছিল, তা হলে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী নির্দিষ্ট হত। কেননা দু'পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তিত হওয়া কাফফারার প্রতিবন্ধক নয়। তবে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তিত গোলামকে আযাদ করা দুরস্ত নয়–

কারণ, এতে উদ্দিষ্ট উপকারিতা থেকে একপ্রকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّهٗ اِنْتَقَصَ نَصِيْبُ الخ

উক্ত বাক্যের সারকথা হচ্ছে, যখন সে নিজ গোলামের অর্ধেক আযাদ করে দিল, তখন অপর অর্ধেক যা তার শরীকের মালিকানায় বিদ্যমান, তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেল। এজন্যে আযাদকারী ধনী হলে তার উপর অর্ধেকের জরিমানা আদায় করা আবশ্যিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে দরিদ্র হয়, তা হলে গোলামের উপর কর্মচেষ্টা ওয়াজিব হবে। যাতে সে অর্ধাংশের মূল্য আদায় করে পূর্ণ আযাদ হতে পারে। সুতরাং গোলাম এভাবে ত্রুটি পূর্ণ হওয়ার পর জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে আযাদকারীর মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। আর এ রকমের অসম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করা কাফফারার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না।

قَوْلُهٗ : صَامَ شَهْرَيْنِ الخ

যিহারকরী ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখবে, মাঝখানে একদিনও রোযা ভঙ্গ করবে না। যদি সে চাঁদের হিসেবে রোযা শুরু করে, তবে দু'মাসের প্রত্যেকটি উনত্রিশ দিনে হলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি চাঁদের হিসেবে রোযা না রাখে, তা হলে উনষাট দিন রোযা রাখার পরও যদি একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তা হলে তার কাফফারা আদায় হবে না বরং প্রথম থেকে আবার দু'মাস রোযা পালন করতে হবে। অনুরূপভাবে এ রোযাগুলোর মাঝখানে যদি রমাযানের রোযা বা নিষিদ্ধ পাঁচ দিন এসে পড়ে, তথাপিও দ্বিতীয়বার নতুন করে রোযা রাখতে হবে।

قَوْلُهٗ : وَاِنْ اَفْطَرَ بِعُذْرٍ الخ

যদি কেউ দু'মাসের মধ্যে ওযরবশত একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। ওযরের উদাহরণ যেমন– কাফফারা পালনকালে সফর করা বা অসুস্থতা বা স্ত্রীর নেফাসবতী হওয়া ইত্যাদি। তবে মহিলার ঋতুস্রাব কাফফারার ধারাবাহিকতার প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা মহিলার জন্যে হায়েযবিহীন একাধারে দু'মাস পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মহিলাদের জন্যে আবশ্যক হল, হায়েযের পরবর্তী দিনগুলোকে পূর্বের রোযার সাথে মিলিয়ে ষাটদিন পূর্ণ করা। তবে সে যদি হায়েযের পর একদিনও রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তা হলে বিনা প্রয়োজনে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করার কারণে পুনরায় প্রথম থেকে রোযা পালন করতে হবে। আর নেফাস যেহেতু ঘটনাক্রমিক ব্যাপার, এজন্যে তাকে কাফফারার রোযার ধারাবহিকতা ক্ষুণ্নকারী সাব্যস্ত করা হবে।

قَوْلُهٗ : لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ الخ

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর দলীলের সারকথা হল, নসে দু'টি বিষয়ের শর্ত উল্লেখ রয়েছে। ১. দু'মাস রোযা সহবাসের পূর্বে হওয়া। কেননা আয়াতে রোযা রাখার বেলায় مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا বলা হয়েছে। ২. এ রোযাগুলো সহবাসমুক্ত হওয়া। আর একথা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত। কেননা যখন সহবাসের পূর্বে দু'মাস রোযা রাখা নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তখন এ শর্তের আবশ্যিক চাহিদা হল, দু'মাস রোযার মাঝখানে কোনো প্রকার সহবাস হতে পারবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় যদিও রোযা সহবাসের পূর্বে হওয়ার শর্তটি ছুটে গেছে; কিন্তু পুনঃ সহবাসমুক্ত দু'মাস রোযা রাখার শর্ত পূর্ণ হতে পারে। যেমন– সে নতুন করে দু'মাস রোযা রাখবে এবং এ পর্যায়ে সহবাস করবে না। তবেই আয়াতের চাহিদা পূর্ণ হবে।

وَاِنْ عَجِزَ عَنِ الصَّوْمِ اَطْعَمَ هُوَ اَوْ نَائِبُهُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا كُلًّا قَدْرَ الْفِطْرَةِ اَوْ قِيْمَتَهُ هٰذَا عِنْدَنَا وَ اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لاَ يَجُوْزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ **وَاِنْ غَدَاهُمْ وَ عَشَاهُمْ وَ اَشْبَعَهُمْ فِيْهِمَا وَاِنْ قَلَّ مَا اَكَلُوْا اَوْ اَعْطٰى مِنْ بُرٍّ وَ مَنَوَىْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ وَاحِدًا شَهْرَيْنِ جَازَ وَ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الشَّهْرَيْنِ لاَ اِلاَّ عَنْ يَوْمِهٖ** اى اَعْطٰى شَخْصًا وَاحِدًا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الشَّهْرَيْنِ لاَ يَجُوْزُ اِلَّا عَنْ هٰذَا الْيَوْمِ هٰذَا مَذْهَبُنَا وَ اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّمْلِيْكِ كَمَا فِى الْكِسْوَةِ وَ وَجْهُ قَوْلِنَا مَا ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ فِىْ دَلاَلَةِ النَّصِّ اَنَّ الْاِطْعَامَ جَعْلُ الْغَيْرِ طَاعِمًا وَ هُوَ بِالْاِبَاحَةِ اِلٰى اٰخِرِهٖ **وَاِنْ اَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا كُلًّا صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنْ ظِهَارَيْنِ لَمْ يَصِحَّ اِلاَّ عَنْ ظِهَارٍ وَاحِدٍ وَ عَنْ اِفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَّ اَبِىْ يُوْسُفَ وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوْزُ عَنِ الظِّهَارَيْنِ هُمَا يَقُوْلاَنِ اَلنِّيَّةُ تَعْمَلُ عِنْدَ اِخْتِلاَفِ الْجِنْسَيْنِ كَالْاِفْطَارِ وَ الظِّهَارِ لاَ عِنْدَ اِتِّحَادِهِمَا ـ

সহজ তরজমা

আর যদি যিহারকরী রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তা হলে সে অথবা তার প্রতিনিধি ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে, প্রত্যককে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ অথবা তার মূল্য প্রদান করবে। এটা আমাদের অভিমত। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে মূল্য প্রদান করা জায়েয হবে না। **আর যদি তাদেরকে সকাল বিকাল পরিতৃপ্ত করে খাদ্য দান করে, যদিও সেই ভুক্ত খাবার সদকার পরিমাণ থেকে কম হয় অথবা তাদের প্রত্যেককে এক সের গম ও দু'সের খেজুর অথবা যব প্রদান করে অথবা একই ব্যক্তিকে দু'মাস পর্যন্ত আহার্য দান করে, তা হলে তা জায়েয হবে। আর যদি দু'মাসের পরিমাণ সদকা একদিনে একই ব্যক্তিকে প্রদান করে, তা হলে তা জায়েয হবে না। তবে শুধু ওই দিনের কাফফারা আদায় হবে, যেদিন প্রদান করেছে** অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে একদিনে দু'মাসের পরিমাণ খাদ্য দান করল, তা জায়েয হবে না কিন্তু শুধু এদিনের সদকা আদায় হবে। এটা আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেওয়া আবশ্যক (ইবাহাত হিসেবে আহার্য দান যথেষ্ট নয়)। যেমনি বস্ত্র দানের বেলায় মালিক বানিয়ে দেওয়া আবশ্যক। আমাদের উক্তির দলীল ওই মূলনীতি, যা উসূলে ফিকহের دَلاَلَةُ النَّصِّ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে: (কুরআনে বর্ণিত) اِطْعَام শব্দের অর্থ, অন্যকে আহারকারী বানানো। এ অর্থ ইবাহাতের মাধ্যমে পাওয়া যায়... এ আলোচানার শেষ পর্যন্ত। **তদ্রুপ যদি দু'যিহারের নিয়তে ষাটজন মিসকীনকে আহার্য দেয়, প্রত্যেককে এক সা' করে গম প্রদান করে, তা হলে তা শুদ্ধ হবে না বরং এক যিহারের কাফফারা আদায় হবে। আর যদি রমাযানের রোযা ভঙ্গের কাফফারা এবং যিহারের কাফফারা বাবদ প্রদান করে, তা হলে উভয়টি শুদ্ধ হবে।** এটা ইমাম

আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ রহ. এর মাযহাব। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দু'যিহারের কাফফারা আদায় হবে। শায়খাইন রহ. বলেন, উভয়টির جِنْس তথা জাত ভিন্ন ভিন্ন হলে নিয়ত কার্যকরী হয়। যেমন– রোযা ভঙকরণ ও যিহার আর উভয়টি অভিন্ন হলে নিয়ত কার্যকরী হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : كُلًّا قَدْرَ الْفِطْرَةِ الخ

প্রত্যেক মিসকীনকে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধেক সা' গম অথবা এক সা খেজুর বা যব দেওয়া ওয়াজিব। আমাদের নিকট সমস্ত কাফফারাতে এ পরিমাণই বিবেচ্য। কিন্তু যদি সেই পরিমাণকে বন্টন করে কয়েকজন মিসকীনকে প্রদান করে, তা হলে কাফফারা আদায় হবে না।

قَوْلُهُ : اِلَّا عَنْ يَوْمِهِ الخ : একদিনে একই মিসকীনকে দু'মাসের খাদ্যের পরিমাণ প্রদান করলে কাফফারা আদায় হবে না, তবে শুধু ওই দিনের কাফফারা আদায় হবে যেদিন খাদ্য প্রদান করেছে। ইবাহাতের পন্থায় এরূপ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই। কিন্তু তামলীক তথা মালিক বানানোর পন্থায় করার বিষয়টি বিতর্কিত। কতিপয় মাশায়েখ একে নাজায়েয বলেছেন। কেননা কাফফারার মূল উদ্দেশ্য দরিদ্রের প্রয়োজন দূর করা, এজন্যে তা বিত্তশালীকে দেওয়া জায়েয নেই। এখন একদিনের ফেতরা পরিমাণ দেওয়ার পর সে দরিদ্রের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রইল না। তাই বাকি সম্পদ তার উপর ব্যয় করলে প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। আবার কোনো কোনো মাশায়েখের মতে তা জায়েয আছে। কেননা এ পরিমাণের মালিক বানানোর পরও তার নতুন নতুন অনেক প্রয়োজন উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু ইবাহাত-এর ব্যতিক্রম। কারণ, একবার আহারের পর পুনরায় খাওয়ার নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না।

قَوْلُهُ : وَجْهُ قَوْلِنَا مَا ذُكِرَ الخ : শারেহ রহ. স্বরচিত তানকীহ কিতাবে ইশারাতুন নসের ইদাহরণের ধারাবহিকতায় বলেছেন: যেমন, আল্লাহর বাণী– اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ এতে ইঙ্গিত রয়েছে, কাফফারার মধ্যে মূল ইবাহাত তামলীক নয়। কেননা اِطْعَام শব্দের অর্থ অন্যকে আহার্য দান; মালিক বানানো নয়। কিন্তু দালালাতুন নসের দ্বারা তামলীককেও এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, اِطْعَام এর উদ্দেশ্য মিসকীনের প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রয়োজন অনেক রয়েছে আর তামলীকের দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে। এজন্যে একে ইবাহাতের স্থলবর্তী করা হয়েছে। কিন্তু اَوْ كِسْوَتُهُمْ এর মধ্যে প্রকৃত কাপড়কে কাফফারা সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্যে হুবহু কাপড় কাফফারা হবে। যা মূল কাপড়ের মালিক বানানো দ্বারা আদায় হতে পারে, عَارِيَة হিসেবে দিলে কাফফারা আদায় হবে না। কেননা এতে উপকারিতা লাভের মালিক বানানো হয়, মূল বস্তুর মালিক বানানো হয় না।

قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ اِلَّا عَنْ ظِهَارٍ الخ

যদি কারো উপর দুটি যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হয় আর সে ষাটজন মিসকীনকে উভয় যিহারের কাফফারা বাবদ খাবার খাওয়ায় অর্থাৎ প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' গম প্রদান করে এবং নিয়ত করে, অর্ধেক সা' এক যিহারের কাফফারা ও অপর অর্ধেক সা' দ্বিতীয় যিহারের কাফফারা, তা হলে শায়খাইনের মতে তা একই যিহারের কাফফারা হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে উভয় যিহারের কাফফারা আদায় হবে। তদ্রুপ যদি দু'রকমের কাফফারা হয়, যেমন– একটি রমাযানের রোযা ভঙ্গ করার কাফফারা ও আরেকটি যিহারের কাফফারা হিসেবে খাদ্য দান করে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে উভয় কাফফারা আদায় হবে। কেননা জিনিস ভিন্ন ভিন্ন হলে তাতে নিয়ত কার্যকার হয়ে থাকে।

فَاِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ وَالصَّاعُ يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ مِنْ اَدْنٰى الْمَقَادِيْرِ فَالْمُؤَدّٰى وَ هُوَ الصَّاعُ يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً جَعَلَهَا لِلظِّهَارَيْنِ فَلَا يَصِحُّ **كَصَوْمِ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ اَوْ اِطْعَامِ مِائَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا اَوْ اِعْتَاقِ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَاِنْ لَّمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا لِلْوَاحِدِ** لِاَنَّ الْجِنْسَ فِى الظِّهَارَيْنِ مُتَّحِدٌ فَلَا يَجِبُ التَّعْيِيْنُ وَ **فِىْ اِعْتَاقِ عَبْدٍ عَنْهُمَا اَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ لَهُ اَنْ يُّعَيِّنَ لِاَيٍّ شَاءَ وَاِنْ اَعْتَقَ عَنْ قَتْلٍ وَظِهَارٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ** وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ اَحَدِهِمَا فِى الْفَصْلَيْنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ يَجْعَلُ عَنْ اَحَدِهِمَا فِى الْفَصْلَيْنِ وَ **كَفَّرَ عَبْدٌ ظَاهَرَ بِالصَّوْمِ فَقَطْ لَا سَيِّدُهُ بِالْمَالِ عَنْهُ** لِاَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ فَفِعْلُ الْاٰخَرِ لَا يَكُوْنُ فِعْلَهُ۔

সহজ তরজমা

যখন নিয়ত অনর্থক হয়ে গেল। আর পূর্ণ সা' এক কাফফারার জন্যে হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা অর্ধ সা' কাফফারার সর্বনিম্ন পরিমাণ (এর থেকে অধিক আদায় করা নিষিদ্ধ নয় বরং তা উত্তম)। সুতরাং আদায়কৃত এক সা' যা এক কাফফারার জন্যে হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সে একে দু'যিহারের জন্যে সাব্যস্ত করেছে ফলে তা গ্রহযোগ্য হবে না। **যেমন– চার মাস রোযা রাখা অথবা একশত বিশজন মিসকীনকে আহার্য দান করা অথবা দুটি গোলামকে দু'যিহারের কাফফারা বাবদ আযাদ করা যদিও একটিকে একটির জন্যে নির্দিষ্ট না করে।** কেননা উভয় যিহারের মধ্যে জিনস একই। তাই নিদিষ্ট করা আবশ্যক নয়। **আর যদি দু'যিহারের পক্ষ থেকে একটি গোলাম আযাদ করে অথবা দু'মাস রোযা রাখে, তা হলে যিহারকারীর জন্যে ইখতিয়ার আছে, একে যার জন্যে ইচ্ছা নির্ধারণ করা। আর যদি হত্যা ও যিহারের কাফফারার জন্যে একটি গোলাম আযাদ করে, তা হলে একটি থেকেও কাফফারা জায়েয হবে না।** ইমাম যুফার রহ. এর মতে উভয় সূরতে কোনো একটি থেকে কাফফারা যথেষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে উভয় সূরতে যে কোনো একটি কাফফারা নির্ধারণ করা হবে। **যে গোলাম যিহার করেছে, সে শুধু রোযার কাফফারা আদায় করবে। তার মনিব তার পক্ষ থেকে সম্পদ দ্বারা আদায় করতে পারবে না।** কেননা কাফফারা হল ইবাদত। সুতরাং অপরজনের কাজ বলে গণ্য হতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَصْلُحُ كَفَّارَةً الخ

এক সা'-এর পূর্ণ পরিমাণকে একই কাফফারার জন্যে সাব্যস্ত করা দুরস্ত আছে, যদিও তার উপর অর্ধ সা' ওয়াজিব। কিন্তু এর থেকে অধিক আদায় করা তো নিষেধ নয় বরং উত্তম।

قَوْلُهُ : فِى الْفَصْلَيْنِ الخ

ইমাম যুফার রহ. এর মতে জিনস এক হোক এবং জিনস বিভিন্ন হোক কোনো অবস্থায় একটি থেকেও কাফফারা আদায় হবে না। তার উক্তির দলীল, যখন সে এক গোলামকে দু'কাফফারার জন্যে আযাদ করল, দু'টি যিহারের কাফফারা অথবা একটি যিহারের কাফফারা অপরটি হত্যার কাফফারা, তা হলে সে যেন প্রত্যেক কাফফারাতে অর্ধেক গোলাম আযাদ করল, কিন্তু তার নিজের ইচ্ছে মতো একটিকে নির্দিষ্ট করে তার পক্ষ থেকে পূর্ণ কাফফারা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে উভয় অবস্থায় যে কোনো একটি থেকে কাফফারা স্থির করা যাবে। তার উক্তির কারণ, সমস্ত কাফফারা নিজ উদ্দেশ্যের বিবেচনায় একই জিনসের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তার কারণ বিভিন্ন। আর একই জিনসের মধ্যে তারতম্যকরণের নিয়ত অর্থহীন। মূল নিয়ত বাকি রইল। আর কেবল মূল কাফফারার নিয়ত থাকার কারণে তার অধিকার রয়েছে, তাকে যার কাফফারা বানাতে চায় নির্ধারণ করতে পারবে।

হানাফীদের মতে জিনস এক হলে কোনো একটির জন্যে কাফফারা নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে। কেননা একই জিনসের মধ্যে পার্থক্যে নিয়ত বাতিল হয়। সুতরাং তার অধিকার রয়েছে যার জন্যে ইচ্ছা কাফফারা নির্ধারণ করার। আর জিনস বিভিন্ন হলে তাতে কার্যকরী হবে। এজন্যে একে পরিবর্তন করার অধিকার তার নেই।

بَابُ اللِّعَانِ

مَنْ قَذَفَ بِالزِّنَا زَوْجَتَهُ الْعَفِيْفَةَ اَىْ عَنْ فِعْلِ الزِّنَا غَيْرَ مُتَّهِمَةٍ بِهِ كَمَنْ يَكُوْنُ مَعَهَا وَلَدٌ وَلَا يَكُوْنُ لَهُ اَبٌ مَعْرُوْفٌ وَاِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلٰى كَوْنِ الزَّوْجَةِ عَفِيْفَةً وَلَمْ يَقُلْ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا كَمَا قَالَ فِى الْهِدَايَةِ وَ لَا شَكَّ اَنَّ الْعِفَّةَ اَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِاَنَّ اِشْتِرَاطَ كَوْنِهِمَا مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ يَدُلُّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيْفِ وَالْاِسْلَامِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ وَهِىَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا بَلْ يَكْفِىْ ذِكْرُ الْعِفَّةِ **وَ كُلٌّ صَلُحَ شَاهِدًا اَوْ نَفٰى وَلَدَهَا وَطَالَبَتْ بِهِ** اَىْ بِمُوْجِبِ الْقَذْفِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : লিআন প্রসঙ্গ

যে ব্যক্তি তার সচ্চরিত্রা স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করল অর্থাৎ যে স্ত্রী ব্যভিচার কর্ম থেকে পবিত্র, কখনো ব্যভিচারের সাথে অভিযুক্ত হয় নি, যেমন– এমন মহিলা যার সাথে কোনো সন্তান রয়েছে, যার পরিজ্ঞাত পিতা নেই। মুসান্নিফ রহ. শুধু স্ত্রী সতীসাধ্বী হওয়ার শর্তের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন এবং তিনি এ শর্তের উল্লেখ করেন নি "এবং স্ত্রী এমন হবে, তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীকে দণ্ড শাস্তি প্রদান করা হয়"– যেমনটি হেদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। আর নিঃসন্দেহে পবিত্র হওয়ার সিফাতটি এ থেকে ব্যাপকতর– স্ত্রী এমন হবে, তার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীকে দণ্ড শাস্তি প্রদান করা হয় (অর্থাৎ শাস্তি প্রয়োগও হতে পারে আবার নাও হতে পারে)। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হওয়া শর্ত। এটা তাদের স্বাধীন হওয়া, মুকাল্লাফ হওয়া ও মুসলমান হওয়ার প্রতি দালালত করে। সুতরাং গ্রন্থকারের উক্তি وَهِىَ مِمَّا يُحَدُّ قَاذِفُهَا এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয় বরং পবিত্র হওয়ার কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। **আর প্রত্যেকে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখে অথবা স্বামী-স্ত্রীর সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে এবং স্ত্রী এর দাবি করে** অর্থাৎ অপবাদের চাহিদার তথা প্রমাণ উপস্থাপন না করতে পারলে শাস্তির দাবি করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ اللِّعَانِ লি'আনের পরিচয়

لِعَان শব্দের লামে যের। এটি بَاب مُفَاعَلَة এর মাসদার। যেমন– مُلَاعَنَة মাসদার আসে, যা মূলত لَعْن ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ– পরস্পর অভিশাপ করা, আল্লাহর কৃপা থেকে দূর করা।

আর শরী'আতের পরিভাষায় لِعَان হল:

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَهَادَاتٍ مُؤَكَّدَةٍ بِالْاَيْمَانِ مَقْرُوْنَةٍ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٍ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِىْ حَقِّهِ وَحَدِّ الزِّنَا فِىْ حَقِّهَا

অর্থাৎ লি'আন হচ্ছে, শপথ দ্বারা দৃঢ়কৃত এমন সাক্ষ্য, যা পরস্পর অভিশাপযুক্ত, যা স্বামীর বেলায় অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রীর বেলায় ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে উৎসমূল হল, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ .. الخ

অর্থাৎ এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তার নিজের সত্তা [বা খোদ সে] ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য হবে এভাবে– আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দিবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এ আয়াত থেকে প্রতিভাত হচ্ছে, লি'আন শুধু স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করলে কার্যকর হয়। আর যদি অপরিচিতা নারীর প্রতি অপবাদ দেয়, তা হলে এটা অপবাদের শাস্তিকে আবশ্যিক করবে।

উক্ত আয়াত থেকে আরও জানা গেল, যখন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তখন লি'আন প্রয়োগ হবে।

قَوْلُهٗ : اَلْعَفِيْفَةُ الخ

عَفِيْفَة শব্দটি عِفَّة থেকে নির্গত। অর্থ– পবিত্র, সৎচরিত্রবান। عَفِيْفَةএমন নারীকে বলে, যে হারাম সহবাস এবং এর অপবাদ থেকে পবিত্র। শারেহ রহ. অপবাদের উদাহরণ দিয়েছেন, এমন নারী, যার সাথে কোনো সন্তান রয়েছে এবং তার পিতা অজ্ঞাত। লিআন প্রয়োগ করার রহস্য হল, যাতে পবিত্রা নারী থেকে ত্রুটি, লজ্জা-কলঙ্ক দূর করা যায়। আর যে নারী হারাম সহবাস এবং এর অপবাদ থেকে মুক্ত নয়, তার ত্রুটির কোনো ধর্তব্য নেই।

قَوْلُهٗ : اَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا الخ

কেননা عِفَّت এর উদ্দেশ্য ব্যভিচার এবং এর অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়া। আর এ গুণ বিধর্মী মহিলা, পাগলী ও ছোট মেয়ের মধ্যেও পাওয়া যায়, অথচ তাদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিলে অপবাদদাতার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হয় না।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ اِشْتِرَاطَ ... الخ

এটা عَفِيْفَة -এর উপর সীমাবদ্ধতার কারণ। আর كُلُّ صَلُحَ شَاهِدًا এর কয়েদ উল্লেখ করার দরুন ক্রীতদাস, শিশু ও উন্মাদ লিআনের হুকুম থেকে বাদ পড়ে গেছে। কেননা তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। এজন্যে عَفِيْفَة গুণটি উল্লেখ করার পর মুসান্নিফ রহ. এর হেদায়া গ্রন্থকারের মতো مِنْ كَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا এর শর্ত বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে নি।

لَاعَنَ فَإِنْ اَبٰى اَىْ اِمْتَنَعَ عَنِ اللِّعَانِ **حُبِسَ حَتّٰى يُلَاعِنَ اَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهٗ فَيُحَدُّ فَإِنْ لَاعَنَ لَاعَنَتْ وَاِلَّا حُبِسَتْ حَتّٰى تُلَاعِنَ اَوْ تُصَدِّقَهٗ** فَيَنْتَفِىْ نَسَبُ وَلَدِهَا عَنْهُ لٰكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِهٰذَا التَّصْدِيْقِ **فَإِنْ كَانَ هُوَ عَبْدًا اَوْ كَافِرًا اَوْ مَحْدُوْدًا فِىْ قَذْفٍ حُدَّ** لِاَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ اللِّعَانِ لِعَدَمِ اَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ **وَاِنْ صَلُحَ هُوَ شَاهِدًا اَوْ هِىَ اَمَةٌ اَوْ كَافِرَةٌ اَوْ مَحْدُوْدَةٌ فِى الْقَذْفِ اَوْ صَبِيَّةٌ اَوْ مَجْنُوْنَةٌ اَوْ زَانِيَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ** لِاَنَّهَا اِنْ اِتَّصَفَتْ بِالزِّنَا لَا تَكُوْنُ عَفِيْفَةً وَاِنِ اتَّصَفَتْ بِغَيْرِهٖ مِمَّا ذُكِرَ لَا تَكُوْنُ اَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ لِعَدَمِ اِحْصَانِهَا وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا اَوْ اَهْلِيَّتِهَا لِلشَّهَادَةِ **وَصُوْرَتُهٗ اَنْ يَقُوْلَ هُوَ اَوَّلًا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اِنِّىْ صَادِقٌ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَا وَفِى الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ كَاذِبًا فِيْمَا رَمَاهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَا مُشِيْرًا اِلَيْهَا فِىْ جَمِيْعِهٖ ثُمَّ تَقُوْلُ هِىَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ كَاذِبٌ فِيْمَا رَمَانِىْ بِهٖ مِنَ الزِّنَا وَ فِى الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ صَادِقًا فِيْمَا رَمَانِىْ بِهٖ مِنَ الزِّنَا ثُمَّ يُفَرِّقُ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا وَاِنْ قَذَفَ بِنَفْىِ الْوَلَدِ اَوْ بِهٖ وَبِالزِّنَا ذُكِرَا فِيْهِ** اَىْ فِى اللِّعَانِ مَا قَذَفَ بِهٖ **ثُمَّ يُفَرِّقُ الْقَاضِىْ وَيَنْفِىْ نَسَبَهٗ وَيُلْحِقُهٗ بِاُمِّهٖ وَتَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ فَإِنْ اَكْذَبَ نَفْسَهٗ حُدَّ وَحَلَّ لَهٗ نِكَاحُهَا** لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا فَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا اَىْ مَا دَامَا مُتَلَاعِنَيْنِ لِاَنَّ عِلَّةَ عَدَمِ اِجْتِمَاعِهِمَا اَللِّعَانُ فَلَمَّا بَطَلَ اللِّعَانُ لَمْ يَبْقَ حُكْمُهٗ وَهُوَ عَدَمُ الْاِجْتِمَاعِ **وَكَذَا اِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ اَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ** اَىْ حَلَّ لَهٗ نِكَاحُهَا اِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا بَعْدَ التَّلَاعُنِ فَحُدَّ اَوْ زَنَتْ بَعْدَ التَّلَاعُنِ فَحُدَّتْ فَإِنَّ بَقَاءَ اَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ شَرْطٌ لِبَقَاءِ حُكْمِهٖ ۔

সহজ তরজমা

স্বামী লি'আন করবে। আর যদি সে অস্বীকার করে অর্থাৎ লি'আন করা থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে আটক করা হবে; এমনকি সে লিআন করবে অথবা নিজেকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে এবং তাকে হদ লাগানো হবে। অতএব যদি স্বামী লি'আন করে, তা হলে স্ত্রীও লি'আন করবে, অন্যথায় তাকে আটক করা হবে, যাবৎ না সে লিআন করবে অথবা স্বামীর অপবাদ সত্যায়ন করবে। তখন তার

সন্তানের নসব স্বামীর থেকে অপনোদন হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু এ সত্যায়ন দ্বারা স্ত্রীর উপর যিনার হদ আবশ্যক হবে না। **আর যদি স্বামী গোলাম হয় অথবা কাফের হয় অথবা একবার অপবাদের দরুন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তা হলে তাকে হদ লাগানো হবে** (তার উপর লি'আন প্রয়োগ হবে না)। কেননা এ সকল অবস্থায় সে লিআনের যোগ্য নয়। কারণ, তার মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নেই। **যদি স্বামী সাক্ষী হওয়ার যোগ্য হয়; কিন্তু স্ত্রী হয় দাসী অথবা বিধর্মী অথবা অপবাদের দরুন দণ্ডপ্রাপ্তা অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা উন্মাদিনী বা ব্যভিচারিণী, তা হলে স্বামীর উপর হদ এবং লিআন কিছুই আবশ্যক হবে না।** কেননা স্ত্রী যদি ব্যভিচারের সাথে বিশেষিত হয়, তা হলে সে সতীসাধ্বী থাকে নি আর যদি সে ব্যভিচার ব্যতীত উল্লিখিত কোনো বিষয়ের সাথে বিশেষিত হয়, তা হলে সে সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত থাকে নি। সুতরাং স্বামীর উপর হদ কার্যকর হবে না স্ত্রী সতীসাধ্বী না হওয়ার কারণে আর লিআন আসবে না স্ত্রী পবিত্রা না হওয়া অথবা সাক্ষ্যদানের যোগ্য না হওয়ার কারণে। **আর লি'আনের প্রক্রিয়া হল, প্রথমে স্বামী চারবার বলেবে- আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আমার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছি, সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী আর পঞ্চমবার বলবে, আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক; যদি তার প্রতি ব্যভিচারের সম্বন্ধ করার মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি। প্রত্যেকবার বলার সময় স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করবে। এরপর স্ত্রী চারবার বলবে- আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে আমার প্রতি ব্যভিচারের যে অপবাদ দিয়েছে, সে ব্যাপারে আমার স্বামী মিথ্যাবাদী আর পঞ্চমবার বলবে, আমার প্রতি আল্লাহর গজব হোক! যদি সে আমার প্রতি ব্যভিচারের সম্বন্ধ করার ব্যাপারে সত্যবাদী হয়। তারপর কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। আর যদি স্বামী সন্তান অস্বীকার করার দ্বারা অপবাদ দেয় অথবা সন্তান অস্বীকার ও ব্যভিচার উভয়ের দ্বারা অপবাদ দেয়, তা হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লিআনের মধ্যে ওই বস্তুর উল্লেখ করবে, যদ্দ্বারা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর কাজী তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিবে এবং সন্তানের বংশ স্বামী থেকে অপনোদন করে দিবে ও তাকে তার মায়ের সঙ্গে মিলিত করে দিবে। আর স্ত্রী এক তালাক দ্বারা বায়েনা হয়ে যাবে। এখন যদি স্বামী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তাকে অপবাদের হদ লাগানো হবে এবং তার জন্যে সে স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা হলাল হবে।** কেননা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার পর তাদের উভয়ের মধ্যে লিআন অবশিষ্ট রইল না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো পরস্পর একত্র হতে পারে না" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে লিআনকারী থাকবে। কেননা তাদের পরস্পর একত্র না হওয়ার কারণ হল, লিআন। সুতরাং যখন লি'আন বাতিল হয়ে গেল, তখন তার হুকুম অবশিষ্ট রইল না আর তা হল একত্র না হওয়া। তদ্রুপ যদি লিআনের পর স্বামী অন্য কোনো মহিলাকে অপবাদ দেয়, এরপর তাকে অপবাদের হদ লাগানো হয় অথবা স্ত্রী ব্যভিচার করে এবং তাকে হদ প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যদি স্বামী লিআন করার পর অন্য কোনো মহিলাকে যিনার অপবাদ দেয় এবং তার উপর হদ প্রয়োগ করা হয় অথবা লিআন করার পর স্ত্রী ব্যভিচার করে এবং তার উপর হদ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা হলে স্বামীর জন্যে সে স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করা হালাল হবে। কেননা লিআনের হুকুম (বিবাহ হালাল না হওয়া) বাকি থাকার জন্যে তাদের মধ্যে লিআনের যোগ্যতা বাকি থাকা শর্ত (অথচ স্বামীর উপর অপবাদের হদ এবং স্ত্রীর উপর যেনার হদ জারি হওয়ার দরুন লিআনের যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে গেছে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا عَنَتَ الخ : স্ত্রীর উপরও লি'আন ওয়াজিব। এখানে ইঙ্গিত রয়েছে, স্বামী প্রথমে লি'আন করবে। কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিবরণ তা-ই প্রমাণ করে। কেননা স্বামী হল দাবিদার ও বাদী। কাজেই যদি স্ত্রী প্রথমে লিআন করে, তবে দ্বিতীয়বার পুনরুক্ত করা হবে, যাতে শরী'আতের বিন্যাস ঠিক থাকে।

قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا اِتَّصَفَتْ الخ : উক্ত বাক্যের সারর্মম হচ্ছে, হদ প্রয়োগের শর্ত হল ইহসান। আর ইহসানের উদ্দেশ্য হচ্ছে– স্ত্রী মুসলমান হওয়া, স্বাধীনা হওয়া, জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া ও সতীসাধ্বী হওয়া। আর লিআনের শর্ত হল, ইহসান ও সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত হওয়া। এজন্যে স্ত্রী যদি পবিত্রা ও সতী না হয়, তা হলে হদ ও লিআন কিছুই জরুরি হবে না। কারণ, اِحْصَان এর শর্ত অনুপস্থিত। আবার যদি স্ত্রী সতীসাধ্বী হয়, কিন্তু সে পূর্বে অপবাদের কারণে দণ্ডপ্রাপ্তা হয়েছিল, তা হলে সাক্ষ্য দানের যোগ্য না হওয়ার ভিত্তিতে লি'আন আসবে না এবং হদও প্রয়োগ হবে না। কেননা এতে লি'আন রহিত হয়ে গেছে এমন কারণে, যা স্ত্রীর মধ্যে পাওয়া গেছে স্বামীর মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ : يُفَرِّقُ الْقَاضِىُ الخ : স্বামী-স্ত্রী লিআন করার পর কাজীর উপর ওয়াজিব কর্তব্য হল, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে: তিনি উয়াইমের আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে লিআনের পর বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, শুধু লিআন দ্বারা আপনা আপনি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না বরং কাজীর পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরি। সুতরাং পরস্পর লিআন করার পর বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে যদি স্বামী-স্ত্রীর কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে অপরজন মৃতের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে লিআন করার পর তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; কাজীর বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : يَنْفِى نَسَبَهُ الخ : স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর লিআনের পর কাজী স্বামী থেকে সন্তানের বংশ অপনোদন করে সুস্পষ্টভাবে ফয়সালা শুনিয়ে দিবে এবং তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর পর বলে দিবে, আমি এ সন্তানের বংশ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। কেননা বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা এমনিতেই সন্তানের বংশ অপনোদন হওয়া জরুরি নয়। যেমন– সন্তান মারা যাওয়ার পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিআন সংঘটিত হয়, তখন কাজী তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে; কিন্তু সন্তানের বংশ স্বামী থেকে নাকচ হবে না।

قَوْلُهُ : وَتَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ الخ : কাজী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ার পর স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েনা হয়ে যাবে। এ বিচ্ছেদটি তালাকে বায়েনের হুকুমে হবে। কেননা এর উদ্দেশ্য, স্ত্রী থেকে যুলুম প্রতিহত করা এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অর্জিত হওয়া। আর তা বায়েন তালাকের দ্বারা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ اَكْذَبَ نَفْسَهُ الخ : লি'আনের পর যদি স্বামী বলে– স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ সম্বন্ধ করার ব্যাপারে আমি মিথ্যাবাদী, তা হলে স্বামীর উপর অপবাদের হদ প্রয়োগ হবে এবং তার জন্যে সে স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করা হালাল হবে। কেননা পূর্বের বিবাহ লিআনের পর বিচ্ছেদের কারণে ভেঙে গেছে। আর পুনঃ বিবাহ হালাল হবে এজন্যে যে, লিআনের প্রভাব তাদের উভয়ের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে নি।

قَوْلُهُ : مَا دَامَا مُتَلَاعِنَيْنِ الخ : এ ইবারতের সারর্মম হচ্ছে, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থায় দাবি হল, লিআনকারী পুরুষ-মহিলার মধ্যে কখনো বিবাহ হালাল হবে না। যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন। কিন্তু তরফইনের মতে স্বামী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর বিবাহ হালাল হবে। করাণ, হাদীসে বিবাহ হারাম হওয়ার স্থায়িত্ব লিআন বাকি থাকার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যখন স্বামী নিজের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা লিআন বাতিল হয়ে গেল, তখন হুরমতও [হারামের হুকুমটিও] শেষ হয়ে গেল।

وَلاَ لِعَانَ بِقَذْفِ الْاَخْرَسِ وَنَفْيِ الْحَمْلِ عَنْهُ وَاِنْ وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ زُفَرَ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ اللِّعَانُ اِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ لِاَنَّهٗ ج تَبَيَّنَ اَنَّهٗ كَانَ مَوْجُوْدًا وَقْتَ النَّفْيِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ زُفَرَ اَنَّهٗ لاَ يَتَيَقَّنُ بِوُجُوْدِ الْحَمْلِ وَفِيْمَا اِذَا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ يَصِيْرُ كَاَنَّهٗ قَالَ اِنْ كُنْتِ حَامِلاً فَحَمْلُكِ لَيْسَ مِنِّىْ ثُمَّ تَبَيَّنَ اَنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً وَالْقَذْفُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيْقُهٗ **وَ بِزَنَيْتِ وَ هٰذَا الْحَمْلُ مِنْهُ تَلاَعَنَا وَلاَ يَنْفِىْ الْقَاضِىْ الْحَمْلَ** لِاَنَّ تَلاَعُنَهَا كَانَ بِسَبَبِ قَوْلِهٖ زَنَيْتِ لاَ بِنَفْيِ الْحَمْلِ **وَاِنْ نَفٰى الْوَلَدَ زَمَانَ التَّهْنِيَةِ اَوْ شِرَاءِ اٰلَةِ الْوِلاَدَةِ صَحَّ وَ بَعْدَهٗ لاَ وَلاَعَنَ فِىْ حَالَيْهِ** اَىْ حَالَ النَّفْيِ زَمَانَ التَّهْنِئَةِ وَ حَالَ النَّفْيِ بَعْدَ زَمَانِ التَّهْنِئَةِ **وَاِنْ نَفٰى اَوَّلَ تَوْأَمَيْنِ وَ اَقَرَّ بِالْاٰخَرِ حُدَّ** لِاَنَّهٗ اَكْذَبَ نَفْسَهٗ بِدَعْوَى الثَّانِىْ لِاَنَّهُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ **وَفِىْ عَكْسِهٖ لاَعَنَ** اَىْ اِذَا اَقَرَّ بِالْاَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِىْ لاَعَنَ لِاَنَّهٗ قَذَفَ بِنَفْيِ الثَّانِىْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ **وَصَحَّ نَسَبُهُمَا مِنْهُ فِى الْوَجْهَيْنِ** لِاِعْتِرَافِهٖ بِاَحَدِهِمَا وَ هُمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ـ

সহজ তরজমা

যদি বোবা ইশারা দ্বারা নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দেয়, তবে লিআন আবশ্যক হবে না। আর যদি স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার পক্ষ থেকে হওয়াকে অস্বীকার করে, তাতেও লিআন আবশ্যক হবে না, যদিও সে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও যুফার রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে যদি ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তা হলে লিআন ওয়াজিব হবে। কেননা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ গর্ভটি অস্বীকার করার সময় বিদ্যমান ছিল। ইমাম আবূ হানীফা ও যুফার রহ. এর দলীল হল, গর্ভটি অস্বীকার করার সময় গর্ভস্থিত সন্তানের নিশ্চয়তা ছিল না (এজন্যে যেসময় অপবাদ সাব্যস্ত হবে না)। এখন যখন ছয় মাসের কম সময়ে স্ত্রী সন্তান প্রসব করল (তখন নিশ্চিত হওয়া গেল, অস্বীকার করার সময় গর্ভ বিদ্যমান ছিল), তা হলে সে যেন তার স্ত্রীকে এরূপ বলেছে– যদি তুমি গর্ভবতী হয়ে থাক, তা হলে তোমার এ গর্ভ আমার পক্ষ থেকে নয়। এরপর সন্তান প্রসবের পর স্পষ্ট হয়ে গেল, নিশ্চয়ই তখন স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। আর অপবাদকে সম্পর্কযুক্তকরণ ঠিক নয়। **যদি স্বামী বলে– তুমি ব্যভিচার করেছ এবং এ গর্ভ ব্যভিচারের ফলেই হয়েছে, তা হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লিআন করবে এবং কাজী তার রায়ে গর্ভের অপনোদন করবে না।** কেননা তাদের উভয়ের লিআন স্বামীর উক্তি زنيت তথা তুমি ব্যভিচার করেছে উক্তি করার কারণে হয়েছে; গর্ভ অস্বীকার করার কারণে নয়। **যদি কেউ সন্তান প্রসবের অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় অথবা প্রসবের সামগ্রী ক্রয় করার সময় সন্তানকে অস্বীকার করে, তা হলে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি এ সময় অতিক্রম হওয়ার পর অস্বীকার করে, তা হলে এ অস্বীকার সহীহ হবে না বরং উভয় অবস্থায় লিআন করবে** অর্থাৎ অভিনন্দন

জ্ঞাপনের সময় অস্বীকার করার অবস্থায়ও লিআন ওয়াজিব হবে। **তদ্রুপ যদি স্বামী জময দু'সন্তানের প্রথমটির কথা অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয় সন্তানটিকে স্বীকার করে, তা হলে তার উপর হদ লাগানো হবে।** কেননা সে দ্বিতীয় সন্তানটি দাবি করার কারণে নিজেকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। কারণ, জময দু'টি সন্তান একই বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। **আর যদি এর বিপরীত করে, তা হলে লিআন করবে** অর্থাৎ যখন প্রথম সন্তানটির স্বীকার করল এবং দ্বিতীয় সন্তানটির অস্বীকার করল, তখন লিআন ওয়াজিব হবে। কেননা সে দ্বিতীয় সন্তান অস্বীকার করার কারণে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে এবং সে তা থেকে (অপর স্বীকারোক্তি দ্বারা) ফিরে আসে নি। **আর উভয় অবস্থায় উভয় সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে।** কেননা সে দু'টোর একটিকে স্বীকার করেছে। অথচ উভয় সন্তান একই বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। (কাজেই একটি উভয়টির স্বীকারের নামান্তর)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَنَفَى الْحَمْلَ عَنْهُ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে যিনার অপবাদ না দেয় এবং জীবিত বিদ্যমান সন্তানের বংশ অস্বীকার না করে বরং পেটের গর্ভজাতকে অস্বীকার করে বলে– তোমার এ গর্ভ আমার পক্ষ থেকে নয়, তা হলে এ কারণে লিআন ওয়াজিব হবে না। কেননা এখানে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া নিশ্চিত নয়, যদিও চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, এ চিহ্ন রোগের কারণে ফুলা বা বাতাস একত্র হওয়ার কারণেও হতে পারে। এজন্যে গর্ভ অস্বীকার করার দ্বারা যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবে না। চাই পরবর্তী ছয় মাসের কম সময়ে অথবা ছয় মাসের বেশি সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক।

قَوْلُهٗ : بِزَنَيْتِ الخ : زَنَيْتِ ক্রিয়াপদের تَاء বর্ণে যের। এর দ্বারা স্ত্রীকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– তুমি ব্যভিচার করেছ এবং তোমার গর্ভ আমার পক্ষ থেকে নয়, তা হলে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট অপবাদের কারণে লিআন আসবে; শুধু গর্ভ অস্বীকার করার কারণে নয়। কাজেই লিআনের ব্যাপারে "তোমার গর্ভ আমার থেকে নয়" উক্তিটি অনর্থক হয়ে যাবে এবং কাজীও এ সময় গর্ভের নফী করবে না। কারণ, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার উপর হুকুম লাগানো যায় না।

قَوْلُهٗ : زَمَانَ التَّهْنِيَةِ الخ : تَهْنِيَة শব্দটি هَنَّأَتْهُ بِالْوَلَدِ থেকে নির্গত। এর অর্থ, অভিনন্দন বা মোবারকবাদ দেওয়া। এটার সময় সীমা কেউ কেউ তিন দিন নির্ধারণ করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, সাত দিন। আর সাহেবাইনের মতে নেফাসকালীন সময়ই মোবারকবাদ জ্ঞাপনের সময়। কিন্তু সহীহ মত হল, এর কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই বরং তা সামাজিক প্রচলন ও অভ্যাসের উপর ধর্তব্য।

قَوْلُهٗ : لَاعَنَ فِىْ حَالَيْهِ الخ : অর্থাৎ চাই অভিনন্দন দেওয়ার সময় অথবা এর পরে যে কোনো সময় সন্তানের অস্বীকার করুক, সর্বাবস্থায় তার উপর লিআন ওয়াজিব হবে। কেননা উভয় সূরতে যিনার অপবাদ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাতে সন্তান অস্বীকার করা সত্ত্বেও তার বংশ অপনোদন হবে না। কেননা অভিনন্দন এবং বাচ্চার জরুরী দ্রব্য-সামগ্রী কেনাকাটার সময় চুপ থাকাই স্বীকৃতির প্রমাণ। এজন্যে পরবর্তী সময়ের অস্বীকার গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهٗ : صَحَّ نَسَبُهُمَا مِنْهُ الخ : জময সন্তান হলে উভয়ের বংশ স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে যদিও সে কোনো একটিকে অস্বীকার করে। কেননা যখন সে দু'টি সন্তানের মধ্যে একটিকে স্বীকার করল, অথচ উভয়টি একই বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং একই সাথে উভয় সন্তানের গর্ভধারণ স্থির হয়েছে, তখন দ্বিতীয় সন্তানের নসব এমনিতেই সাব্যস্ত হয়ে যাবে। স্বামীর অস্বীকারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

بَابُ الْعِنِّيْنِ

اِنْ اَقَرَّ اَنَّهُ لَمْ يَصِلْ اِلَيْهَا اَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً قَمَرِيَّةً فِى الصَّحِيْحِ وَ فِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً شَمْسِيَّةً وَ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ سَنَةً قَمَرِيَّةً فَالسَّنَةُ الشَّمْسِيَّةُ مُدَّةُ وُصُوْلِ الشَّمْسِ اِلَى النُّقْطَةِ الَّتِىْ فَارَقَتْهَا مِنْ فَلَكِ الْبُرُوْجِ وَذٰلِكَ فِىْ ثَلٰثِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ وَّ سِتِّيْنَ يَوْمًا وَ رُبْعَ يَوْمٍ وَالسَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا قَمَرِيًّا وَمُدَّتُهَا ثَلٰثُ مِائَةٍ وَاَرْبَعَةٌ وَّخَمْسُوْنَ يَوْمًا وَثُلُثُ يَوْمٍ وَثُلُثُ عُشْرِ يَوْمٍ **وَرَمَضَانُ وَاَيَّامُ حَيْضِهَا مِنْهَا لَا مُدَّةُ مَرَضِهِ وَمَرَضِهَا فَاِنْ لَمْ يَصِلْ فِيْهَا فَرَّقَ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا اِنْ طَلَبَتْهُ** اَىْ اِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ التَّفْرِيْقَ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : নপুংসক প্রসঙ্গ

যদি স্বামী স্বীকার করে– স্ত্রীর সাথে তার মিলন হয় নি, তা হলে হাকিম তাকে চান্দ্র এক বছরের সময় নির্ধারণ করে দিবে বিশুদ্ধ মতানুসারে। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে হাসান এর বর্ণনায় আছে, হাকিম তাকে সৌর এক বছরের সময় দিবে। কিন্তু প্রকাশ্য বর্ণনায় চান্দ্র বছর উল্লেখ রয়েছে। সৌর বছর হল, সূর্য গ্রহের কক্ষপথের যে বিন্দু থেকে অতিক্রম করেছিল, সেই বিন্দুতে পৌঁছার সময়সীমা। আর এ সময়সীমা তিনশ চুয়ান্ন দিন, এক দিনের এক -তৃতীয়াংশ ও তার ত্রিশ ভাগের একাংশ (অর্থাৎ ৩৫৪ দিন ও ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট হয়)। **রমাযান মাস ও স্ত্রীর ঋতুস্রাবের দিনগুলো এ সময়সীমা থেকেই হিসাব করা হবে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর অসুস্থতার সময়কাল এর মধ্যে গণ্য হবে না। সুতরাং যদি এ সময় সীমার মধ্যে স্বামী স্ত্রী মিলন না করতে পারে, তা হলে কাজী তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে যদি স্ত্রী তার আবেদন করে** অর্থাৎ যদি স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ الْعِنِّيْنِ الخ

عِنِّيْن শব্দের ع বর্ণটি যেরযুক্ত। প্রথম نون টি তাশদীদ সহকারে যের বিশিষ্ট হবে। এটি عَنٌّ থেকে নির্গত। এর অর্থ اَلْحَبْسُ –ধরা, اَلْاِعْرَاضُ –বিরত থাকা। عِنِّيْن বা নপুংসক ওই ব্যক্তিকে বলে, যে যৌনাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সহবাস করতে সক্ষম হয় না। তার লিঙ্গ বিস্তীর্ণ হোক বা না হোক অথবা ছাইয়েবার সাথে সহবাস করতে সক্ষম হোক এবং বাকেরার সাথে সহবাস করতে সক্ষম না হোক অথবা কোনো কোনো মহিলার সাথে সহবাস করতে পারে আর কারো কারো সাথে সহবাস করতে পারে না এবং তা রোগজনিত বা বার্ধক্যজনিত কিংবা যাদুগ্রস্ততার কারণে হোক অথবা জন্মগত দুর্বলতার কারণে হোক, এ সকল ব্যক্তি "ইন্নীন"-এর

অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ইন্নীনের হুকুমের মধ্যে সে ব্যক্তিও শামিল হবে, যার পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডকোষ কর্তিত হয় অথবা যার স্ত্রীলোকের জল্পনা-কল্পনা করা মাত্র যৌন মিলনের পূর্বেই বীর্যস্খলন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : اَجَّلَهُ الْحَاكِمُ الخ

اَجَّلَهُ ক্রিয়াপদটি تَاْجِيْل মাসদার থেকে নির্গত। অর্থাৎ কাজী তাকে রোগ-ব্যাধি অথবা যাদুর প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্যে চিকিৎসা করতে এক বছর সময় দিবে। কেননা এ সময়সীমা চারটি মৌসুম সম্বলিত, যা চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্রের জন্যে যথেষ্ট। এরপর ওই এক বছরে স্বামী সুস্থ না হলে যদি স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চায়, তা হলে কাজী বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে।

قَوْلُهُ : فِى الصَّحِيْحِ الخ

নপুংসক স্বামীকে চিকিৎসার জন্যে এক বছরের সময় দেওয়ার কারণ হল, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে এক বছরের সময় দেওয়া প্রমাণিত রয়েছে। অবশ্য শরী'আতজ্ঞদের মতে মাস ও বছরের গণনায় চাঁদের হিসাবই প্রসিদ্ধ। এ জন্যে সাধারণ বছরকে চান্দ্র বছরের উপরই প্রয়োগ করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু কাযীখান ও শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. প্রমুখ শায়খগণ সৌর বছরের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কেননা তাতে সঠিক সংখ্যা গণনা করা যায়। আর সৌর বছরে দিনের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তা গ্রহণ করাতে সতর্কতা বেশি।

قَوْلُهُ : وَرَمَضَانُ وَاَيَّامُ الخ

রমাযান মাস এবং স্ত্রীর ঋতুকালীন সময়ও এ বছরের হিসাবর্ভুক্ত হবে। এর পরিবর্তে স্বামীকে সময় দেওয়া হবে না। তবে স্বামী ও স্ত্রীর অসুস্থতার সময়কাল এ বছরের হিসেবে গণ্য করা হবে না বরং এর পরিবর্তে সে পরিমাণ সময় স্বামী পাবে। এখানে مَرَض দ্বারা এমন রোগ উদ্দেশ্য, যদ্দরুন সহবাস করা সম্ভব হয় না।

وَ تَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ وَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ اِنْ خَلَابِهَا وَ تَجِبُ الْعِدَّةُ وَاِنِ اخْتَلَفَا عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اِنْ اَقَرَّ فَالْمُرَادُ اَلْاِخْتِلَافُ اِبْتِدَاءً لَا بَعْدَ التَّاجِيْلِ **وَكَانَتْ ثَيِّبًا اَوْ بِكْرًا فَنَظَرَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ ثَيِّبٌ حَلَفَ فَاِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا وَاِنْ نَكَلَ اَوْ قُلْنَ بِكْرٌ اُجِّلَ وَ لَوْ اُجِّلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَالتَّقْسِيْمُ هُنَا كَمَا مَرَّ وَ بَطَلَ حَقُّهَا بِحَلْفِهٖ حَيْثُ يَبْطُلُ ثَمَّهٗ كَمَا لَوْ اِخْتَارَتْهُ وَ خُيِّرَتْ هُنَا حَيْثُ اُجِّلَ ثَمَّهٗ** اَىْ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا اَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَنَظَرَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ ثَيِّبٌ حَلَفَ فَاِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا كَمَا فِى الْاِخْتِلَافِ قَبْلَ التَّاجِيْلِ وَاِنْ نَكَلَ خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ وَاِنْ قُلْنَ هِىَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ اَيْضًا وَقَوْلُهٗ كَمَا لَوْ اِخْتَارَتْهُ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ اِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا بَطَلَ حَقُّهَا فِىْ طَلَبِ التَّفْرِيْقِ ـ

সহজ তরজমা

আর স্ত্রী এক তালাকের সাথে বায়েন হয়ে যাবে, এবং তার জন্যে সম্পূর্ণ মোহরই হবে, যদি স্বামী তার সাথে একান্ত নির্জনবাস করে থাকে এবং ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি তারা উভয়ে মতভেদ করে– এটি গ্রন্থকারের উক্তি اِنْ اَقَرَّ এর উপর আতফ হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই মতভেদ, যা প্রথম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে; এক বছরের সময় দেওয়ার পর সৃষ্ট মতভেদ উদ্দেশ্য নয়। **আর স্ত্রী বিবাহের পূর্বে ছাইয়েবা ছিল নাকি বাকেরা– তাই অন্যান্য মহিলারা প্রত্যক্ষ করে বলল: এখন সে স্ত্রী ছাইয়েবা, তা হলে স্বামীকে শপথ করানো হবে। এরপর যদি স্বামী শপথ করে, তবে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে; যদি শপথ করতে অস্বীকার করে অথবা মহিলারা বলে, এখন সে স্ত্রী বাকেরা, তা হলে স্বামীকে সময় দেওয়া হবে। যদি স্বামীকে সময় দেওয়া হয় ,এরপর তারা উভয়ে মতভেদ করে, তা হলে এখানে সেভাবে কসম দেওয়া হবে ,যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।**

আর স্বামীর শপথ দ্বারা স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, যেমনিভাবে সেখানে (প্রথম অবস্থায়) স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়েছিল। যেমন: যদি স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করে নেয়, তা হলে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। আর এখানে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হবে, যেখানে প্রথম অবস্থায় সময় দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ যখন সময় দেওয়ার পর মতভেদ হবে, তখন তা দু'অবস্থা থেকে খালি নয়– হয়তো স্ত্রী ছাইয়েবা হবে কিংবা বাকেরা এবং মহিলারা প্রত্যক্ষ করে বলবে, এ স্ত্রী এখন ছাইয়েবা, তা হলে স্বামীকে শপথ করানো হবে। যদি স্বামী শপথ করে, তা হলে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– সময় দেওয়ার পূর্বে মতভেদের অবস্থায় হুকুম ছিল। কিন্তু যদি স্বামী অস্বীকার করে, তা হলে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। যদি মহিলারা বলে, সে স্ত্রী এখন বাকেরা, তা হলেও স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। গ্রন্থকারের উক্তি كَمَا لَوْ اِخْتَارَتْهُ বলার কারণ হল, স্ত্রী যদি স্বামীকে গ্রহণ করে, তা হলে বিবাহ বিচ্ছেদ কামনার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَ تَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ الخ

এ বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে এই বিচ্ছেদ হল বিবাহ ভঙ্গ করা। কেননা এ বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়। যেমন– খেয়ারে বুলূগ ও খিয়ারে ইতকের মধ্যে হয়ে থাকে। আর আমরা বলি, বিবাহ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তা ফসখকে গ্রহণ করে না। তা ছাড়া এখানে কাজী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন, এজন্যে তা তালাকের হুকুমে হবে। আর বায়েন তালাক হবে এজন্যে, যাতে স্ত্রী অন্যায় ও যুলুম থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পায়। কেননা রজয়ী তালাকের মধ্যে রাজআতের অধিকার থাকে।

قَوْلُهُ : فَنَظَرَتِ النِّسَاءُ الخ

যদি স্বামী ও স্ত্রী সহবাস করার উপর সক্ষম হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে, যেমন– স্ত্রী সহবাসের উপর ব্যর্থ হওয়ার এবং স্বামী তাতে সক্ষম হওয়ার দাবি করছে, তা হলে সাক্ষ্যদানকারিণী মহিলারা স্ত্রীর যৌনাঙ্গে দৃষ্টিপাত করবে। যদি তারা বলে, সে স্ত্রী এখন ছাইয়েবা, তা হলে স্বামীকে তার দাবির ব্যাপারে কসম দেওয়া হবে। এরপর যদি স্বামী শপথ করে, তা হলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে অথবা সাক্ষদানকারিণী মহিলারা স্ত্রীকে বাকেরা বলে মন্তব্য করে, তা হলে স্বামীকে যৌন দুর্বলতার চিকিৎসার জন্যে এক বছরের সময় দেওয়া হবে। সাক্ষ্যদানকারিণী মহিলাদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, বরং একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে মহিলাটি নির্ভরযোগ্য হওয়া শর্ত। মূল পাঠে اَلنِّسَاءُ শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে الف و لام প্রবেশ করার কারণে এর বহুবচনত্ব বাতিল হয়ে গেছে।

শায়েখ ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কোনো মহিলা কথিত স্ত্রীর যৌনাঙ্গে মুরগির একটি ছোট ডিম প্রবেশ করিয়ে দিবে। যদি কষ্ট অনুভব ছাড়া ডিমটি ভিতরে ঢুকে যায়, তবে স্ত্রীকে ছাইয়েবা হিসেবে গণ্য করা হবে; অন্যথায় বাকেরা। কেউ কেউ বলেছেন, একটি ডিম ভেঙ্গে কুসুমসহ যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিবে, যদি তা ভিতরে ঢুকে যায়, তবে ছাইয়েবা। আর যদি ডিমের কুসুম যৌনাঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তবে বাকেরা।

قَوْلُهُ : وَلَوْ اُجِّلَ ثُمَّ اخْتَلَفَا الخ

স্ত্রীর সহবাসের উপর ব্যর্থ হওয়া দাবি এবং স্বামীর তাতে সক্ষম হওয়ার দাবির পর যদি স্বামী চিকিৎসা বাবদ এক বছরের সময় পায়, এরপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি তাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যেমন– স্বামী বলল, আমি বছরের মাঝে তার সাথে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করেছি আর স্ত্রী বলল, সে সহবাসের উপর সক্ষম হয় নি বরং সে এখনো তেমনিই রয়েছে, যেমনি পূর্বে ছিল, তা হলে এখানে স্বামীকে কসম দেওয়া হবে। যেমন, সময় দেওয়ার পূর্বে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ায় কসম দেওয়া হয়েছিল। তবে এখন স্বামীকে পুনঃ সময় দেওয়া হবে না।

وَالْخَصِيُّ كَالْعِنِّيْنِ فِيْهِ اَىْ فِى التَّاجِيْلِ **وَفِى الْمَجْبُوْبِ فُرِّقَ حَالًا** اَىْ فِى الْحَالِ **بِطَلَبِهَا** اِذْ لَا فَائِدَةَ فِىْ تَاجِيْلِهِ بِخِلَافِ الْخَصِيِّ فَاِنَّ الْوَطْىَ مِنْهُ مُتَوَقَّعٌ **وَلَا يَتَخَيَّرُ اَحَدُهُمَا بِعَيْبِ الْاٰخَرِ** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ فِى الْعُيُوْبِ الْخَمْسَةِ وَ هِىَ الْجُنُوْنُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْقَرَنُ وَالرَّتْقُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ اِنْ كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُوْنٌ اَوْ جُذَامٌ اَوْ بَرَصٌ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ وَاِنْ كَانَ بِالْمَرْأَةِ لَا لِاَنَّهُ يُمْكِنُ لِلزَّوْجِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ ـ

সহজ তরজমা

অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তি নপুংসক ব্যক্তির মতো এ হুকুমে অর্থাৎ সময় দেওয়ার ব্যাপারে **আর লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির বেলায় স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।** কেননা তাকে সময় দেওয়ার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। তা অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তির বিপরীত। কারণ, তার থেকে সহবাস করার প্রত্যাশা করা যায়। **আর স্বামী-স্ত্রী কারো অন্যের দোষের কারণে ইচ্ছাধিকার থাকে না।** ইমাম শাফিয়ী রহ. পাঁচটি দোষের ব্যাপারে মতবিরোধ করেন। তা হল, পাগলামি, কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গে হাড় বৃদ্ধি হওয়া, যোনিপথে মুখবন্ধ হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যদি স্বামী উন্মাদনা বা কুষ্ঠ বা শ্বেতরোগে আক্রান্ত হয়, তা হলে স্ত্রীর খেয়ার থাকেবে। কিন্তু এ রোগ যদি স্ত্রীর হয়, তা হলে স্বামীর খেয়ার থাকবে না। কেননা স্বামীর পক্ষে তালাক দিয়ে নিজের ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فِى الْمَجْبُوْبِ الخ : লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তিকে সময় দেওয়া হবে না বরং স্ত্রী অভিযোগ করলে তাৎক্ষণিক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, যেহেতু তার লিঙ্গই নেই, সেহেতু তাকে সময় দেওয়াতে কোনো ফায়েদা নেই। কিন্তু অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তিকে সময় দেওয়া হবে। কেননা তার লিঙ্গ তো আছে। এজন্যে চিকিৎসা করিয়ে তার সহবাসের ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করা যায়।

قَوْلُهُ : وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ الخ : جُذَام অর্থ, কুষ্ঠরোগ। এটা রক্ত দোষিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। بَرَص অর্থ এমন রোগ, যার ফলে সমস্ত শরীরে শুভ্রতা প্রকাশ হয় এবং কখনো শুধু কিছু অঙ্গে হয়ে থাকে। এর কারণে মস্তিস্ক ব্যধি সৃষ্টি হয় এবং শরীরে শীতলতা প্রবল হয়। قَرَن অর্থ, স্ত্রীর যোনিপথে হাড় বা গোশত বৃদ্ধি পাওয়া, যার কারণে পুরুষাঙ্গ তাতে প্রবেশ করানো যায় না। رَتَق অর্থ– স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পেশাবের পথ ব্যতীত আর কোনো ছিদ্র না থাকা, যৌন দ্বারের মুখ বন্ধ হওয়া।

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে স্ত্রীর মধ্যে এসব রোগ থাকলে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে। কেননা যৌনাঙ্গে হাড় বৃদ্ধি পাওয়া ও যোনিপথ সঙ্কীর্ণ হওয়া সহবাসে বাধা দান করে। আর পাগলামি, কুষ্ঠরোগ ও শ্বেতরোগ হলে মানুষ স্ত্রী-সহবাসে আগ্রহ বোধ করে না। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে স্বামীর মধ্যে পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও শ্বেতরোগ থাকলে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু স্ত্রীর এসব রোগ থাকলে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা স্বামী তালাক দিয়ে নিজের ক্ষতি রোধ করার ক্ষমতা রাখে।

بَابُ الْعِدَّةِ

هِىَ لِحُرَّةٍ تَحِيْضُ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْبُلُوْغِ وَمِلْكِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْاٰخَرَ وَ تَقْبِيْلِهَا اِبْنَ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ وَ اِرْتِدَادِ اَحَدِهِمَا وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ **ثَلٰثُ حِيَضٍ كَوَامِلَ** اَفَادَ بِقَوْلِه كَوَامِلَ اَنَّهُ اِذَا طَلَّقَهَا فِى الْحَيْضِ لَا يُحْتَسَبُ هٰذَا الْحَيْضُ مِنَ الْعِدَّةِ **كَاُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا اَوْ اَعْتَقَهَا وَمَوْطُوْءَةٍ بِشُبْهَةٍ** كَمَا اِذَا زُفَّتْ اِلَيْهِ غَيْرَ اِمْرَأَتِه وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَوَطِيَهَا **اَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ** كَالنِّكَاحِ الْمُوَقَّتِ **فِى الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ** يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْىِ بِالشُّبْهَةِ وَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَالْعِدَّةُ فِيْهِمَا ثَلٰثُ حِيَضٍ سَوَاءٌ مَاتَ الزَّوْجُ اَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : ইদ্দত পালন প্রসঙ্গ

আযাদ মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা আবশ্যক– যার হায়েয আসে, তালাক ও বিবাহ ভঙের কারণে। যেমন: চাই খেয়ারে বুলুগের কারণে বিবাহ ফসখ হোক বা স্বামী-স্ত্রীর অপরের মালিক হয়ে যাওয়ার কারণে হোক বা স্ত্রী স্বামীর পুত্রকে কামোত্তেজনাসহ চুমু দেওয়ার কারণে হোক বা স্বামী-স্ত্রীর কেউ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে হোক অথবা কুফুবিহীন [অসম পাত্রে] বিবাহ বসার করাণে হোক– **তাকে পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।** গ্রন্থকারের উক্তি كَوَامِل এর দ্বারা বুঝা যায়, যদি স্বামী স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তা হলে এ হায়েয ইদ্দতের মধ্যে পরিগণিত হবে না। **তদ্রুপ উম্মে ওয়ালাদ, যার মনিব মৃত্যুবরণ করেছে অথবা মনিব তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং যে মহিলার সাথে সন্দেহজনকভাবে সহবাস করা হয়েছে,** যেমন– বাসর রাতে স্বামীর নিকট তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে পাঠানো হয়েছে আর সে তাকে না চিনে তার সাথে সঙ্গম করে ফেলেছে **অথবা ফাসেদ বিবাহের ভিত্তিতে সহবাস করেছে,** যেমন– নেকাহে মুয়াক্কাত করে স্ত্রী সঙ্গম করেছে, (তাদেরও পূর্ণ তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে); **স্বামী মারা গেলে অথবা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে,** مَوْت ও فُرْقَت এর সম্পর্ক সন্দেহজনক সহবাস ও ফাসেদ নিকাহের সাথে। সুতরাং এতদুভয় অবস্থায় তিন হায়েয ইদ্দত পালন করা আবশ্যক, চাই স্বামী মৃত্যুবরণ করুক অথবা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ الْعِدَّةِ الخ عِدَّة শব্দের ع বর্ণে যের এবং د বর্ণে তাশদীদ। আভিধানিক অর্থ– গণনা করা, শুমার করা। কেউ কেউ عِدَّة এর অথ বর্ণনা করেছেন, اَيَّامُ اَقْرَاءِ الْمَرْأَةِ অর্থাৎ মহিলার ঋতুকালীন দিনসমূহ। শরী'আতের পরিভাষায় هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَرَبُّصٍ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়, তাকে ইদ্দত বলে।

قَوْلُهُ : هِىَ لِحُرَّةٍ الخ

এখানে لِحُرَّةٍ কয়েদ থাকায় দাসী বাদ পড়ে গেছে। কেননা দাসীর ইদ্দত তিন হায়েয নয় বরং দু'হায়েয। তদ্রূপ تَحِيضُ কয়েদ দ্বারা সে সকল মহিলা বাদ পড়ে গেছে, যাদের ঋতুস্রাব হয় না। যেমন– অপ্রাপ্তা বয়স্কা মেয়ে, যার অল্প বয়সের কারণে হায়েয আসে না অথবা বৃদ্ধা মহিলা, যার বার্ধক্যের কারণে হায়েয আসে না; এদের ইদ্দত হল তিন মাস।

قَوْلُهُ : ثَلٰثُ حِيَضٍ الخ

حِيَض শব্দের ح বর্ণে যের এবং ي বর্ণে যবর। এটি حَيْض এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ, প্রবাহিত হওয়া। পরিভাষায় রোগ বা অপ্রাপ্ত বয়স ব্যতীত নারীর রেহেম থেকে মাসিক যে রক্তস্রাব নির্গত হয়ে থাকে তাকে হায়েয বলে। যখন স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে সঙ্গমকৃতা হয় অথবা একান্ত নির্জনাবাসের কারণে বিধানগত সঙ্গমকৃতা হয়, তখন পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন আবশ্যক। মুসান্নিফ রহ. এ বিষয়টি এজন্যে উল্লেখ করেন নি, অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর জন্যে কোনো ইদ্দত নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ الخ

অর্থাৎ এরপর তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দিবে, তখন তোমাদের জন্যে তাদের উপর কোনো ইদ্দত নেই। আর তালাকের ইদ্দতের ব্যাপারে মূল দলিল হচ্ছে, আল্লাহর এ বাণী– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। হানাফী ফকীহগণ এবং জমহূর সাহাবার নিকট এ আয়াতে قُرُوْء দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : كَاُمِّ وَلَدٍ الخ

উম্মে ওয়ালাদ এমন দাসীকে বলে, যার সাথে তার মনিব যৌন সঙ্গম করেছে এবং তার পক্ষ থেকে দাসীর সন্তান জন্ম হয়েছে। এরপর মনিব ওই সন্তানকে নিজের দিকেই সম্বন্ধ করে। এর হুকুম হল– মনিবের মৃত্যুর পর এ দাসী আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি মনিব তাকে তার জীবদ্দশায় আযাদ করে দেয় অথবা মনিব মারা যায়, তা হলে তার ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয হবে। কেননা এ ইদ্দত মনিব থেকে শয্যা সম্পর্ক দূরীভূত হওয়ার কারণে। সুতরাং তাতে বিবাহের ইদ্দতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এজন্যে এক হায়েয ইদ্দত পালন করা যথেষ্ট হবে না। যেমন– ইমাম শাফিয়ী রহ. مِلْكِ يَمِيْن এর মধ্যে দাসীর জরায়ু সন্তান মুক্ত হওয়া যাচাইয়ের উপর কিয়াস করে এক হায়েযকে উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মনিব মারা গেলে উম্মে ওয়ালাদের উপর মৃত্যু ইদ্দত চার মাস দশ দিন ওয়াজিব হবে না। কেননা মৃত্যুর ইদ্দত কুরআনের নসের দ্বারা স্ত্রীদের সাথে খাস আর উম্মে ওয়ালাদ তো স্ত্রী নয়।

قَوْلُهُ : كَمَا اِذَا زُفَّتْ الخ

সন্দেহজনক সহবাসের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। একটি তো শারেহ রহ. নিজেই উল্লেখ করেছেন, বাসররাতে স্বামীর নিকট স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মহিলাকে পাঠানো হয়েছে আর সে তার স্ত্রীকে চিনত না; এভাবে অন্য মহিলার সাথে সহবাস করে ফেলল। দ্বিতীয় আরেকটি সূরত হল, রাতে নিজের শয্যায় অন্য মহিলাকে শোয়া পেল এবং সে তাকে নিজের স্ত্রী মনে করে তার সাথে সহবাস করে ফেলল। তৃতীয় সূরত, তালাকের ইদ্দতের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সন্দেহের কারণে সহবাস করে ফেলল। চতুর্থ সূরত, কোনো দাসী ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করার পর জানতে পারল, সে মূলত স্বাধীন নারী ছিল। এ সকল অবস্থায় মহিলার ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয হবে।

وَلِمَنْ لَمْ تَحِضْ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِحُرَّةٍ تَحِيْضُ **لِصِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ اَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ** اَىِ الْعِدَّةُ لِحُرَّةٍ لَا تَحِيْضُ لِصِغَرٍ وَ نَحْوِهٖ لِلطَّلَاقِ وَ الْفَسْخِ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَ **لِلْمَوْتِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ** قَوْلُهٗ وَ لِلْمَوْتِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ مَعْنَاهُ اَلْعِدَّةُ لِلْحُرَّةِ لِلْمَوْتِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ **وَلِاَمَةٍ تَحِيْضُ حَيْضَتَانِ وَ لِمَنْ لَمْ تَحِضْ اَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ** اَىِ الْعِدَّةُ لِاَمَةٍ تَحِيْضُ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ حَيْضَتَانِ وَ لِاَمَةٍ لَمْ تَحِضْ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ اَىْ شَهْرٌ وَ نِصْفُ شَهْرٍ وَاَمَّا لِلْمَوْتِ فَنِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ اَيْضًا وَ هُوَ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ اَيَّامٍ **وَلِلْحَامِلِ الْحُرَّةِ اَوِ الْاَمَةِ** فَاِنَّهٗ لَا فَرْقَ فِى الْحَامِلِ بَيْنَ اَنْ تَكُوْنَ حُرَّةً اَوْ اَمَةً **وَاِنْ مَاتَ عَنْهَا صَبِيٌّ وَضْعُ حَمْلِهَا** اَىْ وَاِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْمَيِّتُ صَبِيًّا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَ الشَّافِعِىِّ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِاَنَّ الْعِدَّةَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ اِنَّمَا تَجِبُ لِصِيَانَةِ الْمَاءِ وَ ذٰلِكَ فِىْ ثَابِتِ النَّسَبِ وَهُنَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ عَنِ الصَّبِىِّ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَ بَعْدَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَيَكُوْنُ نَاسِخًا لَهٗ فِىْ مِقْدَارِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْاٰيَتَانِ وَ هُوَ حَامِلٌ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاِنْ قِيْلَ الْمُرَادُ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اللَّاتِىْ يَثْبُتُ نَسَبُ حَمْلِهِنَّ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ بَلْ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اللَّاتِىْ وَجَبَتْ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

সহজ তরজমা

আর যে মহিলার হায়েয আসে না –এটা গ্রন্থকারের উক্তি لِحُرَّةٍ تَحِيْضُ এর উপর আতফ হয়েছে– **অল্প বয়সের কারণে অথবা বার্ধক্যের কারণে অথবা প্রাপ্ত বয়সে বালেগা হয়েছে এবং এখনো তার হয়েয আসে নি, তাদের ইদ্দত তিন মাস** অর্থাৎ আযাদ মহিলা যার অল্প বয়স ইত্যাদির কারণে হায়েয আসে না, তার ইদ্দত তিন মাস, তালাক এবং বিবাহ ভঙের পর। **আর স্বামী মারা গেলে ইদ্দত হল চার মাস দশ দিন।** গ্রন্থকারের উক্তি وَلِلْمَوْتِ এর আতফ হল, তার অপর উক্তি لِلطَّلَاقِ এর ওপর। এর অর্থ হচ্ছে– স্বামী মারা গেলে আযাদ মহিলার ইদ্দত হবে চার মাস দশ দিন। **আর দাসী যার হায়েয আসে,**

তার ইদ্দত দু'হায়েয এবং যে দাসীর হায়েয আসে না অথবা যার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত আযাদ মাহিলার ইদ্দতের অর্ধেক অর্থাৎ যে দাসীর হায়েয আসে, তার ইদ্দত হল তালাক ও বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার পর দু'হায়েয আর যে দাসীর হায়েয আসে না, তার তালাক ও বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার পর তার ইদ্দত আযাদ মহিলার অর্ধেক অর্থাৎ দেড়মাস। তদ্রুপ স্বামী মারা গেলেও আযাদ মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক আর তা হল দু'মাস পাঁচ দিন। **আর গর্ভবতীর ইদ্দত [তার গর্ভ খালাস] সে স্বাধীন হোক অথবা দাসী হোক**। কেননা গর্ভবতী হওয়ার সূরতে স্বাধীন এবং দাসী হওয়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

যদি বালক স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দত হল গর্ভপাত হওয়া অর্থাৎ যদিও গর্ভবতী মহিলার মৃত স্বামী নাবালক হয়, তথাপি তার ইদ্দত হল গর্ভপাত হওয়া। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফিঈ রহ.-এর মতে তার ইদ্দত হল, মৃত্যুর ইদ্দত। কেননা গর্ভপাত দ্বারা ইদ্দত পালন ওয়াজিব হয় স্বামীর বীর্যের সংরক্ষণের জন্যে। আর এটা প্রযোজ্য হবে স্বামী থেকে নসব সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে। অথচ এখানে নাবালক স্বামী থেকে নসব প্রমাণিত হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَأُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ .... الخ (গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হল তাদের গর্ভপাত হওয়া) এটি আল্লাহর বাণী– وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ (তোমাদের থেকে যারা মারা যাবে এবং তাদের স্ত্রীগণকে রেখে যাবে, তারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে) এর পরে নাযিল হয়েছে। সুতরাং প্রথম আয়াতটি রহিতকারী হবে সে পরিমাণের ক্ষেত্রে, যতটুকু উভয় আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তা হল, গর্ভবতী মহিলা যর স্বামী মারা গেছে (তার ব্যাপারে প্রথম আয়াতটি নাসেখ হবে)। যদি কেউ প্রশ্ন করে, أُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেসব মহিলা, যাদের গর্ভস্থিত সন্তানের বংশ সাব্যস্ত রয়েছে (আর নাবালক স্বামী থেকে বংশ সাব্যস্ত হয় না, তাই তার স্ত্রীর ইদ্দত গর্ভপাত হবে না), তা হলে আমরা জবাবে বলব– এ উদ্দেশ্য নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয় বরং আয়াতে গর্ভবতী সেসব মহিলা উদ্দেশ্য, যাদের উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক অথবা তালাকের কারণে হোক, তাদের ইদ্দত হল তারা গর্ভপাত করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ الخ

যে মেয়ে বয়স হিসেবে বালেগা হয়েছে, কিন্তু তার রক্তস্রাব হয় না, তার ইদ্দত হল তিন মাস। বালেগা হওয়ার বয়স হল, পনের বছর। এ বয়সে পৌছালে ছেলে-মেয়ে শরী'আতের বিধানের মুকাল্লাফ [আদিষ্ট] হয়ে যায়। যদিও তাদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার চিহ্ন– যেমন, স্বপ্নদোষ হওয়া এবং রক্তস্রাব হওয়া পাওয়া না যায়। এদের ইদ্দত তিন মাস হওয়ার দলিল আল্লাহর এ বাণী–

وَاللَّاتِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللَّاتِىْ لَمْ يَحِضْنَ

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে যারা হয়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত তিন মাস এবং যাদের রক্তস্রাব হয় না .....।

قَوْلُهُ : اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ الخ

স্বাধীন মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। যেমন– সূরা বাকারাতে আল্লাহর বাণী রয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকে যারা মারা যাবে এবং তাদের স্ত্রীদের রেখে যাবে, তারা নিজের ব্যাপারে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।

قَوْلُهُ : لِاَمَةٍ حَيْضَتَانِ الخ

দাসী যার হায়েয আসে তার ইদ্দত দু'হায়েয। কেননা হাদীসে আছে: عِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ অর্থাৎ দাসীর ইদ্দত দু'হায়েয। (আবূ দাউদ, তিরমিযী) হযরত উমর রাযি. বলেন, যদি আমি দাসীর ইদ্দত দেড় হায়েয করতে পারতাম, তা হলে অবশ্য তা করে দিতাম। (আব্দুর বাজ্জাক) এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, হায়েযের মধ্যে বিভাজন সম্ভব না হওয়ার কারণে দাসীর জন্যে দ্বিতীয় হায়েয পূর্ণ করে দেওয়া হয়। আর যে দাসীর হায়েয আসে না, তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক পারিমাণ অর্থাৎ দেড় মাস। কেননা মাসের মধ্যে বিভাজন সম্ভব, বিধায় দেড় মাস ইদ্দত নির্ধারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ الخ

যে গর্ভবতী নারীর স্বামী অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালক, সে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার স্ত্রীর ইদ্দত হবে মৃত্যুর ইদ্দত অর্থাৎ চার মাস দশ দিন, গর্ভপাত হওয়া ইদ্দত হবে না। কেননা তার থেকে গর্ভের নসব প্রমাণিত নয়, এজন্যে এ গর্ভের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব দুটোই সমান। সুতরাং যেন এ গর্ভ তার মৃত্যুর পর স্থির হয়েছে। যেমন- মৃত্যুর ছয় মাস অথবা তার থেকে বেশি মুদ্দতের পর গর্ভপাত হলে কারো মতে এ গর্ভপাত ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হয় না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফিয়ী রহ. এর অভিমত। কিন্তু তরফাইনের মতে নাবালক স্বামী মারা গেলে তার গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত গর্ভপাত হওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ الخ ..... শর্তহীন। এতে স্বামী বালক বা নাবালক হওয়ার কোনো পার্থক্য উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ : فِىْ مِقْدَارِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الخ

প্রথম আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার অপর বাণী- اَلَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ এর জন্যে নাসেখ হবে শুধু এ পরিমাণের ক্ষেত্রে, যা উভয় আয়াতে অন্তর্ভুক্ত। আর তা হল, স্বামীমৃতা গর্ভবতী স্ত্রী। কেননা اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ এর মধ্যে সে নারী অন্তর্ভুক্ত নয়, যার স্বামী মারা গেছে আর সে গর্ভমুক্ত। তদ্রূপ وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ এর মধ্যে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ আয়তটি গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত সাব্যস্ত করার বিবেচনায় রহিতকারী নাসেখ নয়। কেননা তা وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ আয়াতের মধ্যে প্রবিষ্টই নয়। আর নসখ শুধু এ পরিমাণের উপরই প্রযোজ্য হবে, যা উভয় আয়াতে শামিল রয়েছে। তা হল স্বামী মৃতা গর্ভবতী স্ত্রী। সুতরাং তার ইদ্দত গর্ভপাতের দ্বারা হবে; মাসের হিসেবে নয়।

وَلِمَنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الصَّبِيِّ عِدَّةُ الْمَوْتِ لِاَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَقْتَ مَوْتِ الصَّبِيِّ تَعَيَّنَ عِدَّةُ الْمَوْتِ **وَلَا نَسَبَ فِىْ وَجْهَيْهِ** اَىْ فِيْمَا حُبِلَتْ قَبْلَ مَوْتِ الصَّبِيِّ اَوْ بَعْدَهُ **وَلِامْرَأَةِ الْفَارِّ لِلْبَائِنِ اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ** اَىْ اِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَ هِىَ ثَلٰثُ حِيَضٍ مَثَلًا وَ لَمْ يَنْقُضْ عِدَّةَ الْمَوْتِ فَلَا بُدَّ اَنْ تَتَرَبَّصَ اِنْقِضَاءَ عِدَّةِ الْمَوْتِ وَلَوِ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمَوْتِ وَلَمْ تَنْقُضْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ تَتَرَبَّصُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ **وَ لِلرَّجْعِيِّ مَا لِلْمَوْتِ وَ لِمَنْ اُعْتِقَتْ فِىْ عِدَّةِ رَجْعِيٍّ كَعِدَّةِ حُرَّةٍ** اَىْ عِدَّتُهَا كَعِدَّةِ حُرَّةٍ **وَفِىْ عِدَّةِ بَائِنٍ اَوْ مَوْتٍ كَاَمَةٍ** اَىْ عِدَّتُهَا كَعِدَّةِ اَمَةٍ **وَاٰيِسَةٌ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ عِدَّةِ الْاَشْهُرِ تَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ** اَىْ اِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ فِىْ سِنِّ الْاَيَاسِ اَىْ خَمْسَةٌ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَصَاعِدًا وَقَدِ انْقَطَعَ دَمُهَا فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ تَعْتَدُّ بِثَلٰثَةِ اَشْهُرٍ فَقَبْلَ اِنْقِضَائِهَا رَأَتِ الدَّمَ فَعُلِمَ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ اٰيِسَةً فَتَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ قَالَ فِى الْهِدَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ عَلِىِّ الدَّقَّاقِ اَنَّهَا مَتٰى رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ مَا حُكِمَ بِاَيَاسِتِهَا اَنَّهُ لَا يَكُوْنُ حَيْضًا وَلَا يَبْطُلُ الْاَيَاسُ وَلَا يَظْهَرُ ذٰلِكَ فِىْ فَسَادِ الْاَنْكِحَةِ لِاَنَّهُ دَمٌ فِىْ غَيْرِ اَوَانِهِ **كَمَا تَسْتَأْنِفُ بِالشُّهُوْرِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ اَيِسَتْ** اَىْ اِنْقَطَعَ دَمُهَا وَهِىَ فِىْ سِنِّ الْاَيَاسِ تَسْتَأْنِفُ بِالشُّهُوْرِ اَقُوْلُ الْاِسْتِيْنَافُ مُشْكِلٌ لِاَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ اَنَّ عِدَّتَهَا بِالْاَشْهُرِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَالْحَيْضَةُ الَّتِىْ رَأَتْ قَبْلَ الْاَيَاسِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْوَقْتِ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَحْسُوْبًا مِنَ الْعِدَّةِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ وَقْتٌ .

সহজ তরজমা

আর যে মহিলা নাবালক স্বামী মারা যাওয়ার পর গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত হবে স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত। কেননা যখন নাবালক স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিল না, তখন তার ব্যাপারে মৃত্যুর ইদ্দতই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। **আর উভয় অবস্থাতে বংশ সাব্যস্ত হবে না** অর্থাৎ চাই নাবালক স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী গর্ভবতী হোক অথবা তার পরে গর্ভবতী হোক। আর (মীরাছের অধিকার থেকে) **পলায়নকারীর স্ত্রীর ইদ্দত বায়েন তালাকের জন্যে দু'ইদ্দতের মধ্য থেকে সেটিই হবে, যা দীর্ঘতর হয়** অর্থাৎ যদি তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় আর তা হল উদাহরণস্বরূপ তিন হায়েয এবং স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত অতিবাহিত না হয়, তা হলে স্ত্রীর প্রতি আবশ্যক হল মৃত্যুর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

যদি মৃত্যুর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত না হয়, তবে স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। **আর রজয়ী তালাকের জন্যে ইদ্দত হল, স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত। যে দাসীকে রজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে আযাদ করা হয়েছে, তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের মতো** অর্থাৎ তার ইদ্দত হল, স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অনুরূপ। **আর সে দাসী বায়েন তালাকে অথবা স্বামী মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে থাকলে তার ইদ্দত দাসীর মতো** অর্থাৎ তার ইদ্দত হল, দাসীর ইদ্দতের অনুরূপ।

হায়েয আসা থেকে নিরাশ মহিলা যদি মাস দ্বারা ইদ্দত আরম্ভ করার পর রক্তস্রাব দেখে, তা হলে সে নতুনভাবে হায়েয দ্বারা ইদ্দত আরম্ভ করবে অর্থাৎ যখন স্ত্রী নৈরাশ্যের বয়সে উপনীত হবে– যেমন, তার বয়স পঞ্চান্ন বছর বা ততোধিক হয়েছে এবং তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল, এরপর স্বামী তাকে তালাক প্রদান করল, তা হলে সে তিন মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু যদি এ তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সে রক্তস্রাব প্রবাহিত হতে দেখে, তবে জানা গেল, প্রকৃতপক্ষে সে আয়েসা (হায়েয আসা থেকে নৈরাশ) হয় নি। সুতরাং এখন নতুনভাবে হায়েয দ্বারা ইদ্দত শুরু করবে। হেদায়া গ্রন্থে আছে, এটাই বিশুদ্ধ মত। আর আবূ আলী দাক্কাক এর রিওয়ায়েতে আছে: কোনো মহিলার উপর নৈরাশ্য বয়সে উপনীত হওয়ার হুকুম প্রয়োগ করার পর যদি সে রক্তস্রাব দেখে, তা হলে তা হায়েয হবে না এবং তার আয়েসা হওয়া বাতিল হবে না এবং (মাস দ্বারা ইদ্দত গণনা করার পর যদি সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে) বিবাহ ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে এমন রক্তস্রাবের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে না। কেননা তা অসময়ের রক্তস্রাব। **যেমন– নতুনভাবে মাস দ্বারা ইদ্দত শুরু করে থাকে ওই মহিলা, যে হায়েয দ্বারা ইদ্দত শুরু করেছে। এরপর সে (এক হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর) আয়েসা হয়ে গেছে** অর্থাৎ তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে নৈরাশ্য বয়সে উপনীত হয়েছে, তা হলে এখন সে নতুনভাবে মাস দ্বারা ইদ্দত শুরু করবে। (শারেহ রহ. বলেন:) আমি বলব, এখানে নতুন করে শুরু করা জটিল বিষয়। কেননা রক্ত সমাপ্ত হওয়ার দ্বারা যদি প্রকাশ পায় যে, তার ইদ্দত তালাকের সময় থেকে মাস দ্বারা গণিত হবে, তা হলে যে হায়েয নৈরাশ্যের পূর্বে দেখেছে, সেটাও ওই সময়ের মধ্যে সন্নেবেশিত হবে। সুতরাং সময় হিসেবে তা-ও ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হওয়া আবশ্যক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا نَسَبَ فِيْ وَجْهَيْهِ الخ

মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক স্বামীর স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের নসব তার থেকে প্রমাণিত হবে না উভয় অবস্থাতেই। অবস্থা দু'টি হচ্ছে ১. নাবালক স্বামীর মৃত্যুর আগে স্ত্রী গর্ভধারণ করা। ২. নাবালক স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর গর্ভধারণ প্রকাশ পাওয়া। বংশ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হল, নাবালক ছেলের বীর্যে مادة تولید তথা সন্তান জন্মদানের উপকরণই বিদ্যমান নেই। এজন্যে তার থেকে গর্ভধারণের সম্ভাবনা নেই। অথচ বংশ সাব্যস্ত হওয়া এ সম্ভাবনার উপরই নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ : وَلِا مْرَأَةِ الْفَارِّ الخ

যদি কেউ মৃত্যুরোগে তার স্ত্রীকে তিন তালাক অথবা এক তালাকে বায়েন প্রদান করে এবং সে উক্ত রোগে মারা যায় আর স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তা হলে তালাকের ইদ্দত এবং মৃত্যুর ইদ্দত থেকে যা বেশি দীর্ঘ হবে, তা-ই সতর্কতাবশত পালন করবে। এটা তরফাইনের অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে স্ত্রী

শুধু তালাকের ইদ্দত পালন করবে। কেননা মৃত্যুর পূর্বে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে গেছে এবং তার উপর তিন হায়েযের ইদ্দত আবশ্যক হয়ে গেছে। আর মৃত্যুর ইদ্দত তো তখনই ওয়াজিব হয়ে, থাকে, যখন মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তরফাইনের দলীল হচ্ছে মীরাছের ক্ষেত্রে পালায়নকারী স্বামীর বিবাহ অবশিষ্ট থাকে। যেমন– পলায়ানকারীর স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হয়। এজন্যে ইদ্দতের বেলায়ও সতর্কতাবশত বিবাহকে বলবৎ সাব্যস্ত করা হবে।

قَوْلُهُ : بَعْدَ عِدَّةِ الْأَشْهُرِ الخ

গ্রন্থকারের উক্ত ইবারতের বাহ্যিক অর্থ– মাস হিসাবে ইদ্দত পূর্ণ করার পর যদি আয়েসা মহিলা রক্তস্রার দেখে, তা থেকে বুঝা গেল, সে ঋতুবতী নারী। এজন্যে এখন তার উপর ওয়াজিব হল নতুনভাবে তিন হায়েয ইদ্দত পূর্ণ করা। কেননা মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করা হায়েয দ্বারা ইদ্দত পালনের স্থলাবর্তী। আর মূল জিনিস পাওয়া যাওয়ার পর স্থলবর্তীর কোনো ধর্তব্য থাকে না। এ বিশ্লেষণ হিসেবে মহিলার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, যদি সে এ বিবাহ তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত দেখার পূর্বে করে থাকে। কেননা দ্বিতীয়বার রক্ত দেখার পর স্পষ্ট হয়ে গেল, এ বিবাহ ইদ্দতের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। হেদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য থেকেও বাহ্যত এটাই অনুমিত হয়। কিন্তু শারেহ রহ. গ্রন্থকারের বাক্যটিকে এ অর্থে প্রয়োগ করেছেন, মাস হিসাবে আয়েসা নারী ইদ্দত শুরু করেছে এবং এখনই তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রক্ত দেখতে পেল, তা হলে সে নতুনভাবে হায়েয দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করবে। আর যদি তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত দেখে, তা হলে নতুনভাবে আর কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না।

قَوْلُهُ : مَنْ حَاضَتْ حَيْضَه الخ

যদি স্বামী তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে হায়েয দ্বারা ইদ্দত শুরু করে, এরপর দু'এক হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে আয়েসা হয়ে গেল, তা হলে সে নতুনভাবে মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করবে; যাতে বদল ও মুবদাল মিনহুর মধ্যে সংমিশ্রণ না ঘটে। সুতরাং যদি পূর্বে দু'এক হায়েয এসে থাকে, তা মাসের সাথে ধর্তব্য হবে না বরং তার উপর পৃথক তিন মাস ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে।

শারেহ রহ. اَقُوْلُ الْاِسْتِيْنَافُ الخ : বাক্য দ্বারা এ হুকুমের উপর একটি আপত্তি উপস্থাপন করছেন। তা হল, যদি মাসের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে সাবেত হয়, তবে নতুন করে ইদ্দত পালনের হুকুম দেওয়া অর্থহীন বরং যে এক-দু' হায়েয নৈরাশ্যের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সে সময়ও ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য তা হায়েয হওয়ার হিসেবে নয় বরং সময়ের হিসেবে। উক্ত আপত্তির নিরসন হল, নতুনভাবে শুরু করার উদ্দেশ্য হল হায়েয হিসেবে পূর্ববর্তী সময় ধর্তব্য না করা উচিত; সাধারণ ধর্তব্য না করা উদ্দেশ্য নয়।

وَعَلٰى مُعْتَدَّةٍ وُطِيَتْ بِشُبْهَةٍ عِدَّةٌ اُخْرٰى وَتَدَاخَلَتَا وَحَيْضٌ تَرَاهُ مِنْهُمَا حَيْضٌ مُبْتَدَأٌ وَ تَرَاهُ صِفَتُهُ وَمِنْهُمَا خَبَرُهُ اَىْ حَيْضٌ تَرَاهُ بَعْدَ الْوَطْىِ بِالشُّبْهَةِ وَقَدْ فُهِمَ هٰذَا مِنْ اَنَّ وُطِيَتْ فِعْلٌ مَاضٍ وَتَرَاهُ فِعْلٌ مُسْتَقْبِلٌ وَمِنْهُمَا اَىْ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَا مَذْهَبُنَا اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ فَيَتَدَاخَلَانِ اِنْ كَانَ الْوَطْىُ بِالشُّبْهَةِ مِنَ الزَّوْجِ وَهِىَ فِىْ عِدَّتِهٖ اَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اٰخَرَ فَلَا **فَاِذَا تَمَّتِ الْاُوْلٰى دُوْنَ الثَّانِيَةِ يَجِبُ اِتْمَامُهَا** صُوْرَتُهٗ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا اَوْ ثَلٰثًا فَحَاضَتْ حَيْضَةً فَوَطِيَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ فَالْحَيْضَةُ الْاُوْلٰى مِنَ الْعِدَّةِ الْاُوْلٰى وَحَيْضَتَانِ بَعْدَهَا تَكُوْنَانِ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ فَتَمَّتِ الْعِدَّةُ الْاُوْلٰى وَحَيْضَتَانِ بَعْدَهَا تَكُوْنَانِ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ فَتَمَّتِ الْعِدَّةُ الْاُوْلٰى فَتَجِبُ حَيْضَةٌ رَابِعَةٌ لِيَتِمَّ الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ **وَ تَنْقَضِىْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَاِنْ جَهِلَتْ بِهِمَا** اى بتطليق الزوج و موته **وَمَبْدَأُهَا عَقِيْبُهُمَا** اَىْ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ **وَفِىْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ عَقِيْبَ تَفْرِيْقِهٖ اَوْ عَزْمِهٖ تَرْكَ الْوَطْىِ وَلَوْ قَالَتْ اِنْقَضَتْ عِدَّتِىْ حَلَفَتْ** اَىْ اِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ اِنْقَضَتْ عِدَّتِىْ وَ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْيَمِيْنِ **وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهٗ مِنْ بَائِنٍ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْىِ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ تَامٌّ وَعِدَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ فَاِنَّ اَثَرَ الْوَطْىِ فِى النِّكَاحِ الْاَوَّلِ بَاقٍ وَهُوَ الْعِدَّةُ فَصَارَ كَاَنَّ الْوَطْىَ حَاصِلٌ فِىْ هٰذَا النِّكَاحِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْاُوْلٰى فَقَطْ وَ لَاعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ الثَّانِىْ لِاَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْىِ فِيْهِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ اَصْلًا لِاَنَّ الْعِدَّةَ الْاُوْلٰى سَقَطَتْ بِالتَّزَوُّجِ وَلَمْ تَجِبْ بِالنِّكَاحِ الثَّانِىْ لِدَلِيْلِ مُحَمَّدٍ ـ

সহজ তরজমা

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা যার সাথে সন্দেহজনকভাবে সহবাস করা হয়েছে, তার উপর অপর একটি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে এবং উভয় ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে। আর যে হায়েয সে (সন্দেহজনক সহবাসের পর) প্রত্যক্ষ করল, তা উভয় ইদ্দত থেকে পরিগণিত হবে। এখানে حَيْض শব্দটি মুবতাদা, تَرَاهُ ক্রিয়াপদটি তার সিফাত, مِنْهَا তার খবর অর্থাৎ সন্দেহজনক সহবাসের পর মহিলা যে হায়েয দেখল, এটা এ কথা থেকে বুঝা গেল, وُطِيَتْ শব্দটি فعل ماضى অতীতকালীন ক্রিয়া (যা প্রথমে হওয়ার উপর নির্দেশ করে) এবং تَرَاهُ শব্দটি فِعْل مستقبل ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া (যা পরে হওয়ার উপর নির্দেশ করে)। আর مِنْهُمَا এর দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় ইদ্দত থেকে। জেনে রাখো, নিশ্চয় তা

(সাধারণভাবে উভয় ইদ্দত তাদাখুল হওয়া) আমাদের মাযহাব। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে উভয় ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে শুধু সে অবস্থাতে, যখন সন্দেহজনক সহবাস স্বামী থেকে হবে এবং স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যে থেকে। পক্ষান্তরে যদি সহবাস অন্য কোনো লোক থেকে হয়, তা হলে প্রবিষ্ট হবে না। **সুতরাং যখন প্রথম ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে দ্বিতীয় ইদ্দত নয়, তবে দ্বিতীয় ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে**। এর প্রক্রিয়া হল, স্বামী স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন অথবা তিন তালাক দিল, এরপর স্ত্রীর এক হায়েয এল, তারপর স্বামী ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে সন্দেহজনকভাবে সহবাস করল, তা হলে তার উপর দু'ইদ্দত হবে। সুতরাং প্রথম হায়েয প্রথম ইদ্দতের হবে আর তার পরের দু'হায়েয উভয় ইদ্দত থেকে হবে। তখন প্রথম ইদ্দতটি পূর্ণ হয়ে গেল, এরপর তাকে চতুর্থ হায়েয অতিক্রম করা আবশ্যক হবে, যেন দ্বিতীয় ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। **তালাক ও মৃত্যুর ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে যাবে, যদিও স্ত্রী এতদুভয়ের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে** অর্থাৎ স্বামীর তালাক দেওয়া ও তার মৃত্যু সম্পর্কে না জানে। **আর এ ইদ্দতের সূচনা হবে উভয়টির পরেই** অর্থাৎ তালাক ও মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পরেই। **অবশ্য ফাসেদ বিবাহের মধ্যে ইদ্দত শুরু হবে বিবাহ বিচ্ছেদের পর অথবা স্বামী সহবাস বর্জনের দৃঢ় সংকল্প করার পর। সুতরাং যদি স্ত্রী বলে: আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবে তাকে শপথ দেওয়া হবে** অর্থাৎ যদি স্ত্রী বলে, আমার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আর স্বামী তাকে মিথ্যারোপ করে, তা হলে শপথের সাথে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। **যদি কেউ তার তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে বিবাহ করে, এরপর সে স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করে, তা হলে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর এবং স্ত্রীর উপর স্বতন্ত্র ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে**। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ রহ. এর অভিমত। কেননা প্রথম বিবাহের সহবাসের প্রতিক্রিয়া [এখনও বিদ্যমান] আর তা হল ইদ্দত। সুতরাং এমন হয়ে গেল, যেন এ দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাস অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এ অবস্থাতে স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে এবং স্ত্রীর উপর শুধু প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব; দ্বিতীয় তালাকের কারণে কোনো ইদ্দত নেই। কেননা এতে স্বামী সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আর ইমাম যুফার রহ. এর মতে স্ত্রীর উপর মূলত কোনো ইদ্দত নেই। কেননা বিবাহ করে নেওয়ার কারণে প্রথম ইদ্দত রহিত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় বিবাহের পর তালাক দেওয়ার কারণে কোনো ইদ্দত ওয়াজিব হবে না ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলীলের নিরিখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَعَلٰى مُعْتَدَّةٍ الخ : مُعْتَدَّةٌ শব্দ সাধারণভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তালাক ও মৃত্যু উভয়ের ইদ্দতের মধ্যে এ হুকুম ব্যাপক। আর وَطِئَ শব্দ সাধারণভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইঙ্গিত হচ্ছে, তালাকদাতা স্বামী সহবাস করুক অথবা অন্য কেউ সহবাস করুক, উভয়টির বেলায় হুকুম একই অর্থাৎ ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : حَيْضٌ تَرَاهُ مِنْهُمَا الخ : ইনায়া গ্রন্থে আছে, এর সূরত হল সন্দেহজনিত সহবাসটি স্ত্রীর এক হায়েয দেখার পর সংঘটিত হল। তা হলে স্ত্রীর উপর এ সহবাসের পর তিন হায়েয ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে। এর মধ্যে থেকে প্রথম দু'হায়েয চার হায়েযের স্থলবর্তী হবে অর্থাৎ প্রথম ইদ্দতের জন্যেও এ দু'হায়েয এবং সন্দেহজনক সহবাসের ইদ্দতের হিসেবেও এ দু'হায়েয গণ্য হবে। আর তৃতীয় হায়েয বিশেষত وَطِى بِالشُّبْهِ এর ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু যদি প্রথম ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত স্ত্রী কোনো

হায়েয না দেখে, তা হলে তার উপর কেবল তিন হায়েযই ওয়াজিব হবে এবং সেটাই উভয় ইদ্দতের হিসেবে ছয় হায়েযের স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ: وَتَنْقَضِىْ عِدَّةُ الخ : উক্ত বাক্যের সারকথা হল, ইদ্দত শেষ হওয়া স্ত্রীর সংবাদ জানার উপর নির্ভরশীল নয়, চাই স্বামী তাকে তালাক দিক অথবা সে মারা যাক বরং তালাক অথবা মৃত্যুর লগ্ন থেকে সে সময়সীমা অতিবাহিত হওয়া দ্বারাই ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও স্ত্রী এ ব্যাপারে অবগত না থাকে। কেননা ইদ্দত একটি নির্ধারিত সময়সীমার নাম। এজন্যে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সম্পর্কে অবহিত থাকা শর্ত হবে না। তা ছাড়া এ ইদ্দত তালাক ও মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ الخ : نِكَاح فَاسِد এমন বিবাহকে বলে, যার মধ্যে বিবাহের শর্তাবলী থেকে কোনো শর্ত ছুটে যায়। উক্ত বাক্যের সারাংশ হল, ফাসেদ বিবাহের মধ্যে ইদ্দতের হিসার শুরু হবে এ দুটি বিষয় থেকে যে কোনো একটির পর– ১. যখন বিচারক উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। ২. স্বামী সহবাস বর্জনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবে। কিন্তু শুধু মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করাই যথেষ্ট নয় বরং তার উপর বাহ্যিক লক্ষণও থাকা জরুরি। যেমন– মুখে বলল, আমি তোমাকে পৃথক করে দিলাম বা ছেড়ে দিলাম বা এ ধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার করবে। তবে সহীহ বিবাহের মধ্যে তালাকের পর থেকেই ইদ্দতের হিসাব শুরু হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ : حُلِفَتْ الخ : অর্থাৎ যদি স্ত্রী বলে, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে অথবা স্ত্রী অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর স্বামী দাবি করে, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয় নি, তবে স্ত্রীর উক্তি শপথের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে, যদি এ সময়ের মধ্যে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয়। যেমন– মাসের ইদ্দতের মধ্যে আযাদ মহিলার জন্যে তিন মাস এবং দাসীর জন্যে দেড় মাস সময় পাওয়া গেছে। আর হায়েযের ইদ্দতের মধ্যে আযাদ মহিলার জন্যে ন্যূনতম ষাট দিন এবং দাসীর জন্যে চল্লিশ দিন অতিক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু যদি সে সময়ের মধ্যে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার অবকাশ না থাকে, যেমন– এক মাসের মাথায় দাবি করল, আমার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে, তবে স্ত্রীর উক্তি গ্রাহ্য হবে না। কারণ, শপথের সাথে স্ত্রীর কথা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, যখন তার কথা বাস্তবতার পরিপন্থী না হয়।

قَوْلُهُ : فَإِنَّ اَثَرَ الْوَطْىِ الخ : কোনো স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়ে সেই ইদ্দতের মধ্যেই তাকে পুনঃ বিবাহ করে, এরপর তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই আবার তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে শায়খাইনের মতে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর আদায় করা এবং স্ত্রীর উপর পৃথক একটি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম বিবাহ ও প্রথম সহবাসের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রয়েছে আর তা হল ইদ্দত। সুতরাং যেন স্ত্রী এখনো প্রথম সহবাসের কারণে স্বামীর নিয়ন্ত্রাধীন রয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় বিবাহের পরে সহবাস না করলেও ধরে নেওয়া হবে, যেন তার সাথে সহবাস পাওয়া গেছে। কাজেই মোহরও পূর্ণ আবশ্যক হবে এবং স্বতন্ত্র ইদ্দতও ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الخ : ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাবের সারকথা হল, স্বামীর উপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব। কেননা সে দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়েছে আর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। এ তালাকের কারণে স্ত্রীর উপর ইদ্দত জরুরি হবে না। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। এজন্যে তার উপর শুধু প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম যুফার রহ. এর মতে স্ত্রীর উপর মূলত কোনো ইদ্দতই আসবে না। কেননা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে পূর্বের প্রথম ইদ্দত রহিত হয়ে গেছে আর যা রহিত হয়ে যায়, তা ফিরে আসতে পারে না। তদ্রূপ পুনঃ বিবাহের পর দ্বিতীয়বার তালাকের কারণে পৃথক কোনো ইদ্দত স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না, যেরূপ ইমাম মুহাম্মদ রহ. মত পোষণ করেছেন। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় না।

وَلاَ عِدَّةَ عَلٰى ذِمِّيَّةٍ طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَدُ اَهْلِ الذِّمَّةِ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ مُعْتَقَدُ هُمْ ذٰلِكَ تَجِبُ عِنْدَهٗ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ مُطْلَقًا **وَلاَ حَرْبِيَّةٍ خَرَجَتْ اِلَيْنَا مُسْلِمَةً وَ تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الْبَائِنِ وَالْمَوْتِ كَبِيْرَةٌ مُسْلِمَةٌ حُرَّةٌ اَوْلاَ** فَقَوْلُهٗ اَوْ لاَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ حُرَّةٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ لاَ حِدَادَ عَلٰى مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ **بِتَرْكِ الزِّيْنَةِ وَ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْحِنَّاءِ وَالطِّيْبِ وَالدُّهْنِ وَالْكُحْلِ اِلاَّ بِعُذْرٍ لاَ مُعْتَدَّةُ عِتْقٍ** اَىْ اِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلٰى اُمَّ وَلَدِهٖ **وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ** لِاَنَّهٗ وَاجِبُ الرَّفْعِ فَلاَ تَاَسُّفَ عَلٰى فَوْتِهٖ **وَلاَ تُخْطَبُ مُعْتَدَّةٌ اِلاَّ تَعْرِيْضًا وَلاَ تَخْرُجُ مُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ مِنْ بَيْتِهَا اَصْلاً** لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اَلْاٰيَةُ **وَتَخْرُجُ مُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ فِى الْمَلَوَيْنِ وَتَبِيْتُ فِىْ مَنْزِلِهَا** اِذْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ اِلَى الْخُرُوْجِ بِخِلاَفِ الْمُطَلَّقَةِ لِاَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا ـ

সহজ তরজমা

যিম্মী স্ত্রীর উপর কোনো ইদ্দত নেই যদি যিম্মী স্বামী তাকে তালাক দেয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত; যখন যিম্মীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে তা (ইদ্দত) না থাকে। আর যদি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ইদ্দত থাকে, তা হলে তার মতে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে আর সাহেবাইনের মতে সাধারণভাবে ওয়াজিব হবে। **তদ্রূপ যে হারবী মহিলা মুসলমান হয়ে আমাদের নিকট চলে আসে, তার উপর ইদ্দত নেই। বায়েন তালাকের অথবা মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণী নারী শোক পালন করবে যে প্রাপ্তবয়স্কা হয় এবং মুসলমান হয়, স্বাধীনা হোক অথবা না হোক।** এখানে গ্রন্থকারের উক্তি اَوْلاَ এর আতফ হল, তার উক্তি حُرَّةٌ এর উপর (অর্থাৎ كَبِيْرَةٌ এর উপর নয়। কেননা এতে উদ্দেশ্য গলদ হয়ে যাবে)। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর কোনো শোক পালন নেই। **সে সাজসজ্জা পরিহার করবে, জাফরান রঞ্জিত ও কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করবে না। মেহেদি, সুগন্ধি, তৈল ও সুরমা লাগাবে না। তবে ওজরবশত ব্যবহার করতে পারবে। আর আযাদীর ইদ্দত পালনকারিণী দাসী শোক পালন করবে না** অর্থাৎ যখন মনিব তার উম্মে ওয়ালাদকে মুক্ত করে দিবে, তখন তার জন্যে ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন নেই। **তদ্রূপ ফাসেদ বিবাহের মধ্যে শোক পালন নেই।** কেননা তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব, তাই তা ছুটে গেলে শোক পালনন করে অনুশোচনা করতে নেই (বরং তাতে আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ)। **আর ইদ্দত পালনকারিণী নারীকে সুস্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যাবে না, তাতে ইঙ্গিতার্থে হলে কোনো অসুবিধা নেই। আর তালাকে রজয়ী এবং তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরতা নারী আপন ঘর থেকে কখনো বের হবে না।** কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلاَ

تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হবে না, আয়াতের শেষ পর্যন্ত। **আর স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত পালনরতা নারী দিনে এবং রাতে ঘর থেকে বের হতে পারবে, তবে স্বীয় বাসস্থানে রাত্রিযাপন করবে।** কেননা তার জন্যে কোনো ভরণপোষণ নেই। এজন্যে জীবিকার তাকিদে তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়বে। এটা তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিপরীত। কেননা তার জন্যে স্বামীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণ আসতে থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَاعِدَّةَ عَلٰى ذِمِّيَّةٍ الخ

যিম্মী মহিলার উপর ইদ্দত না থাকা এ শর্তের সাথে সংযুক্ত, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ইদ্দত ওয়াজিব না হতে হবে। কিন্তু যদি তাদের বিশ্বাসে ইদ্দত জরুরি হয়, তবে জিম্মী মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। এর কারণ, মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যিম্মীদেরকে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দিতে। এজন্যে তাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণ করা হবে।

قَوْلُهُ : تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الخ

تحد শব্দের ح বর্ণে যের এবং د বর্ণে তাশদীদ। এটি إِحْدَاد মাসদার থেকে مضارع এর সীগাহ। ইদ্দত পালনকারিণী নারীর সাজসজ্জা বর্জন করাকে إِحْدَاد বলা হয়। যেমন, أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ إِحْدَادًا –তখন বলা হয়ে থাকে, যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর মৃত্যুর কারণে সাজসজ্জা পরিহার করে। অনুরূপভাবে এ শব্দটি ثلاث থেকে ح বর্ণ যের সহকারে حِدَاد-ও ব্যবহৃত হয়, যা نَصَرَ ও ضَرَبَ উভয় বাব থেকে এসে থাকে। তখন تَحِدّ শব্দের ت বর্ণে যবর এবং ح বর্ণে যের বা পেশ হবে।

ইতঃপূর্বে যখন মুসান্নিফ রহ. কার উপর ইদ্দত ওয়াজিব, আর কার উপর ইদ্দত ওয়াজিব নয় এবং ইদ্দতের সময়সীমা কতটুকু– এ আলোচনা থেকে অবসর হলেন, এখন থেকে ইদ্দত পালনকালে করণীয় ও বর্জনীয় কী –তা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَاإِحْدَادَ الخ

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনরতা নারীর উপর শোক পালন নেই। তার দলীল, শোক পালন মূলত স্বামীর মৃত্যুর কারণে অনুশোচনা প্রকাশের জন্যে ওয়াজিব হয়। আর তালাকে বায়েনের সূরতে তো স্বামী স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করেছে। সেজন্যে এ বিচ্ছেদ দুঃখ-বেদনার কারণ হতে পারে না। আমরা বলি, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্যেও ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করা ওয়াজিব। কেননা শোক পালন মূলত বৈবাহিক সম্পর্কের নিয়ামত বিলোপ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়। আর এ কথা বায়েন তালাকের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَا تُخْطَبُ الخ

لَا تُخْطَبُ ক্রিয়াপদটি خِطْبَة (خ বর্ণ যের সহকারে) মাসদার থেকে مَجْهُوْل এর সীগাহ। এর অর্থ– মেয়েদের প্রতি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া। ইদ্দত পালনরতা নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ইঙ্গিত দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে মূল হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণী – وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ الخ অর্থাৎ তোমরা নারীদের নিকটে যে ইঙ্গিতার্থে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে থাক অথবা তোমরা তা তোমাদের মনের মধ্যে গোপন করে রাখ, এতে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই।

وَتَعْتَدُّ فِىْ مَنْزِلِهَا وَقْتَ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ وَلِلطَّلَاقِ اِلَّا اَنْ تُخْرَجَ اَوْ خَافَتْ تَلْفَ مَالِهَا اَوْ اَلِا نْهِدَامَ اَوْ لَمْ تَجِدْ كِرَاءَ الْبَيْتِ وَلاَ بُدَّ مِنْ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا فِى الْبَائِنِ وَاِنْ ضَاقَ الْمَنْزِلُ عَلَيْهِمَا فَالْاَوْلٰى خُرُوْجُهُ وَكَذَا مَعَ فِسْقِهِ وَحَسُنَ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا قَادِرَةٌ عَلَى الْحَيْلُوْلَةِ اَىْ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا اِمْرَأَةٌ ثِقَةٌ تَحُوْلُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ اَبَانَهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فِىْ سَفَرٍ وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مِصْرِهَا مَسِيْرَةُ سَفَرٍ رَجَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خُيِّرَتْ مَعَهَا وَلِىٌّ اَوْلاَ وَالْعَوْدُ اَحْمَدُ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ مِصْرٍ تَعْتَدُّ ثَمَّهُ ثُمَّ تَخْرُجُ بِمَحْرَمٍ اِعْلَمْ اَنَّ الْاِبَانَةَ اَوِ الْمَوْتَ فِى السَّفَرِ اِمَّا فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِ قَامَةِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مِصْرِهَا الَّذِىْ خَرَجَتْ مِنْهُ مَسِيْرَةُ سَفَرٍ رَجَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خُيِّرَتْ بَيْنَ الرُّجُوْعِ وَالتَّوَجُّهِ اِلَى الْمَقْصَدِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا وَلِىٌّ اَوْلاَ لٰكِنَّ الرُّجُوْعَ اَوْلٰى لِيَكُوْنَ الْاِعْتِدَادُ فِىْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَذَكَرَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِىُّ تَخْتَارُ اَقْرَبَهُمَا بَقِىَ هُنَا قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا مَاذَا كَانَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اَقَلَّ مِنْ مَسِيْرَةِ سَفَرٍ يَنْبَغِىْ اَنْ تُخَيَّرَ وَ عَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ السَّرَخْسِىِّ تَخْتَارُ اَقْرَبَهُمَا وَالثَّانِىْ مَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا مَسِيْرَةُ سَفَرٍ وَبَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَقْصَدِ اَقَلَّ تَتَوَجَّهُ اِلَى الْمَقْصَدِ ـ

সহজ তরজমা

বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামীর মৃত্যু ও তালাকের সময় নারী যে ঘরে ছিল সে ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু যদি তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় অথবা সে তার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার অথবা ঘর বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা করে অথবা ঘরের ভাড়া আদায় করার মতো সামর্থ্য না পায়, তবে সে ঘর থেকে বের হওয়ার অধিকার স্ত্রীর থাকবে। তালাকে বায়েনের ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। যদি তাদের উভয়ের এভাবে থাকতে ঘর সঙ্কীর্ণ হয়, তা হলে উত্তম হল স্বামীর সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে স্বামী ফাসেক দুষ্কর্মপরায়ণ হলে (সে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াই উত্তম)। আর সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি, তাদের উভয়ের মধ্যে একজন নারী নির্ধারণ করা হবে, যে উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে একজন বিশ্বস্ত নারী নিযুক্ত থাকবে, যে নারী তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে। যদি কেউ সফরের মধ্যে স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদান করে অথবা স্বামী মারা যায় এবং স্ত্রী ও তার শহরের মধ্যে সফরের

দূরত্ব সীমা না হয়, তা হলে স্ত্রী বাড়িতে ফিরে আসবে। আর যদি উভয় দিক থেকে সফরের দূরত্ব হয়, তা হলে স্ত্রী ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্তা হবে (হয়তো বাড়িতে ফিরে আসবে অথবা উদ্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যাবে); চাই তার সাথে অভিভাবক থাকুক বা না থাকুক। তবে বাড়িতে ফিরে আসা প্রসংশিত পদ্ধতি। আর যদি স্ত্রী শহরে থাকে, তবে সেখানেই ইদ্দত পালন করবে। এরপর কোনো মাহরামের সাথে সেখান থেকে বের হবে।

জেনে রাখো, সফরের মধ্যে বায়েন তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যু যদি এমন স্থানে সংঘটিত হয়, যা বসবাসযোগ্য জায়গা নয়, তা হলে সে জায়গা এবং স্ত্রীর শহরের মধ্যে –যেখান থেকে সে সফরে বের হয়েছে– যদি সফরের দূরত্ব না হয়, তবে স্ত্রী ফিরে আসবে। আর যদি উভয় দিক থেকে সফরের দূরত্ব হয়, তবে বাড়িতে ফিরে আসার এবং গন্তব্যস্থলে চলে যাওয়ার মাঝে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে; চাই তার তার সাথে অভিভাবক থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আসা উত্তম, যাতে স্বামী গৃহে ইদ্দত পালন করতে পারে। ইমাম সারাখসী রহ. উল্লেখ করেছেন: (বাড়ি ও গন্তব্যস্থল থেকে) যেটি দূরত্বের দিক থেকে বেশি নিকটবর্তী, তাকেই অবলম্বন করবে। এখানে দু'টি অবস্থার বিশ্লেষণ বাকি রয়ে গেল। একটি হল যদি উভয় দিক সফরের দূরত্ব থেকে কম হয়, তা হলে এতেও স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়া উচিত। আর ইমাম সারাখসী রহ. এর উক্তির নিরিখে উভয় দিক থেকে যে দিকটি বেশি নিকটবর্তী, তাই অবলম্বন করবে। দ্বিতীয় অবস্থাটি হল, তালাক বা মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার জায়গা এবং স্ত্রীর শহরের মধ্যে যখন সফরের দূরত্ব হবে, কিন্তু তার ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সফরের দূরত্বের চেয়ে কম হয়, তা হলে হুকুম হল স্ত্রী গন্তব্যস্থলের দিকেই চলে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةٍ الخ

سُتْرَة শব্দের س বর্ণে পেশ। অর্থ– পর্দা, বেড়াদণ্ড। উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল, তাদের দু'জনের মাঝখানে এমন বস্তু থাকা জরুরি, যা উভয়ের মাঝে আড়াল হয়ে যাবে। যেমন– প্রাচীর বা বেড়া ইত্যাদি। কেননা এখন তার সাথে একান্তে মিলিত হওয়া হারাম। আর بَائِن এর কয়েদ এজন্যে লাগানো হয়েছে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে পর্দা রক্ষা জরুরি নয়। কারণ, এর দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় না এবং স্বামীর জন্যে তাকে রাজআত করা হালাল যখনই ইচ্ছা পোষণ করে। তবে মুস্তাহাব হল অনুমতি ব্যতীত তার কাছে যাবে না।

قَوْلُهُ : رَجَعَتْ الخ

যদি কোনো ব্যক্তি সস্ত্রীক সফরে বের হয়, এরপর সে সফরের মধ্যে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় অথবা ওই স্বামী মারা যায় আর স্ত্রীর বর্তমান অবস্থানস্থল থেকে স্ত্রীর শহর পর্যন্ত যদি সফরের দূরত্ব না হয়, তা হলে স্ত্রীর উপর সেখান থেকেই বাড়িতে ফিরে আসা ওয়াজিব এবং নিজ বাসস্থনে ইদ্দত পালন করবে। কেননা মহিলাদের জন্যে সফরের সময়সীমা থেকে কম দূরত্বে মাহরাম ব্যতীত সফর করা বৈধ। আর এটা বের হওয়ার প্রারম্ভে নয়, ইদ্দতের কারণে একে হারাম সাব্যস্ত করা হবে; বরং এ সফর মূলত প্রথম বের হওয়ার উপর ভিত্তিশীল।

قَوْلُهُ : خُيِّرَتْ الخ

خُيِّرَتْ ক্রিয়াপদটি تَخْيِيْر মাসদার থেকে ماضى مجهول এর সীগাহ অর্থাৎ যে স্থানে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়েছে অথবা স্বামী মারা গেছে, সেখান থেকে গন্তব্যস্থল এবং শহর যদি সফরের দূরত্বে হয়, তা হলে স্ত্রীর জন্যে নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার বা স্বীয় গন্তব্যস্থলে চলে যাওয়ার উভয় ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা যখন স্ত্রীর এ স্থানে থাকা সম্ভব নয়, তখন তার শহরে ফিরে যাওয়া অথবা গন্তব্যস্থলে চলে যাওয়া উভয়টি সমান। সুতরাং যখন সফর করতেই হবে এজন্যে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তার কল্যাণ অনুযায়ী যেদিকে চাইবে সেদিকেই চলে যাবে। তার সাথে অলী থাকুক চাই না থাকুক। وَلِى দ্বারা উদ্দেশ্য এমন মাহরাম ব্যক্তি, যার সাথে সফর করা বৈধ। এখানে মাহরাম ব্যতীত মহিলার জন্যে যেদিকে ইচ্ছা সফর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। আর প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ বস্তু জায়েয হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : اَلَّذِىْ خَرَجَتْ مِنْهُ الخ

উক্ত বাক্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, স্ত্রীর শহর দ্বারা এখানে তার মূল বাসস্থান উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য ব্যাপক। চাই মূল বাসস্থান হোক অথবা অস্থায়ী বসবাসের জায়গা হোক, যেখান থেকে সে সফরে রওয়ানা হয়েছে।

قَوْلُهُ : تَتَوَجَّهُ اِلَى الْمَقْصَدِ الخ

যে স্থানে তালাক অথবা মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে সে স্থান এবং স্ত্রীর শহরের মধ্যে যদি সফরের দূরত্ব হয়, আর সে স্থান ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সফরের দূরত্ব থেকে কম হয়, তবে স্ত্রী সে গন্তব্যস্থলেই চলে যাবে। কেননা সে দিকে যাওয়া সফরের দূরত্ব থেকে কম এবং নিজ শহরে ফিরে আসার মধ্যে সফর আবশ্যক হয়ে যাবে। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, যে ব্যক্তি দু'জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে, তার জন্যে উচিত তুলনামূলক সহজটি অবলম্বন করা। আর এ কথা সুস্পষ্ট, সফরের পরিমাণ থেকে কম দূরত্বের জন্যে বের হওয়া সফরের দূরত্বের জন্যে বের হওয়া থেকে সহজ। কারণ, এতে মাহরাম সঙ্গে থাকা শর্ত আর প্রথম অবস্থায় মাহরাম সঙ্গে থাকা শর্ত নয়।

وَاَمَّا فِيْ مَوْضِعِ الْاِقَامَةِ وَهُوَ مَا قَالَ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ مِصْرٍ اَىْ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ مِصْرٍ حِيْنَ اَبَانَهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلِىٌّ تَعْتَدُّ ثَمَّه وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ بِدُوْنِ الْوَلِىِّ وَاِنْ كَانَ مَعَهَا وَلِىٌّ فَكَذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّ خُرُوْجَ الْمُعْتَدَّةِ حَرَامٌ وَاِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ اَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ الْخُرُوْجُ لِلسَّفَرِ وَ قَدِ ارْتَفَعَتْ بِوُجُوْدِ الْوَلِىِّ ثُمَّ لَمَّا جَازَ الْخُرُوْجُ عِنْدَهُمَا فَاِلٰى اَىِّ الْجَانِبَيْنِ تَتَوَجَّهُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْحُكْمُ عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِىْ مَرَّ ـ

সহজ তরজমা

পক্ষান্তরে যদি এমন জায়গায় তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যু সংঘটিত হয়, যা বাসোপযোগী। আর তা মুসান্নিফ রহ. وان كانت فى مصر বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ যখন স্বামী স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়েছে অথবা সে মারা গেছে, তখন স্ত্রী কোনো শহরে ছিল, তা হলে যদি তার সাথে কোনো অভিভাবক না থাকে, তবে সেখানেই ইদ্দত পালন করবে এবং অভিভাবক ব্যতীত সেখান থেকে বের হবে না আর যদি তার সাথে কোনো অভিভাবক থাকে, তবুও ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে একই হুকুম। কেননা ইদ্দত পালনকারিণী নারীর বের হওয়া হারাম, যদিও সফরের সময়সীমা থেকে দূরত্ব কম হয়। আর সাহেবাইনের মতে (মাহরাম অভিভাবকের সাথে) বের হওয়া বৈধ হবে। কেননা স্বদেশ বিচ্ছেদের (সফরের) কষ্ট দূর করার জন্যে সেখান থেকে বের হওয়া মূলত বৈধ। আর নিষেধ ছিল এ কারণে, নারীর জন্যে একা সফর করা হারাম, এখানে অভিভাবকের বিদ্যমানতায় এ কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং যখন সাহেবাইনের নিকট অলীর উপস্থিতিতে বের হওয়া জায়েয আছে, তখন দু'দিক থেকে কোন্ দিকে রওয়ানা হবে? এ ব্যাপারে বিধান সে ব্যাখ্যা অনুসারেই হওয়া উচিত যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاَمَّا فِىْ مَوْضِعِ الْاِقَامَةِ الخ

এটা পূর্ববর্তী বাক্য وَاَمَّا فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِقَامَةِ এর উপর আতফ হয়েছে। আর مَوْضِعُ الْاِقَامَةِ বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মূল পাঠে مصر শব্দের উল্লেখ ঘটনাক্রমিক হয়েছে, ইহাতেরাযী নয়। কেননা গ্রাম এবং বস্তির হুকুমও অনুরূপ, স্ত্রী সেখানেই ইদ্দত পালন করবে; ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে সেখান থেকে বের হবে না।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ خُرُوْجَ الْمُعْتَدَّةِ الخ

এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, স্ত্রীর সে স্থানে ইদ্দত পালন করার কারণ মাহরাম ব্যতীত সফর করা হারাম বলে নয়। যদ্দরুন বলা যাবে, মাহরাম সঙ্গে থাকলে নিজ শহর অথবা গন্তব্যস্থলের দিকে সফরের দূরত্ব থেকে কম হওয়ার প্রক্রিয়ায় বের হওয়া জায়েয হবে; বস্তুত এখানে নারীর উপর যে ঘরে ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে, সেখান থেকে বের হওয়া সাধারণত হারাম, চাই তার সঙ্গে অলী থাকুক বা নাই থাকুক।

بَابُ النَّسَبِ وَالْحِضَانَةِ

مَنْ قَالَ اِنْ نَكَحْتُهَا فَهِىَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَوَلَدَةً لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ وَ مَهْرُهَا لِاَنَّهُ لَا يَبْعُدُ اَنَّ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ وَكَّلَا بِالنِّكَاحِ فَالْوَكِيْلَانِ نَكَحَهَا فِىْ لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَ الزَّوْجُ وَطِيَهَا فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَوُجِدَ الْعُلُوْقُ وَلَايَعْلَمُ اَنَّ النِّكَاحَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُلُوْقِ اَوْ مُؤَخَّرٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْمُقَارَنَةِ عَلَا اَنَّ الزَّوْجَ اِنْ عَلِمَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ وَ اَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اللِّعَانِ فَلَمَّا لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ بِاللِّعَانِ فَلَيْسَ عَلَيْنَا نَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ مَعَ تَحَقُّقِ الْاِمْكَانِ فَثَبَتَ نَسَبُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ **يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ لِاَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تَقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ** لِاِحْتِمَالِ الْعُلُوْقِ فِى الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ اَمَّا لَوْ اَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ وَلَدَتْ وَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الْوِلَادَةِ اَكْثَرُ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ عَلٰى مَا يَأْتِىْ اَنَّهُ اِنَّمَا يَثْبُتُ اِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَّتَيْنِ اَقَلُّ مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ **وَ بَانَتْ فِى الْاَقَلِّ وَ رَاجَعَ فِى الْاَكْثَرِ** اَىْ اِذَا كَانَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الْوِلَادَةِ اَقَلُّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ لِاَنَّ الْحَمْلَ عَلٰى اَنَّ الْوَطْىَ الْمُعَلَّقَ كَانَ فِى النِّكَاحِ اَوْلٰى مِنَ الْحَمْلِ عَلٰى كَوْنِهِ فِى الْعِدَّةِ عَلَا اَنَّ الرَّجْعَةَ اَمْرٌ حَادِثٌ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ اَمَّا اِذَا كَانَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الْوِلَادَةِ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَحْمِلَ عَلٰى اَنَّ الْوَطْىَ فِى الْعِدَّةِ فَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ **وَمَبْتُوْتَةٍ وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْهُمَا** وَمَبْتُوْتَةٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ اَىْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْنُوْنَةِ اِلٰى وَقْتِ الْوِلَادَةِ لِاِمْكَانِ الْعُلُوْقِ فِىْ زَمَانِ النِّكَاحِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : বংশ ও সন্তান প্রতিপালন

যে ব্যক্তি বলে, যদি আমি তাকে বিবাহ করি, তবে সে তালাক। তারপর সে ওই মহিলাকে বিবাহ করল এরপর বিবাহের সময় থেকে ঠিক অর্ধ বছর পর স্ত্রী সন্তান জন্ম দিল, তা হলে সন্তানের

বংশ সে ব্যক্তি থেকে সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর মোহর তার উপর আবশ্যক হবে। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজের বিবাহের ওকিল নিয়োগ করেছিল আর উভয় ওকিল একটি নির্দিষ্ট রাতে উক্ত মহিলার সাথে সে পুরুষের বিবাহ করিয়ে দিয়েছে এবং ওই রাতেই স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে ও জরায়ুতে বীর্যস্খলন পাওয়া গেছে। কিন্তু তা পরিজ্ঞাত হয় নি, বিবাহ গর্ভধারণের থেকে অগ্রগামী না পরবর্তী। সুতরাং বিবাহ ও গর্ভধারণকে পরস্পর মিলিত গণ্য করা হবে। উপরন্তু স্বামী যদি জানে, ব্যাপারটি এ বিবরণের অনুপাতে হয় নি এবং সে উক্ত রাতে তার সাথে সহবাস করে নি, তবে সে সন্তান অস্বীকার করে লিআন করতে সক্ষম। সুতরাং যখন সে লিআনের মাধ্যমে সন্তান অস্বীকার করে নি, তখন বিবাহের শয্যার সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় তার শয্যা থেকে সন্তান অপনোদন করা আমাদের কর্তব্য নয়। এজন্যে সন্তানের বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর মোহর ওয়াজিব হবে।

তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালনরতা নারীর সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে, যদিও সে দু'বছরের বেশি সময়ে সন্তান প্রসব করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার না করে। কেননা ইদ্দতের মধ্যে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং স্ত্রীর তুহুর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়াও সম্ভব। কিন্তু স্ত্রী যদি নিজেই ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে, এরপর সে সন্তান প্রসব করে এবং তালাক ও সন্তান প্রসবের মধ্যে দু'বছরের বেশি সময় হয়, তা হলে বংশ সাবস্ত হবে না যা সামনে আসছে। তবে উভয় সময়সীমার (তালাক ও সন্তান জন্মের সময়ের) মধ্যে ছয় মাসের কম সময় অতিবাহিত হলে বংশ সাব্যস্ত হবে। **আর যদি দু'বছরের কম সময়ে সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি দু'বছরের বেশি সময়ে সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে স্বামী থেকে রাজআত সাবেত হয়ে থাকে** অর্থাৎ তালাক এবং সন্তান জন্মের মাঝে দু'বছর থেকে কম সময় হলে স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। কেননা গর্ভ সঞ্চারকারী সহবাসকে বিবাহের সময়ে প্রয়োগ করা তা ইদ্দতের সময়ে প্রয়োগ করা থেকে উত্তম। এ ছাড়া রাজআত হল একটি নতুন বিষয়, যা সন্দেহের দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে না; কিন্তু যখন তালাক ও সন্তান জন্মের মাঝে দু'বছরের বেশি সময় হবে, তখন এর উপর প্রয়োগ করা বতীত কোনো গত্যন্তর নেই,–সহবাস ইদ্দতের মধ্যে হয়েছে। সুতরাং এতে রাজআতও প্রমাণিত হবে। **আর বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে যখন (তালাকের সময় থেকে) দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে।** মুসান্নিফের উক্তি مَبْتُوتَةٌ [যের সহকারে] مُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيِّ এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ যে স্ত্রী বায়েন তালাকের সাথে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, তার সন্তানের বংশ প্রমাণিত হবে তালাকের সময় থেকে সন্তান জন্মের সময় পর্যন্ত দু'বছরের কম হলে। কেননা এতে বিবাহের সময়কালে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ النَّسَبِ وَالْحِضَانَةِ

মুসান্নিফ রহ. ইদ্দত ও তৎসংশ্লিষ্ট আহকামের আলোচনা সমাপনান্তে বংশ সাব্যস্ত হওয়া এবং তার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা গর্ভবতী ইদ্দত পালনকারিণী নারীর জন্যে তার গর্ভজাত সন্তানের নসবের মাসআলা আবশ্যিকভাবে আলোচনায় এসে যায়। সেই সঙ্গে মুসান্নিফ রহ. শিশুর প্রতিপালনের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। কারণ, সন্তানের বংশের সম্পর্ক পিতার সাথে এবং সন্তান লালনপালনের সম্পর্ক মায়ের সাথে। কাজেই একই সঙ্গে উভয়টির বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত।

نَسَبُ শব্দের س ও ن উভয় বর্ণ যবর সহকারে, তা ضَرَبَ ও نَصَرَ উভয় বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়। অর্থ- বংশ উল্লেখ করা, সম্বন্ধ যুক্ত করা। نَسَبَ اِلَى اَبِيْهِ -পিতার দিকে বংশ সম্বন্ধ করেছে। আবার কখন শুধু সংযোগ ও সম্পর্কের অর্থে আসে। আর حِضَانَةٌ শব্দের ح বর্ণ যের সহকারে, কারো কারো মতে ح বর্ণ যবর সহকারেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ- সন্তান লালন পালন করা। حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا حِضَانَةً অর্থাৎ সে শিশুকে কোলে নিল এবং প্রতিপালন করল। اِفْتِعَال অধ্যায় থেকে اِحْتَضَنَ শব্দটিও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ : مَنْ قَالَ اِنَّ الخ

জেনে রাখা উচিত, এ মাসআলা এবং বংশ সম্পর্কীয় সকল মাসআলা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত দু'টি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল:

১। বংশ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সতর্কতার দিক অবলম্বন করা হয়। কখনো কখনো তা'বীল করে এবং সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সতর্কতার দিক অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

২। 'সন্তান শয্যা মালিকের জন্যে এবং প্রস্তর নিক্ষেপণ ব্যভিচারীর জন্যে' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীই হচ্ছে বংশ সাবেত করার ক্ষেত্রে মূল উপায়।

قَوْلُهُ : بَانَتْ فِى الْاَقَلِّ الخ

রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা যদি দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে প্রসব করে, তবে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে সে নিজ স্বামী থেকে বায়েনা হয়ে যাবে। কেননা গর্ভবতীর ইদ্দত হল, গর্ভপাত হওয়া। আর স্বামী থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কেননা এ গর্ভ বিবাহের সময়ে অথবা ইদ্দতের সময়ে হয়েছে। তবে এ সন্দেহের কারণে রজআত সাবেত হবে না। কারণ, রজআত সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে নিশ্চিতভাবে ইদ্দতের সময়কালে সহবাস প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। আর যখন এর উপর নিশ্চয়তা নেই, তখন রাজআতও সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু যদি দু'বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তখন স্বামী রজআত করেছে বলেই হুকুম হবে। কেননা এতে বিবাহের অবস্থাতে গর্ভস্থির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যথায় গর্ভধারণের সময় দু'বছর থেকে বেশি হওয়া আবশ্যক হবে। আর এ শরী'আতের দৃষ্টিতে স্ত্রী স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এবং তার থেকেই গর্ভধারণ করেছে -এরূপ সম্ভাবনা ধর্তব্য নয়। কাজেই এখন এ হুকুম আরোপ করা হবে যে, স্বামী তাকে রাজআত করেছে এবং এ গর্ভ ইদ্দতের সময়কার।

وَاِنْ وَلَدَتْ لِتَمَامِهَا لَا اِلَّا بِدَعْوَةٍ وَيُحْمَلُ عَلٰى وَطْيِهَا بِشُبْهَةٍ فِى الْعِدَّةِ اَىْ اِنْ جَاءَتْ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ لِاَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ لِاَنَّ وَطْيَهَا حَرَامٌ وَ قَوْلُهُ اِلَّا بِدَعْوَةٍ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَهُ وَ لَهُ وَجْهٌ بِاَنْ وَطِيَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ **وَمُرَاهِقَةٍ اَتَتْ بِهٖ لِاَقَلِّ مِنْ تِسْعَةِ اَشْهُرٍ وَلِتِسْعَةٍ لَا** وَمُرَاهِقَةٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى مَبْتُوْتَةٍ اَىْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُطَلَّقَةٍ مُرَاهِقَةٍ اَتَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلِّ مِنْ تِسْعَةِ اَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَادُ بِالْمُرَاهِقَةِ صَبِيَّةٌ تُجَامَعُ مِثْلُهَا وَ هِىَ فِىْ سِنٍّ يُمْكِنُ اَنْ تَكُوْنَ بَالِغَةً اَىْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَصَاعِدًا اَوْ لَمْ يَظْهَرْ فِيْهَا عَلَامَاتُ الْبُلُوْغِ وَ اِنَّمَا اِعْتَبَرَ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ لِاَنَّ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ مُدَّةُ عِدَّتِهَا وَسِتَّةَ اَشْهُرٍ اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَاِنَّمَا اُعْتُبِرَ اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ هٰهُنَا وَ اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ هٰهُنَا وَاَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِى الْبَالِغَةِ لِاَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ لَابِشُبْهَةِ الشُّبْهَةِ فَفِى الْبَالِغَةِ شُبْهَةُ الْوَطْىِ زَمَانَ النِّكَاحِ اَوِ الْعِدَّةِ ثَابِتَةٌ وَ حَقِيْقَةُ الْوَطْىِ فِىْ اَحَدِ هٰذَيْنِ الزَّمَانَيْنِ تُوْجِبُ ثُبُوْتَ النَّسَبِ فَكَذَا شُبْهَتُهُ وَ اَمَّا فِى الْمُرَاهِقَةِ فَشُبْهَةُ الْوَطْىِ فِى النِّكَاحِ اَوْ فِى الْعِدَّةِ وَ هِىَ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ثَابِتَةٌ ثُمَّ حَقِيْقَةُ الْوَطْىِ فِىْ اَحَدِ هٰذَيْنِ الزَّمَانَيْنِ لَايُوْجِبُ ثُبُوْتَ النَّسَبِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْبُلُوْغِ فَالْبُلُوْغُ وَهُوَ اَمْرٌ حَادِثٌ يُضَافُ اِلٰى اَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ وَ هُوَ سِتَّةُ اَشْهُرٍ اِلٰى وَقْتِ الْوِلَادَةِ فَهٰذَا مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ اَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ فَاِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَاِلٰى سَبْعَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ شَهْرًا لِاَنَّ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ مُدَّةُ عِدَّتِهَا وَسَنَتَانِ اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَاِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَاِلٰى سَنَتَيْنِ لِاَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ يَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا وَ لَمْ تَقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَصَارَتْ كَالْكَبِيْرَةِ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী সন্তান জন্ম দেয়, তা হলে বংশ সাব্যস্ত হবে না; কিন্তু স্বামী সন্তানের দাবি করলে (বংশ সাব্যস্ত হবে) আর একে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সন্দেহজনক সহবাসের উপর প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের সময় থেকে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে, তা হলে বংশ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ গর্ভ তালাকের পর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা স্বামী থেকে

হতে পারে না। কারণ, তালাকের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আর গ্রন্থকারের উক্তি إِلَّا بِدَعْوَةٍ (কিন্তু স্বামী যদি সন্তানের দাবি করে, তবে বংশ সাব্যস্ত হবে) বলার কারণ হল, সে নিজেই তা নিজের উপর আবশ্যিক করে নিয়েছে। তা ছাড়া হতে পারে, সে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সন্দেহজনিত সহবাস করেছে। **আর বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী নারী যদি তালাকের পর নয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানের বংশ সাবেত হবে। আর যদি নয় মাসে প্রসব করে, তবে বংশ সাবেত হবে না।** مُرَاهِقَةٌ শব্দটি যের সহকারে مَبْتُوتَةٌ এর উপর আতফ হয়েছে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী তালাকপ্রাপ্তা নারীর সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে যদি সে তালাকের সময় থেকে নয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে। مُرَاهِقَةٌ এর উদ্দেশ্য হল, এমন বালিকা, তার মতো নারীদের সাথে সহবাস করা যায়। আর সে এমন বয়সে পৌঁছেছে, বালেগা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ নয় বছর বা ততোধিক বয়সে পদার্পণ করেছে, তবে এখনো তার মধ্যে বালেগ হওয়ার চিহ্নসমূহ প্রকাশ হয় নি। নয় মাস এজন্যে ধর্তব্য করা হয়েছে, তিন মাস হল তার ইদ্দতের সময়সীমা এবং ছয়মাস হল গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মুদ্দত।

আর এখানে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মুদ্দত ধর্তব্য করা হয়েছে এবং প্রাপ্তবয়স্কা নারীর ব্যাপারে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মুদ্দত ধর্তব্য করা হয়েছে। কেননা বংশ সন্দেহের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সন্দেহের সন্দেহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং বালেগার ব্যাপারে বিবাহ অথবা ইদ্দতের সময়ে সহবাসের সন্দেহ প্রমাণিত রয়েছে। আর এ দু'সময়ের একটিতে প্রকৃত সহবাস বংশ সাব্যস্ত হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং সহবাসের সন্দেহ বংশ সাব্যস্ত করবে। পক্ষান্তরে মুরাহেকার বেলায় বিবাহের সময়ে অথবা ইদ্দতের মধ্যে; আর তা হল তিন মাস বেশি থেকে বেশি সহবাসের সন্দেহ সাব্যস্ত হতে পারে। এরপর এ দু'টি সময়ের একটির মধ্যে প্রকৃত সহবাস বংশ প্রমাণ হওয়া আবশ্যক করে না, বালেগা হওয়া প্রমাণিত না হওয়ার কারণে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া একটি নতুন বিষয়। এজন্যে তা নিকটতম সময়ের প্রতি সম্বন্ধ হবে। আর তা হচ্ছে, জন্মের সময়ের সাথে মিলিত ছয় মাস। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে যদি তালাকটি রাজয়ী হয়, তা হলে সাতাইশ মাস পর্যন্ত বংশ সাব্যস্ত হবে। কেননা তিন মাস হল তার ইদ্দতের সময় এবং দু'বছর হল গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়। আর যদি তালাকটি বায়েন হয়, তা হলে দু'বছর পর্যন্ত বংশ সাব্যস্ত হবে। কেননা স্ত্রী এমন ইদ্দত পালনরতা, যার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নি। সুতরাং সে বালেগা নারীর মতো হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا إِلَّا بِدَعْوَةٍ الخ

যদি বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানের বংশ স্বামীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে না। কেননা বংশ সাব্যস্ত হলে তালাকের পূর্বে সহবাস পাওয়া যাওয়া জরুরি হবে। তখন মাতৃগর্ভে সন্তান দু'বছরের বেশি অবস্থান করা আবশ্যক হয়ে গেল, অথচ গর্ভের সর্বোচ্চ সময় দু'বছর। তা ছাড়া হতে পারে, এ গর্ভ তালাকের পরেই হয়েছে। সুতরাং তা স্বামী থেকে সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা বায়েন তালাকের পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্যে হারাম। তবে স্বামী যদি সে সন্তানের দাবি করে, তবে তার বংশ এ স্বামীর থেকে প্রমাণিত হবে। কেননা সে নিজেই এটা তার উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। আর নিয়ম হল اَلْمَرْءُ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ অর্থাৎ মানুষ তার স্বীকারোক্তি দ্বারা পাকড়াও হয়।

قَوْلُهُ : يُحْمَلُ عَلٰى الخ

এ বাক্যে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, শুধু স্বামীর দাবির দ্বারা কিভাবে বংশ সাব্যস্ত হতে পারে? অথচ তালাকের পূর্বে ও পরে স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারণের সম্ভাবনা নেই। তালাকের পূর্বে নেই– কারণ, তখন গর্ভধারণের সময় দু'বছরের বেশি হওয়া আবশ্যক হবে। আর তালাকের পরে– কারণ, তখন তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। এর উত্তরের সারকথা হল, ইদ্দতকালীন সময়ে সন্দেহজনক সহবাস পাওয়া যাওয়া সম্ভব।

قَوْلُهُ : اَلْمُرَادُ بِالْمُرَاهِقَةِ الخ

مُرَاهِقَة শব্দের هَاء বর্ণ যের বিশিষ্ট। অর্থ, প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার নিকটবর্তী নারী। যেমন বলা হয়– رَاهَقَ الْغُلَامُ فَهُوَ مُرَاهِقٌ। অর্থাৎ ছেলেটি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বলা হয়– رَاهَقَتِ الْبِنْتُ فَهِيَ مُرَاهِقٌ। অর্থাৎ মেয়েটি যৌবনের কাছাকাছি সময়ে এসেছে। মোটকথা, যে বালক-বালিকা সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে; কিন্তু এখনো তাদের মধ্যে সাবালক হওয়ার নিদর্শনসমূহ ফুটে উঠে নি, এদেরকে যথাক্রমে মুরাহিক ও মুরাহিকা বলে।

قَوْلُهُ : فَفِى الْبَالِغَةِ الخ

প্রাপ্তবয়স্কা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বেলায় বিবাহ অথবা ইদ্দতের মধ্যে প্রকৃত সহবাস দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হয়। অদ্রূপ সন্দেহজনিত সহবাস দ্বারাও বংশ সাব্যস্ত হবে। এজন্যে সর্তকতাবশত সন্দেহের ধর্তব্য করা হবে এবং দু'বছর পর্যন্ত বংশ প্রমাণিত হওয়ার হুকুম প্রদান করা হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা নারীর বিধান এর বিপরীত, তার সাথে প্রকৃত সহবাস দ্বারাও বংশ সাব্যস্ত হয় না। কেননা গর্ভধারণ বালেগার সাথে খাস। আর এখানে বালেগা হওয়ার বিশেষণই নেই, এজন্যে তার ক্ষেত্রে সন্দেহজনক সহবাস সন্দেহের সন্দেহ এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর এ ধরনের মাসআলাতে ধর্তব্য হয় বটে, কিন্তু তার থেকে নিম্নস্তরের ধর্তব্য নেই।

قَوْلُهُ : يُضَافُ إِلٰى اَقْرَبِ الخ

বালেগ হওয়া একটি নতুন ব্যাপার, যা নিকটতম সময়ের প্রতি সম্বন্ধ হয়। কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, যে নতুনের সূচনা সময় জানা নেই, তাকে তার বিদ্যমানতার নিকটতম সময়ের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। যেমন– "আশবাহ" ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ফজর অথবা যোহরের নামায পড়ার পর কাপড়ে বীর্যের চিহ্ন দেখতে পায় এবং তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না থাকে, তা হলে সে গোসল করবে এবং সে-সকল নামায পুনরায় পড়বে, যেগুলো সে বীর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সময় এবং নিকটতম ঘুমের মাঝখানে আদায় করেছে।

وَ مُعْتَدَّةٍ اَقَرَّتْ بِمَضِىِ الْعِدَّةِ وَوَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ وَلِتِصْفِهَا لَا لِاَنَّهَا لَمَّا وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ظَهَرَ كِذْبُهَا بِيَقِيْنٍ فَبَطَلَ اِقْرَارُهَا اَمَّا اِنْ وَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِاَنَّا لَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ الْاِقْرَارِ ثُمَّ لَفْظُ الْمُعْتَدَّةِ يَشْمُلُ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ **وَ مُعْتَدَّةٍ ظَهَرَ حَبْلُهَا اَوْ اَقَرَّ الزَّوْجُ بِهٖ اَوْ ثُبِتَ وَلَادَتُهَا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ** اَىْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةٍ اِدَّعَتْ وَ لَادَتَهٗ وَاَنْكَرَهَا الزَّوْجُ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَبْلٌ ظَاهِرٌ اَوْ اَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْحَبْلِ اَوْ شَهِدَ عَلَى الْوِلَادَةِ رَجُلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ بِاَنْ دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ بَيْتًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا اَحَدٌ وَ لَا فِى الْبَيْتِ شَئٌ وَالرَّجُلَانِ عَلَى الْبَابِ حَتّٰى وَلَدَتْ فَعَلِمَا الْوِلَادَةَ بِرُؤْيَةِ الْوَلَدِ اَوْ سَمَاعِ صَوْتِهٖ وَاِنَّمَا قَيَّدَ الْحُجَّةَ بِالتَّامَّةِ حَتّٰى لَا يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ خِلَافًا لَهُمَا فَالْحَاصِلُ اَنَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِنْ كَانَ لِلْمُعْتَدَّةِ حَبْلٌ ظَاهِرٌ اَوْ اَقَرَّ الزَّوْجُ بِهٖ تَثْبُتُ الْوِلَادَةُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدِ الْحَبْلُ الظَّاهِرُ اَوْ اِقْرَارُ الزَّوْجِ بِهٖ لَابُدَّ مِنَ الْحُجَّةِ التَّامَّةِ وَ عِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

সহজ তরজমা

তদ্রুপ যদি কোনো ইদ্দত পালনকারিণী নারী তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে এবং অর্ধ বছরের কম সময়ে সে সন্তান প্রসব করে (তবে বংশ সাব্যস্ত হবে)। আর যদি অর্ধ বছরের মাথায় সন্তান প্রসব করে, তবে বংশ সাব্যস্ত হবে না। কেননা যখন সে তালাকের পর থেকে অর্ধ বছরের (ছয় মাসের) কম সময়ে সন্তান প্রসব করল, তখন নিশ্চিতভাবে তার মিথ্যা বলা প্রমাণ হয়ে গেল। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তালাকের পর থেকে অর্ধ বছরে বা তদূর্ধ্ব সময়ে প্রসব করে, তা হলে বংশ প্রমাণিত হবে না। কেননা এ অবস্থায় তার স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়া আমাদের জানা নেই। এরপর مُعْتَدَّة শব্দটি সকল ইদ্দত পালনকারিণীকে শামিল করে। **আর যে ইদ্দত পালনকারিণী নারীর গর্ভ প্রকাশ পেয়েছে অথবা স্বামী তা স্বীকার করেছে অথবা স্ত্রীর সন্তান জন্মদান পরিপূর্ণ প্রমাণ দ্বারা সাবেত হয়েছে (তবে বংশ সাব্যস্ত হবে)** অর্থাৎ সে ইদ্দত পালনকারিণী সন্তান প্রসবের দাবি করেছে আর স্বামী তা অস্বীকার করেছে, তার সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে –এ শর্তের সাথে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বে প্রকাশ্য গর্ভ ছিল অথবা স্বামী গর্ভ স্বীকার করেছে অথবা সন্তান প্রসবের ব্যাপারে দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দিয়েছে, স্ত্রী একা ঘরে প্রবেশ করেছে এবং তার সাথে কেউ ছিল না

এবং ঘরেও কিছু ছিল না। আর পুরুষ দু'জন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর স্ত্রী সন্তান প্রসব করল এবং তারা উভয়ে সন্তান দেখে বা তার শব্দ শুনে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে অবগত হল। আর حُجَّةٌ تَامَّةٌ এর কয়েদ এ জন্যে উল্লেখ করেছেন, সন্তান প্রসবের উপর একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হবে না। এতে সাহেবাইনের মতবিরোধ রয়েছে। সারাংশ এই, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে যদি ইদ্দত পালনকারিণীর প্রকাশ্য গর্ভ থাকে অথবা স্বামী তা স্বীকার করে, তা হলে একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সন্তান প্রসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রকাশ্য গর্ভ বা তার ব্যাপারে স্বামীর স্বীকারোক্তি পাওয়া না যায়, তবে পরিপূর্ণ প্রমাণ জরুরি হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সন্তান প্রসব সাব্যস্ত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمُعْتَدَّةٍ ظَهَرَ الخ

এখানে বংশ প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা হল, নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থেকে যে কোনো একটি পাওয়া গেলে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে: ১. প্রকাশ্য গর্ভ। ২. স্বামী গর্ভ স্বীকার করা। ৩. পরিপূর্ণ প্রমাণ দ্বারা সন্তান প্রসব স্থির হওয়া। ৪. দু'বছরের কম সময়ে জন্মগ্রহণ করা। ৫. ওয়ারিশগণের তা স্বীকার করা। ৬. জন্মদাত্রী বিবাহিতা হওয়া। مُعْتَدَّةٌ শব্দটি মুতলাক উল্লেখ করার দ্বারা এতে স্বামীর মৃত্যু, বায়েন তালাক ও রাজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ : حَبَلٌ ظَاهِرٌ الخ

গর্ভ প্রকাশ হওয়ার উদ্দেশ্য হল, গর্ভের নিদর্শন এভাবে বিদ্যমান হবে, প্রত্যেক দর্শকের প্রবল ধারণা হয়ে যাবে, স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী। "সিরাজ" নামক গ্রন্থে আছে, গর্ভ প্রকাশ পাওয়ার মতলব হল, ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

قَوْلُهُ : بِاَنْ دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ الخ

এ প্রক্রিয়া ধরে নেওয়ার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে, যাতে এ আপত্তির উত্তর হয়ে যায়, পরিপূর্ণ প্রমাণ তথা দু'জন পুরুষ বা একজন ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সন্তান প্রসব কিরূপে সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব হতে পারে? কেননা সন্তান প্রসবের জায়গায় উপস্থিত থাকা এবং নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করার দ্বারাও এ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। অথচ তা পুরুষের জন্যে হারাম। যদি কেউ এরূপ করে, তবে তাদের উপর ফাসেকীর হুকুম আরোপ হবে আর ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ মাসআলাতে মহিলা ছাড়া সাক্ষ্য দানের কল্পনাও করা যায় না। এ আপত্তি নিরসনের জন্যে উল্লেখিত পদ্ধতিটি ধরে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এভাবে হারামে লিপ্ত হওয়া ব্যতীতও পুরুষের পক্ষে এর সাক্ষ্য দান সম্ভব, যার বিস্তারিত বিবরণ শারেহ রহ. বর্ণনা করেছেন।

اَوْ وَلَدَتْ لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَاَقَرَّ الْوَرَثَةَ بِهَا اَىْ اِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ عِدَّةَ وَفَاةٍ وَالْمُدَّةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْوِلَادَةِ اَقَلُّ مِنْ سَنَتَيْنِ اِعْلَمْ اَنَّ لَفْظَ الْوِقَايَةِ وَقَعَ بِالْوَاوِ فِىْ قَوْلِهِ وَاَقَرَّ الْوَرَثَةَ بِهَا وَالْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ يَقْتَضِىْ كَلِمَةَ اَوْلِاَنَّ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ هٰكَذَ اَوْ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ بَيْنَ سَنَتَيْنِ فَقَوْلُهُ مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ ظَرْفٌ لِلْوَلَدِ فَالْوَلَدُ بِمَعْنَى الْمَوْلُوْدِ اَىْ يَثْبُتُ نَسَبُ مَنْ وُلِدَ فِىْ وَقْتٍ بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ بَيْنَ سَنَتَيْنِ ثُمَّ اَوْرَدَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَاِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ بِوِلَادَتِهَا وَ لَمْ يَشْهَدْ عَلٰى الْوِلَادَةِ اَحَدٌ فَهُوَ اِبْنُهُ فَعُلِمَ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ اَنَّ اَحَدَهُمَا كَافٍ وَهُوَ كَوْنُ الْمُدَّةِ اَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْ اِقْرَارُ الْوَرَثَةِ فَاِنْ قِيْلَ اِنْ اَقَرَّ الْوَرَثَةُ وَ الْمُدَّةُ بَيْنَ الْوَفَاةِ وَالْوِلَادَةِ سَنَتَانِ اَوْ اَكْثَرُ لَا اِعْتِبَارَ لِاِقْرَارِهِمْ وَاِنَّمَا يُعْتَبَرُ اِقْرَارُهُمْ اِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ اَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فَالْوَاجِبُ كَلِمَةُ الْوَاوِ قُلْنَا اَحَدُهُمَا كَافٍ اَىِ الْمُدَّةُ اَوِ الْاِقْرَارُ اَىْ اِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ اَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَ اِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُدَّةَ بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ الْوِلَادَةِ فَحِ اِنْ اَقَرَّ الْوَرَثَةُ يُعْتَبَرُ اِقْرَارُهُمْ فَيَجِبُ اَنْ تُغَيَّرَ عِبَارَةُ الْوِقَايَةِ اِلٰى هٰذَا النَّمَطِ اَوْ تَثْبُتُ وِلَادَتُهَا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ اَوْ عَلِمَ اَنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَاَقَرَّ الْوَرَثَةَ بِهِ فَقَوْلُهُ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ اِلٰى اٰخِرِهِ يَشْمُلُ مَا اِذَا لَمْ يَعْلَمْ اَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْمَوْتِ اَوْ بَعْدَهُ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ الْعِلْمِ بِاَنَّ وِلَادَتَهُ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ لَا يُعْلَمُ اَنَّهُ وُلِدَ لِاَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْ لِسَنَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ لٰكِنْ اَقَرَّ الْوَرَثَةُ اَنَّ هٰذَا الْوَلَدَ وَلَدُ مُوَرِّثِهِمْ فَاِذَا اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ فَالَّذِىْ اَقَرَّ اِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ اَوْ عَدَمِ الْعَدَالَةِ يُعْتَبَرُ اِقْرَارُهُ فِى الْاِرْثِ فِىْ حَقِّهِ فَقَطْ وَاِنْ صَحَّ شَهَادَتُهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مُطْلَقًا اَىْ فِىْ حَقِّ الْمُقِرِّ وَ فِىْ حَقِّ غَيْرِهِ ـ

সহজ তরজমা

অথবা কোনো মহিলা দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করল এবং উত্তরাধিকারীগণ তা স্বীকার করে নিল, তবে বংশ সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ ইদ্দত যদি স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত হয় এবং স্বামীর মৃত্যু ও সন্তান জন্মের মধ্যে [দূরত্ব] দু'বছর থেকে কম সময় হয় (তবে নবজাতকের বংশ মৃত স্বামী থেকে প্রমাণিত হবে)। আর হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখিত কথার চাহিদা হল, বেকায়ার ভাষ্য او বর্ণের সাথে। কেননা হেদায়ার ইবারত এরূপ, "যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার সন্তানের বংশ স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে, যখন তা

স্বামীর মৃত্যু ও দু'বছরের মধ্যে হবে। সুতরাং হেদায়া গ্রন্থকারের উক্তি وَلَد তা مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ এর যরফ হয়েছে। তাই ولد এর অর্থ হল مَوْلُوْد (নবজাতক)। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু ও দু'বছরের মধ্যবর্তী সময়ে যে সন্তানের জন্ম হয়েছে, তার বংশ সাব্যস্ত হবে। এরপর হেদায়া গ্রন্থকার এ মাসআলা উপস্থাপন করেছেন, যদি সে স্ত্রীলোক স্বামী মারা যাওয়ার ইদ্দত পালনকারিণী হয় এবং ওয়ারিশগণ তাকে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সত্যায়ন করে, যদিও সন্তান জন্মের উপর কেউ সাক্ষ্য প্রদান না করে, তা হলে এ সন্তান মৃত স্বামীর পুত্র গণ্য হবে। এ দু'মাসআলা থেকে জানা গেল, বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিই যথেষ্ট। আর তা হচ্ছে– (স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান জন্মের) সময় দু'বছরের কম হওয়া অথবা উত্তরাধিকারীগণ তা স্বীকার করে নেওয়া। এর উপর যদি কেউ প্রশ্ন করে, যদি ওয়ারিশগণ স্বীকার করে নেয় এবং স্বামীর মৃত্যু ও সন্তান প্রসবের মধ্যে দু'বছর বা তদূর্ধ্ব সময় অতিবাহিত হয়, তা হলে তো তাদের স্বীকারোক্তির কোনো ধর্তব্য থাকে না।

তাদের স্বীকারোক্তি তখনই বিবেচ্য হবে, যখন মধ্যবর্তী সময় দু'বছর থেকে কম হবে। সুতরাং او, বর্ণ হওয়া আবশ্যিক (অর্থাৎ বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে দু'টি বিষয়ই বাস্তবায়িত হওয়া উচিত; একটি যথেষ্ট নয়)। এর জবাবে আমরা বলব, একটিই যথেষ্ট তথা সময় বা স্বীকৃতি অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু এবং সন্তান জন্মের মধ্যবর্তী সময় যদি দু'বছর থেকে কম হয়, তবে বংশ সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বামীর মৃত্যু এবং সন্তান জন্মের মধ্যে অতিবাহিত সময় জানা না থাকে, তখন যদি উত্তরাধিকারীগণ স্বীকার করে নেয়, তা হলে তাদের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য হবে। এজন্যে বেকায়ার ইবারত এ ধাচে পরিবর্তন করে দেওয়া জরুরি– أَوْ تَثْبُتَ وِلَادَتُهَا بِحُجَّةٍ الخ অর্থাৎ মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীর সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে যদি তার সন্তান প্রসব পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা জানা যায়, সে স্বামীর মৃত্যুর পর দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করেছে অথবা তা জানা যায় নি; কিন্তু ওয়ারিশগণ সন্তান স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি أَوْلَمْ يُعْلَمِ الخ এ অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যখন তা জানা না থাকে, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে সন্তান জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যুর পরে। তদ্রূপ এ অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে– যখন তা জানা থাকে, স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানের প্রসব হয়েছে; কিন্তু এটা জানা নেই, দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্মলাভ করেছে বা দু'বছরের মাথায় বা তদূর্ধ্ব সময়ে। কিন্তু ওয়ারিশগণ স্বীকার করে নিল, নিশ্চয় এ সন্তান তাদের مُوَرِّث (উত্তরাধিকারী রেখে যে মারা গেছে)-এর সন্তান। যখন তারা এ ব্যাপারটি স্বীকার করল, তখন যে ব্যক্তি স্বীকৃতি দান করেছে, সে যদি এমন হয় যার সাক্ষ্য প্রদান শুদ্ধ নয়, সাক্ষ্যদানের নেসাব না থাকার কারণে অথবা ন্যায়পরায়ণতা না থাকার কারণে, তা হলে সন্তান ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে এ স্বীকৃতি ধর্তব্য হবে শুধু সে স্বীকৃতি দাতার ক্ষেত্রেই। আর যদি তার সাক্ষ্যদান শুদ্ধ হয়, তবে সন্তানের বংশ সাধারণভাবে সাব্যস্ত হয় যাবে অর্থাৎ স্বীকৃতিদাতা ও অন্যান্য সকলের বেলায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لِأَقَلَّ مِنَ الخ

মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী যদি স্বামী মারা যাওয়ার সময় থেকে দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে এবং মৃতের ওয়ারিশগণ তার সন্তান প্রসবের কথা স্বীকার করে, তা হলে এ সূরতে পরিপূর্ণ প্রমাণ ছাড়াই সন্তানের বংশ মৃত ব্যক্তি থেকে সাবেত হবে। চাই গর্ভ প্রকাশ না হোক এবং মৃতের স্বীকৃতি পাওয়া না যাক।

قَوْلُهٗ : فَالْوَلَدُ بِمَعْنَى الخ

এখানে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে, وَلَد শব্দটি তো ইসমে মুশতাক নয়, তা হলে তা কিভাবে যরফের উপর আমল করবে? । এর উত্তরের সারাংশ হচ্ছে, وَلَد শব্দটি মূলত ইসমে মুশতাকের মাফহুম সন্নেবিশিত। কেননা وَلَد শব্দটি اَلْمَوْلُوْد এর অর্থে ব্যবহৃত যাতে الف لام টি ইসমে মাউসূলের জন্যে হয়। সুতরাং এর অর্থ এই যে–

يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ الَّذِىْ وُلِدَ فِىْ زَمَانٍ كَائِنٍ بَيْنَ وَفَاةِ الزَّوْجِ وَ بَيْنَ تَمَامِ سَنَتَيْنِ -

قَوْلُهٗ : اِنَّ اَحَدَهُمَا كَافٍ الخ

হেদায়া গ্রন্থের ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, স্বামী মারা যাওয়ার ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীলোকের সন্তানের বংশ সাবেত হওয়ার জন্যে দু'টি বিষয় থেকে একটিই যথেষ্ট : ১. স্বামীর মৃত্যু একং সন্তান জন্মের মাঝে দু'বছর থেকে কম সময় হবে। ২. স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ সন্তান জন্ম হওয়া স্বীকার করে নিবে, তা হলে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। তবে উভয় বিষয় বিদ্যমান হওয়া জরুরি নয়। যেমনটি মতনের ভাষ্য থেকে অনুমিত হয়।

قَوْلُهٗ : وَاِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُدَّةَ الخ

এখানে তিনটি প্রক্রিয়া হতে পারে।

(১) যখন জানা যাবে, স্ত্রী দু'বছরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করেছে। এ অবস্থাতে বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে ওয়াবিশগণের স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন নেই।

(২) জানা যাবে, দু'বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় গত হওয়ার পর সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থাতে মৃত স্বামী থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না, যদিও ওয়ারিশগণ সন্তান জন্ম হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। কেননা তাদের স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়া সুস্পষ্ট।

(৩) যখন দু'বছরের কমে সন্তান জন্ম হওয়া কিংবা তার চেয়ে বেশি সময়ে জন্ম হওয়ার কথাও জানা নেই। এ অবস্থাতে ওয়ারিশগণের স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে।

সুতরাং এ ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, বংশ প্রামাণিত হওয়ার জন্যে এ দু'টি বিষয় তথা দু'বছরের কমে সন্তানের জন্ম হবে এবং ওয়ারিশগণ তা স্বীকারও করে নিবে –এ দুটি বিষয় একত্রে বিদ্যমান পাওয়া আবশ্যিক নয় বরং এতদুভয় থেকে যে কোনো একটি পাওয়াই যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ : فَالَّذِىْ اَقَرَّ الخ

ওয়ারিশগণের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে।

(১) যদি স্বীকারোক্তির মধ্যে সাক্ষ্যদানের নেসাব পূর্ণাঙ্গ না হয়, যেমন– কেবল একজন ওয়ারিশ স্বীকার করেছে; অন্য কেউ তার সাথে অংশীদার নয় অথবা স্বীকৃতিদাতা তো দু'জন বা ততোধিক, কিন্তু তারা ন্যায়পারায়ণ নয়, তবে এমন স্বীকারোক্তি বিশেষত স্বীকৃতিদাতার ক্ষেত্রে গৃহীত হবে; অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রমাণ হবে না। এজন্যে মীরাছের বেলায় শুধু স্বীকৃতিদাতার অংশের মধ্যে সন্তান শরিক হবে।

(২) আর যদি সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে সাক্ষ্যদানের নেসাব পূর্ণাঙ্গ হয়, তা হলে তা প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে গণ্য হবে এবং সকল ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে বংশ প্রমাণিত হবে। এমনকি সন্তান উত্তরাধিকার সমান শরিক হবে।

وَمَنْكُوحَةٍ اَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ اَىْ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ **اَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ اَوْ سَكَتَ** فَاِنَّ ثُبُوتَ نَسَبِ وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ لَايَحْتَاجُ اِلَى الْاِقْرَارِ **فَاِنْ جَحَدَ وَلَادَتَهَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ فَيُلَاعِنُ اِنْ نَفَاهُ** اَىْ بَعْدَ مَايَثْبُتُ وَلَادَتُهَا بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ نَفَى الْوَلَادَةَ اَىْ قَالَ لَيْسَ مِنِّىْ **وَلَاقَلَّ مِنْهَا لَا يَثْبُتُ** عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْوَلَادَةِ اَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ لَايَكُوْنُ مِنْهُ **فَاِنْ وَلَدَتْ وَادَّعَتْ نِكَاحَهَا مُنْذُ سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَالزَّوْجُ الْاَقَلَّ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِيْنٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ** لِاَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا بِاَنَّ الْوَلَدَ مِنَ النِّكَاحِ لَا مِنَ السِّفَاحِ **وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا فَشَهِدَتْ اِمْرَأَةٌ بِهَا لَمْ يَقَعْ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا يَقَعُ لِاَنَّ الْوَلَادَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ ثُمَّ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِالتَّبْعِيَّةِ وَلَهُ اَنَّ الْوَلَادَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ ضَرُوْرَةً فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَلَا يَتَعَدّٰى اِلَى الطَّلَاقِ وَهُوَ لَيْسَ تَبْعًا لَهَا لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُوْجَدُ بِدُوْنِ الْاٰخَرِ ـ

সহজ তরজমা

যে বিবাহিতা নারী ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ বিবাহের সময় থেকে, **স্বামী তা স্বীকার করুক অথবা নীরব থাকুক** (তার সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে)। কেননা বিবাহিতা নারীর সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। **আর যদি স্বামী স্ত্রীর সন্তান প্রসবকে অস্বীকার করে, তা হলে একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বংশ সাবেত হয়ে যাবে। তারপর যদি স্বামী সন্তান নাকচ করে, তবে সে লিআন করবে** অর্থাৎ একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা স্ত্রীর সন্তান প্রসব সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি স্বামী সন্তানকে অস্বীকার করে অর্থাৎ বলে: এ সন্তান আমার নয় (তবে তাকে লিআন করতে হবে)। **কিন্তু যদি ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে, তবে বংশ সাব্যস্ত হবে না।** এটা গ্রন্থকারের উক্তি لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। কেননা বিবাহ ও সন্তান জন্মের মধ্যে যদি ছয় মাসের কম সময় হয়, তা হলে সন্তান স্বামী থেকে হবে না। **তথাপি যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং সে দাবি করে, তার বিবাহ ছয় মাস যাবত হয়েছে আর স্বামী দাবি করে ছয় মাসের কমের, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে কসম ব্যতীতই স্ত্রীকে সত্যায়িত করা হবে।** কেননা বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীর প্রতি সমর্থণকারী– কারণ, মুসলমানের সন্তান বিবাহের দ্বারা হয়, ব্যভিচারের দ্বারা নয়। **আর যদি স্বামী স্ত্রীর তালাককে তার সন্তান প্রসবের সাথে সম্পৃক্ত করে, এরপর একজন মহিলা সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তবে তালাক পতিত হবে না।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে তালাক পতিত হবে। কেননা সন্তান প্রসব হওয়া একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায়, এরপর তালাক তো এমনিতেই অনুগামী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা

রহ.-এর দলীল হল, সন্তান প্রসব হওয়া প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তা প্রয়োজনের পরিমাণের উপর সীমিত থাকবে। এজন্যে এ হুকুম তালাকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। আর তালাক সন্তান জন্মের অনুগামী নয়। কেননা এতদুভয়ের প্রতিটি অপরটি ছাড়া পাওয়া যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَحْتَاجُ اِلَى الْاِقْرَارِ الخ

বিবাহিতা স্ত্রীলোক ছয় মাস বা তদুর্ধ্ব সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করলে সন্তানের বংশ স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে। স্বামীর সে সন্তান স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীসে আছে – اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْحَجَرُ لِلْعَاهِرِ অর্থাৎ সন্তান শয্যা মালিকের এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা ব্যভিচারীর জন্যে (বুখারী)। ফকীহগণ বলেন, যদি প্রাচ্যের কোনো পুরুষ পাশ্চাত্যের কোনো নারীকে বিবাহ করে আর জানা গেল না যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কখনো সহবাস করেছে নাকি বিবাহের পরপরই একান্ত নির্জনবাসের পূর্বেই স্বামী তার থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। উপরন্তু বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের মাথায় স্ত্রীর সন্তান জন্ম দিয়েছে, তা হলে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কেননা কারামত হিসেবে অথবা জিনের সাহায্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম হয়, তা হলে বংশ সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী যদি একদম ছোট সহবাসের অযোগ্য হয়, তবে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না। কেননা শয্যা মালিকের জন্যে সন্তানে বংশ প্রমাণিত হওয়ার হুকুম হয় সহবাসের সম্ভাব্য শর্ত সাপেক্ষে। সুতরাং যদি সহবাসের সম্ভাবনাই না থাকে, তা হলে শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا الخ

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি এবং তোমার সন্তান জন্ম হয়, তবে তুমি তালাক। এরপর সে তাকে বিবাহ করল এবং তার সন্তান জন্ম হল। আর স্বামী সন্তানকে অস্বীকার করল এবং দাত্রী সন্তান জন্ম হওয়ার সাক্ষ্য দিল, তা হলে এ সাক্ষ্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। অবশ্য সন্তানের বংশ প্রমাণিত হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে সন্তান জন্মের অনুগামী হয়ে তালাকও পতিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলীল হল– একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা সন্তান জন্ম সাব্যস্ত হয়ে থাকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কেননা এটা এমন স্থান, সেখানে সাধারণত পুরুষ উপস্থিত থাকে না। অধিকাংশ সময় ধাত্রীই উপস্থিত থাকে। এখন যদি তার কথা বিবেচ্য হয়, তবে বড় জটিলতা সৃষ্টি হবে। আর যে প্রয়োজনের তাগিদে সাব্যস্ত হয়, তা প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত থাকে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি অতিক্রম করে না। এজন্যে এ রকমের সাক্ষ্য দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। আর অনুগামী তো সে বিষয়কেই স্থির করা হয়, যা অপরটি থেকে পৃথক নয়। অথচ তালাক ও সন্তান জন্ম একটি অপরটি ব্যতীতও পাওয়া যায়।

وَاِنْ اَقَرَّ بِالْحَبْلِ ثُمَّ عَلَّقَ اَىْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا فَقَالَتْ قَدْ وَلَدْتُّ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ **يَقَعُ بِلَا شَهَادَةٍ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ عِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ لِاَنَّهَا تَدَّعِىْ حِنْثَهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُجَّةِ وَلَهُ اَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْحَبْلِ اِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِىْ اِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ **وَ اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَ اَقَلُّهَا سِتَّةُ اَشْهُرٍ وَ مَنْ نَكَحَ اَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَاِنْ وَلَدَتْ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مُنْذُ شِرَاهَا لَزِمَهُ وَاِلَّا فَلَا** لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ الشِّرَاءِ وَالْوِلَادَةِ اَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ كَانَ الْعُلُوْقُ سَابِقًا عَلَى الشِّرَاءِ فَهُوَ وَلَدُ مَنْكُوْحَتِهِ فَيَلْزَمُ بِلَا دَعْوَةٍ اَمَّا اِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَكْثَرَ فَالْوَلَدُ وَلَدُ مَمْلُوْكَتِهِ لِاَنَّ الْعُلُوْقَ اَمْرٌ حَادِثٌ فَيُضَافُ اِلَى اَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ فَلَا يَلْزَمُ بِلَا دَعْوَةٍ **وَمَنْ قَالَ لِاَمَتِهِ اِنْ كَانَ فِىْ بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّىْ فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ اِمْرَاَةٌ فَهِىَ اُمُّ وَلَدِهِ اَوْ لِطِفْلٍ** عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ لِاَمَتِهِ **هُوَ اِبْنِىْ وَ مَاتَ فَقَالَتْ اُمُّ الطِّفْلِ هُوَ اِبْنُهُ وَاَنَا زَوْجَتُهُ يَرِثَانِهِ** اَىْ يَرِثُ الطِّفْلُ وَاُمُّهُ مِنَ الْمُقِرِّ لِاَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيْمَا اِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَعْرُوْفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَ بِكَوْنِهَا اُمَّ الطِّفْلِ فَلَا سَبِيْلَ عَلَيْهِ اِلٰى بُنُوَّةِ الطِّفْلِ لَهُ اِلَّا بِنِكَاحِ اُمِّهِ نِكَاحًا صَحِيْحًا لِاَنَّهُ هُوَ الْمَوْضُوْعُ لِلْحِلِّ **وَاِنْ قَالَ وَارِثُهُ اَنْتِ اُمُّ وَلَدِهِ وَجُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا لَاتَرِثُ** اَىْ اُمُّ الطِّفْلِ وَ يَرِثُ الطِّفْلُ **وَالْحِضَانَةُ لِلْاُمِّ بِلَا جَبْرِهَا طُلِّقَتْ اَوْلَا ثُمَّ لِاُمِّهَا وَاِنْ عَلَتْ ثُمَّ لِاُمِّ اَبِيْهِ ثُمَّ لِاُخْتِهِ لِاَبٍ وَ اُمٍّ ثُمَّ لِاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ ثُمَّ لِخَالَتِهِ كَذٰلِكَ** اَىْ لِاَبٍ وَ اُمٍّ ثُمَّ لِاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ فَاِنَّ الْخَالَةَ اُخْتُ الْاُمِّ فَاُخْتُهَا لِاَبٍ وَ اُمٍّ اَوْلٰى ثُمَّ اُخْتُهَا لِاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ الْاُمُّ فَالْقَرَابَةُ مِنْ جِهَتِهَا قُدِّمَتْ عَلٰى الْقَرَابَةِ مِنْ طَرْفِ الْاَبِ **ثُمَّ عَمَّتُهُ كَذٰلِكَ** اَىْ لِاَبٍ وَ اُمٍّ ثُمَّ لِاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ فَاِنَّ الْعَمَّةَ اُخْتُ الْاَبِ فَتُقَدَّمُ اُخْتُهُ لِاَبٍ وَ اُمٍّ ثُمَّ لِاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি স্বামী গর্ভ স্বীকার করে, এরপর সংযুক্ত করে অর্থাৎ স্ত্রীর তালাককে তার সন্তান প্রসবের সাথে সম্পৃক্ত করে। তারপর স্ত্রী বলল, আমি সন্তান প্রসব করেছি এবং স্বামী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, **তা হলে কোনো সাক্ষ্য ব্যতীতই তালাক পতিত হবে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে ধাত্রীর সাক্ষ্য শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা স্ত্রী স্বামীর শর্ত বাস্তবায়ন হওয়ার দাবি করেছে। সুতরাং দাবি প্রমাণের দলীল জরুরি। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলীল হল, স্বামী কর্তৃক গর্ভ স্বীকার করে নেওয়া যেন সে বস্তু স্বীকার করা, যা গর্ভের দিকে পৌঁছায়। তা হল, সন্তান জন্ম হওয়া। **আর গর্ভের সর্বোচ্চ সময় হল, দু'বছর এবং তার সর্বনিম্ন সময় হল, ছয় মাস।** যে ব্যক্তি কারো

দাসীকে বিবাহ্ করল, এরপর সে তাকে তালাক দিল, পুনারায় তাকে ক্রয় করে নিল, এখন যদি সে দাসী ক্রয় করার সময় থেকে ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে, তা হলে সন্তানের বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় নয়। কেননা যখন ক্রয় করা এবং সন্তান জন্মের মধ্যে ছয় মাসের কম সময় হয়, তখন এ গর্ভধারণ নিশ্চিত ক্রয় করার পূর্বেই হয়ে থাকবে। সুতরাং তা তার বিবাহকৃতা স্ত্রীর সন্তান। এজন্যে সন্তানের দাবি ছাড়াই নসব আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে যদি ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময়ে সন্তান জন্ম হয়, তা হলে এ সন্তান তার দাসীর সন্তান হবে। কেননা গর্ভধারণ একটি নতুন ব্যাপার। এজন্যে তা নিকটতম সময়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। আর সন্তানের দাবি ব্যতীত মালিকের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের দাসীকে বলে, যদি তোমার পেটে সন্তান থাকে, তবে তা আমার। তারপর সন্তান জন্মের পক্ষে একজন মহিলা সাক্ষ্য দিল, তা হলে সে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অথবা যদি কেউ একটি ছেলেকে বলে- لِطِفْلٍ শব্দটি لِأَمَتِهِ এর উপর আতফ হয়েছে -**এ আমার পুত্র এবং সে মৃত্যুবরণ করল; এরপর ছেলেটির মা বলল, এ সন্তান তারই পুত্র আর আমি তার স্ত্রী, তা হলে তারা উভয়ে, তার উত্তরাধিকারী হবে** অর্থাৎ ছেলে ও তার মা স্বীকারকারী ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে। কেননা এ মাসআলা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন স্ত্রীলোকটি স্বাধীন হওয়া ও সন্তানটির মাতা হওয়ার ব্যাপারে পরিচিতা হবে। সুতরাং এ সন্তানটি সে ব্যক্তির পুত্র হওয়ার একমাত্র পথ হল, তার মায়ের সাথে সে ব্যক্তির বৈধ বিবাহ হয়েছিল। কেননা সহবাস হালাল হওয়ার জন্যে মূলত বিবাহকেই গঠন করা হয়েছে। **আর যদি স্বীকারকারীর ওয়ারিশগণ বলে, তুমি তার উম্মে ওয়ালাদ এবং তার আযাদী অজ্ঞাত থাকে, তবে সে ওয়ারিশ হবে না** অর্থাৎ সন্তানটির মাতা ওয়ারিশ হবে না, তবে সন্তানটি ওয়ারিশ হবে। **সন্তান লালন-পালনের অধিকার প্রথম মায়ের, তার উপর বলপ্রয়োগ ব্যতীত, চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক বা না হোক। এরপর (মায়ের অনুপস্থিতিতে) নানী হকদার যদিও উপরের স্তরের হয় (অর্থাৎ নানীর মাতা, নানীর নানী প্রমুখ)। এরপর দাদী হকদার। তারপর বাপ ও মা শরীক (সহোদরা) বোন, এরপর মা শরীক (বৈমাত্রেয়) বোন, তারপর বাপ শরীক (বৈপত্রেয়) বোন, তারপর খালা এ বিন্যাস অনুসারে** প্রথমে মায়ের সহোদরা বোন, এরপর মায়ের বৈমাত্রেয় বোন, তারপর মায়ের বৈপিত্রেয় বোন। কেননা খালা হল মায়ের বোন। সুতরাং মায়ের সহোদরা বোন অগ্রগণ্য হবে, এরপর মায়ের বৈমাত্রেয় বোন, তারপর মায়ের বৈপিত্রেয় বোন (এভাবে সন্তান লালন-পালনের পালা আসবে)। এটা এ কারণে যে, এ অধ্যায়ের মধ্যে মাতাই মূল। সুতরাং মায়ের দিকের আত্মীয়তা পিতার দিকের আত্মীয়তা থেকে অগ্রগামী হবে। **এরপর সন্তানের ফুফু হকদার হবে এ বিন্যাস অনুসারে** অর্থাৎ প্রথমে সহোদরা ফুফু, তারপর বৈমাত্রেয় ফুফু, তারপর বৈপিত্রেয় ফুফু। কেননা ফুফু তো পিতারই বোন। সুতরাং পিতার সহোদরা বোন অগ্রগামী হবে, এরপর পিতার বৈমাত্রেয় বোন, তারপর বৈপিত্রেয় বোন (সন্তান লালন-পালনের হকদার হবে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : تَدَّعِيْ حِنْثَهُ الخ : অর্থাৎ স্ত্রী দাবি করছে, তার স্বামী এ শপথ ভঙ্গকারী। এজন্যে ঝুলন্ত তালাক তার উপর পতিত হয়েছে। কেননা তালীকের মধ্যে জাযা কার্যকর হওয়া শপথের মধ্যে শপথ ভঙ্গ করার শামিল। আর স্বামী শর্ত বাস্তবায়িত হওয়া অস্বীকার করছে। কাজই স্ত্রীর উপর সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক হবে। চাই একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাই হোক না কেন। কেননা এতে সন্তান জন্ম হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে অনুগামী হিসেবে তালাকও কার্যকর সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ بِلَا دَعْوَةٍ الخ : দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে: فِرَاش এর চারটি স্তর রয়েছে।

১। দুর্বল শয্যা। এটা দাসীর ফেরাশ। এমতাবস্থায় মনিবের দাবি ব্যতীত সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয় না।

২। মধ্যম শয্যা। এটা উম্মে ওয়ালাদের ফেরাশ। এমতাবস্থায় দাবি ব্যতীতই বংশ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু মনিব অস্বীকার করলে অপনোদন হয়ে যায়।

৩। قَوِيٌّ – শক্তিশালী শয্যা। এটা বিবাহকৃতা স্ত্রী ও তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালনকারী নারীর ফেরাশ। এমতাবস্থায় অস্বীকার করলেও তা অপনোদন হবে না। তবে লিআন করলে বংশ বাতিল হয়ে যায়।

৪। অধিক শক্তিশালী শয্যা। এটা বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীর ফেরাশ। এতে একাট্যভাবে সন্তান অপনোদন হতে পারে না। কেননা সন্তানের অপনোদন লিআনের উপর নির্ভশীল। আর লিআনের শর্ত দাম্পত্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা।

قَوْلُهُ : أَوْ لِطِفْلٍ الخ : এ মাসআলাটি কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে।

১. সন্তানটি এমন হবে, স্বীকারকারী থেকে এমন সন্তান হওয়া সম্ভব। যদি এমন না হয়, যেমন– সন্তান স্বীকারকারীর সমবয়সের অথবা তার চেয়ে বেশি বয়সের বা স্বীকারকারী এমন কম বয়সের, এ বয়সে তার থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব নয়, তা হলে তার স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার মিথ্যাবাদিতা বাহ্যত সুস্পষ্ট।

২. অপর কারো থেকে সে সন্তানের বংশ প্রমাণিত না হওয়া। যদি এমন হয়, তবে স্বীকারকারীর কথা গৃহীত হবে না।

৩. স্বয়ং সন্তান তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে না।

قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضُوْعُ الخ : এ বাক্যে একটি সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যেমনি সহীহ বিবাহ দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে ফাসেদ বিবাহ, সন্দেহজনক সহবাস এবং দাসীর স্বত্ব লাভের মাধ্যমেও বংশ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে তার মাতার দাম্পত্য সম্পর্ক জরুরি নয়। এর উত্তরের মূল কথা হল, সহবাস হালাল হওয়ার জন্যে বিবাহই গঠিত হয়েছে; অন্য কিছুর গঠন মূলত হালাল হওয়ার জন্যে নয়। এজন্যে বিবাহের উপরই একে প্রয়োগ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَلْحِضَانَةُ لِلْأُمِّ الخ : মাতাপিতার মধ্যে সন্তানের লালন-পালনের অধিকার সর্বপ্রথম মায়েরই অর্জিত রয়েছে, চাই বিবাহ অটুট থাকুক অথবা তালাক বা মৃত্যুর কারণে বিচ্ছেদ ঘটুক। আর মাতা বলে উদ্দেশ্য গর্ভধারিনী মাতা। কেননা দুধ-মার সন্তান লালন-পালনের অধিকার সাব্যস্ত নয়। এ ব্যাপারে মূল হল, এই হাদীস– এক মহিলা এসে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এ সন্তানের জন্যে আমার কোল সংরক্ষণ স্থল এবং আমার স্তন তার তৃষ্ণা নিবারণস্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দ্বিতীয় বিবাহ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তান লালন-পালনের অধিক হকদার তুমিই। (আবূ দাউদ, আহমদ)
আর তাতে রহস্য হল, মাতা সন্তানের প্রতি পিতার তুলনায় বেশি স্নেহশীল ও মমতাময়ী হয়ে থাকে। এজন্যে মাতার আত্মীয়-স্বজনকে পিতার আত্মীয়ের উপর অগ্রগামী রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ : بِلَا جَبْرِهَا الخ : যদি স্ত্রী নিজের সন্তানকে দুগ্ধদান এবং প্রতিপালন করতে অস্বীকার করে, তবে তার উপর জবরদস্তি করা যাবে না। কেননা সে কোনো ওজরের কারণে তা থেকে অপারগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি অন্য কোনো মহিলা না পাওয়া যায়, তা হলে মাতার উপর জবরদস্তি করা যেতে পারে। যাতে সন্তানের অধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হয়ে যায়।

بِشَرْطِ حُرِّيَّتِهِنَّ فَلَاحَقَّ لِلْاَمَةِ وَاُمِّ وَلَدٍ فِيْهِ اَىْ فِى الْوَلَدِ **وَ الذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِيْهِ حَتّٰى يَعْقِلَ دِيْنًا** اَىْ فِىْ وَلَدِ الْمُسْلِمِ وَ فِى الْهِدَايَةِ مَا لَمْ يَعْقِلْ دِيْنًا وَ يُخَافُ اَنْ يَاْلِفَ الْكُفْرَ وَ قَوْلُهُ اَوْ يُخَافُ يَجِبُ بِالْجَزْمِ وَ هُوَ يُخَفْ لِاَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْمَجْزُوْمِ بِلَمْ لِاَنَّ الْمَعْنٰى مَالَمْ يُخَفْ وَ هٰذَا الْقَيْدُ لَمْ يُذْكَرْ فِى الْوَقَايَةِ وَ يَجِبُ رِعَايَتُهُ لِاَنَّ تَاَلُّفَ الْكُفْرِ قَدْ يَكُوْنُ قَبْلَ تَعَقُّلِ الدِّيْنِ فَاِذَا خِيْفَ تَاَلُّفُ الْكُفْرِ يُنْزَعُ عَنْهَا **وَ بِنِكَاحِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِنْهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا** اَىْ فِى الْحِضَانَةِ **وَ بِمَحْرَمٍ لَاكَاُمٍّ نَكَحَتْ عَمَّهُ وَ جَدَّةٍ جَدَّهُ** اَىْ جَدَّةٍ نَكَحَتْ جَدَّهُ فَهٰذَا مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلٰى مَعْمُوْلَىْ عَامِلَيْنِ وَالْمَجْرُوْرُ مُقَدَّمٌ **وَ يَعُوْدُ الْحَقُّ بِزَوَالِ نِكَاحٍ سَقَطَ بِهِ ثُمَّ الْعَصَبَاتُ عَلٰى تَرْتِيْبِهِمْ لٰكِنْ لَا تَدْفَعُ صَبِيَّةٌ اِلٰى عَصَبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ ابْنِ الْعَمِّ وَ لَا فَاسِقٍ مَاجِنٍ** اَىْ اَلَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحِيَلَ **وَ لَا يُخَيَّرُ طِفْلٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ وَالْاُمُّ وَ الْجَدَّةُ اَحَقُّ بِالْاِبْنِ حَتّٰى يَاْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يَلْبَسَ وَ يَسْتَنْجِىَ وَ حْدَهُ** قَدَّرَهُ الْخَصَّافُ بِسَبْعِ سِنِيْنَ **وَ بِالْبِنْتِ حَتّٰى تَحِيْضَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَشْتَهِىَ وَ هُوَ الْمُعْتَمِدُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَ غَيْرِهِمَا حَتّٰى تَشْتَهِىَ** اَىْ غَيْرَ الْاُمِّ وَ الْجَدَّةِ اَحَقُّ بِالْبِنْتِ حَتّٰى تَشْتَهِىَ **وَ لَا تُسَافِرُ مُطَلَّقَةٌ بِوَلَدِهَا اِلَّا اِلٰى وَطَنِهَا الَّذِىْ نَكَحَهَا فِيْهِ وَهٰذَا لِلْاُمِّ فَقَطْ** اَىِ السَّفَرُ الْمَذْكُوْرُ

সহজ তরজমা

স্ত্রীলোকগণ স্বাধীন হওয়ার শর্তে। সুতরাং দাসী ও উম্মে ওয়ালাদের জন্যে তাতে অর্থাৎ সন্তান লালন-পালনে অধিকার নেই। **আর এ ব্যাপারে জিম্মী নারীর হুকুম মুসলমান নারীর মতো যতক্ষণ না সন্তানের ধর্মের বুঝ সৃষ্টি হয়।** অর্থাৎ মুসলমান স্বামীর সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে। আর হেদায়া গ্রন্থে আছে: যতক্ষণ সন্তানের মধ্যে ধর্মের বুঝ সৃষ্টি না হয় অথবা কুফরের প্রতি অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। হেদায়া গ্রন্থকারের উক্তি اَوْ يُخَافُ জযম সহকারে হওয়া আবশ্যক, তা হল يُخَفْ কেননা ফেলটি আতফ হয়েছে لَمْ দ্বারা জযমযুক্ত يَعْقِلْ ক্রিয়াপদের ওপর। তাই এর অর্থ হবে– مَالَمْ يُخَفْ (যতক্ষণ আশঙ্কা না থাকে)। অবশ্য এ কয়েদটি বেকায়া গ্রন্থে উল্লেখ নেই। অথচ তার বিবেচনা করাও জরুরি। কেননা কখনো ধর্মীয় বুঝ সৃষ্টি হওয়ার আগেই কুফুরের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন কুফরের প্রতি প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হয়ে যাবে, তখন সন্তানকে মাতা থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।

আর মাতা সন্তানের গায়রে মাহরামের সাথে বিবাহ বসলে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর মাহরাম ব্যক্তির সাথে বিবাহ বসলে রহিত হবে না। যেমন– সন্তানের মা তার চাচার সাথে এবং নানী তার দাদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এটা দু'টি আমেলের দু'টি মা'মূল এর উপর একসাথে আতফ করার অন্তর্ভুক্ত এবং এর মাজরূর অগ্রগামী রয়েছে অর্থাৎ جَدَّةٌ এর আতফ أُمٌّ এর উপর এবং جَدَّةٌ এর আতফ عَمِّهِ এর উপর হয়েছে। আর যে বিবাহের কারণে অধিকার রহিত হয়েছিল, সে বিবাহ অবসান হলে পুনরায় অধিকার ফিরে আসবে।

এরপর আসাবাগণ তাদের ক্রমানুসারে সন্তান প্রতিপালনের অধিকারী হবে। কিন্তু বালিকাকে গায়রে মাহরাম আসাবার নিকট সমর্পণ করা হবে না। যেমন– আযাদকৃত গোলাম ও চাচাতো ভাই। তদ্রুপ তাকে দূরাচারী নির্লজ্জ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করা হবে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে প্রতারনা, ছলচাতুরি শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে খোদ শিশুকে (লালন-পালনকারী নির্বাচনে) ইখতিয়ার দেওয়া হবে না। এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতবিরোধ রয়েছে। মা ও নানী-দাদী ছেলে সন্তান প্রতিপালনের হকদার হবে, যাবৎ না সে একাকী খাবে, পান করবে, পোশাক পরিধান করবে ও ইস্তেঞ্জা করবে। ইমাম খাসসাফ রহ. এর সময় সাত বছর নির্ধারণ করেছেন। আর কন্যা সন্তানের লালন-পালনের অধিকারী হবে যাবৎ না সে ঋতুবতী হয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত– যাবৎ না কন্যা কামোত্তেজনাপূর্ণ হবে। এটাই নির্ভরযোগ্য অভিমত। কেননা এ যুগ ফেতনা-ফাসাদের যুগ। আর এতদুভয় ব্যতীত অন্যের অধিকারী হবে কন্যা কামাসক্ত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মা ও নানী ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ কন্যা সন্তান প্রতিপালনের হকদার হবে। আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর বাড়ী ব্যতিত অন্য কোথাও তার সন্তানকে সাথে নিয়ে সফর করবে না। এই হুকুম শুধু মায়ের জন্য অর্থাৎ উল্লেখিত সফর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بِشَرْطِ حُرِّيَّتِهِنَّ الخ

উল্লেখিত নিকটাত্মীয়গণের সন্তান লালন-পালনের অধিকার রয়েছে আযাদ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে। কেননা পরাধীন নারীকে তার মনিবের খেদমতে ব্যস্ত থাকতে হয়। এজন্যে তারা সন্তানের দেখভাল করতে পারে না। কিন্তু মুজতাবা গ্রন্থে আছে: যদি সন্তান গোলাম হয়, তা হলে এ সকল নারী দাসী হওয়া সত্ত্বেও সন্তান লালন-পালনের অধিকারিণী হবে। কেননা এ অবস্থায় সন্তানের প্রতিপালন মূলত মনিবের খেদমতের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ : يُنْزَعُ عَنْهَا الخ

জিম্মীয় নারী সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মুসলমান নারীর অধিকার প্রাপ্তা হবে। তবে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে। ১. যতক্ষণ সন্তানের মধ্যে ধর্মীয় বুঝ-জ্ঞান সৃষ্টি না হয়। ২. কুফুরের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। এ দ্বিতীয় কয়েদটি হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তবে বেকায়া গ্রন্থে নেই, অথচ এর উল্লেখ করা জরুরি। কেননা অনেক সময় সন্তানের মধ্যে ধর্মীয় বুঝ-জ্ঞান অর্জিত না হলেও কুফরের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্ক থাকে। যেমন– কাফেরদের সাথে মন্দির-গীর্জায় যাতায়াত করা, তাদের বানানো প্রভুর সামনে সিজদা করা এবং অন্যান্য কুফরী কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়া। এমতাবস্থায় কাফির মায়ের প্রতিপালন

থেকে সন্তনকে পৃথক করে দেওয়া হবে এবং মুসলমান নারীর তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হবে। ফতহুল কাদীর গ্রন্থে আছে, কাফির মায়ের প্রতিপালনে থাকা অবস্থায় শিশুকে মদ পান করানো এবং শূকরের গোশত খাওয়ানো নিষেধ করে দেওয়া হবে। তারপরও যদি এসব জিনিস পানাহার করানোর আশঙ্কা থাকে, তা হলে তার থেকে সন্তানকে পৃথক করে মুসলমানের প্রতিপালনে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : بِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمٍ الخ

যে মহিলার সন্তান লালন-পালনের অধিকার হাসিল রয়েছে, সে যদি সন্তানের গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা হলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার বর্তমান স্বামী অপরিচিত সন্তানের সাথে স্নেহ-প্রীতি রাখবে না বরং তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে। এমতাবস্থায় সে মহিলার সাথে সন্তানটিকে ছেড়ে দেওয়াতে কোনো সমবেদনা হবে না। এজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বোক্ত হাদীসে বলেছেন– مَالَمْ تَنْكَحِىْ অর্থাৎ যতক্ষণ না তুমি অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল, মূলপাঠে مِنْهُ এর সর্বনামটি طِفْل এর দিকে ফিরেছে। আর نِكَاح শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ করাতে অনুমিত হয়, শুধু বিবাহ করাই অধিকারকে রহিত করে দেয়, যদিও দ্বিতীয় স্বামী তখনও তার সাথে সহবাস না করে। কিন্তু যদি মাহরাম পুরুষের নিকট বিবাহ বসে, তা হলে তার সন্তান প্রতিপালনের অধিকার রহিত হবে না। এখানে مَحْرَم এর উদ্দেশ্য বংশীয় মাহরাম। কেননা দুগ্ধপান সম্পর্কিত মাহরাম অপরিচিত ব্যক্তির মতোই।

قَوْلُهُ : ثُمَّ الْعَصَبَاتُ الخ

এটি عَصَبَة এর বহুবচন, যা عَاصِبٌ এর বহুবচন, যেমন– طَالِبٌ এর বহুবচন طَلَبَةٌ আসে। এর মাসদার عُصُوبَة অর্থ, বেষ্টন করা। যেমন বলা হয়– عَصَبَ الْقَوْمُ بِفُلَانٍ অর্থাৎ লোকেরা তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায়, যাবিল ফুরূয তাদের নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদে যারা ওয়ারিশ হয়, তাদেরকে আসাবা বলা হয়। আসাবা দু'প্রকার। যথা, ১. আসাবায়ে নসবিয়া, যাদের সাথে বংশীয় আত্মীয়তা আছে। ২. আসাবায়ে সবাবিয়া, যাদের সাথে বংশীয় আত্মীয়তা নেই। যেমন– আযাদকৃত দাস। কেননা যখন কেউ তার দাস-দাসীকে আযাদ করে, তখন তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি ওই মনিব পেয়ে থাকে, যদি সে দাস-দাসীর বংশীয় যাবিল ফুরূয এবং আসাবা না থাকে।

قَوْلُهُ : وَلَا يُخَيَّرُ الخ

ছোট সন্তানকে তার মুরব্বী নির্বাচনে ইখতিয়ার দেওয়া হবে না। কেননা এ বয়সে সে তার জন্যে যা বাস্তবিক কল্যাণ কর তা অবলম্বন করতে পারে না। এজন্যে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া অযথা কাজ বরং ক্ষতিকারকও বটে। হতে পারে সে তার ব্যাপারে পিতামাতার মতো স্নেহশীল ব্যক্তি স্থলে ক্ষতিকর কাউকে বেছে নিবে। কারণ, তার বুদ্ধি-বিবেক অপূর্ণাঙ্গ। বর্ণিত আছে: হযরত উমর রাযি. ও তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মধ্যে যখন তাদের ছোট শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে ঝগড়া হল, তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. শিশুকে স্বাধীনতা না দিয়ে তাকে মায়ের নিকট সমর্পণ করেন।

قَوْلُهُ : هٰذَا لِلْأُمِّ فَقَطْ الخ

উল্লেখিত হুকুম কেবল তালাকপ্রাপ্তা মাতার জন্যে নির্দিষ্ট। অন্যান্য প্রতিপালনকারিণী নারী, যেমন– দাদী প্রমুখের জন্যে শিশুকে নিয়ে নিজ বাসস্থানে সফর করা শিশুর পিতার অনুমতি ব্যতীত জায়েয নেই। কেননা নিজ স্ত্রীর সাথে তার বাড়িতে বিবাহ বন্ধনই প্রমাণ করে সে স্থানে স্ত্রীর অবস্থানের উপর স্বামী সম্মত আছে। কিন্তু স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনুপস্থিত।

بَابُ النَّفَقَةِ

تَجِبُ هِيَ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنٰى عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ صَغِيْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ لِلْعُرْسِ مُسْلِمَةً كَانَتْ اَوْ كَافِرَةً كَبِيْرَةً اَوْ صَغِيْرَةً تُوْطَأُ حَتّٰى لَوْ لَمْ تُوْطَأْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ تَسْلِيْمُ الْبُضْعِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَايَقْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ فَاِنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهٖ **بِقَدْرِ حَالِهِمَا فَفِى الْمُوْسِرَيْنِ نَفَقَةُ الْيَسَارِ وَ فِى الْمُعْسِرَيْنِ نَفَقَةُ الْعِسَارِ وَ فِى الْمُوْسِرِ وَ الْمُعْسِرَةِ وَ عَكْسِهٖ بَيْنَ الْحَالَيْنِ** هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَالْمُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ **وَلَوْ هِيَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهَا اَوْ مَرِضَتْ فِيْ بَيْتِ الزَّوْجِ لَا لِنَاشِزَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهٖ بِغَيْرِ حَقٍّ** اِحْتِرَازٌ عَنْ خُرُوْجِهَا بِحَقٍّ كَمَا لَوْ لَمْ يُعْطِهَا الْمَهْرَ الْمُعَجَّلَ فَخَرَجَتْ عَنْ بَيْتِهٖ **وَ مَحْبُوْسَةٍ بِدَيْنٍ وَ مَرِيْضَةٍ لَمْ تُزَفَّ وَ مَغْصُوْبَةٍ كَرْهًا وَ حَاجَّةٍ لَا مَعَهٗ وَ لَوْ كَانَتْ مَعَهٗ فَلَهَا نَفَقَةُ الْحَضَرِ لَا السَّفَرِ وَ لَا الْكِرَاءِ وَ عَلَيْهِ مُوْسِرًا نَفَقَةُ خَادِمٍ وَاحِدٍ لَهَا فَقَطْ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمَيْنِ اَحَدُهُمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَالْاٰخَرُ لِمَصَالِحِ خَارِجِ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلَانِ اَلْوَاحِدُ يَقُوْمُ بِهِمَا **لَا مُعْسِرًا فِى الْاَصَحِّ** اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاِنَّ عِنْدَهٗ تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ نَفَقَةُ الْخَادِمِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : ভরণপোষণ প্রসঙ্গ

স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্যে ভরণপোষণ, পোশাক ও বাসস্থান ওয়াজিব, যদিও স্বামী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, সহবাসের উপর সক্ষম না হয়। স্ত্রী মুসলমান হোক বা বিধর্মী, প্রাপ্তবয়স্কা হোক বা এমন অল্প বয়সী, যার সাথে সহবাস করা যায়। অনন্তর যদি তার সাথে সহবাস করা না যায়, তা হলে তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং তার থেকে স্বামীর নিকট যৌনাঙ্গ অর্পণ করা পাওয়া যায় নি। এজন্যে স্বামীর উপর ভরণপোষণও ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি এমনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, যে সহবাসের ক্ষমতা রাখে না (তবুও নাফকা ওয়াজিব হবে)। কেননা এখানে প্রতিবন্ধকতা স্বামীর পক্ষ থেকেই

এসেছে। **আর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থা বিবেচ্য। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিত্তবান হয়, তবে স্বচ্ছলতা হিসেবে ভরণপোষণ হবে আর যদি তারা উভয়ে দরিদ্র হয়, তবে দরিদ্রতা হিসেবে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি স্বামী বিত্তবান হয় আর স্ত্রী হয় দরিদ্র অথবা এর ব্যতিক্রম হয়, তবে ভরণপোষণ উভয়ের অবস্থার মাঝামাঝি ওয়াজিব হবে।** এটা আমাদের অভিমত। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর অবস্থা বিবেচ্য হবে। **যদিও স্ত্রী তার পিতৃগৃহে থাকুক অথবা স্বামীগৃহে পীড়িত হোক।**

যে অবাধ্য নারী স্বামীর বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের হয়ে গেছে, তার জন্যে ভরণপোষণ নেই। بِغَيْرِ حَقٍّ কয়েদ দ্বারা সে নারী বাদ পড়ে গেল, যে ন্যায়সঙ্গত কারণে বের হয়েছে। যেমন– যদি স্বামী তাকে মোহরে মুআজ্জাল [নগদ মোহর] প্রদান না করে, এরপর স্ত্রী তার বাড়ি থেকে চলে গেল, তবে নফকা বাতিল হবে না। **আর যে নারী নিজের ঋণের দায়ে আটক বা বাসর রাত যাপনের পূর্বেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, বা যাকে জোরপূর্বক ছিনতাই করা হয়েছে বা স্বামী ব্যতীত হজ্বে চলে গেছে, তা হলে স্ত্রীর জন্যে ভরণপোষণ নেই। আর যদি স্বামীর সাথে হজ্বে গিয়ে থাকে, তবে স্ত্রী আবাসের ভরণপোষণ পাবে, প্রবাসের নয় এবং যানবাহনের ভাড়াও নয়। আর স্বামীর স্বচ্ছলতার অবস্থায় স্ত্রীর শুধু একজন পরিচারকের ভরণপোষণ তার উপর ওয়াজিব হবে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে স্বামীর উপর দু'জন পরিচারকের নফকা ওয়াজিব হবে। একজন ঘরের ভিতরের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে, অপরজন ঘরের বাইরের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে। আর তরফাইন বলেন, একজন পরিচারকই দু'ধরনের কাজ সম্পাদন করতে পারে। **আর স্বামীর দরিদ্রতার অবস্থায় তার উপর বিশুদ্ধ মতানুসারে খাদেমের নফকা ওয়াজিব হবে না।** فِي الْأَصَحِّ কয়েদ দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর উক্তি বাদ পড়ে গেল। তার মতে দরিদ্র স্বামীর উপরও একজন খাদেমের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : بَابُ النَّفَقَةِ

বৈবাহিক সম্পক, আত্মীয়তা বা মালিকানার কারণে মানুষের উপর যে ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়, এ অধ্যায়ে তার আহকাম বর্ণিত হয়েছে। نَفَقَة শব্দের বর্ণত্রয় যবর সহকারে, এর বহুবচন نَفَقَات ; পরিভাষায় মানুষ নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে যে অর্থ-সম্পদ খরচ করে, একে নাফকা হলা হয়। তা نُفُوْق থেকে নির্গত, এর অর্থ– ধ্বংস হওয়া। যেমন– বলা হয়, نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نُفُوْقًا অর্থাৎ প্রাণী মারা গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ যে সম্পদ ব্যয় করে, তাকে نَفَقَة বলা হয় এজন্যে– ব্যয় করার দরুন সম্পদ ধ্বংস হয় এবং স্বাস্থ্য-অবস্থা সুস্থ-সঠিক থাকে। আর শরী'আতের পরিভাষায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহকে نَفَقَة বলা হয়। এজন্যেই নফকা অধ্যায়-এর শিরোনামে ফকীহগণ বস্ত্র ও বাসস্থানের বিধানসমূহ বর্ণনা করে থাকেন। তবে কখনো খাদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুর উপরও নফকা শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন– তাঁদের উক্তি تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنٰى-এর মধ্যে نَفَقَة দ্বারা শুধু খাদ্যই উদ্দেশ্য। কেননা আতফ مَعْطُوف عَلَيْهِ ও مَعْطُوف এর মধ্যে ভিন্নতা দাবি করে।

قَوْلُهُ : هٰذَا عِنْدَنَا الخ

ভরণপোষণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ধর্তব্য হবে, তা হানাফী ফকীহগণের মধ্যে থেকে শুধু ইমাম খাসসাফ রহ.-এর মাযহাব এবং অধিকাংশ মাশায়েখ তদনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণের মূল অভিমত হল, যা প্রকাশ্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। সর্বাবস্থায় স্বামীর অবস্থা বিবেচনা হবে। যেমনটি ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মাযহাব। তাদের দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ (প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় করবে)। এ ছাড়া এর সমর্থও হয় এই উক্তি দ্বারা– "মানুষ তার ক্ষমতা অনুসারে আদিষ্ট হয়ে থাকে"। এজন্যে ভরণপোষণ স্বামীর অবস্থার অনুপাতেই ওয়াজিব হওয়া উচিত চাই স্ত্রী ধনী হোক।

قَوْلُهُ : لَوْ هِيَ فِيْ بَيْتِ الخ

স্ত্রীর নফকা স্বামীর উপর ওয়াজিব, চাই স্ত্রী তার পিতার বাড়িতে থাকুক। যেদিন বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়েছে, সেদিন থেকে ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কারো কারো মতে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে বাসর যাপন না করা পর্যন্ত তার ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না। বস্তুত তাদের এ উক্তিটি ঠিক নয়। তদ্রুপ যদি স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার পার তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলেও স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : لَا لِنَاشِزَةِ الخ

نَاشِزَة ওই নারীকে বলা হয়, যে স্বামীর বাড়ি থেকে তার অনুমতি ব্যতীত অন্যায়ভাবে বের হয়ে চলে যায়। তার ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়, যাবৎ না সে স্বামীর ঘরে ফিরে আসবে এবং অবাধ্যতা বর্জন করবে। তবে যদি মাহরে মুআজ্জল পরিশোধ না করার কারণে স্ত্রী স্বামীগৃহে থেকে বের হয়ে যায়, তবে সে نَاشِزَة বা অবাধ্য গণ্য হবে না। কেননা এটা তার ন্যায্য অধিকার। যে মোহর নগদ আদায় করার ব্যাপারে আকদের মধ্যে শর্ত করা হয়েছে বা এ ধরনের নারীদের জন্যে প্রচলন হিসেবে যে পরিমাণ নগদ আদায় করার প্রথা রয়েছে, তা হল مَهْر مُعَجَّل [নগদ প্রদেয় মোহর]।

قَوْلُهُ : لَا مُعْسِرًا الخ

যদি স্বামী দরিদ্র হয়, তা হলে তার উপর স্ত্রীর খাদেমের নফকা ওয়াজিব নয়। আর এখানে স্বচ্ছলতার মাপকাঠি হল– সদকা গ্রহণ হারাম হওয়ার নেসাব; যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নেসাব নয় অর্থাৎ জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে অতিরিক্ত বর্ধনশীল মালের নেসাবের মালিক হওয়া শর্ত নয় বরং ধনী হল সে ব্যক্তি, যার উপর সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী ওয়াজিব হয় এবং তার জন্যে সদকা গ্রহণ করা হারাম হয়। জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে অতিরিক্ত এতটুকু সম্পদের মালিক হওয়াই তার জন্যে যথেষ্ট, যার মূল্য দু'শত দেরহামের সমান, চাই এ সম্পদ বর্ধনশীল না হোক।

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِعَجْزِهِ عَنْهَا وَ تُؤْمَرُ بِالْاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ اَىْ تُؤْمَرُ بِاَنْ تَسْتَقْرِضَ عَلَيْهِ وَ تَصْرِفَ اِلٰى نَفَقَتِهَا حَتّٰى اِنْ غَنِىَ الزَّوْجُ يُؤَدِّىْ فَرْضَهَا وَ هٰذَا عِنْدَنَا وَ اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ فَالْقَاضِىْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ عَنِ الْاِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوْفِ يَنُوْبُ الْقَاضِىْ مَنَابَهُ فِى التَّسْرِيْحِ بِالْاِحْسَانِ وَاَصْحَابُنَا لَمَّا شَاهَدُوا الضَّرُوْرَةَ فِى التَّفْرِيْقِ لِاَنَّ دَفْعَ الْحَاجَةِ الدَّائِمَةِ لَايَتَيَسَّرُ بِالْاِسْتِدَانَةِ وَالظَّاهِرُ اَنَّهَا لَا تَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهَا وَ غِنَى الزَّوْجِ فِى الْمَالِ اَمْرٌ مُتَوَهَّمٌ اِسْتَحْسَنُوْا اَنْ يُنْصِبَ الْقَاضِىْ نَائِبًا شَافِعِىَّ الْمَذْهَبِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا **وَمَنْ فُرِضَتْ لِعَسَارِهِ فَاَيْسَرَ تَمَّمَ نَفَقَةَ يَسَارِهِ اِنْ طَلَبَتْ وَ تَسْقُطُ نَفَقَةُ مُدَّةٍ مَضَتْ اِلَّا اِذَا سَبَقَ فَرْضُ قَاضٍ اَوْ رَضِيَا بِشَيْءٍ فَتَجِبُ لِمَا مَضٰى مَا دَامَا حَيَّيْنِ فَاِنْ مَاتَ اَحَدُهُمَا اَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَ الْمَفْرُوْضُ اِلَّا اِذَا اسْتَدَانَتْ بِاَمْرِ قَاضٍ** هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ فَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ بَلْ تَصِيْرُ دَيْنًا عَلَيْهِ **وَلَا تُسْتَرَدُّ مُعَجَّلَةُ مُدَّةٍ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَهَا** اَىْ اِذَا عُجِّلَتْ نَفَقَةُ مُدَّةٍ كَسِتَّةِ اَشْهُرٍ مَثَلًا فَمَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَهَا كَمَا اِذَا مَاتَ عِنْدَ مَضِىِّ شَهْرٍ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَبِىْ يُوْسُفَ لِاَنَّهَا صِلَةٌ اِتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ فَبِالْمَوْتِ سَقَطَ الرُّجُوْعُ كَمَا فِى الْهِبَةِ وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الشَّافِعِىِّ تُحْتَسَبُ نَفَقَةُ مَامَضٰى وَ هُوَ شَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ وَنَفَقَةُ خَمْسَةِ اَشْهُرٍ تُسْتَرَدُّ لِاَنَّهَا عِوَضٌ عَمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ بِالْاِحْتِبَاسِ۔

সহজ তরজমা

স্বামী নফকা দিতে অক্ষম হলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না; স্ত্রীকে স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণ করতে হুকুম দেওয়া হবে অর্থাৎ স্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হবে, সে স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণ করবে এবং নিজের ভরণপোষণে ব্যয় করবে। এমনকি যখন স্বামী ধনী হয়ে যাবে তখন তার নির্ধারিত নফকা পরিশোধ করবে। এটা আমাদের অভিমত। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। কেননা যখন স্বামী ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীকে রাখতে অক্ষম হল, তখন উত্তম পদ্ধতিতে স্ত্রীকে ছাড়পত্র দিতে কাজী তার স্থলবর্তী হবে। আমাদের মাশায়েখগণ যখন এমতাবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করলেন– কেননা ঋণ গ্রহণ করে স্থায়ী প্রয়োজন দূর করা সহজসাধ্য নয়। তদুপরি বলা

বাহুল্য, স্ত্রী এমন কোনো ব্যক্তিকে পাবে না, যে তাকে [বরাবরই] ঋণ দিতে থাকবে। তা ছাড়া অনতিবিলম্বে স্বামী মালদার হয়ে যাওয়াও একটি সন্দেহযুক্ত ব্যাপার। এজন্যে তারা এ পদ্ধতিকে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন, কাজী শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী একজনকে প্রতিনিধি বানিয়ে দিবে, সে তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে।

যে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর দরিদ্রতার বিবেচনায় নফকা নির্ধারণ করা হয়েছে, এরপর স্বামী ঋণী হয়ে গেছে, তা হলে স্ত্রী আবেদন করলে স্বামী তার স্বচ্ছলতা হিসেবে স্ত্রীর ভরণপোষণ পূর্ণ করে দিবে। আর গত হয়ে যাওয়া [বা বিগত] সময়ের ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু যদি কাজী তার জন্যে পূর্ব থেকে নফকা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে অথবা তার উভয়ে কোনো বস্তুর উপর সম্মত হয়ে থাকে, তা হলে বিগত সময়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দু'জন জীবিত থাকবে। সুতরাং যদি তাদের একজন মৃত্যুবরণ করে অথবা নফকা অধিগ্রহণ করার পূর্বে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে, তবে নির্ধারিত নফকা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী কাজীর নির্দেশে ঋণ গ্রহণ করে থাকে (তা মৃত্যু বা তালাকের কারণে রহিত হবে না)। এটা আমাদের অভিমত। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে মৃত্যু দ্বারা নফকা বাতিল হয় না বরং তা স্বামীর উপর ঋণ হয়ে যায়। **আর এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যে ভরণপোষণ অগ্রিম দেওয়া হয়েছে, সে সময়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে অবশিষ্ট ভরণপোষণ ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না** অর্থাৎ যখন এক নির্দিষ্ট সময়ের নফকা অগ্রিম দেওয়া হল। যেমন– ছয় মাস উদহারণস্বরূপ, তারপর সে সময়ের পূর্বে তাদের কেউ মারা গেল, যেমন– এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরই কেউ মারা গেল, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে স্ত্রী থেকে কিছুই ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা তা মূলত উপঢৌকন, যার উপর স্ত্রীর করয মিলিত হয়ে গেছে। তাই মৃত্যুর কারণে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। যেমন: হেবার মধ্যে (মৃত্যুর পর রুজু করার অধিকার থাকে না)। আর ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিয়ী রহ.-এর মতে অতীতকালের তথা এক মাসের ভরণপোষণ স্ত্রীর জন্যে হিসাব করে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট পাঁচ মাসের ভরণপোষণ ফেরত নেওয়া হবে। কেননা তা স্বামীর দায়িত্বে একটি বিনিময়, স্ত্রী স্বামীর নিকট আটক থাকার কারণে যার অধিকারিণী হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : تُؤْمَرُ بِالْاِسْتِدَانَةِ الخ

কাজীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে এ হুকুম দেওয়া হবে। ফলে ঋণদাতার জন্যে স্বামী থেকে নিজ ঋণ উসূল করা সম্ভব হবে। কেননা যদি কাজীর নির্দেশ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণ করে, তবে ঋণদাতা স্বামীর শরনাপন্নতে পারবে না বরং স্ত্রীর কাছেই নিজ ঋণের তাগাদা করবে এবং তার থেকেই গ্রহণ করবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে স্ত্রী স্বামী থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে কাজীর পক্ষ থেকে নির্ধারিত পরিমাণের সীমা পর্যন্ত।

قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ الخ

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর দলীলের সারকথা হল, কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে স্বামীর উপর দু'টি বিষয় থেকে একটি ওয়াজিব হয়। ১. নিয়মানুসারে স্ত্রীর ভরণপোষণ দিয়ে তাকে সুখ-শান্তিতে রাখা। ২. অন্যথা তাকে উত্তমভাবে ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং যখন দরিদ্রতার কারণে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিয়ে ন্যূনতম সুখেও রাখতে

অপারগ হয়ে গেল, তখন স্বামীর উপর তাকে উত্তমভাবে ছাড়পত্র দেওয়া এবং পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব। এখন স্বামী নিজ ইচ্ছায় ছাড়ছে না আর স্ত্রীরও কষ্ট হচ্ছে, তখন কাজী স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। কেননা তার সাধারণ ক্ষমতা অর্জিত রয়েছে। যেমন– নপুংসক ও লিঙ্গ কর্তিত স্বামীর ক্ষেত্রে কাজী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারপ্রাপ্ত হয়।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে: স্বামী নপুংসক ও লিঙ্গ কর্তিত হলে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ সন্তান জন্ম ও বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা থাকে না। এজন্যে এখানে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। কিন্তু নফকা বিবাহের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তা বিবাহের অনুগামী। এজন্যে নফকা দিতে অক্ষম হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক হবে না। এ ছাড়া স্ত্রী স্বামীর নামে ঋণ নিয়েও সমস্যা সমাধান করতে পারে। সুতরাং স্বামীর নপুংসক ও লিঙ্গ কর্তিত হওয়ার ক্ষতির অনুরূপ এখানে ক্ষতি নেই। সুতরাং একে তাদের উপর কিয়াসও করা যাবে না।

قَوْلُهُ : وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الخ

এ অধ্যায়ে মূল কথা হল, স্ত্রীকে আটকে রাখার কারণেই স্বামীর উপর ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। তথাপি তা কোনো বস্তুর বিনিময় নয়। কেননা যৌনাঙ্গ সম্ভোগের বিনিময় তো মোহর বরং তা একপ্রকারের দান। এজন্যে এর ওয়াজিব সুদৃঢ় হবে হয়তো কাজীর বিচারের মাধ্যমে অথবা স্বামী-স্ত্রীর কোনো পরিমাণের উপর পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে। সুতরাং যদি স্বামী স্ত্রীর উপর ব্যয় না করে, তবে তার উপর অতীত সময়ের নফকা ওয়াজিব হয়ে না। তবে হাঁ, যদি কাজী ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর সম্মত হয়ে যায়, তবে অতীতের নফকাও আদায় করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তালাক অথবা মৃত্যুর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী নির্ধারিত নফকা গ্রহণ না করে থাকে, তা হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি কাজীর নির্দেশক্রমে স্ত্রী স্বামীর নামে ঋণ নেয়, তবে তা বিবাহ বিচ্ছেদের পরও বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ : لِاَنَّهَا صِلَةٌ الخ

সারকথা হল, ভরণপোষণ মূলত একটি দান, যদিও তা আটক থাকার কারণে ওয়াজিব হয়। আর দানের মধ্যে অধিগ্রহণের পর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং মৃত্যুর কারণে তাতে রুজু করার অধিকার রহিত হয়ে যায়। যেমনিভাবে হেবার মধ্যে কবযের দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং দাতা ও গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা রুজু করার অধিকার থাকে না।

قَوْلُهُ : اِنَّهَا عِوَضٌ الخ

তাদের দলীলের মূলকথা হচ্ছে– ভরণপোষণ যেহেতু আটক হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে, এজন্যে তা আটক হওয়ার বিনিময় ও বদল স্থির হবে। এখন যে সময়ের নফকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে, তা অতিক্রান্ত পূর্বে যদি স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা যায়, তা হলে সে সময়ের বিনিময়ের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মৃত্যুর দরুন স্বামীর পক্ষ থেকে আটককরণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং এখানেও অন্যান্য বিনিময়ের মতো হুকুম হবে অর্থাৎ অগ্রিম দেওয়া বিনিময় ফেরত নেওয়া হবে, যদি তা বিদ্যমান থাকে আর তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে এর মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে।

وَ نَفَقَةُ عِرْسِ الْقِنِّ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرٰى وَ فِىْ دَيْنِ غَيْرِهَا يُبَاعُ مَرَّةً صُوْرَتُهُ

عَبْدٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِاِذْنِ الْمَوْلٰى فَفَرَضَ الْقَاضِى النَّفَقَةَ عَلَيْهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَلْفُ دِرْهَمٍ

فَبِيْعَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَ هِىَ قِيْمَتُهُ وَالْمُشْتَرِىْ عَالِمٌ اَنَّ عَلَيْهِ دَيْنُ النَّفَقَةِ يُبَاعُ مَرَّةً أُخْرٰى

بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ هٰذَا الْاَلْفُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ اٰخَرَ فَبِيْعَ بِخَمْسِمِائَةٍ لَايُبَاعُ مَرَّةً أُخْرٰى

وَيَجِبُ سُكْنَاهَا فِىْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِهِ وَلَوْ وَلَدُهُ مِنْ غَيْرِهَا اِلَّا بِرِضَاهَا وَبَيْتٌ

مُفْرَدٌ مِنْ دَارٍ لَهُ غَلَقٌ كَفَاهَا وَ لَهُ مَنْعُ وَالِدَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْبَيْتَ مِلْكُهُ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ ـ

সহজ তরজমা

দাসের স্ত্রীর নফকা তার উপরই আবশ্যক। নফকা পরিশোধ করার জন্য তাকে একাধিকবার বিক্রয় করা যাবে। স্ত্রীর ভরণপোষণ ব্যতীত অন্য ঋণের বেলায় একবারই তাকে বিক্রয় করা যাবে। এর প্রক্রিয়া হলো, কোনো দাস মনিবের অনুমতি সাপেক্ষে কোনো মহিলাকে বিবাহ করল এবং বিচারক তার উপর ভরণপোষণ নির্ধারণ করে দিল, এরপর তার যিম্মায় হাজার দিরহাম একত্রিত হয়ে গেল। এখন তাকে পাঁচশ দিরহামে বিক্রয় করা হল আর এটাই তার মূল্য। আর ক্রেতাও জানে, তার দায়িত্বে স্ত্রীর নফকার ঋণ রয়েছে, তা হলে এ দাসকে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা হবে। তা এর বিপরীত– যখন এ এক হাজার দিরহাম তার দায়িত্বে অন্য কোনো কারণে ঋণ থাকে এবং তা আদায়ের জন্যে তাকে পাঁচশ দিরহামে বিক্রয় করা হল তা হলে তাকে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা যাবে না (বাকি পাঁচশ দিরহাম পরিশোধের জন্যে)। **এমন একটি ঘরে স্ত্রীর সহবাসের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব, যাতে স্বামীর পরিবারের কেউ থাকবে না, যদিও অন্য স্ত্রীর উদর থেকে তার সন্তানই হোক না কেন। তবে স্ত্রী তাদের সাথে থাকতে রাজি হলে [অসুবিধে নেই]। আর কোনো ঘরের এমন একক কক্ষ, যার ভিন্ন দরজা রয়েছে, তখন সে ঘরই স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট হবে। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর মাতাপিতা ও অন্য স্বামীর ঘরের সন্তানকে স্ত্রীর নিকট আসতে নিষেধ করার অধিকার আছে।** কারণ, ঘর স্বামীর মালিকানাভুক্ত, তাই এতে কাউকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার অধিকারও তার আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَرَّةً بَعْدَ أُخْرٰى الخ

যখন গোলামের উপর স্ত্রীর জন্যে নির্ধারিত নফকা একত্রিত হয়ে যাবে, তখন তা আদায়ের জন্যে তাকে বিক্রয় করা হবে। যদি দ্বিতীয়বার নফকার ঋণ জমা হয়ে যায়, তা হলে তাকে পুনরায় বিক্রয় করা যাবে। এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ক্রেতার জানা থাকবে, এই দাসের উপর ঋণ রয়েছে। যদি ক্রেতার তা জানা না থাকে, তা হলে অবগতি লাভের পর সে গোলাম ফেরত দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হবে। কেননা এটা একটি দোষ, যে ব্যাপারে সে পরে অবহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : فِىْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيْهِ الخ

স্বামীর উপর কর্তব্য হল, স্ত্রীকে এমন একটি স্বতন্ত্র ঘরে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া, যে ঘরে স্বামীর পরিবারস্থ কেউ অথবা স্বামীর অন্য স্ত্রীর কোনো সন্তান থাকে না। এ ঘর চাই স্বামীর মালিকানাধীন হোক অথবা ভাড়াকৃত বাড়ি হোক অথবা কর্জ হিসেবে প্রাপ্ত হোক। এ ব্যাপারে মূল হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণী- وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ এতে স্ত্রীর ক্ষতিসাধন করতে স্বামীকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যে ঘরে স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকে, এর দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী স্বামীর সাথে মন দেওয়া নেওয়া করতে পারবে না এবং নিজের পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের ব্যাপারে তৃপ্ত হতে পারবে না।

উল্লেখ্য, গ্রন্থকারের উক্তি لَيْسَ فِيْهِ বাক্যটি بَيْت এর সিফাত পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : بَيْتٌ مُفْرَدٌ الخ

কয়েকটি কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে স্ত্রীর জন্যে পৃথক একটি কক্ষই যথেষ্ট। তবে শর্ত হচ্ছে, তা ঘরের অন্যান্য কক্ষ থেকে সম্পর্কহীন ও পৃথক হতে হবে, যাতে অন্য কক্ষের লোকদের তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে না হয়, স্ত্রী স্বীয় সামানপত্র সংরক্ষণ করতে পারে এবং তার প্রয়োজন পূরণে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

قَوْلُهُ : وَ لَهُ مَنْعُ الخ

অনুরূপভাবে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বেলায়ও মাসআলা এটাই, স্ত্রীর ঘরে তাদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে যদি তারা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এ মাসআলায় এটি একটি উক্তি। অপর উক্তি হল, তাদের স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার স্বামীর মূলত কোনো অধিকার নেই। তবে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতে স্বামী নিষেধ করতে পারে। তৃতীয় আরেকটি উক্তি, মাতাপিতাকে সপ্তাহে একবার এবং অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়দেরকে বছরে একবার আসতে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। হেদায়া গ্রন্থকার এ সকল মন্তব্য উল্লেখ করত শেষোক্ত উক্তিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।

لَا مِنَ النَّظَرِ اِلَيْهَا وَكَلَامِهَا مَتٰى شَاءُوْا وَ قِيْلَ لَا مَنْعَ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَا مِنْ دُخُوْلِهِمَا عَلَيْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَ فِىْ مَحْرَمٍ غَيْرِهِمَا كُلَّ سَنَةٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَ يُفْرَضُ نَفَقَةُ عُرُسِ الْغَائِبِ وَ طِفْلِهٖ وَاَبَوَيْهِ فِيْ مَالٍ لَهٗ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ فَقَطْ كَالدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيْرِ اَوِ الطَّعَامِ اَوِ الْكِسْوَةِ الَّتِىْ تَلْبَسُهَا هِىَ بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ كَالْعُرُوْضِ الَّتِىْ يَحْتَاجُ اِلٰى بَيْعِهَا لِتَصَرُّفَ اِلٰى نَفَقَتِهَا **عِنْدَ مُوْدَعٍ اَوْ مَدْيُوْنٍ اَوْ مُضَارِبٍ اِنْ اَقَرَّ بِهٖ وَ بِالنِّكَاحِ اَوْ عَلِمَ الْقَاضِىْ ذٰلِكَ ـ**

সহজ তরজমা

স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ও তার সাথে কথা বলা থেকে নিষেধ করা স্বামীর জন্যে জায়েয নেই, যখনই তারা দেখা করতে ও কথা বলতে চায়। আর কারো কারো মতে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার স্ত্রীকে মাতাপিতার নিকট গমন করতে এবং মাতাপিতাকে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করতে স্বামী বাধা দিতে পারবে না। আর পুরো বছরে একবার মাতাপিতা ছাড়া অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়দেরকে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দেওয়া জায়েয নেই। এটা-ই বিশুদ্ধ মত। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রী তার শিশু সন্তানাদি ও পিতামাতার ভরণপোষণ কাজী শুধু তার সে সম্পদ থেকে নির্ধারিণ করে দিবে, যা তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা সমূহ অথবা খাদ্য কিংবা বস্ত্রাদি, যা স্ত্রী পরিধান করতে পারে। এটা সে-সব বস্তুর বিপরীত, যা তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন– ওই পণ্য সামগ্রী, যা স্ত্রীর ভরণপোষণে খরচ করতে হলে তা বিক্রি করার প্রয়োজন পড়বে (যথা : বাড়িঘর, জায়গা জমি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এগুলো কাজী ভরণপোষণে নির্ধারণ করবে না)। যা স্বামী কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা ঋণগ্রহীতা বা যৌথ কারবারীর নিকট রেখে গেছে যদি তারা এ সম্পদের ও তাঁর বিবাহের কথা স্বীকারোক্তি করে অথবা কাজী তা জানে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ الخ

উক্ত বাক্যের সারাংশ হল, তাদের ভরণপোষণের অধিকার খাদ্যশস্য, বস্ত্র এবং দিরহাম-দিনারের [-ও নগদ টাকা-পয়সার] মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এ রকমের সম্পদের মধ্যে তাদের নফকা– ঘর, জায়গা, মেশিন, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি থাকে, যা ব্যয় করতে হলে বিক্রয় করতে হবে, তা হলে সেগুলো ভরণপোষণে নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয নেই।

قَوْلُهٗ : عِنْدَ مُوْدَعٍ الخ

مُوْدَع শব্দের دال বর্ণ যবর সহকারে। অর্থ, যার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয়, আমানতদার অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তি কারো নিকট নিজের মাল আমানত রেখে চলে গেছে অথবা কোনো ঋণগ্রহীতার নিকট তার পাওনা রয়েছে অথবা কারো সাথে লভ্যাংশের ভিত্তিতে তার যৌথ ব্যবসা রয়েছে। আর এ সকল সম্পদ সে অনুপস্তিত ব্যক্তির বলে তারা স্বীকারও করছে এবং তারা তার বিবাহ করার কথাও স্বীকার করছে, তখন কাজী সে সম্পদ থেকে স্ত্রী, মাতাপিতা ও সন্তানাদির নফকা নির্ধারণ করে দিবে।

وَيُكَفِّلُهَا اَىْ يَاخُذُ مِنْهَا كَفِيْلاً **وَ يَحْلِفُهَا عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا النَّفَقَةَ** اَلضَّمِيْرُ فِىْ اَنَّهُ ضَمِيْرُ الْغَائِبِ **لاَ بِاِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى النِّكَاحِ** اَىْ لاَ يَفْرِضُ الْقَاضِى النَّفَقَةَ بِاِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى النِّكَاحِ **وَ لاَ اِنْ لَمْ يَخْلُفْ مَالاً فَاَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَيْهِ** اَىْ عَلَى النِّكَاحِ **لِيَفْرِضَ الْقَاضِىْ عَلَيْهِ وَيَاْمُرُهَا بِالْاِسْتِدَانَةِ وَ لاَ يَقْضِىْ بِهٖ** اَىْ بِالنِّكَاحِ لِاَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ **وَقَالَ زُفَرُ يَقْضِىْ بِالنَّفَقَةِ لاَ بِالنِّكَاحِ** وَ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلٰى هٰذَا لِلْحَاجَةِ **وَ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِىُّ وَالْبَائِنُ وَالْمُفَرَّقَةُ بِلاَ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ الْبُلُوْغِ وَ التَّفْرِيْقِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنٰى** اَىْ مَادَامَتْ فِى الْعِدَّةِ وَ فِىْ مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ خِلاَفُ الشَّافِعِىِّ لَهُ حَدِيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَ لَنَا رَدُّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ ـ

সহজ তরজমা

তার থেকে একজন কফীল–জামিন নিয়ে নিবে অর্থাৎ কাজী স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন কফীল গ্রহণ করবে **এবং স্ত্রীকে এ মর্মে শপথ করাবে যে, স্বামী তাকে ভরণপোষণ প্রদান করে নি।** গ্রন্থকারের উক্তি اَنَّهُ এর যমিরটি غَائِبُ এর যমীর (অর্থাৎ غَائِبُ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে)। **শুধু বিবাহের উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই ভরণপোষণ নির্ধারণ করা যাবে না** অর্থাৎ বিবাহের উপর প্রমাণ পেশ করলেই কাজী নফকা নির্ধারণ করে দিবে না (যদি পূর্ব থেকে কাজী বিবাহ স্বীকার না করে)। **অদ্রুপ সে যদি কোনো সম্পদ রেখে না যায় আর স্ত্রী বিবাহের উপর প্রমাণ উপস্থাপন করে, যাতে কাজী তার উপর নফকা নির্ধারণ করে দেয় এবং তাকে স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দেয়, তবুও কাজী নফকা নির্ধারণ করবে না এবং বিবাহের ব্যাপারেও ফয়সালা করবে না।** কেননা তা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বিচার করা হবে (যা নাজায়েয)। **ইমাম যুফার রহ. এর মতে ভরণপোষণের ফায়সালা করা হবে; বিবাহের নয়।** আর বর্তমানে মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর উপরই বিচারকদের আমল রয়েছে। **যে স্ত্রী রজয়ী তালাক অথবা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে অথবা কোনো অন্যায় ব্যতীত যার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, যেমন– খেয়ারে ইতক, খেয়ারে বুলূগ এবং কুফূ না হওয়া জনিত বিচ্ছেদ– তাদের ভরণপোষণ ও বাসস্থন স্বামীর উপর আবশ্যক** অর্থাৎ যতক্ষণ স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে। আর তালাকে বায়েনের ইদ্দতপালনরতা স্ত্রীর ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। (তার মতে তার জন্য নফকা ও সুকনা স্বামীর উপর আব্যশক নয়)। তার দলীল হচ্ছে– হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি. এর হাদীস। আর আমাদের দলীল হচ্ছে– হযরত উমর রাযি.-এর এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيُكَفِّلُهَا الخ

অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রীর জন্যে নফকা স্থির করার পূর্বে কাজী সে স্ত্রী থেকে একজন জামিন গ্রহণ করবে এবং তার থেকে শপথ নিবে। কেননা হতে পারে স্বামী সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীকে কয়েক মাসের খরচ আগাম

দিয়ে দিয়েছে। এখন স্ত্রী খরচ না পাওয়ার শপথ করবে, যেন তার অধিকার প্রকাশ হয়ে যায়। এরপর অনুপস্থিত স্বামীর প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন জামিনও নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। কেননা হতে পারে স্ত্রী সম্পূর্ণ নফকাই হাসিল করে নিয়েছে অথবা স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে এবং ইদ্দতও অতিক্রম হয়ে গেছে। এখন যদি স্বামী ফিরে এসে তার ইদ্দতের সত্যতা স্বীকার করে, তবে তার অধিকার সাবেত হবে, তা হলে তো ঠিকই আছে। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে সে নিজের মাল স্ত্রীর কফীল থেকে উসূল করে নিবে এবং কফীল স্ত্রী থেকে মাল ফেরত নিবে।

قَوْلُهُ : وَلَا اِنْ لَمْ يَخْلُفْ مَالًا الخ

যদি অনুপস্থিত স্বামী কারো নিকট সম্পদ রেখে না যায়, তা হলে কাজী স্ত্রীর জন্যে কোনো ভরণপোষণ নির্ধারণ করবে না। চাই স্ত্রী এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করুক যে, সে অমুকের বিবাহিতা স্ত্রী, যাতে কাজী তার নফকা স্থির কর দেয় অথবা স্বামীর নামে তাকে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। যেমনি হুকুম স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে অপারগ স্বামীর। এর কারণ হল– প্রমাণ উপস্থাপন করার ভিত্তিতে অনুপস্থিত স্বামীর উপর নফকা আরোপ করা এবং তার নামে ঋণ নেওয়ার আদেশ দেওয়া মূলত অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পর্কে বিচার করা। এতে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়, যা বিচারিক কানুনের পরিপন্থী। এজন্যে এ প্রমাণ দ্বারা বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার রায় দেওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ : عَلٰى هٰذَا لِلْحَاجَةِ الخ

অনেক সময় স্ত্রীকে ফেলে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দিয়ে চলে যায়। অপরদিকে কাজী বা অপরাপর লোকদের তার বিবাহ সম্পর্কেও জানা থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আবশ্যক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভরণপোষণের ফায়সালা দেওয়া হবে; অবশ্য স্ত্রীর দিক লক্ষ্য করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা স্বামী ফিরে আসার পর যদি তা স্বীকার করে, তা হলে তো স্ত্রী তার অধিকার লাভ করেছে। অন্যথায় স্বামী সে স্ত্রী অথবা তার কফীল থেকে তা ফেরত নিয়ে নিবে, যাকে কাজী কফীল হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

قَوْلُهُ : حَدِيْثُ فَاطِمَةَ الخ

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর দলীল হল, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি. এর হাদীস। যেমন: তিনি বলেন, আমাকে আমার স্বামী আবূ উমর ইবনে হাফস তিন তালাক দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্যে নফকা ও বাসস্থানের হুকুম দেন নি বরং আমাকে উম্মে মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাদের দলীল হল, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি.-এর হাদীসটি হযরত উমর রাযি. শুনে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন,

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَ لَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ اِمْرَاءَةٍ لَا نَدْرِىْ حَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنٰى وَ النَّفَقَةُ

অর্থাৎ আমার আল্লাহর কিতাব ও নবীজির সুন্নতকে এমন এক মহিলার কথায় ত্যাগ করতে পারি না, যার ব্যাপারে আমরা অবহিত নই, সে কি ঠিক মুখস্থ রেখেছে না-কি ভুলে গেছে। তালাকে বায়েন প্রাপ্তা নারীর জন্যে নফকা ও সুকনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন – وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ আর এর উপর সাহাবীদের ইজমা সংগঠিত হয়েছে।

لَا لِمُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ وَ الْمُفَرَّقَةِ بِالْمَعْصِيَةِ كَالرِّدَّةِ وَ تَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ وَ رِدَّةُ مُعْتَدَّةِ الثَّلٰثِ تَسْقُطُ لَا تَمْكِيْنُهَا اِبْنَهُ لِاَنَّهُ لَا اَثَرَ لِلرِّدَّةِ وَ التَّمْكِيْنِ فِى الْفُرْقَةِ لِاَنَّهَا قَدْ ثَبَتَتْ قَبْلَهُمَا فَلَا يُسْقِطَانِ النَّفَقَةَ اِلَّا اَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُحْبَسُ لِتَتُوْبَ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوْسَةِ بِخِلَافِ الْمُمَكِّنَةِ اِبْنَ الزَّوْجِ وَ **نَفَقَةُ الطِّفْلِ فَقِيْرًا عَلٰى اَبِيْهِ** اِنَّمَا قَالَ فَقِيْرًا حَتّٰى لَوْ كَانَ غَنِيًّا فَهِىَ فِىْ مَالِهٖ **وَلَا يَشْرَكُهُ اَحَدٌ كَنَفَقَةِ اَبَوَيْهِ وَعِرْسِهٖ** اَىْ لَا يَشْرَكُهُ اَحَدٌ فِى نَفَقَةِ طِفْلِهٖ كَمَا لَا يَشْرَكُهُ فِىْ نَفَقَةِ اَبَوَيْهِ وَ عِرْسِهٖ وَ **لَيْسَ عَلٰى اُمِّهٖ اِرْضَاعُهُ اِلَّا اِذَا تَعَيَّنَتْ** بِاَنْ لَا يُوْجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ اَوْ لَا يَشْرَبُ لَبَنَ غَيْرِهَا وَ **يَسْتَاْجِرُ الْاَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا** اَىْ اِذَا لَمْ تَتَعَيَّنِ الْاُمُّ وَ **لَوْ اِسْتَاجَرَهَا مَنْكُوْحَةً اَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ رَجْعِىٍّ لِتُرْضِعَهُ لَمْ يَجُزْ وَ فِى الْمَبْتُوْتَةِ رِوَايَتَانِ** اِعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ اَوْجَبَ الْاِرْضَاعَ عَلَى الْاُمَّهَاتِ ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهٖ اَوْجَبَ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الْاُمَّهَاتِ وَالْاٰبَاءِ فَاِنِ امْتَنَعَتْ وَالْاَبُ لَايَتَضَرَّرُ بِاسْتِيْجَارِ الْمُرْضِعَةِ لَا تُجْبَرُ الْاُمُّ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ اِمْتِنَاعَهَا لِلْعِجْزِ لِاَنَّ اِشْفَاقَ الْاُمُوْمَةِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ اِلَّا لِلْعَجْزِ فَاِذَا اَقْدَمَتْ عَلَيْهِ وَ طَلَبَتِ الْاُجْرَةَ لَا تُعْطٰى لِاَنَّهُ ظَهَرَ قُدْرَتُهَا فَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ لَا يُوْجِبُ الْاُجْرَةَ عَلَا اَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُوْجِبْ لِلْمُرْضِعَةِ اِلَّا النَّفَقَةَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَكُلُّ مَنْ يَاْخُذُ النَّفَقَةَ وَ هِىَ الْمَنْكُوْحَةُ وَ مُعْتَدَّةُ الرَّجْعِىِّ لَا تُعْطٰى شَيْئًا اُخَرَ لِلْاِرْضَاعِ وَاَمَّا الْمَبْتُوْتَةُ فَكَذَا فِىْ رِوَايَةٍ وَاَ مَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى فَاِنَّ الزَّوْجَ قَدْ اَوْحَشَهَا بِالْاِبَانَةِ فَلَا يُرْجٰى مِنْهَا الْمُسَامَحَةُ وَالْمُسَاهَلَةُ فَصَارَتْ كَمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ اِنَّمَا تَجُوْزُ الْاِجَارَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِاَنَّ النَّفَقَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لَهَا فَتَجِبُ الْاُجْرَةُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ الْاٰيَةَ ـ

সহজ তরজমা

স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণীর জন্যে এবং কোনো অন্যায়ের কারণে যার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে, যেমন– স্বধর্ম ত্যাগ করা বা স্বামীর পুত্রকে চুমো দেওয়া, তার জন্যে স্বামীর উপর ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। তদ্রুপ তিন তালাকের ইদ্দত পালনরতা নারী মুরতাদ হয়ে গেলে তার ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে। তবে স্বামীর পুত্রকে স্ত্রী নিজের উপর সুযোগ দিলে তার ভরণপোষণ রহিত হবে না। কেননা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুরতাদ হওয়া ও স্বামী পুত্রকে সুযোগ দেওয়ার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ, বিবাহ বিচ্ছেদ তো এতদুভয়ের পূর্বে (তিন তালাকের কারণেই) সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ধর্মত্যাগ ও স্বামীপুত্রকে সুযোগ দান ভরণপোষণকে রহিত করবে না। কিন্তু মুরতাদ নারীকে তওবা করা পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে আর অবরুদ্ধ নারীর জন্যে স্বামীর উপর ভরণপোষণ নেই। তা স্বামীপুত্রকে সুযোগ দানকারিণী নারীর বিপরীত (কারণ, সে ইদ্দতের ঘরে থাকে। কাজেই তার জন্যে ভরণপোষণের প্রয়োজন হবে)। **আর দরিদ্র হলে শিশুর ভরণপোষণ তার পিতার উপর ওয়াজিব হবে।** গ্রন্থকার فَقِيْرًا। বলেছেন– কারণ, যদি সন্তান ধনী হয়, তবে তার ভরণপোষণ তার সম্পদ থেকে হবে **এবং কেউ তাতে অংশীদার হবে না। যেমন, মাতাপিতা ও স্ত্রীর ভরণপোষণে কেউ তার সাথে অংশীদার হয় না** অর্থাৎ ছোট সন্তানের ভরণপোষণে কেউ পিতার সাথে শরীক হবে না। যেমন, মাতাপিতা ও স্ত্রীর ভরণপোষণে কেউ তার সাথে অংশীদার হয় না। **আর মায়ের উপর শিশু সন্তানকে দুধ পান করানো আবশ্যক নয়, কিন্তু যখন মাতা নির্ধারিত হয়ে যায়** অর্থাৎ যখন মাতা ব্যতীত এমন কোনো মহিলা না পাওয়া যাবে, যে সন্তানকে দুধ পান করাবে অথবা সন্তান মাতা ছাড়া অন্য কারো দুধ পান না করে।

পিতা কোনো নারীকে বিনিময় দিয়ে রাখবে, যে সন্তানকে তার মায়ের নিকট দুধ পান করাবে অর্থাৎ যখন দুধ পান করানোর জন্যে মা নির্ধারিত হবে না। **আর যদি মাতাকে বিনিময় দিয়ে রাখে সন্তানের দুধ পান করানোর জন্যে, চাই সে পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হোক অথবা তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালনকারিণী হোক, তা জায়েয হবে না। আর যদি সে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাকে বিনিময়ে নিয়োগ করার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।**

জেনে রাখ, আল্লাহ ত'আলার বাণী– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ (জননীরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে) তা মাতাদের উপর দুধ পান করানোকে ওয়াজিব করে। এরপর আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ الخ (কাউকে তার সামর্থাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না) তা মাতা ও পিতা উভয় থেকে ক্ষতি দূরীকরণকে আবশ্যক করে। সুতরাং মাতা যদি দুধ পান করাতে অস্বীকার করে এবং পিতা কোনো দুগ্ধদাত্রীকে বিনিময় দিয়ে রাখতে কষ্টের সম্মুখীন না হয়, তা হলে মাকে দুধ পান করানোর জন্যে জবরদস্তি করা যাবে না। কেননা স্পষ্টত মাতা বাস্তবিক কোনো অপারগতার কারেণেই দুধ পান করাতে অস্বীকার করছে। কারণ, মাতার স্বভাবসুলভ মমতা এ কথার প্রতি নির্দেশ করে, কোনো অপারগতা ছাড়া সে দুধ পান করাতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং যদি মাতা দুধ পান করাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে বিনিময়ের আবদন করে, তা হলে তাকে বিনিময় প্রদান করা হবে না।

কেননা দুধ পান করানোর উপর তার সক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে গেছে, (আর সক্ষমতার অবস্থায় প্রথম আয়াতের আলোকে দুধ পান করানো মাতার উপর ওয়াজিব) আর নিজের ওয়াজিব সম্পাদন করা কারো উপর বিনিময় আবশ্যক করে না। উপরন্তু শরীয়ত পিতার উপর শুধু স্তন্যদানকারিণী মাতার ভরণপোষণ ওয়াজিব করে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর কর্তব্য হল, সে সমস্ত নারীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। সুতরাং যেসব নারী নফকা গ্রহণ করে থাকে, চাই সে বিবাহিতা স্ত্রী হোক বা তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালনরতা হোক, তাকে সন্তানের দুধ পান করানোর কারণে অন্য কোনো বস্তু প্রদান করা হবে না। পক্ষান্তরে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারীর হুকুমও এক বর্ণনানুযায়ী এরূপ আর অপর বর্ণনানুযায়ী তাকে দুধ পান করানোর জন্যে বিনিময় দেওয়া জায়েয আছে। কেননা বায়েন তালাক দিয়ে স্বামী নিজেই তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। ফলে তার থেকে উদারতা ও কোমল ব্যবহারের আশা করা যায় না। সুতরাং সে এমন হয়ে গেল, যেমনটি ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর হয়ে থাকে। আর ইদ্দতের পর বিনিময় প্রদান জায়েয হবে। কেননা তার জন্যে নফকা ওয়াজিব নয়। সুতরাং বিনিময় ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ الخ (সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব হল, তাদেরকে খোরপোষ প্রদান করা)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِلَّا اَنَّ الْمُرْتَدَّةَ الخ

মুরতাদ স্ত্রীর ভরণপোষণ রহিত হয়ে যাবে, তাকে তওবা করার জন্যে আটক করা হয় আর কারাবন্দিনীর জন্যে ভরণপোষণ দেওয়ার বিধান নেই। এটা স্বামীপুত্রকে সঙ্গমে সুযোগদানকরিণী স্ত্রীর বিপরীত। কারণ, সে স্বামী গৃহে ইদ্দত পালনরতা থাকে, বিধায় তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে।

قَوْلُهُ : وَ نَفَقَةُ الطِّفْلِ الخ

সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সবকিছুর উপর নফকা শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। আর طِفْل শব্দটি জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বয়সী সন্তানের উপর প্রয়োগ হয়। এতে একবচন ও বহুবচন, পুরুষ ও মহিলা সবই শামিল রয়েছে। এ বাক্যে বুঝানো হয়েছে, পিতার উপর সাবালক সন্তানের ভরণপোষণ করা কোনো ওজর ব্যতীত আবশ্যক নয়। আর فَقِيْر এর শর্ত এজন্যে লাগানো হয়েছে, যদি সন্তান ধনবান হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ভরণপোষণ আবশ্যক হবে, চাই তা ভূমি, কাপড় বা অন্য কোনো বস্তু হোক। পিতা এগুলো বিক্রয় করে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

قَوْلُهُ : وَ لَيْسَ عَلَى اُمِّهِ الخ

মাতার উপর ওয়াজিব নয়, সন্তানকে দুধ পান করানো, চাই মাতা সন্তানের পিতার বিবাহে হোক অথবা তালাকপ্রাপ্তা হোক। এ হুকুম বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে। এর কারণ হল– সন্তানের প্রয়োজন পূর্ণ করা পিতার উপর ওয়াজিব আর দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক প্রদান প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যে পিতার উপর ওয়াজিব হল, বিনিময় দিয়ে সন্তানকে দুধ পান করাবে। তা মাতার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু ধার্মিকতার

বিবেচনায় মাতার উপর সন্তানকে দুধপান সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। আর বিচারের দৃষ্টিতেও তখন মাতার উপর দুধপান করানো ওয়াজিব হয়ে যায়, যখন মাতা নির্ধারিত হয়ে যাবে; দুধ পান করানোর মতো অন্য কোনো মহিলা না পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ : مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا الخ

বিনিময়ের উপর নিযুক্ত দুগ্ধদাত্রী বাচ্চার মায়ের ঘরেই এ কাজ সম্পাদন করবে। কেননা সন্তান প্রতিপালনের অধিকার মূলত মাতারই অর্জিত রয়েছে। এজন্য পিতার জন্যে জায়েয হবে না, সন্তানকে মায়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে স্তন্যদানকারিণীর কাছে সমর্পণ করা আর সে অন্য জায়গায় নিয়ে শিশুকে দুধ পান করাবে।

قَوْلُهُ : عَلَا اَنَّ الشَّرْعَ الخ

সন্তনের দুধ পান করানোর জন্যে মাতাকে অতিরিক্ত বিনিময় দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে আরো একটি দলীল হল, শরী'আত পিতার উপর দুধ দানকারিণী মাতার জন্যে অন্ন, বস্ত্র সরবরাহ করা ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যক করেন নি। দুগ্ধ দানের জন্যে পৃথক পারিশ্রমিক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের জন্যে পৃথক খোরপোষ নির্ধারণ করে নি। এজন্যে দুধদানকারিণী মাতার জন্যে সন্তানের পিতার উপর কেবল নফকাই ওয়াজিব হবে। দুগ্ধদানের বিনিময়ে এর থেকে অতিরিক্ত কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ : فَاِنَّ الزَّوْجَ قَدْ اَوْ حَشَهَا الخ

যে নারী বায়েন তালাকের ইদ্দতের মধ্যে আছে, তাকে সন্তানের দুগ্ধদানের জন্যে বিনিময় প্রদানপূর্বক নিয়োগ করা জায়েয নেই। এ মতের উপর উপর্যুক্ত বাক্যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। প্রশ্নটি হল, যখন স্বামী তাকে এমন বায়েন তালাক দিল, যার পরে রজাআত করার সম্ভাবনা নেই, তখন সে নিজেই স্ত্রীকে বিচ্ছেদ জীবনের আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে। এরপর তার থেকে এ আশা করা যায় না, সে আনন্দচিত্তে স্বামীর সন্তানকে দুধ পান করাবে। তাই এখন সন্তানের লালন-পালনের নিমিত্তে বিনিময় দিয়ে রাখা জায়েয হবে। যেমন- ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর মাতাকে বিনিময় প্রদানপূর্বক দুধ দানের জন্যে নিয়োগ করা জায়েয আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হল: স্বামী যদিও তাকে তালাক দিয়ে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে, কিন্তু যতক্ষণ স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর সাথে তার বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায় নি। যেমন- এ বন্ধনের ভিত্তিতেই স্ত্রীর খোরপোষ স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। এজন্যে দুধ পান করানোর কারণে তাকে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া আবশ্যক হবে না। তবে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী অবস্থা এর বিপরীত। তখন স্বামীর সাথে স্ত্রীর কোনোরূপ বন্ধন অবশিষ্ট থাকে না এবং সে স্বামী থেকে নফকাও পায় না। কাজেই তখন তাকে বিনিময় দিয়ে নিয়োগ করা জায়েয হবে।

وَ لِارْضَاعِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ اَوْ لِابْنِهِ مِنْ غَيْرِهَا صَحَّ اَيِ الْاِسْتِيْجَارُ لِارْضَاعِ وَلَدِهِ الَّذِىْ مِنْهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَالْاِسْتِيْجَارُ لِارْضَاعِ اِبْنِهِ الَّذِىْ مِنْ غَيْرِهَا صَحَّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُسْتَاجِرَةُ فِىْ نِكَاحِهِ اَوْ فِى الْعِدَّةِ اَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ **وَهِىَ** اَيِ الْاُمُّ **اَحَقُّ مِنَ الْاَجْنَبِيَّةِ اِلَّا اِذَا طَلَبَتْ زِيَادَةَ اُجْرَةٍ وَنَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً وَالْاِبْنِ زَمِنًا عَلَى الْاَبِ خَاصَّةً بِهِ يُفْتٰى** اِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِاَنَّ عَلٰى رِوَايَةِ الْخَصَّافِ وَالْحَسَنِ تَجِبُ اَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا عَلَى الْاَبِ وَثُلُثُهَا عَلَى الْاُمِّ وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ فَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِمَا

সহজ তরজমা

আর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর দুধ পান করানোর জন্যে স্ত্রীকে বিনিময় দিয়ে রাখা কিংবা অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত তার সন্তানের জন্যে বিনিময় দিয়ে রাখা সহীহ হবে অর্থাৎ যখন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিল এবং তার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেল, তখন স্বামী তাকে তার গর্ভজাত সন্তানকে দুগ্ধদানের জন্যে বিনিময় দিয়ে রাখা দুরস্ত হবে। আর স্বামীর অন্য স্ত্রীর ঘরের সন্তানকে দুগ্ধদানের জন্যে বিনিময়ে নিয়োগ করা দুরস্ত হবে। চাই নিয়োগকৃতা মহিলা তার বিবাহধীনে হোক অথবা ইদ্দতের মধ্যে থাকুক অথবা ইদ্দতের পর হোক **আর সে** অর্থাৎ মাতা **অপরিচিতা মহিলা থেকে বেশি হকদার হবে (সন্তানকে দুগ্ধদানের ক্ষেত্রে), কিন্তু যখন সে অধিক পারিশ্রমিক কামনা করে (তবে হকদার হবে না) আর সাবালিকা মেয়ের ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের ভরণপোষণ বিশেষত পিতার উপরই ওয়াজিব হবে, এর উপরই ফাতওয়া।** গ্রন্থকার بِهٖ يُفْتٰى বলেছেন– কারণ, ইমাম খাসসাফ ও হাসানের বর্ণনানুযায়ী তিন তিন অংশ হিসেবে ওয়াজিব হবে। দুই-তৃতীয়াংশ পিতার উপর এবং এক-তৃতীয়াংশ মাতার উপর ওয়াজিব হবে। এ হুকুম তখনকার যখন তাদের উভয়ের সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের সম্পদ থাকে, তা হলে তাদেরই সম্পদ থেকে তাদের ভরণপোষণ সরবরাহ করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُسْتَاجِرَةُ الخ : স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্যে নিজ স্ত্রীকে বিনিময় দিয়ে রাখা বৈধ হবে। চাই এ স্ত্রী তার বিবাহধীন হোক অথবা রজয়ী তালাক বা বায়েন তালাকের ইদ্দতের মধ্যে থাকুক অথবা ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকুক। কেননা এ স্ত্রীর উপর স্বামীর অন্য স্ত্রীর ঘরের সন্তানকে দুগ্ধদান ওয়াজিব নয়। তাই সর্বাবস্থায় তাকে বিনিময়ে নিয়োগ করা জায়েয। কিন্তু তার গর্ভজাত সন্তানের হুকুম এর বিপরীত। কারণ, তাকে দুগ্ধদান করা শরী'আতে তার উপর ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ نَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً الخ : بَالِغَةً শব্দটি اَلْبِنْتُ এর হাল পতিত হয়েছে। এতে বুঝানো রয়েছে, মেয়ে হওয়াই অক্ষম হওয়ার দলীল। চাই সে পূর্ণ বয়স্কা হোক। সুতরাং কন্যার নফকা পিতার উপর ওয়াজিব, যদিও সে অর্থোপার্জনের ক্ষমতা রাখে। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সে বিবাহ না বসে। যখন তার বিবাহ হয়ে যাবে, তখন পিতার স্থানে স্বামীর উপর তার নফকা ওয়াজিব হবে। زَمِن শব্দের ز অক্ষরে যবর, م অক্ষরে যের। এর অর্থ– দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়া, যার কারণে সে উপার্জনের ক্ষমতা রাখে না। যেমন– অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি।

وَعَلَى الْمُوسِرِ يَسَارَ الْفِطْرَةِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ الْفُقَرَاءِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْاِبْنِ وَالْبِنْتِ وَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقُرْبُ وَ الْجُزْئِيَّةُ لَا الْاِرْثُ فَفِي مَنْ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ اِبْنٍ كُلُّهَا عَلَى الْبِنْتِ وَ فِي وَلَدِ بِنْتٍ وَ اَخٍ عَلَى وَلَدِهَا مَعَ اَنَّ الْاِرْثَ نِصْفَانِ بَيْنَ الْبِنْتِ وَ ابْنِ الْاِبْنِ وَ الْاِرْثُ كُلُّهُ لِلْاَخِ وَلَا شَيْئَ لِوَلَدِ الْبِنْتِ لِاَنَّهُ مِنْ ذَوِى الْاَرْحَامِ **وَنَفَقَةُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ صَغِيرٍ فَقِيرٍ اَوْ اُنْثٰى بَالِغَةٍ فَقِيرَةٍ اَوْ ذَكَرٍ زَمِنٍ اَوْ اَعْمٰى عَلَى قَدْرِ الْاِرْثِ وَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ يُعْتَبَرُ فِيهَا اَهْلِيَّةُ الْاِرْثِ لَا حَقِيقَتُهُ** وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِاَنَّ نَفَقَةَ هٰؤُلَاءِ اِنَّمَا تَجِبُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَيَنْبَغِى اَنْ لَا تَجِبَ اِلَّا عَلَى الْوَارِثِ فَقَالَ الْمُعْتَبَرُ اَهْلِيَّةُ الْاِرْثِ لَا حَقِيقَتُهُ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ حَقِيقَةَ الْاِرْثِ لَا تُعْلَمُ اِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَمَنْ لَهُ خَالٌ وَ ابْنُ عَمٍّ يُمْكِنُ اَنْ يَمُوتَ اِبْنُ الْعَمِّ وَ يَكُونُ الْاِرْثُ لِلْخَالِ فَاعْتُبِرَ الْاَ قُرْبِيَّةُ مَعَ اَهْلِيَّةِ الْاِرْثِ ـ

সহজ তরজমা

আর এমন ধনী, যার সদকয়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়া পারিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার উপর নিজের দরিদ্র মূল তথা মাতাপিতার ভরণপোষণ ওয়াজিব পুত্র-কন্যার মধ্যে সমানভাবে। আর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও বংশ শাখার ধর্তব্য করা হয়ে থাকে, মীরাছ সূত্রের ধর্তব্য করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তির একজন কন্যা ও একজন নাতি রয়েছে, তার সম্পূর্ণ নফকা কন্যার উপর ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তির একজন মেয়ের ঘরের নাতি ও একজন ভাই রয়েছে, তার সম্পূর্ণ নফকা মেয়ের সন্তানের (নাতির) উপর ওয়াজিব হবে। অথচ প্রথম অবস্থায় মীরাছ কন্যা ও নাতির মধ্যে অর্ধাঅর্ধি হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় সম্পূর্ণ মীরাছ ভাইয়ের জন্যে হবে; মেয়ের ঘরের নাতির জন্যে কিছুই নেই। কেননা সে যাবিল আরহাম-এর অন্তর্ভুক্ত। **আর প্রত্যেক রেহেম সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়, যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও দরিদ্র বা বালেগা মেয়ে, যে অভাবগ্রস্ত অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলে বা অন্ধ, তাদের ভরণপোষণ তাদের ওয়ারিশের উপর মীরাছ অনুপাতে ওয়াজিব হবে;** এমনকি এ ভরণপোষণ আদায়ে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে। এতে উত্তরাধিকারের যোগ্যতার বিবেচনা করা হবে উত্তরাধিকারের যোগ্যতার; প্রকৃতপক্ষে তাদের ওয়ারিশ হওয়া বিবেচ্য নয়। গ্রন্থকার তা এজন্যে বলেছেন, এসব রেহেম সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ এর দ্বারা। সুতরাং শুধু ওয়ারিশদের উপরই তা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থকার বলেছেন, "উত্তরাধিকারের যোগ্যতা বিবেচিত হবে; প্রকৃতপক্ষে ওয়ারিশ হওয়া নয়"-এর কারণ হল, প্রকৃত ওয়ারিশ হওয়া মৃত্যুর পর ছাড়া জানা যাবে না। যেমন– যে ব্যক্তির একজন মামা ও একজন চাচাতো ভাই রয়েছে, এক্ষেত্রে হতে পারে চাচাতো ভাই মৃত্যুবরণ করবে এবং মীরাছ মামার জন্যে হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে উত্তরাধিকারের

যোগ্যতার সাথে আত্মীয়তা ধর্তব্য হবে। (এরই ভিত্তিতে মামার উপর নফকা ওয়াজিব, যদিও তার মীরাছ না পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যখন চাচাতো ভাই জীবিত থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : نَفَقَةُ أُصُولِهِ الخ

اَلْفُقَرَاء শব্দটি أُصُوْل এর সিফাত; أُصُوْل দ্বারা উদ্দেশ্য মাতাপিতা। তাদের নফকা ওয়াজিব হওয়ার দু'টি শর্ত রয়েছে। ১. যার জন্য নফকা ওয়াজিব হচ্ছে সে দরিদ্র হওয়া, চাই উপার্জন করার ক্ষমতা রাখুক। কেননা যদি সে মালদার হয়, তা হলে তার সম্পদ থেকেই তার নফকা ওয়াজিব হবে। ২. যার উপর নফকা ওয়াজিব হচ্ছে সে সম্পদশালী হওয়া। কেননা যে ব্যক্তি নিজেই অভাবী, অন্যের মুহতাজ, তার উপর অপরজনের খোরপোষ কিভাবে ওয়াজিব হতে পারে? এজন্যে দরিদ্রের উপর কারো নফকা ওয়াজিব নয়। তবে নিজের স্ত্রী এবং ছোট শিশুদের ভরণপোষণ তার উপর সর্বাবস্থায় ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَ يُعْتَبَرُ فِيْهَا الخ

মূল ব্যক্তিগণের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে শাখা বংশ ব্যতীত আত্মীয়তার ধর্তব্য করা হবে, ওয়াজিব হওয়ার ধর্তব্য করা হবে না অর্থাৎ প্রথমত জন্মের হিসেবে শাখা বংশের ধর্তব্য হবে। তারপর সর্বনিকটবর্তী আত্মীতার ধর্তব্য হবে। সে ওয়ারিশ হয় কি-না, তার কোনো বিবেচনা করা হবে না। এর কারণ হল, নফকা ওয়াজিব হওয়ার মূল সবব হচ্ছে جُزْئِيَّت [আংশিকতা]-এর সম্পর্ক। এজন্যে প্রথমে তা ধর্তব্য হবে এরপর আত্মীয়তার প্রতি দৃষ্টি করা হবে। সুতরাং যদি মুসলমানের দু'সন্তান থাকে এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন খ্রিষ্টান অথবা কন্যা সন্তান হয়, তবুও পিতার নফকা তাদের উভয়ের উপর সমানভাবে আবশ্যক হবে। যদিও খ্রিষ্টান পুত্র পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় আর কন্যা ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক লাভ করে। অনুরূপভাবে যদি কারো পুত্র ও নাতি থাকে, তা হলে ঘনিষ্ঠতার বিবেচনায় কেবল পুত্রের উপরই পিতার নফকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَ نَفَقَةُ كُلِّ ذِىْ رَحِمٍ الخ

مَحْرَم শব্দের মীমে যবর। উদ্দেশ্য হল, যার সাথে সর্বদা বিবাহ হারাম। এ দু' কয়েদ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় বটে, কিন্তু মাহরাম নয়, তার ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। যেমন– চাচাতো ভাই। তদ্রুপ যে মাহরাম হয়, কিন্তু যাবিল আরহাম নয়, তার ভরণপোষণও ওয়াজিব নয়। যেমন– স্ত্রীর মাতা ও দুধভাইয়ের ভরণপোষণ।

فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ اَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ عَلَيْهِنَّ اَخْمَاسًا كَارْثِهِ فَقَوْلُهُ فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ اَخَوَاتٌ الخ صُوْرَتُهُ مَاتَ اَحَدٌ تَرَكَ مِنْهُ ثَلٰثَ اَخَوَاتٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِاَبٍ وَ اُمٍّ وَالثَّانِىْ مِنْ اَبٍ وَالثَّالِثُ مِنْ اُمٍّ فَالتَّرِكَةُ بَيْنَهُنَّ يُقْسَمُ عَلٰى خَمْسَةِ سِهَامٍ ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ لِاُخْتٍ لِاَبٍ وَ اُمٍّ وَسَهْمٌ لِاُخْتٍ لِاَبٍ وَ سَهْمٌ لِاُخْتٍ لِاُمٍّ فَكَذٰلِكَ النَّفَقَةُ **وَ نَفَقَةُ مَنْ لَهُ خَالٌ وَ ابْنُ عَمٍّ عَلَى الْخَالِ وَ لَا نَفَقَةَ مَعَ الْاِخْتِلَافِ دِيْنًا اِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ الْاُصُوْلِ وَ الْفُرُوْعِ** ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا يُحْسِنُ زِيَادَةُ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ وَ لَا عَلَى الْفَقِيْرِ اِلَّا لَهَا وَ لِلْفُرُوْعِ وَلَا لِلْغَنِيِّ اِلَّا لَهَا وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ قَدْ غَيَّرْتُهَا اِلٰى هٰذِهِ الْعِبَارَةِ وَ حَاصِلُهَا اَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ اِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْفُرُوْعِ وَلَا تَجِبُ لِلْغَنِيِّ اِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ اَمَّا غَيْرُ الزَّوْجَةِ فَاِنْ كَانَ غَنِيًّا لَا تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ عَلٰى اَحَدٍ **وَ بَاعَ الْاَبُ عَرْضَ اِبْنِهِ لَا عَقَارَهُ لِنَفَقَتِهِ وَلَا لِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ سِوَاهَا** اَىْ لَايَبِيْعُ الْاَبُ مَالَ الْاِبْنِ لِدَيْنٍ سِوَى النَّفَقَةِ لَهُ عَلَى الْاِبْنِ قَالُوا اِنَّ لِلْاَبِ وَلَايَةُ حِفْظِ مَالِ الْاِبْنِ وَ بَيْعِ الْمَنْقُوْلَاتِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ لَا بَيْعِ الْعَقَارِ لِاَنَّهُ مُحَصَّنٌ بِنَفْسِهِ فَاِذَا بَاعَ الْمَنْقُوْلَ فَالثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَيَصْرِفُهُ اِلَيْهَا قُلْتُ اَلْكَلَامُ فِىْ اَنَّهُ هَلْ يَحِلُّ بَيْعُ الْعُرُوْضِ لِاَجْلِ النَّفَقَةِ لَا فِى الْبَيْعِ لِاَجْلِ الْمُحَافَظَةِ ثُمَّ الْاِنْفَاقُ مِنَ الثَّمَنِ عَلَا اَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ هٰذِهِ لَجَازَ الْبَيْعُ لِدَيْنٍ سِوَى النَّفَقَةِ لِعَيْنِ هٰذَا الدَّلِيْلِ بَلِ الْعِلَّةُ اَنَّ لِلْاَبِ وَلَايَةُ تَمَلُّكِ مَالِ الْاِبْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا فِىْ اِسْتِيْلَادِ جَارِيَةِ الْاِبْنِ فَيَكُوْنُ لَهُ وَلَايَةُ بَيْعِ عُرُوْضِ الْاِبْنِ لِبَقَاءِ نَفْسِهِ وَاِنَّمَا لَا يَلِىْ بَيْعَ الْعَقَارِ لِاَنَّهُ مُعَدٌّ لِلْاِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ وَ هُوَ الزِّرَاعَةُ وَ وَلَايَةُ الْاَبِ نَظْرِيَّةٌ وَ لَا نَظَرَ فِىْ بَيْعِ الْعَقَارِ بَلْ بَيْعُهُ اِجْحَافٌ فَمَصْلَحَةُ الْاِبْنِ اِبْقَاؤُهُ وَالْاِنْتِفَاعُ بِهِ ـ

সহজ তরজমা

সুতরাং যে ব্যক্তির বিভিন্ন পক্ষের বোন রয়েছে, তার ভরণপোষণ সে সকল বোনের উপর পাঁচ-পাঁচ ভাগ হিসেবে ওয়াজিব হবে, যেমনিভাবে তার উত্তরাধিকারের অংশ হয়ে থাকে। মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فَنَفَقَةُ مَنْ لَهُ اَخَوَاتٌ الخ এর প্রক্রিয়া হল, কেউ মারা গেল এবং সে তিন বোন রেখে গেল, তন্মধ্যে একজন মাতা-পিতা শরীক সহোদরা, দ্বিতীয়জন পিতা শরীক বৈমাত্রেয় বোন আর তৃতীজন মাতা শরীক বৈপিত্রেয় বোন– তখন ত্যাজ্য সম্পত্তি তাদের মধ্যে পাচঁ অংশে ভাগ করা হবে। তিন অংশ সহোদরা বোনের জন্যে, এক অংশ বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে এবং এক অংশ বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে হবে। সুতরাং তার নফকাও অনুরূপভাবে ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তির একজন মামা ও একজন চাচাতো

ভাই রয়েছে, তার খোরপোষ মামার উপরই বর্তাবে। আর ধর্ম ভিন্ন হলে নফকা নেই, কিন্তু স্ত্রী এবং মূল ও শাখার অর্থাৎ মাতাপিতা ও সন্তানের নফকা ওয়াজিব হবে ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও।

শারেহ রহ. বলেন, এরপর এখানে এ ইবারতটুকু বাড়ালে সুন্দর হত- "আর দরিদ্রের উপর স্ত্রী ও সন্তান ব্যতীত অন্য কারো খোরপোষ ওয়াজিব নয় এবং ধনী ব্যক্তির ভরণপোষণ কারো উপর ওয়াজিব নয়, কিন্তু স্ত্রী সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর উপর তার নফকা ওয়াজিব হবে।" আমি মুখতাসারুল বেকায়ার ভাষ্যকে এ ইবারতে পরিবর্তন করে দিয়েছি। যার সারকথা হচ্ছে- দরিদ্র ব্যক্তির উপর কারো নফকা ওয়াজিব নয়, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির নফকা তার উপর ওয়াজিব। আর ধনীর জন্যে নফকা ওয়াজিব নয়। তবে ধনবতী স্ত্রীর জন্যে স্বামীর উপর নফকা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তেরে স্ত্রী ব্যতীত অন্য লোক যদি ধনী হয়, তা হলে তার ভরণপোষণ কারো উপর ওয়াজিব হবে না।

পিতা নিজের নফকার জন্যে তার পুত্রের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতে পারে, তবে তার ভূমি বিক্রয় করা জায়েয নেই এবং নফকা ব্যতীত পুত্রের উপর আবশ্যিক অন্য কোনো ঋণ বাবদ [তা আদায়ের জন্যে] তার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা জায়েয নেই। অর্থাৎ পিতা নিজের নফকা ব্যতীত পুত্রের কোনো সম্পদ পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে বিক্রয় করতে পারবে না।

ফকীহগণ বলেছেন, নিশ্চয় পুত্রের সম্পদ হেফাজত করার কর্তৃত্ব পিতার রয়েছে। আর অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় করাও সংরক্ষণের আওতাভুক্ত। ভূমি বিক্রয় করা এমন নয়। কেননা তা নিজেই সংরক্ষিত। (কেউ চুরি করে তা বহন করে নিতে পারে না।) সুতরাং যখন পিতা পুত্রের বহনযোগ্য সম্পদ বিক্রয় করল, তখন তার মূল্য নিজের অধিকারের স্বজাতীয় হয়ে গেল। আর তা হল, তার ভরণপোষণ। এজন্যে সে নিজের নফকার জন্যে তা ব্যয় করতে পারবে। শারেহ রহ. বলেন, আমি বলব: মূল আলোচনা হল, নফকার প্রয়োজনে পুত্রের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করা বৈধ হবে কি না, এ ব্যাপারে, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা, এরপর তার মূল্য ভরণপোষণে ব্যয় করা সম্পর্কে আলোচনা নয়। উপরন্তু যদি এটাই ইল্লত হত, তা হলে হুবহু এই দলীলের আলোকে ভরণপোষণ ব্যতীত পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে তার সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয হত বরং মূল ইল্লত হল, প্রয়োজনের সময় পুত্রের সম্পদের উপর মালিকানার কর্তৃত্ব পিতার রয়েছে। সুতরাং নিজের জীবনের স্থিতির জন্যে পুত্রের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করার ক্ষমতা পিতার লাভ হবে। (পুত্রের সম্পদ হেফাজতের জন্যে নয়।) কিন্তু পিতা ভূমি বিক্রয় করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হবে না -কারণ, ভূমি প্রস্তুত করা হয়েছে তার মূল অবশিষ্ট রেখে তা দিয়ে কৃষি ইত্যাদি পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়ার জন্যে। অথচ পিতার কর্তৃত্ব অনুগ্রহনির্ভর আর ভূমি বিক্রয় করার মধ্যে পুত্রের প্রতি অনুগহ নেই বরং তা বিক্রয়ে সম্পদের ধ্বংস সাধন রয়েছে। সুতরাং পুত্রের কল্যাণ হল, ভূমি ঠিক রেখে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ الخ

এখানে مُتَفَرِّقَات বলে উদ্দেশ্য হল, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন। এ সকল বোন যদি সম্পদশালী হয়, তা হলে ভাইয়ের খোরপোষ তাদের উপর মিরাছের অংশ হারে ওয়াজিব হবে অর্থাৎ সহোদরা বোনের উপর ৫/৩ অংশ, বৈমাত্রেয় বোনের উপর ৫/১ এবং বৈপিত্রেয় বোনের উপর ৫/১ অংশ ওয়াজিব হবে। কেননা মৃত ভাইয়ের পরিত্যাজ্য সম্পত্তির ২/১ অংশ পায় সহোদরা বোন, তার সম্পত্তির ৬/১ অংশ পায় বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রেয় বোনও অনুরূপ ৬/১ অংশ পায়। তাই মাসআলা হবে ৬ দ্বারা। তন্মধ্যে ৩ অংশ পাবে সহোদরা বোন, ১ অংশ পাবে বৈমাত্রেয় বোন এবং ১ অংশ পাবে বৈপিত্রেয়ী বোন। এ হিসেবে মাসআলাটি ৫-এর দিকে আওল করা হবে। সে অনুপাতে তাদের অংশ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে।

قَوْلُهُ : وَ لَا نَفَقَةَ مَعَ الْاِخْتِلَافِ الخ

ধর্ম ভিন্ন হলে কারো খোরপোষ অন্যের উপর ওয়াজিব হবে না, যখন একজন মুসলমান এবং অপরজন কাফের হয়। কিন্তু যদি একজন সুন্নী ও অপরজন এমন শী'আ হয়, তার শী'আ মতাবলম্বন তাকে কুফরীতে না পৌঁছায়, তা হলে এ ধরনের বিশ্বাসগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তার নফকা ওয়াজিব হবে এবং তাদের মধ্যে মীরাছ জ্যারি হবে। সকল প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদআতীকে এরই উপর কিয়াস করা উচিত।

قَوْلُهُ : اِلَّا لِلزَّوْجَةِ الخ

কিন্তু স্ত্রী, মাতাপিতা ও সন্তানের ধর্ম ভিন্ন হলেও তাদের খোরপোষ রহিত হবে না। কেননা স্ত্রীর খোরপোষ বিবাহ বন্ধনের কারণে স্বামীর নিকট আবদ্ধ হওয়ার দরুন আবশ্যক হয়ে থাকে। তার এ অধিকার ধর্ম অভিন্ন হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট নয়। অনুরূপভাবে মাতাপিতা ও সন্তানের ভরণপোষণ জন্ম ও আংশিকতার কারণে ওয়াজিব হয়। আর তা ধর্ম ভিন্ন হলেও নিঃশেষ হয় না।

قَوْلُهُ : بَاعَ الْاَبُ عَرَضَ الخ

পিতার জন্যে পুত্রের স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ বিক্রয় করে তার মূল্য নিজের ভরণপোষণ ব্যয় করা জায়েয আছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাব। এতে সাহেবাইনের মতবিরোধ রয়েছে। তারা বলেন, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে সাবালক পুত্রের উপর পিতার কর্তৃত্ব ছিন্ন হয়ে গেছে। এজন্যে সে তার সম্পদ বিক্রয় করতে পরবে না। যেমন– তার স্থাবর সম্পত্তি সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রয় করতে পারে না এবং নফকা ব্যতীত পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে অস্থাবর সম্পদও বিক্রয় করতে পারে না। এ হুকুম তখনকার জন্য, যখন পুত্র অনুপস্থিত থাকবে। কিন্তু যদি পুত্র উপস্থিত থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার সম্পদ বিক্রয় করা পিতার জন্যে জায়েয হবে না। এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, এ মাসআলাটি সাবালক পুত্র সম্পর্কে। কিন্তু নাবালক বা উম্মাদ পুত্রের সম্পদ, এমনকি ভূমিও নফকার জন্যে বিক্রয় করা বৈধ– এ ব্যাপারে ইমামগণের মতৈক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ : قُلْتُ اَلْكَلَامُ الخ ঃ এখানে শারেহ রহ. ফকীহগণের পূর্বোক্ত কারণ দর্শনোর উপর দু'ভাবে আপত্তি উপস্থাপন করেছেন। (১) তাদের বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত হয়, হেফাজতের উদ্দেশ্যে পিতার জন্যে পুত্রের সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয আছে। তারপর মূল পিতার অধিকারের প্রকারভুক্ত হওয়ার কারণে সে নিজের ভরণপোষণে তা ব্যয় করতে পারবে। অথচ তা দাবিকৃত বস্তুর অনুকূলে নয়। দাবি তো ছিল, নফকার জন্যে পুত্রের সম্পদ বিক্রয় করতে পারবে কি না ? আর তা দলীল দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয় না। (২) যদি এ দলীল স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তখন নফকা ব্যতীত ঋণ পরিশোধের জন্যেও এ বিধান জারি হতে পারে। কেননা হেফাজতের উদ্দেশ্যে যখন পুত্রের সম্পদ বিক্রয় করার অধিকার রয়েছে, তখন বিক্রয় করার পর মূল্য পিতার অধিকারর্ভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে সে নিজের ঋণও পরিশোধ করতে পারবে। এ তো পরস্পর বিরোধী উক্তি!

وَ لَا لِلْاُمِّ بَيْعُ مَالِهِ لِنَفَقَتِهَا لِاَنَّ تَمَلُّكَ مَالِ الْاِبْنِ مَخْصُوْصٌ بِالْاَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ وَ لِاَنَّهُ لَيْسَ لِلْاُمِّ وَلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِىْ مَالِ الْاِبْنِ **وَضَمِنَ مُوْدَعُ الْاِبْنِ الْغَائِبِ لَوْ اَنْفَقَهَا عَلٰى اَبَوَيْهِ بِلَا اَمْرِ قَاضٍ لَا الْاَبَوَانِ لَوْ اَنْفَقَا مَالَهُ عِنْدَهُمَا وَ اِذَا قَضٰى بِنَفَقَةِ غَيْرِ الْعِرْسِ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ** لِاَنَّ نَفَقَةَ هٰؤُلَاءِ اِنَّمَا تَجِبُ كِفَايَةً لِلْحَاجَةِ فَاِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ حَصَلَتِ الْكِفَايَةُ وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ لِلْبَزْدَوِىْ اَنَّ هٰذَا اِذَا طَالَتِ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْفَرْضِ اَمَّا اِذَا قَصُرَتْ فَلَا تَسْقُطُ وَ قَدَّرُوا الْقَصْرَ بِمَا دُوْنَ

الشَّهْرِ اِلَّا اَنْ يَّاذَنَ الْقَاضِىْ بِالْاِسْتِدَانَةِ اَىْ يَاذَنُ الْقَاضِىْ بِالْاِسْتِدَانَةِ فَحٍ يَصِيْرُ دَيْنًا عَلَى الْغَائِبِ وَ نَفَقَةُ الْمَمْلُوْكِ عَلٰى سَيِّدِهٖ فَاِنْ اَبٰى كَسَبَ وَ اَنْفَقَ وَاِنْ عَجِزَ اُمِرَ بِبَيْعِهٖ ـ

সহজ তরজমা

মাতার জন্যে নিজের খোরপোষের উদ্দেশ্যে পুত্রের সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা পুত্রের সম্পদের মালিকানার কর্তৃত্ব পিতার সাথে নির্দিষ্ট। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতারই জন্যে। তা ছাড়া পুত্রের সম্পদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা মায়ের নেই। **আর অনুপস্থিত পুত্রের সম্পদ যার কাছে আমানত রয়েছে, সে আমানতদার যদি কাজীর নির্দেশ ব্যতীত তার মাতাপিতার জন্যে আমানতের সম্পদ ব্যয় করে, তা হলে সে জামিন হবে। আর যদি তার সম্পদ মাতাপিতার নিকট থাকে এবং তারা উভয়ে কাজীর নির্দেশ ব্যতীত ব্যয় করে, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি কাজী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো খোরপোষের ফয়সালা করেন এবং এক সুনির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তা হলে সে পরিমাণ নফকা রহিত হয়ে যাবে।** কেননা এদের ভরণপোষণ প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট অনুপাতে ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং যখন সুনির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন সে সময়ের যথেষ্টতা অর্জিত হয়ে গেছে। আর ইমাম বযদুভী রহ.-এর "জামে কবীর" গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, এ হুকুম তখনকার জন্য। যখন কাজির ফয়সালার পর দীর্ঘ সময় গত হয়ে যায়; কিন্তু যদি অল্প সময় গত হয়, তবে সে সময়ের নফকা রহিত হবে না। আর মাশায়েখগণ এক মাসের কম সময়কে অল্প বলে নির্ধারণ করেছেন। **কিন্তু যদি কাজী তাকে (অনুপস্থিত ব্যক্তির নামে) ঋণ গ্রহণ করে খরচ করার অনুমতি দেয়,** তা হলে সে সময় তা অনুপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয়ে যাবে। **দাসের খোরপোষ তার মনিবের দায়িত্বে বর্তাবে। যদি সে খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে, তা হলে দাস নিজে উপার্জন করবে এবং তা নিজের জন্যে ব্যয় করবে। আর যদি দাস উপার্জনে অক্ষম হয়, তা হলে দাসটি বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَ لَا لِلْاُمِّ بَيْعُ الخ ঃ অনুপস্থিত ধনী পুত্রের মাতার জন্যে জায়েয নেই, সে তার সম্পদ নিজের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করবে। অনুরূপভাবে তার সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও তার সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয নেই। এমনকি কাজীরও বিক্রি করার অধিকার নেই। কেননা পিতা ছাড়া কারো জন্য তার সম্পদের মালিক হওয়ার কর্তৃত্ব নেই। অথচ হস্তক্ষেপ এবং বিক্রি করা বৈধতা মূলত মালিকানা কর্তৃত্বেরই শাখা বিশেষ।

قَوْلُهٗ وَضَمِنَ الْمُوْدَعُ الخ ঃ যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ কোনো আমানতদারের নিকট গচ্ছিত থাকে এবং সে তা থেকে তার মাতাপিতার জন্যে ব্যয় করে, তবে সে জামিন হবে। অনুরূপভাবে যদি সে কাজী বা মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার স্ত্রী ও সন্তানের জন্যে ব্যয় করে, তা হলেও সে জামিন হবে; অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে তার সম্পূর্ণ সম্পদ পরিশোধ করতে হবে। কেননা মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমানতদারের নেই। হ্যাঁ, কাজী যদি অনুমতি দেয়, তবে জায়েয হবে। কেননা কাজীর সাধারণ ক্ষমতা অর্জিত রয়েছে। এজন্যে তার অনুমতি মালিকের অনুমতির স্থলবর্তী হয়ে যাবে। এ হুকুম বিচারের আলোকে। কিন্তু দিয়ানত হিসেবে তার উপর জরিমানা আসবে না। কেননা কল্যাণকামিতাই তার উদ্দেশ্য।

নাফাকাহ অধ্যায় সমাপ্ত